উজীর পুত্র

A HISTORICAL NOVEL IN BENGALI,

FULL OF ADVENTURES,

AND

MYSTERIES OF THE COURT OF EMPEROR SHAHJAHAN.

আজি আমরা উজীর পুত্রকে সাধারণের করে সমর্পণ করিলাম। এই ঐতিহাসিক নবন্যাস খানি প্রতি শুক্র-বারে (আট পেজী ফর্মার) এক ফর্মা করিয়া প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা,—সিমুলিয়া—মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪.৯ ভবনস্থ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য। প্রতি ‍ফর্মার মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

শ্রীফকীরচাঁদ বসু।

ার।

১২৭৮।

CALCUTTA:

'Y S. P. CHATTERJEE, AT THE NEW BENGAL PRESS, 1

1871.

পাঠক মহোদয়ের প্রতি।

মহাশয়!

সম্প্রতি আমি বাঙ্গলা লেখাপড়ার আসরে নেবেছি। "শিবজীর অভিনয়" থেকে সুরু, এখন কোথা গিয়ে থামি তা বল্‌তে পারি নে। যেমন সামান্য গৃহস্থেরা বৃহৎ কর্ম্ম কোরে সুখ্যাতি কিন্‌তে পারে না, তেমনি আমার মত হস্তী-মূর্খ পণ্ডিতেরা লেখা পড়ার আসরে অভিনয় দেখিয়ে প্রতুল কোরে তুল্‌তে পারে না। মহাশয়! লোক যতই আহাম্মক, যতই নাদান হোক, একটা না একটা গুণ তার থাকেই থাকে। আমিও সেই চিরপ্রসিদ্ধ স্বভাব-পদ্ধতির বার নই,—লোক হাসান, লোক ঢলান গুণটি আমার বেশ আছে। আমার রচনা-অভিনয় দর্শন কোরে আপনারা যে হাস্‌বেন, সে কথা আমি দিব্যি কোরে বল্‌তে পারি।

"উজীর পুত্র" দেখে আপনি যদি হাসেন, হাসুন। কিন্তু যা ভেবেই আর যা বলেই হাসুন, একবার হাস্‌লেই জান্‌লেম "উজীর পুত্র" আপনার মনোরঞ্জন কোরে

কেননা মনে আমোদ না হলে যে মুখে হাসি এসে না, এ কথা সকলেরি জানা আছে। আপনার সেই হাসি দেখে আমার পরিশ্রম, আমার যত্ন, আমার আশা সফল হলো জ্ঞান কোর্‌বো।

নূতন বাঙ্গলা যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, বঙ্গ কবিবর শ্রীযুত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, প্রভাকরের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই মিত্র-ত্রয়ের সাহায্যে "উজীর পুত্রের" প্রথম পর্ব্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল।

বিনয়াবনত

শ্রীফকিরচাঁদ বসু।

কলিকাতা,—শোভাবাজার।

বাং সন ১৮৭৮। ইং সন ১২৭২।

উজীর পুত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আমি আমীর হইলাম।"

আগরা মোগল-প্রধান শাজাহান বাদশাহের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে যখন আমি নগর দর্শনার্থ গৃহের বাহির হইতাম, তৎকালে চতুর্দ্দিক হইতে এই কথাগুলি আমার কর্ণ-বিবর চুম্বন করিত;—

"সাদক, সেলাম! সাদক, বন্দিগি! শাজাহান বাদশাহ্ জগতের জ্যোতিঃ স্বরূপ। আল্লা তাঁহারে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছেন। সাদুল্লা সেই দুর্জ্জয় বলবান সম্রাটের উজীর। আপনি সেই প্রবীণ পরাক্রান্ত উজীরের পুত্র, আপনার মঙ্গল হউক।" আহা! ঐ সাদর বন্দনাগুলি শ্রবণ করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতাম! ঐ স্তব স্তুতিগুলির উচ্চারণধ্বনি কতই মধুর বোধ হইত। হায়! আমার তেমন দিন আর হবে না! সেই সুখময় দিন আমার ভাল স্মরণ আছে, আজও বিস্মৃত হই নাই। তখন আমারে সকলেই গৌরব করিত। তখন ধনবানেরাও—আমার অপেক্ষা প্রধান পদের লোকেরাও—দুর্জ্জয় মোগলরাজের প্রি[illegible]

নিকটে মস্তক অবনত করিতে দ্বিধা করিতেন না। তখন কাহারেই বা ভয় ছিল ;- সুখ, সম্মান, ঐশ্বর্য্য ভিন্ন আর আমার অভিলাষই বা তখন কি ছিল! আমার পিতা উজীর-প্রধান ; বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতায় দ্বিতীয় বৃহস্পতি বলিলেই হয়। তৎকালীন তাঁহার সদৃশ রাজনীতিবেত্তা অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহার রাজস্বামী শাজাহান শতমুখে তাঁহার গুণের অনুরাগ করিতেন। পিতার অনেক শত্রু ছিল, তাহারাও তাঁহার প্রভূত বুদ্ধি-প্রভাবের অথবা স্থির বীর্য্যের প্রতিবাদ করিত না। পিতা আমার আপনার ক্ষমতা বিষয়ে নিঃশঙ্ক ছিলেন। রাজপ্রসাদে কখনো বঞ্চিত হইবেন, সে সংশয় করিতেন না। এই সকল সাহসে নির্ভয় হইয়া তিনি কাহারেও ভয় করিয়া চলিতেন না। অন্যের তো কথাই নাই, যাহারা বাদশাহকে অষ্টপ্রহর ঘিরিয়া থাকিত, সে সকল ওমরাওকেও গ্রাহ্য করিতেন না, তাহাদের একবার ফিরেও দেখিতেন না, একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করিতেন না। অথবা যাহারা তাঁহার পদের অভিলাষী হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের হিংসা করিত, সে সব লোকের সঙ্গেও মিত্রতার কৌশল করিতেন না। পিতা আমার সকল কার্য্যের আদর্শ ছিলেন। তিনি যখন যেরূপে যে কার্য্য করিতেন, আমি সেই সময়ে সেইরূপে সেই কার্য্য করিতাম। অবশেষে তাঁহার চালিচলনগুলি অবিকল শিক্ষা করিলাম। এমন কি, লোকে স্পষ্টই বলিত, যদি বয়সের ভেদাভেদ না থাকিত, তবে বৃদ্ধ-উজীর, কি বালক-উজীর, আমরা কাহার সম্মুখে উপস্থিত আছি, সেটি সন্দেহের বিষয় হইত। আমার আকৃতি পিতার সদৃশ ছিল না, তথাচ লোকে ওরূপ সন্দেহের কথা কেন বলিত? বোধ হয়, আমারে প্রসন্ন করাই তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। পিতা খর্ব্বাকার, স্থূলকায় ; মূর্ত্তিখানিও সুদৃশ্য ছিল না। অথচ আমি না স্থূল, না কৃশ, দীর্ঘকায় ছিলাম। দৃশ্যে যদিও তাদৃশ রূপবান নই, কিন্তু অবয়বটি সুডৌল ছিল।

শাজাহান (সসাগরা-পৃথিবী-পতি) ইংরাজি ১৫৯২ সালে লাহোরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৬২৮ সালে দিল্লীর মোগল সিংহাসনে আরোহণ রেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর।

বাবরশাহ্ ভারতরাজ্য জয় করিয়া অধিকার করেন। তৈমুরলেন হতে পুরুষ পরম্পরায় শাজাহান দশম পুরুষ। শাজাহান বাদশাহ্ কোথাও রজ্জুর কৌশলে, কোথাও অসির প্রভাবে তৈমুরধারাগত পুরুষ ত্রের প্রাণ সংহার করেন। অবশেষে বাদশাহ্ আপনি ও তাঁহার পুত্রকতিপয়মাত্র বাবরের বংশাবশিষ্ট ছিলেন। শাজাহানের এই দুর্নামটি কাহারও নিকট গোপন ছিল না। যাঁহারা বাদশাহের প্রতিনিধি হইয়া সেই রুধিরপ্লাবিত সিন্ধুর ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কেহ ভরসা করিয়া তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিত না। কেবল কোণে কানাচে ফুস্‌ফাস্ করিয়া কানে কানে মাত্র বলাবলি করিত। ঐ দুর্জ্জন নৃপালের কে কে গুপ্তচর ছিল, তাহাদিগের নামই বা কি, কেনই বা তাহারা নিমিত্তের ভাগী হইল, এ সকল তথ্যের সন্ধান করিলে আমি সুখী হইতাম কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ সে সকল বহুকালের ঘটনা। বোধ হয়, আমি তখন জন্ম গ্রহণও করি নাই। এক্ষণে সেই বৃত্তান্তগুলি লোকের মুখে শুনিতে হইত। কিন্তু লোকে যেটি বলিত, সেটি সত্য কি মিথ্যা, সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার উপায় ছিল না। তাই সাত পাঁচ চিন্তা করিয়া আমি আর সে বিষয়ের আন্দোলন করি নাই। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিন একটি গুপ্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল।

কিছু দিন পরে পিতার আধিপত্যে মোগলরাজের প্রধান শরীর-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের, অধিক নহে। তথাচ বাদশাহের অনুগ্রহে আমীরের পদ প্রাপ্ত হইব

এই আশা বলবতী হইল। অল্পকালের মধ্যে তাহা সফলও করিলাম। ও অল্প বয়সে এরূপ উচ্চপদস্থ হইতে ও দিন দিন সম্মান লাভ করিতে দেখিয়া ওমরাও-পুত্রদিগের হিংসা জন্মিল। তাহাদিগের এ বৈরিতা বিচিত্র নহে। পিতা সেটি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন। তাই তিনি আমারে কথায় কথায় সাবধান হইয়া চলিতে বলিতেন। কি কার্য্যের, কি বাক্যের ত্রুটিতে আমার উপর কেহ যেন কুপিত না হয়, আমি যে প্রধান, এ ভাবটি যেন ভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ না করি, সকলের নিকট বিনয়ী ও নম্র হই, যে যেমন ব্যক্তি, তাহারে সেই রূপ সম্মান ও সমাদর করি, পিতা সর্ব্বদাই এই সকল উপদেশ দিতেন। আমিও তাঁহার আদেশ মত চলিতে লাগিলাম। কিন্তু মনুষ্যেরা যখন সংকল্প করিয়া পরহিংসায় ব্রতী হয়েন, অথবা যিনি যতই স্তাবক হউন, কাহারও স্তব স্তুতিতে প্রসন্ন হইবেন না, তাঁহারা যখন এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তখন আমি কি, প্রাচীনেরাও তাঁহাদিগের হিংসা-শর ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহাদের চতুর কৌশল ও প্রবীণ বুদ্ধি সকলই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আমার সম্বন্ধে সেইটিই ঘটিল। দেখিলাম, শত্রু চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে। তখন এত কি জানি; আবার ভাবিলাম, আমিই পিতৃ দুর্নামের অকারণ মূলাধার! সে জন্যও অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম। যাহাই হউক, যে দিবস পদস্থ হই, সেই দিন সায়ংকালেই রাজপুরীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট গৃহে বাসস্থান করিলাম। গৃহগুলি অতি প্রশস্ত, মধ্যে একটি উঠান ছিল, ঐ প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা বিরাজ করিত, তাহার চতুষ্পার্শ্ব সুন্দর সুন্দর পুষ্পতরুতে সুশোভিত। ফোয়ারার জলপ্রবাহে ও নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভে বাসস্থানটি যেমন সুশীতল, তেমনি আবার প্রফুল্লরসে পবিত্র ছিল। ফোয়ারার সম্মুখে একটি বারাণ্ডা, সেই বারাণ্ডায় বসিয়া জলপ্রবাহের কৌতুক দর্শন করিতাম। দোসরের মধ্যে একটি আল-

খোলা। কতকগুলি বারিধারা প্রস্তরময় সিংহ ও নরসিংহের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমতঃ ঊর্দ্ধে উঠিত, আবার নম্রমুখে প্রবাহিত হইয়া একটি কৃত্রিম খাতে পতিত হইত। সেই সময়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা আমার মুখমণ্ডল শিশিরাক্ত করিত।

আমার এ অবস্থাটি সুখের এক শেষ বলিলেও বলা যাইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিয়া নির্ভয়ে সকল কথা কহিতে পারি, ঈদৃশ একটি মিত্রের অভাবে আমি বড় অসুখী ছিলাম। কি পরিতাপ! আমার বন্ধু কেহই ছিল না। স্তাবক, চাটুবাদী অনেক ছিল বটে, কিন্তু সেই সকল লোকের প্রতি আমার জাত-ঘৃণা থাকায়, বরং একাকী থাকিতে ভাল বাসিতাম, তথাচ ভাক্ত বন্ধুদিগের সংসর্গ করিতাম না। যখন কোন কার্য্য কর্ম্ম না থাকিত, বারাণ্ডায় বসিয়া আল্‌বোলা টানিতে টানিতে ফোয়ারার জলপ্রপাত দর্শন ও ঝরঝর জলপাতের মধুরধ্বনি শ্রবণ করিতাম। বাসস্থানটি পুষ্পগন্ধে আমোদিত ছিলই তো, কখন বা সেই উপাদেয় বায়ুর আঘ্রাণে আপ্যায়িত হইতাম। এইরূপে দিন যামিনী কাটিতে লাগিল।

একদিন সায়ংকাল অতীত করিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; জল-ঝরঝরশব্দের স্নিগ্ধরসে শরীর লোমাঞ্চিত হইল, অমনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। বরকন্দাজ খাঁ যে দিকে বাস করিতেন, সেই দিকের একটি কবাট সশব্দে রুদ্ধ হওয়াতে তাহার ঝঞ্ঝনায় আমার চৈতন্য হইল। বরকন্দাজ খাঁ রাজ-জামাতা, তিনি বাদ্‌শাহার কনিষ্ঠ পুত্রী রসি-নারা বেগমকে সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য অপেক্ষা এই ব্যক্তি আমার পরম শত্রু। সম্প্রতি আমি যে পদে নিযুক্ত, অনেক-দিনাবধি বরকন্দাজ খাঁর মনে মনে ছিল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউজোফ ঐ পদে অভিষিক্ত হয়। যাহাই হউক, শব্দ শুনিয়াই অমনি উঠিয়া বসি-

...াম, বোধ হইল, বারাণ্ডা থেকে একটি লোক নিঃসাড়ে চলিয়া গেল, আমি যেন তাহার ছায়া দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ পেশকবজ খানি হস্তে লইয়া বারাণ্ডার অন্তে-স্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হই- লাম, মনুষ্যের সাড়া শব্দ কিছুই পাইলাম না, একবার ভাবিলাম, একে ত অন্ধকার রাত্রে ঝাপসা বোধ হয়, তাহাতে আবার তামাকের ঘোরে [illegible] প্রায় অচেতন ছিলাম, হয় ত আমারে ভ্রমই হইয়াছে। আবার ভাবিলাম, না, কেহ আমারে গুপ্ত হত্যা করিবার মনন করিয়াছে। শেষে সেইটিই স্থির করিলাম। আমি যে গৃহে শয়ন করিতাম, তাহার নিম্নতলস্থ পার্শ্বের ঘরে কেহ কোথা লুকাইয়া ছিল কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত, ঐ অন্ধকারে চোরা চোরা দরজা দিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলাম, নামিয়াই কতক দূর চলিয়া গেলাম, পরে অনু- মান হইল, আমার বাসস্থান অনেক পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি। অমনি ফিরিলাম; ফিরিয়া বড় অধিক দূর আসি নাই, এমন সময়ে মনু- ষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। রাস্তার বামে-স্থিত একটি কুঠরী হইতে ঐ কণ্ঠস্বর আমার কর্ণস্পর্শ করিল। আমার এ অবস্থাটি সুখের হইল না, আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইলাম। এখন করি কি? প্রকাশ হই, না ধীরে ধীরে প্রস্থান করি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কখন্ কে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিবে, সেই প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা আমার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না, হয় ত কেহ বলিবে, আমি কোন পক্ষের চর হইয়া তাহাদিগের গুপ্ত কথা শুনিতেছিলাম। সেটি বড় ঘৃণার কথা।

তখন ভাবিলাম, বসুমতীর গর্ব্ভে যদি স্থান পাইবার উপায় থাকিত, তবে আমি এই দণ্ডেই প্রবেশ করিয়া তাহারা কি বলাবলি করিতেছে, শুনিতাম। গুপ্ত পরামর্শ যে কাহারও শুনিবার অধিকার নাই, সেটি

তখন বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তখন মহা অন্ধকা
দেখা যাইতেছিল না। আমি ঐ অন্ধকারে হস্ত দ্বারা অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম, একটি দ্বার উদার মুক্ত রহিয়াছে, ঐ ঘরের পার্শ্ব গৃহেই কতকগুলি লোক এক-মন এক-চিত্ত হইয়া কথোপকথন করিতেছিল। আমি ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে মনে এই স্থির
উহারা যেই হউক, যতক্ষণ না কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, ততক্ষণ আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করিব। অপেক্ষাই করিতেছি, তাহাদিগের কথোপকথন শেষ হইয়াও হইতেছে না, কি কথা হইতেছিল, আমি তাহার এক বর্ণও শুনিবার চেষ্টা করি নাই। কেবল ভাবিতে লাগিলাম কতক্ষণে শেষ হইবে, কতক্ষণেই বা আমি পরিত্রাণ পাইব, কি আমারেই বা আজ এই ঘোরাচ্ছন্ন নির্জ্জন প্রান্তে রাত্রি প্রভাত করিতে হয়। অবশেষে অনেকক্ষণের পর সেই নিগূঢ়াত্মক অনুচ্চ কণ্ঠ নীরব হইল, বোধ হইল, যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। কি বিপদ! আবার দুই ব্যক্তি পথে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতে লাগিল, আমি যে গৃহে গোপন ছিলাম, তাহার নিকটেই নাকি তাহারা দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগের কথা গুলি অবাধে শুনিতে পাইলাম। এক ব্যক্তি বলিল "তুমি তা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ কেন? যখন পিতার উপকার গুলি বাদশাহ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না, তখন তাঁর পুত্রের উচ্চ পদ, উচ্চ সম্মান হবেই তো, সে তো হবারি কথা।" দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, "পুত্র! বটেই তো! কিন্তু তুমি যে সর্ব্বদাই বল, শোণিতপাত ব্যাপারই ঐ উন্নতির একমাত্র মূলাধার, সে কথা কি সত্য?" প্রথম ব্যক্তি কহিল "সত্য নয় তো কি? সাদুল্লার নরহন্তা-হস্তে তৈমুর বংশের শেষাবশিষ্ট সন্তান নিধন হয়, এ কথা কে না অবগত আছে?"

আমার আর সহ্য হইল না। ঐ কথা শ্রবণ করিয়াই, আমি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলাম 'হারামজাদা, ও সব মিথ্যা কথা, আমার পিতার কোন দোষ নাই, তিনি নিরপরাধী' ইত্যাকার গর্জ্জন শব্দে ঐ দুরাচারদিগের সম্মুখে ধাবিত হইয়া এক ব্যক্তির হাত ধরিলাম, সে তাহার হাত ধরিতেই "সুবহান আল্লা! এ যে সাদক!" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং আমার হস্ত-পাশ হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিল। আমি বলিলাম, হাঁ আমিই বটে, দৈবযোগে এ স্থানে আসিয়া আমি তোদের গ্লানির কথা সব শুনিয়াছি, তোরা কে? তোদের নাম কি? তোদের এ সব মিথ্যা কথা, তা যতক্ষণ না বলবি, না স্বীকার করবি, ততক্ষণ আমি কাহারেও ছাড়িব না। আমারে দেখিয়াই দুরাত্মারা অতিশয় ভীত হইয়াছিল, কিন্তু আমার এই আস্ফালনের অবসরে আবার তাহাদের সাহস জন্মিল, তখন আমারে ধরাধরি করিয়া, যে ঘরে কথোপকথন হইতেছিল, সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই ঘরে লইয়া ফেলিল! আমার ত্রাস হইল; হয় তো আমারে হত্যাই করিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়!

দুষ্টেরা আমারে ঐ ঘরে রাখিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। আমি সেই অন্ধকারে পূর্ব্বের মত হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিলাম, দ্বারটি বন্ধ নয়, কেবল সংলগ্ন মাত্র রহিয়াছে, তাই দেখিয়া সাহস হইল, তখন আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে গৃহে উপস্থিত হইলাম, ভাবিলাম, এ যাত্রা পরিত্রাণ হইল। আমার শ্রদ্ধাস্পদ পিতার ঘৃণিত অপবাদটি স্মরণ করিয়া মনে মনে মহা দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে লাগিলাম। মন সুস্থির ছিল না, সুতরাং সে রাত্রি ভালরূপ নিদ্রা হইল না। পর দিবস প্রাতে আমারে 'আমখাসে' উপস্থিত থাকিতে হইবে, সেই জন্য সকাল সকাল গাত্রোত্থান করিলাম। ঐ রাজমন্দিরে সম্রাট প্রত্যহ

বার দিয়া বসিতেন। আমার এ নূতন পদ, সবে আজ আমি সভাস্থ হইয়া নৃপালসমীপে প্রথম উপস্থিত হইব। অন্য অন্য দিন যেরূপ পরিচ্ছদ করিতাম আজিও প্রায় সেইরূপই করিলাম, বিশেষ সমারোহ কিছুই ছিল না, ভাবিলাম, আমারে কে না জানে, কে না চিনে, বেশ ভূষার আড়ম্বর করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক কি? তবে আর আর দিন অপেক্ষা অদ্যকার পরিচ্ছদটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। সভা আরম্ভের অনেক পূর্ব্বে সময়োচিত সুসজ্জিত হইলাম, কিন্তু তৎকালীন রাজদর্শনে উপস্থিত না হইয়া আপনার বারাণ্ডায় সকৌতুকে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। ঐ বারাণ্ডার এক ধারে এক খানি বৃহৎ আয়না ছিল, এক এক বার ঐ দর্পণ খানিতে আপনার অবয়বটি দর্শন করি, এক এক বার বারাণ্ডায় পায়চারি করিয়া বেড়াই, কখন বা একটু স্থির হইয়া এক বার গোঁফে তা দিই, একবার বা দাড়িটি আকুঞ্চিত করিয়া ঢেউ আকারে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া রাখি। এইরূপে ঐ মিত্রবৎ-অনুকূল দর্পণের সম্মুখে বারদ্বয় উপস্থিত হইলাম, ঐ দুইবারই আমার নিজের মুর্ত্তিটি ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্ট হইল না। তৃতীয় বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দুটি কৃষ্ণ আঁখি পদ্মরাগ মণির ন্যায় আরক্ত বিম্বাধরের সঙ্গে একত্রে ঐ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, দর্শন করিবা মাত্র বোধ হইল, কেহ যেন শলাকায় বিদ্ধ করিয়া আমারে ঐ স্থানে আবদ্ধ করিল। আমি কি জাগ্রত? এটি কি স্বপ্ন? না কোন সুরসুন্দরী প্রসন্ন হইয়া আমারে কৃপাদৃষ্টি করিলেন? আমি তো কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়া আমার চক্ষু দগ্ধ করিল, তিনি কে? তাঁহার স্থান কোথায়? কেন আমারে সদয় হইয়া দর্পণে দর্শন দিলেন? এই সমস্ত সন্ধান জানিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত ব্যাকুল হইল। মনে কতই উদয় হইতে লাগিল, আপনা আপনি কতই বিতর্ক করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই অন্তঃকরণের তৃপ্তি

হইল না, স্থির কিছুই করিতে পারিলাম না। আমি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ব্যস্ত, আরো ব্যাকুল হইলাম, আমার যেন যমযন্ত্রণা, আমার যেন শয্যাকন্টক উপস্থিত হইল। একবার একটু স্থির হইয়া কত কি সিদ্ধান্ত করি, আবার দ্বিগুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া একবার বারাণ্ডার এদিক,একবার ওদিক ছুটো-ছুটী করিয়া বেড়াই। এইরূপ উৎকণ্ঠায় অবলুণ্ঠিত হইতেছি, ইতিমধ্যে একবার ঐ দর্পণ হইতে নয়ন অপসৃত করিয়া বারাণ্ডার পুরঃস্থিত, প্রাঙ্গণের পরপারের গৃহের দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি একটি গবাক্ষ-দ্বার তড়িতের ন্যায় দ্রুতবেগে অবরুদ্ধ হইল। তখন আমি অনেক সুস্থির হইলাম, আবার পূর্ব্বমত ঐ দর্পণে আপনার অবয়বটি দেখিতে লাগি-লাম। মনে মনে বাসনা যে, সেই চারুরূপটি পুনর্ব্বার দর্শন করি, কিন্তু কি পরিতাপ! সেই বিনোদমূর্ত্তি আর আবির্ভূত হইলেন না। কস্মিন্ কালেও যে আর তাঁহার দর্শন পাইব, এ পাপ চক্ষে আর যে কখন সেরূপের ডালি অবলোকন করিব, এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে আর যে কোন কালে সেই কৃষ্ণনয়নার সাক্ষাৎ ঘটিবে, এমন আশাও রহিল না। আমি যদি তৎকালীন তত উতলা হইয়া কে কি বৃত্তান্ত জানিবার অভিলাষ না করিতাম, তবে আর এ মনস্তাপটি পাইতাম না। এক্ষণে আবার নূতন উপসর্গ উপস্থিত। সেই মোহিনী মূর্ত্তিখানি আমার অন্তরে চিত্রিত হইল। আমি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া কেবল সেই চিত্রটিই দর্শন করিতে লাগিলাম। সময় যে কাহারও বাধ্য নহে, আমি যে কেন আজ বেশভূষা করিয়া-ছিলাম, তখন আর সে সকল কিছুই মনে ছিল না। আমার ভৃত্য সলিমান আসিয়া আমারে যদি চেতন না করিত, তবে যে কতক্ষণপর্য্যন্ত ঐ ধ্যানে ঐ জ্ঞানে অচেতন থাকিতাম, তাহা কে বলিতে পারে! আমি বারাণ্ডায় পদ-বিহার করিতে করিতে সেই বিনোদ রূপটি চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় সলিমান ব্যাঘ্রের মত হঠাৎ আমারে আক্রমণ করিল।

ভয়, আতঙ্ক ও বিস্ময় তাহার মুখমণ্ডলে চিত্রিত হইয়াছে দেখিলাম। তাহার ঐ ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, বেটা তুই বড় বে-আদব হয়ে উঠেছিস্—তোর্ ভারি বুক বেড়ে গেছে; আমার সঙ্গে বরাবরি করিস্ তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! সলিমান বলিল, "হুজুর রাগত হবেন না, আপনি কি শেষ বারের নাগরার ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই? অনেকক্ষণ হইল, সম্রাটের বার হয়েছে,—ওমরাওরা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন, আমখাসে যাইতে আর বাকী কেও নাই।" আমার তখন চৈতন্য হইল, কি করিলাম! কি সর্ব্বনাশ! আজি অদৃষ্টে কি আছে না জানি। আমি এখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজদরবারে চলিলাম। গিয়া দেখি, আমখাস জম জম করিতেছে—সকলেই প্রফুল্ল, কেবল বাবার মুখটি মলিন—তিনি বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়িয়া আছেন। বরকন্দাজ খাঁ আহ্লাদে বুকের পাটা উঁচু করিয়া গোঁফে তা দিতে দিতে চলেছে। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফের বদনে আনন্দের হাসি উথলিয়া উঠিতেছে। তাহারা তখন দুর্জ্জয় সাহাজাহানকে কেবল মাত্র অভি-বাদন করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করিতেছিল। হায়, আমার অনেক বিলম্ব হইয়াছে! এক্ষণে আর কি বলিয়া বাদসাহের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব। কোন্ লজ্জায় আর তাঁহারে মুখ দেখাইব। আদব বাজাইবার—সেলাম করিবার আর সময় নাই;—সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি ফাঁফরে পড়িলাম; কি ডাহিনে কি বামে, কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস হইল না। খানিকক্ষণ অধোবদনে রহিলাম। শেষে ওমরাওদিগের নিকট হইতে অন্তর হইয়া আমখাসের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাদসাহ পাছে আমারে দেখিতে পান, কি জানি পাছে দৈবাৎ আমি তাঁহার চক্ষে পড়ি, সেই ভয়ে জড়সড় হইয়া, আপনারে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন

সময়ে আমার অধীনস্থ সেনা-স্বামী ইস্মাইল খাঁ দেখিতে পাইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

ইস্মাইলের মনে কোন বিরুদ্ধ ভাব ছিল না, তিনি যথার্থই আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "সেনাস্বামী! আপনি এমন দুষ্কর্ম্ম কেন—" এইপর্য্যন্ত বলিতেই "আল্লার দিব্যি আর ও কথার উল্লেখ করিওনা, আমি সময়-শিরে উপস্থিত হইতে পারি নাই, আমার মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতেছে. আমি নাগরার আহ্বানধ্বনি শুন্‌তে পাই নি" এই উত্তর দিয়া তাঁহারে নিরস্ত করিলাম। আমার এই বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইস্মাইল মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ হইলেন, শেষে বলিলেন, "আপনি রাজপুরে বাস করিতেছেন, অথচ নাগরার ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই?" যে রূপে যাহা ঘটিল, তিনি তো সে সব বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার বিস্ময় হওয়াই সম্ভব। দর্পণে আবির্ভূত সেই দুটি কৃষ্ণ আঁখি ও লোহিত ওষ্ঠাধর আমারে এত অভিভূত করিয়াছিল, নাগরার ধ্বনি তো অতি সামান্য কথা, যে ভূমিকম্পে পৃথিবী রসাতল-শায়িনী হন, তাদৃশ গুরু আঘাত ভিন্ন অন্য কোন লঘু অভিঘাতে আমার চৈতন্য হওয়া সম্ভব ছিল না। এটি স্বরূপ কথা, অত্যুক্তি নহে।

ইস্মাইল ঐ কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া আমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, আমি বলিলাম, "বন্ধু! এটি অসম্ভব বটে, তোমারও আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমি তোমারে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার এ বিলম্ব হওয়া শুদ্ধ দৈব বিপাক।"

ইস্মাইল বলিলেন, "আমি তা নিশ্চয়ই জানি, সম্রাটের মনে সেইটিই বিশ্বাস হউক, এখন আমার এই প্রার্থনা।" ঐ কথা শুনিয়া আমি উচ্চনাদে বলিলাম, "মহারাজ কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?" ইস্মাইল বলিলেন, "সে কি কথা! বাদশাহ তাঁহার ক্ষুদ্র দাসকেও বিস্মৃত হন না,

আপনি তাঁহার প্রধান শরীর-রক্ষক, আপনারে বিস্মৃত হইবেন!—এ আপনার বড় ভ্রম। আপনার উচিত ছিল সকলের অগ্রে বাদশাহের সম্মুখে জানুপাতিত করেন।" আমি বলিলাম "আল্লার দিব্য, সম্রাট কি বলিয়াছেন, বল।" ইস্মাইল উত্তর করিলেন "আপনার পিতারে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর মনে যে কষ্ট হইয়াছে আপনি তা বুঝ্‌তেই পারিয়াছেন।" আমি বলিলাম, হাঁ! সেটি আমি জানিতে পারিয়াছি সত্য, কিন্তু এত কাণ্ডের পর শেষে কি দাঁড়াবে, বল্‌তে পার?

ইস্মাইল উত্তর করিলেন "শেষ অমঙ্গল, বিশেষ এ সময়" আমি বলিলাম, এ সময়ের মানে কি, কেন, এ কি মন্দ সময়? ও কথার কোন উত্তর না দিতে হয়, তাই একটা ওজর করিয়া ইস্মাইল স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমি এক্ষণে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও পূর্ব্বের মত আবার যেন নির্জ্জন হইলাম। এই সময়ে আমখাসের সমারোহ ব্যাপার দর্শন করিবার প্রচুর অবকাশ হইল। যাঁহারা মোগল রাজের রাজসভা ও তদ্বৃত্তান্ত বিশেষ অবগত নহেন, তাঁহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত এ স্থলে তাহার কতক কতক বর্ণনা করিতেছি।

আমখাস একটি বৃহৎবাটী;—চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা, মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত চতুষ্কোণ উঠান। অট্টালিকার গৃহগুলি খিলানে নির্ম্মিত, এবং একটি একটি ভিত্তি দ্বারা পরস্পর পৃথক্, অথচ গৃহ পরস্পরে গমনাগমনের নিমিত্ত একটি একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। উঠানের বহির্মুখে সিংহদ্বার, ঐ সিংহদ্বারের উপরে নাগরাখানা। তুরী, ভেরী, শানাই, করতাল, জয়ঢাক, প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ঐ নাগরাখানায় এককালে নিনাদিত হইত, কিন্তু তাহার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা কহেন, ঐ নাগরাখানার বাদ্যের শব্দ এত কঠোর যে, লোকের কর্ণ বধির করিত, কিন্তু অভ্যাসের এমনি শক্তি, দেশাচারের এমনি গুণ, তত কঠোর হইলেও

কাহারও অসুখ বোধ হইত না, বরং সকলেই বিবেচনা করিত যে, নাগরা-খানার সদৃশ সুমধুর বাদ্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় ছিল না *। সিংহ দ্বারের পশ্চাতে যে বৃহৎ উঠান, ঐ উঠান অতিক্রম করিয়াই একটি পরম রমণীয় প্রকাণ্ড দালান, দালানটি মহান্ উচ্চ, বায়ু-সেবন যোগ্য উদার মুক্ত, এবং অনেকগুলি চিত্রিত ও স্বর্ণ মণ্ডিত স্তম্ভ-মালায় সুশোভিত। ইহার তিন দিক অনাবৃত, ঐ তিন দিক হইতে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণটি দৃষ্ট হইত যে ভিত্তি-দ্বারা অন্তঃপুরের গৃহগুলি স্বতন্ত্র ছিল, সিটি আট হাত উচ্চ, তাহার মধ্য স্থলটি বিশাল আয়ত ও বিস্তার অনাবৃত। বাদশাহ প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে ঐ রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। দারা, আরঙ্গজেব, সুলতান-সুজা, ও মুরাদবাকি এই চারি রাজপুত্র তাঁহারে বেষ্টন করিয়া বসিতেন। খোজারা বড় বড় পাখা লইয়া বাতাস করিত, কেহ বা মশা মক্ষিকার উৎপাত নিবারণার্থে বিচিত্র পুচ্ছ চামর ঢুলাইত।

সিংহাসনের নীচেই ওমরাও, রাজা ও রাজ-প্রতিনিধিগণের স্থান। বুকের উপর কোণাকোণি হাত বাঁধিয়া হেঁটমাথায় অধোদৃষ্টে তাহা-দিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। দালানের বাকী অবকাশ-স্থান ও আমখাসের সমুদয় উঠানটি ধনী, অধনী, নীচ, উচ্চ, নানা প্রকার লোকে পরিপূর্ণ হইত। যে যেখানে অবস্থান করুন, সম্রাট্ সকলকে সমান দেখিতে পান, এই কৌশলে ঐ রমণীয় দালানটি প্রস্তুত হয়।

আমখাস লোকারণ্য। বাদী প্রতিবাদী তামাসাগীর ভিন্ন, জমা-দার, চোপদার, সেপাই, সান্ত্রী, পাইক, বরকন্দাজ, উকিল, মোক্তার, নকর চাকরে গিস্ গিস করিতে লাগিল। আমি কৌতুক দেখিব কি, বরং আঁধার দেখিতে লাগিলাম। এমন সাহস হইল না একবার চক্ষু বুলাইয়া

* ঐ মধুর বাদ্য বিদেশীয় ইংরাজ ও অন্য ইউরোপ-বাসীর কানে কর্কশ বোধ হইতে পারে। কিন্তু অস্মদাদির শ্রবণে সুধা বর্ষণ করে।

চারি দিক ভাল করিয়া অবলোকন করি। সময় মত হাজির হইতে পারি নাই, সেই অলক্ষণে বিলম্বের ভয়েই প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল। কত লোক ভিড় ঠেলিয়া, কেহ বা পাশ কাটাইয়া মহারাজের দিকে ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে যাইতে লাগিল, হয় ত তাহারা মুখে কোন প্রার্থনা করিবে, নয় ত এক খানি আরজি আপনারা হাতে করিয়া তাঁহার পায়ের উপর ধরিয়া দেবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে বুকদাবা খাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কেহ বা পায় পায় বাধিয়া পড়ে যাইতে লাগিল। ইহাদের সাহস কম। অনেকে আবার মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া সেই নিবিড় জনতার মধ্যদিয়া পথ করিয়া লইল, ইহাদের ডানপিটে স্বভাব, যেমন রূপ, তেমনি বুক। কাহারেও গ্রাহ্য নাই, বাদশাহ্ তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহারা তা ভ্রূক্ষেপও করিল না, বরং অকুতোভয়ে তাঁহার দৃষ্টিপথে দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রহিল।

আমখাসের তামাসা দেখা হইয়া যাহাদের একটু এদিক ওদিক কটাক্ষপাত করিবার অবকাশ ছিল, তাহারা কেবল এই হতভাগাকেই চেয়ে চেয়ে দেখিতে লাগিল। নিঃসন্দেহ তাহাদের মনে এই সংশয় হইল, অপর অপর প্রধানেরা তো আপনাদের মধ্যে পরস্পর বলা কহা করিতেছিল, আমিও তো একজন প্রধান বটে, তবে আমি কেন আমার সমখুটি আমীরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় না থাকিয়া চোরের মত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। ভাল, তাই যা হোক, আপনার স্থানে গিয়াও তো বসিতে পারিতাম, তাই বা না করিলাম কেন। আজ আমার উচ্চ পায়া, কোথায় আরো মান বৃদ্ধি হইবে, লোকে আরো গৌরব করিবে, তা না হইয়া ঠিক তাহার উল্‌টা হইল। আজ আমার সঙ্গে কেহ একবার ভাল মুখে কথাও কহিল না, কেহ একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করিল না! আর

আর দিন বরং ভাল ছিল, আজ আমারে সকলেই উপেক্ষা—সকলেই অনাদর করিতে লাগিল। ঐ অপমানের ঘৃণায় আমার চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল, নচেৎ, বলিতে কি, ইহার পূর্ব্বে আমি আর আমাতে ছিলাম না। আমখাসের দরবার ভঙ্গ হইল, সকলে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল, ভিড়্‌ও ক্রমে ক্রমে কমিয়া পড়িল। উঠানটি খালি পড়িয়া আছে, এখন দিব্বি পরিস্কার, একটি প্রাণীও নাই। পূর্ব্বাপর এই রীতি ছিল, এই সময়ে যুদ্ধের ঘোড়াগুলি আনিয়া মহারাজের সম্মুখে সারিবন্দি করিয়া রাখা হইত। অশ্বগুলি সুস্থাবস্থায় আছে কি না, তাদের প্রতি যত্ন করা হয় কি না, সম্রাট্ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেন। পূর্ব্বে বলা কহা ছিল, এই অবসরে সহিস আমার নিজের ঘোড়াটি সাজাইয়া লইয়া আসিতেছিল, আমি তাই দেখিয়া, এক লাফে তাহার উপরে চড়িয়া বসিলাম, সোয়ার হইয়াই, সিংহাসনের নিকট দিয়া আগে আগে চলিলাম। রাজপ্রহরীদিগের বাকী অশ্বগুলি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে ছিল, সহিসদের ডাকিয়া বলিলাম "তোরা আপনার আপনার ঘোড়াগুলি এমনি স্থলে ও এমনি কৌশলে রাখিবি, সম্রাট যেন অবলীলা ক্রমে তাহাদের ভাল মন্দ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হয়েন। একটু পরেই আমি ঘোড়া থেকে নামিলাম, তিনবার পৃথিবী চুম্বন করিয়া দিল্লীশ্বরের দীর্ঘ আয়ু ও তাঁহার রাজ্যের চির মঙ্গলের নিমিত্ত জগদীশ্বরের উদ্দেশে একটি স্তুতিপাঠ করিলাম। মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম বাবার মনে বড় ভয় হইয়াছে, এমন তো ভয় নয়, তাঁহার মুখ চোক সেহাই হয়ে গিয়াছিল, যেন কেউ কালি ঢেলে দিয়েছে। আমার এই ধার্ষ্ট্যমীতে বাদশাহ পাছে আরো নারাজ হন, সেই জন্যেই তাঁর তত ভয় হইয়াছিল। কিন্তু বাদশাহের মুখভঙ্গীমাতে কোন বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না, তিনি যে ভাবে, সেই ভাবেই ছিলেন। আমার এই বাহাদুরী দেখান শেষ

হইলে সম্রাট বলিলেন, "তুমি তো আর অশ্বাধ্যক্ষ ক্ষেবাৎ খাঁ নহ আমি তোমারে প্রধান শরীর-রক্ষকের পদেই নিযুক্ত করিয়াছি।" অশ্বের কর্ম্মে আমার অধিক রুচি ছিল, আমি যদি ক্ষেবাৎ খাঁর মত উপযুক্ত হইতাম, তবে আমার কর্ম্ম তারে দিয়া তার কর্ম্ম আমি লইতাম।

যে জন্য বিলম্ব হইয়াছিল, সেই কাহিনীটি বলিব মনে করিয়া কেবল তাহার সূত্রপাৎ করিয়াছি এমন, সময় বাদশাহ আমারে নিষেধ করিয়া তাঁহার সম্মুখ থেকে যাইতে কহিলেন। তিনি মুখে কোন কথাই কন নাই, হস্ত হেলাইয়া ইশারায় ঐ অভিপ্রায়টি জানাইলেন। আমিত একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়িলাম, মনে মনে যেমন অপ্রতিভ, তেমনি দুঃখিত হইলাম; কিন্তু কি করি, একটু সরিয়া তফাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। যে আশা করিয়া সওয়ার হইলাম, তার মত সমাদর বাদশাহ ত কিছুই করিলেন না। মনে বড় ঘৃণা হইল, দূর হোক,তবে আর এখানে ইতরের মধ্যে থাকিয়া কি করি, যাই, যেখানে বন্ধু ইস্মাইল ও অন্য অন্য প্রধানেরা আছেন, সেই খানে গিয়া বসি; এই ভাবিয়া ওখান থেকে চলিয়া ইস্মাইলের পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। দুর্ভাবনার তো অন্তই ছিল না, কিন্তু সে ভাবটি চেপে চুপে ঢেকে রাখিলাম,কাহারেও জানিতে দিলাম না। বাদশাহ আমার উপর নারাজ হইয়াছেন,—হয়েছেন, হয়েছেন! আমি লোক দেখান মুখে সিটি হেসে উড়াইয়া দিলাম, যেন গ্রাহ্যই করিলাম না।

অশ্ব-সমারোহের পর হস্তীদিগের আহ্বান হইল। করীদল ধীরে ধীরে গদাইলস্করী ঢঙ্গে সসম্ভ্রমে পদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের ভীম দেহ সকল জলে মাজিয়া ঘসিয়া পরিস্কার করা হইয়াছিল। শুঁড়গুলি লাল রেখায় চিত্র বিচিত্র করিয়া আঁকান, গলায় ছোট ছোট রূপার ঘণ্টা বাঁধা, চলিবার সময় সেই গুলি টুন টুন করিয়া

বাজিতে লাগিল। হাতী গুলিকে সম্রাটের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মাহুতেরা মাথায় ডাঙ্গশ মারিতে লাগিল, অমনি তারা গাঁ গাঁ শব্দে ডাকিয়া শুঁড় গুলি আকাশ-মুখো করিয়া রাখিল, সকলে বলিল বাদ-শাহরে সেলাম করিতেছে।

হস্তীর কৌতুক শেষ হইলে কৃষ্ণসার, গণ্ডার, ও অর্ণা মহিষের অভিনয় আরম্ভ হইল। মহিষ গুলির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিং ছিল, সিটি জগদী-শ্বরের মহিমা, তাহাদের যদি তত বড় তত বড় দুর্জ্জয় শিঙ্গ্ না থাকিত, তবে তারা সিংহ ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার পর নাকেশ্বরী ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, সারস পক্ষী, বাজপক্ষী, ও অন্য অন্য নানা রকমের ক্রীড়া-কৌতুকী পাখী এবং শিকারী কুক্কুর রঙ্গভূমিতে দর্শন দিয়া সকলের কৌতুক দর্শনের তৃষ্ণাশান্তি করিল।

সদর ফটকের দিকে কতকগুলি লোক কলরব করিতে লাগিল, ইস্মাইল অঙ্গুলী হেলাইয়া বলিলেন, “বন্ধু! ঐ দেখ, ঐ চেয়ে দেখ, এই সময় আপনার বাহাদুরী দেখাইয়া মহারাজের কাছে প্রতিপন্ন হও, যেমন ছিলে আবার তেমনি হও।” আমি চাহিয়া দেখি একটি লোক আগে আগে আসিতেছে, তাহার হাতে একটি মড়া ভেড়া। আমি ত আর আনাড়ী অব্যবসায়ী নই যে, ইহার ভাবার্থ বুঝিতে পারিব না, আমি বলিলাম, বন্ধু! দ্বাদশ ইমাম সাক্ষী, আমার কাছে যেমন তেজীয়ান অস্ত্র আছে, আমি বুকঠুকে বলিতে পারি এজলাসে তেমন আর কাহারও নাই। আমার বাহুর কত পরাক্রম, আমার তলবারের কত প্রতাপ, আজ হয় তাই সপ্রমাণ করিব, নয় এ মুখ আর দেখাব না, একেবারে দেশত্যাগী হবো, এই বলিয়াই তলওয়ার খানি বাহির করিলাম, সেই সময় পিতাও অমনি ইশারায় জানাইলেন যে, তিনিও সম্মত আছেন। তার পরেই একটি মৃত মেষদেহ উঠানের মত-মধ্যস্থলে রাখা হইল।

তাই দেখিয়া জন কয়েক চেংড়া ওমরাও ও কতক গুলি বে-আক্কেল মুন্‌সেফদার অগ্রসর হইল, মনে মনে বড় আনন্দ, এইবার এক হাত জাঁহাবাজি দেখাইবেন, তাহাদের তলবারগুলি দেখিতে জমকাল ছিল, রৌদ্রের তেজে চকমক চকমক করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে বরকন্দাজ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফ মোড়লি করিয়া সকলের আগে আগে চলিলেন। তাঁহার মালসাটে মাটি কেঁপে উঠ্‌লো, ভাবিলেন আজ তাঁহারি পোয়াবারো, কাজটি তিনিই সাবাড় করিবেন, আর কাহাকেও অস্ত্র ধরিতে হইবে না, সেই আমোদে আগে ভাগেই তাঁহার মুখখানি চকচক করিতে লাগিল। তিনি যে চোট্‌টি হাঁকিলেন, তাহাতে গোঁয়ারের মত কেবল বলই প্রকাশ পাইল, কৌশলের নাম গন্ধও ছিল না। ওই এক আঘাতেই তাঁর সেই জ্বলজ্বলে জাঁকাল তলবার খানি ভেঙ্গে চুরমার হইয়া গেল। ইউসোফের মুখ খানি শুকাইয়া আমচুর হইল, সকলে হো হো করিয়া হাততালী দিয়া উঠিল, তিনি অমনি সুড় সুড় করিয়া তাঁহার খুল্লতাত দাম্ভিক বরকন্দাজ খাঁর কুপিত নয়নের অন্তরালে কুণ্ডলাকার হইলেন। এই অবসরে আমি এক-পা দু-পা করিয়া আস্তে আস্তে মহাড়া লইলাম, তলওয়ার খানি মাথার উপর ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিলাম, খেলাইতে খেলাইতে পশ্চাৎ দিক হইতে এক চোটে মেষদেহটি দু-টুকরা করিয়া ফেলিলাম। অস্ত্র খানির সর্ব্বাঙ্গ, আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কোথাও টোল্‌ বা দাঁত পড়ে নাই। "বাহবা বাহবা, সাবাস সাবাস, ক্যা সাফাই হাত!" চারিদিকে টি টি প'ড়ে গেল, আমি অমনি আহ্লাদে উথলিয়া উঠিলাম। "এইরূপে আমি যেন চির-কালই সম্রাটের দুস্‌মনের মাথা কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিতে পারি" এই আস্ফালন করিয়া গলাবাজিতে আকাশ ফাটাইতে লাগিলাম। বাবাও আহ্লাদে ফুলিতে লাগিলেন, তাঁহার চোক মুখ যেন আনন্দে ঠিকরিয়া

পড়িতে লাগিল। তিনি এই অবসরে অধীশ্বরের নিকট আমার গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন, সম্রাট্ ইশারা করিয়া বলিলেন "সাদক! নিকটে আইস," আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলাম "মহারাজ! জগদীশ্বর আপনার রাজ্যের মঙ্গল করুন, পবিত্র রাজশরীরও নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করুন"। সাজাহান বলিলেন, "সাদক! তোমার ভুজবলের অসীম প্রতাপ, তোমার অসিখানিও 'প্রলয়ঙ্করী,' প্রয়োজন সময়ে অনেক কাজে লাগিবে। কিন্তু দেখিও যেন পদটি খোয়াইওনা, রাজানুরোধ ভিন্ন অন্য কোন গুরুতর অনুরোধে পড়িলেই তোমার বিপদ ঘটিবে"।

"আমার অপরাধ হইয়াছে, সম্রাট আমারে ক্ষমা করুন, আমারে রক্ষা করুন," আমি উচ্চকণ্ঠে এই উত্তর করিলাম।

বাদশাহ—"আর কেন, ঢের হয়েছে! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, নির্জ্জনে বলিব, খবরদার, স্মরণ থাকে যেন।

আমি এখন তফাত হইয়া দাঁড়াইলাম। নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার কথা শুনিয়া মনে বড় ভয় হইল, এত ভয় যে মুখে তা বলে উঠতে পারি না। কেন বিলম্ব হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, কি উত্তর করিব? দুটি কৃষ্ণ আঁখি আমার পথাবরোধ করিয়া ছিল, তাই আমি সময় মত হাজির হইতে পারি নাই, একথা বলিতে কি ভরসা হয়? তবে কি একটা মনগড়া মিথ্যা কথা বলিব? রাজার কাছে মিথ্যা বলিতে কি সাহস হয়, না তা বলা উচিত! মিথ্যা বলিব এ কথা মনে হলেও আপনা আপনি ঘৃণা হয়। আমি ত ভেবে কিছু স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারিলাম না—অস্থাই পঞ্চমে পড়িলাম। দূর হোক, যা থাকে অদৃষ্টে হবে। মিথ্যা!—কখনই বলা হবে না, তার নিকটেও যাব না, স্বরূপ কথাই বলিব, যা যথার্থ ঘটেছে, যে কারণে যা হয়েছে, তাহাই বলিব, শেষে এইটিই অবধারিত করিলাম।

এক্ষণে সে যাহার গৃহে প্রস্থান করিল, সম্রাটও চলিয়া গেলেন।

উজীর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, আমারে বলিলেন, "সাদক! তুমি একটু থেকে যাও, রাজা তোমারে এখনই ডেকে পাঠাইবেন। বাবার কথা অনুসারে আমি অপেক্ষা করে রহিলাম। আমারে অধিকক্ষণ বসিতে হয় নাই, ইতিমধ্যে এক জন চোপদার আসিয়া ইশারা করিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাদসাহের খাসকামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মোগলরাজ এক খানি বড় চৌকিতে বসিয়া আল-বোলা টানিতেছেন। ভাবিলাম আজ কি আছে অদৃষ্টে বলিতে পারি না, মাথাই যায়, কি শিরোপাই পাই, দুয়ের একখানা হবেই হবে। আমি ভূমি লোটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং জোড় হাত করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে ঘণ্টার গরুড়ের ন্যায় খাড়া রহিলাম। সম্রাট ইশারা করিলেন, পিতা ও আর আর যাহারা উপস্থিত ছিলেন, চলিয়া গেলেন; আমি একলা থাকিলাম, ভয়ে বুক দুর দুর করিতে লাগিল। বাদশা একবার চারি দিকে চেয়ে দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তখন আমারে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "সাদক! তুমি নাজান তা নয়, যিনি রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, ইউসোফ তাঁহার পরম আত্মীয়, সেই ইউসোফকে বঞ্চিত করিয়া তোমারে এই উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছি, আমি তা করিতাম না, কিন্তু কি করি, তোমার পিতার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। যাই হোক, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমিই সকলের আগে আমখাসে উপস্থিত হইয়া আদব বাজাইবে, কিন্তু তুমি তা কর নাই, অনুপস্থিত ছিলে, এর কারণ কি? তোমারে সত্য কথা বলিতে হইবে, তুমি যদি সাজাইয়া একটা মিথ্যা বল, আমি তা শুনিব না। যিনি দান করেন, তিনি দিয়ে আবার কেড়ে লইতেও পারেন, যিনি পুরস্কার করেন, তিনি তার পরিবর্ত্তে দণ্ড করিতেও পারেন। এই কটি কথা তোমার যেন স্মরণ থাকে।"

আমি বলিলাম, মহারাজ! অবধান করুন, আমি যদি সত্যই না

বলিব, আমি যদি আপনার একান্ত শরণাগতই না হইব, তবে কি আমি সাহস করিয়া সসাগরা-ধরা-স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতাম। আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই, তার আশাও করি না . কিন্তু তথাচ আমি মিথ্যা বলিব না, সে পথেও যাব না, কেন বিলম্ব হইল সে বিষয় নিবেদন করিতে প্রস্তুত আছি। স্বপ্নেও জানিতাম না, যে আমার অদৃষ্টে এত বিড়ম্বনা ছিল, সিটি অভাবনীয়, তাহাতে মনুষ্যের হাত নাই। এই গৌরচন্দ্রিকার পর, যে রূপে যা ঘটিয়াছিল, যে জন্যে আমার বিলম্ব হয়, আগাগোড়া সমুদয় বলিলাম। বাদশাহ তাই শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, তার পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "সোবাহন আল্লা! দুটি কৃষ্ণ আঁখির অনুরোধে যে ব্যক্তি আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে অবহেলা করে, তারে বিশ্বাস করিয়া রাজশরীর পরিরক্ষণের ভার অর্পণ করিলে, প্রায়ই শেষে অনুতাপ করিতে হয়।

আমি বলিলাম, রাজন! আপনি অখিলপতি, আমি আপনার দাস, আপনার বিচারে যাহা ভাল হয়, তাহাই করুন; কিন্তু দৈবাৎ একবার একটি চুক হয়েছে বলিয়া আমার রাজভক্তি নাই, কি আমি অক্ষম কাপুরুষ, এরূপ বিবেচনা না করেন, আমার এই মাত্র প্রার্থনা। সম্রাট্ বলিলেন,—"যথেষ্ট হয়েছে, আচ্ছা এবার তোমায় মাপ করা গেল, তুমি এখন যাও, এক্ষণাবধি তোমার গুণে যেন তোমার পূর্ব্বদোষ ঢেকে যায়, আমরা যেন তা ভুলে যাই। তোমার শত্রু পায়েপায়ে ফিরিতেছে, এটি যেন মনে থাকে, বুঝে সুঝে চলিও। আচ্ছা তবে এখন তুমি বিদায় হও।"

মনে যে কত আহ্লাদ হইল তা বল্‌বার নয়, যে একটা মস্ত ফাঁড়া ছিল, তা কেটে গেল। এখন আমি তাড়াতাড়ি পিতার কাছে চলিলাম, তিনি এই আসে এই আসে করিয়া পথ দেখিতেছিলেন।

কি বিপদ ! আবার তাঁর কাছেও বিলম্বের বায়নাক্কাটি আনুপূর্ব্বিক সব বলিতে হইল। বাবা আমারে বিস্তর ভর্‌ৎসনা করিলেন। তিনি বলিলেন, সাদক ! খবরদার, বরকন্দাজ খাঁ আমার চিরশত্রু, তার সংক্রান্ত রাজান্তঃপুরের কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুমি আলাপ করিও না, সে দিকে ফিরেও দেখো না, তাহাদের নিকট দিয়েও যাইও না। আমার বাসস্থানের নীচের ঘরে যে কথোপকথন গোপনে শ্রবণ করিয়াছিলাম, এবং পিতার দুর্নাম করিতে শুনিয়া যে রূপ রাগত হইয়াছিলাম, সে সমস্তও বাবার কর্ণগোচর করিলাম। পিতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, কেন না যদিও আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল বটে, কিন্তু তৎকালীন ও-রূপ ক্রোধ প্রকাশ করা অতি অবোধের মত কার্য্য করা হইয়াছিল, সে জন্যে ও পিতা আমারে বিস্তর অনুযোগ করিলেন। তিনি বলিলেন তুমি অতি নির্ব্বোধ, অতি পাগল, এত বড় হইলে তবু তোমার কোন জ্ঞান হইল না ? একে ত অন্ধকার রাত, তায় আবার তুমি একলা, তোমারে যদি তারা মেরেই ফেল্‌তো, তখন কে রক্ষা করিত ? ভাল, যা হয়েছে তা হয়েছে, এমন কুকর্ম্ম আর কখন করিও না, তাহারা যে তোমারে প্রাণে না মারিয়া অমনি ছেড়ে দিয়েছে, এই আমাদের পরম ভাগ্য। যে ঘরে পরামর্শ হয়, সে ঘরে কটি লোক ছিল, কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল। পথে দাঁড়াইয়া যাহারা তাঁহার নামোল্লেখ করে, তাহাদের কিরূপ চেহারা, গলার স্বরই বা কি রকম, বাবা আমারে এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও যতদূর জানিতাম সে সব কথার উত্তর করিলাম। তার পর বলিলাম—বাবা ! বেলা আর নাই, সন্ধ্যা হইল, এখন অনুমতি হয় তো বিদায় হই, একবার হওয়া খাইতে বাহিরে যাইব, এই বলিয়া ঘোড়ার উপর সোয়ার হইয়া প্রস্থান করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

" বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ* ভয়ানক। "

রাজবাটীর কতকগুলি লোকের অস্পষ্ট অপরিস্ফুট ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল তাহারা ভিতরে ভিতরে কি একটা কারখানা করিতেছে, কি একটা ভাবি মতলবে ফিরিতেছে। যখন কোথাও কেহ না থাকিত, চার পাঁচ ব্যক্তি একত্র হইয়া কত কি ফুস্‌ফাস করিয়া বলাবলি করিত, এক এক বার আড়ে আড়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখিত, কি জানি যদি কেহ আচমকা আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন বা একটা এঁধো ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া চুপে চুপে কি পরামর্শ করিত। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, যখনই সাক্ষাৎ হইত, দেখিতাম তাহারা মুখোমুখি হইয়া আছে, কখন হাত নাড়্‌চে, কখন মাথা নাড়্‌চে কখন বা চোক মুক্‌চে। আমারে দেখিলে পরস্পর গা-টেপাটিপি চোক-চাওয়াচায়ি করিত, কখন বা সেখান থেকে উঠিয়া যাইত, নয় সরে গিয়ে তফাতে বসিত, আমি যেন তাহাদের চক্ষুর শূল! আমার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিত না, আমি যদি গায়পড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, " তোমরা রোজ রোজ কি গালাঘুসা কর "। " ঘর সংসারের কত কথা আছে, তুমি তা শুনে কি করিবে। " এই বলিয়া আসল কথা ঢাকিয়া লইত। তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, ভয়ও হইল, ভাবিলাম, ইহারা গোপনে গোপনে কি একটা চক্র করিয়াছে, তাহাদের মতলব কি তা বলিতে পারি না, তাহারা যে সেই মতলবটি হাসিল করিবার জন্য সময় খুজিতে ছিল, তাহার আর সন্দেহ ছিল না।

---

* মনের বাঘ Conscience.

সুসময় হইলেই অনুচরদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কর্ম্ম ফরসা করিত, আপনারা হাত হেতিয়ারে কিছুই করিত না। আমি অন্তরে অন্তরে থাকিতাম, কাহারও ত্রিসীমানায় যাইতাম না, বন্ধু বান্ধবই হোন, আর আত্মীয় স্বজনই হোন, কাহারও সঙ্গে মাখামাখি বা গা-চাটাচাটি ভাব করিতাম না, কোন আমোদ প্রমোদের অনুরোধও শুনিতাম না, ভয় হইত, পাছে কেহ পাকচক্র ক'রে আমারে রাজ-বিরোধীর দলে আবদ্ধ করে। পাছে কাহারও কুহকে পড়িয়া তাহার স্বার্থের স্বাপক্ষ হই। মন কখন্ কোন্ পথে যায়, কেহ বলিতে পারে না, সর্ব্বদা গতিবিধি থাকিলে, শেষে পিরিত-প্রণয় হয়েই উঠে, কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার ত কোন কালেই ছিল না, পূর্ব্বেত এক প্রকার প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি, যতদিন বাঁচিব, রাজস্বামীর অনুগত হইয়া রহিব, প্রাণান্তেও তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিব না; তবে যদি মহারাজ আমার সঙ্গে কোন রকম কুব্যবহার করেন, অথবা বুদ্ধির দোষে বিবেচনামত আমার উপর হুকুম হাকাম করিতে অশক্ত হন, সে স্বতন্ত্র কথা। সাজাহানের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর আবার নিত্য নিত্য দরবারে বসা, ডিক্রী ডিস্‌মিস্, বিচার নিষ্পত্তি আদি রাজকার্য্য করা, রাজা উজীর লইয়া মজলিস্ মহাফেল করা, এই সকল ঝঞ্ঝাটে ভারাক্রান্ত হইয়া তিনি দিন দিন আরো অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা অষ্টপ্রহর মুখে মুখে থাকিতেন, তাঁর ইচ্ছা যে, কতক ভার গ্রহণ করিয়া বাদসাহের পরিশ্রম লাঘব করেন। কিন্তু সম্রাট কোন কার্য্যেই তাঁহারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না।

মহারাজ কেবল রাজ কার্য্য লইয়াই উন্মত্ত। বিধিব্যবস্থা, আদেশ অনুমতি, রফা নিষ্পত্তি, এই সকল বিষয় লইয়াই মহা ব্যস্ত। এদিকে যে তাঁহার সিংহাসন লক্ষ্য করিয়া একটি গুপ্ত বিপদ অঙ্কুর থেকে

উঁকি মারিতেছিল, তাহার কোন খোঁজ খবর ছিল না, সে বিষয়ের বাষ্পও জানিতেন না। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে কাহার্ কি রূপ মন, কাহার্ কি রূপ চরিত্র, তা তিনি প্রকৃত রূপে অবগত ছিলেন না। তাঁহার সন্তানগণের চিত্ত যে, দুর্জ্জয় প্রলোভে মত্ত হইয়াছিল, সে সন্ধান তিনি কিছুই জানিতেন না।

দারার পরিণাম বিবেচনা ছিল না, স্বভাব অতি উগ্র, হঠাৎ রাগ উপস্থিত হইত, কিন্তু তাঁহার অনেক গুলি সদ্‌গুণও ছিল,—কাহারেও অপ্রিয় বা রূঢ় বাক্য বলিতেন না। সকলেই তাহার শীলতার অনুরাগ করিত। যে যাহাতে সন্তুষ্ট, তাহার সঙ্গে সেই রূপ আলাপ; যে যেমন ব্যক্তি, তাহারে সেই রূপ সমাদর, তাহার সঙ্গে সেই রূপ ব্যবহার করিতেন। মুখে কাহারেও অনাদর করিতেন না। তদ্ভিন্ন আওভাও. লোক লৌকিকতা ভাল জানিতেন। দারা উদ্দাম দাতা ছিলেন, যে যাহা চাইত, সে তাহাই পাইত, তিনি কাহাকে মুখ মুড়িতে পারিতেন না। আশা ক'রে আসিয়া কেহ কখন বিমুখ হইয়া শুধু হাতে ফিরে যাইত না। তাঁহার এই একটি মস্ত ভ্রম ছিল, তিনি মনে করিতেন তিনি যেমন উপযুক্ত, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান, তেমন আর কেহই নয়! তিনি যাহা বুঝিতেন না, তিনি যাহা পারিতেন না, তাহা আর কেহই বুঝিত না, আর কেহই পারিত না। ঐ অহঙ্কারে তিনি কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না, তাঁহার আত্মীয় স্বজন কোন পরামর্শের কথা বলিলে, তিনি তাহা গ্রাহ্যই করিতেন না, তুড়ী দিয়ে হেসে উড়াইয়া দিতেন। বড় বড় প্রবীণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে, বড় বড় ক্ষমতাবান ওমরাওদিগকে সামান্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হতশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি আপনারে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন, কিন্তু যখন কোন গরজ পড়িত, হিন্দুর কাছে হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ানের কাছে খ্রীষ্টিয়ান হইতেন। মহাবল মোগলরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র

বলিয়া যেরূপ সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত, দারার ঐ দোষে লোকে তাঁহারে সেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি, সেরূপ সমাদর করিত না। অনেকে স্পষ্টই মুখের উপর বলিত যে, শুদ্ধ ঐ দোষেই তাহারা দারার পক্ষ না হইয়া কেহ আরঙ্গজেবের কেহ কেহ তাঁহার অন্য অন্য সহোদরের স্বাপক্ষ হইয়াছে।

সুলতান সুজার অনেক ধরণ দারার মত ছিল, তবে তিনি তত অবিবেচক ছিলেন না। ধূর্ত্ত বুদ্ধিতে তাঁহাকে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। যখন যে মনন করিতেন, সিটি সহজে পরিত্যাগ করিতেন না। খুব স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। ওমরাওদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতেন, প্রাণান্তেও অপ্রণয় করিতেন না। রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বেশ পেঁচাল বুদ্ধি ছিল, মতলবের কেহ থাই পাইত না। এমন পাকচক্র করিতেন, যে, কখন্ কি অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য করিতেন, কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কেলিগৃহের আমোদ প্রমোদেই অনেক সময় কাটাইতেন। মধুপানে অতিশয় রত ছিলেন। এমন কি ক্রমিক পাঁচসাত দিবস কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত না, তাঁহারও বাহিরে আসিবার তাকত থাকিত না; তিনি একজন ডাকসাইটে মাতাল ছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে, সুলতান সুজা পারসীদিগের মতাবলম্বী ছিলেন, অথচ তাঁহার পিতা ও তাঁহার সহোদর রাজকুমার দারা তুরকী মতের সমাদর করিতেন। সুজার কোন দুরভিসন্ধি ছিল, বোধ হয় সেই জন্যেই তিনি পারসী-মতের গৌরব করিতেন। সে সময় রাজ-দরবারে পারসীদিগের বিস্তর আধিপত্য হয়, যেহেতু রাজসরকারে যেখানে যত উচ্চ পদের চাকরী ছিল, সে সকল তাহারাই গ্রাস কোরে রাখিয়াছিল। তুরকীরা ওস্মানের শিষ্য, তাহারা বলে ওসমানই মহাম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ওসমান মহাম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার শিষ্যদের সুন্নি কহে; পারস্থানের

লোক আলীর শিষ্য, তাহাদের সিয়া বলে। আলী মহাম্মদের জামাতা; পারসীরা কহে শাস্ত্রমত ঐ আলীই মহাম্মদের যথার্থ উত্তরাধিকারী।

আরঙ্গজেবের ধীর বুদ্ধি ছিল। দারার বা সুলতান সুজার সেরূপ ছিল না। ভাক্ত বিদ্যায় তাঁহারে সিদ্ধ পুরুষ বলিলেই হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে বকধর্ম্মীর ন্যায় ভণ্ডতপস্বী হইয়া অনেক কাজ উদ্ধার করিতেন। ধর্ম্মসংক্রান্ত বারচটক দেখাইয়া অনেককে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার ভক্তির আড়ম্বর দেখিয়া লোকে বিবেচনা করিত আরঙ্গজেব বিবেকী, ধর্ম্মান্ত তাঁহার প্রাণ, বিষয় বিভবের প্রতি তাঁহার কোন লোভ নাই। তাঁহার পিতা সাজাহান তাঁহার কুহক বুঝিতে পারিতেন না, তিনি মনে করিতেন আরঙ্গজেব উদাসীন, সংসার সুখে তাঁহার বড় ঔদাস্য, সেই জন্যে মহারাজ তাঁহারে অধিক ভাল বাসিতেন। আরঙ্গজেবের মনোগতই ছিল যে, লোকে তাঁহারে বিষয়ত্যাগী উদাসীন জ্ঞান করে।

মুরাদবাকী বাদসাহের চতুর্থ পুত্র, আর আর সহোদরেরা যেরূপ বুদ্ধিজীবী ছিলেন, ইনি সেরূপ নহেন। এঁহার বুদ্ধির ডৌল স্বতন্ত্র, ভাল আহার, আর সতরঞ্চ খেলার আমোদ, এই দুই বিষয় ভিন্ন তিনি আর কিছু জানিতেন না, তাতেই দিন রাত মত্ত থাকিতেন। তিনি কোন কুকথায়, কুমন্ত্রণায় কিম্বা কুচক্রে লিপ্ত থাকিতেন না, সে সব সন্ধানও রাখিতেন না। সে জন্যে তাঁহার মনে মনে অভিমানও ছিল। তিনি বারবার এই কথা বলিতেন আমি কোন ফেরেব-ফন্দীর ধার ধারিনে, না কাহারও গুহ্য কথার মধ্যে থাকি; আমারে পরমেশ্বর যেমন রেখেছেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট। মুরাদবাকীর পরাক্রম ছিল না একথা কেহ বলিতে পারিত না, তিনি লোকের প্রীতিপাত্র হউন বা নাই হউন, বল, বীর্য্য ও বীরত্বের জন্যে বরং সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠাই করিত।

বেগমসাহেব রাজকুমারদিগের প্রথমা ভগ্নী, ইনি অতি অদ্ভুত রূপবতী

ছিলেন, দেখিলে বোধ হইত যেন তুলীতে চিত্রকরা এক খানি সুচারু উজ্জ্বল প্রতিমা। রাজকুমারী বড় মন-গুমুরে ছিলেন, ঠেকারে মাটিতে পা দিতেন না, ভুলে ধক্তে গলে পড়িতেন। মেজাজ আমীরী, দাস দাসী প্রভৃতি অনুগত আশ্রিতদিগের সঙ্গে ধমকাইয়া, চোট্‌পাট্ করিয়া কথা কহিতেন। প্রভুত্ব ভাল বাসিতেন, বাদশাহও তাঁহারে অনেক আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। রাজকুমার দারার সঙ্গেই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত, অপর সহোদরদের সঙ্গে প্রায়ই বাক্যালাপ করিতেন না। তাহার তাৎপর্য্য এই, দারা তাঁহার কাছে প্রতিশ্রুত হন যে, তিনি যখন তক্তে বসিবেন, রাজবালা মনোমত পাত্রকে বিবাহ করিতে পারিবেন।

রসিনারা বেগম বাদশাহের দ্বিতীয়া কন্যা, ইনি ইহাঁর সহোদরার ন্যায় পরমাসুন্দরী না হউন, তাঁহার মত হাবভাবযুক্তা রসিকা ছিলেন। বেগমসাহেবের মত রসিনারার বুদ্ধি বিবেচনা চৌকস ছিল না, কিন্তু ইনি বড় ধূর্ত্ত ছিলেন; অনেক ছলনা জানিতেন, কল কৌশলে লোকের মন বেশ মুগ্ধ করিতে পারিতেন। বাদশাহ তাঁহার শঠতাচক্রে পড়িয়া বরকন্দাজ খাঁর সহিত তাঁহার বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন। বরকন্দাজ খাঁ এক জন মহামান্য নামজাদা পারসী, দেখিতে অতিশয় সু-পুরুষ, বাদশাহের অমাত্য। এই ব্যক্তিকে কন্যা দান করিয়া মোগল-রাজ কৌলিক প্রথার বহির্ভূত কার্য্য করেন। এ বিবাহে ওমরাওদিগের মত ছিল না, বাদশাহও তাঁহাদের অমতে এ কার্য্য করিতেন না, কিন্তু রাজ-কুমারী রসীনারা সলিয়ে কলিয়ে, মন-যোগান কথা কয়ে তাঁহার মত করাইয়াছিলেন। বিবাহের পর বরকন্দাজ খাঁ রাজান্তঃপুরে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফ ও তাঁহার একটি নবযুবতী ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

পাছে আবার কোন চাতরে পড়িতে হয়। তাই পর দিবস সকাল

সকাল আমখাসের দরবারে উপস্থিত হইলাম। বাদশাহ আমারে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, সমাদরও করিলেন, আমি তাঁহার প্রিয় সম্ভাষণে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। বরকন্দাজ খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, বিশেষত বরকন্দাজ খাঁ আমারে সাবেক কর্ম্মে বাহাল দেখিয়া একেবারে মুষড়ে পড়িলেন। তাঁহার কেবল লাফালাফি দাপাদাপিই সার হইল।

যথাকালে আমখাসের দরবার ভঙ্গ হইল; যে যাহার কার্য্যে চলিয়া গেল, আমি আপনার আড্ডায় আসিলাম। পূর্ব্বের মত বারাণ্ডায় বসিয়া আছি, সেই আয়নাখানি সম্মুখে রাখিয়া আপনার মূর্ত্তিটি দর্শন করিতেছি, এক একবার ঘাড় ফিরাইয়া খড়খড়ির দিকে চাহিয়া দেখিতেছি। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ভাবে অবস্থান করিলাম, কিন্তু নয়নাভিলাষ সফল হইল না, সেই দুটি কৃষ্ণ আঁখির প্রতিরূপ আর দেখিতে পাইলাম না, দর্পণখানি এবার আমারে প্রতারণা করিয়া সে আশায় বঞ্চিত করিল। বড় দেকসেক বোধ হইল, ভাবিলাম, দূর হোক্, আর তা মনেও করিব না, আর তা ভাবিবও না, ভুলিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টাও করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। সেই দুটি পদ্ম আঁখি আমার মনোদর্পণে বিরাজ করিতে লাগিল, আমি মনের সাধ মিটাইয়া দেখিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল।

এক্ষণে কৃষ্ণাবরণে ধরা অবগুণ্ঠিত। খান্‌সামাকে ডাকিয়া তামাক ও কাফি আনিতে বলিলাম। ফোয়ারার বারিধারাগুলি বিমল আভায় টল টল করিতেছিল, আমি তার স্নিগ্ধ শোভা দর্শন করিয়া নয়ন শীতল করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার মন প্রাণ সেই খড়খড়ির পথে বিহার করিতে লাগিল, খড়খড়িটি এ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধই ছিল। ঐ খড়খড়ির অন্তরালে যে, কোন নিরুপম মোহিনী মূর্ত্তি অপ্রকাশ আছে, সেটি আমার বেশ বিশ্বাস হইল। খড়খড়ির দ্বার মুক্ত হইবে, আমি

আবার সেই মনোহর প্রতিমার দর্শন পাইব, সে অনেক দূরের কথা,—সে আশা করাই বৃথা,—আমি সে সুখে নিরাশ হইলাম। একটু পরে ধড়াস ধড়াস করিয়া উপরি উপরি অনেকগুলি শব্দ হইল! কেহ যেন একটার পর একটা এই রূপ পর পর কতকগুলি কবাট বন্ধ করিল, বোধ হইল, আমার প্রতিবাসী বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে কাহারা দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বিদায় হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। এই ঘটনার পরক্ষণেই সেই জানালার দু বাইল কবাট আস্তে আস্তে অতি মৃদু মন্দ ভাবে খুলিয়া গেল, আমি তাই দেখিয়া ভাবিলাম, এ কি চমৎকার ব্যাপার! কিন্তু কি পরিতাপ! এক খানি সুললিত কোমল হস্ত ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, খড়খড়ির পাকিগুলি বিরোধী হইল, আমার দৃষ্টি চলিল না, কবাট দুখানি আপন আপন ভাবে যেমন বাহিরের দিকে ঝুকিয়া পড়িল, অমনি সেই বিনোদ হস্তখানি অপসারিত হইয়া অদৃশ্য হইল। আমি আর কিছু না করিয়া ঐ স্থানেই বসিয়া রহিলাম, যেন অন্যমনস্ক! কোথায় কি হইতেছে, আমি যেন তার কিছুই জানি না। ইতিমধ্যে খড়খড়ির পাকিগুলি খড়্খড় করিয়া মৃদু মৃদু নড়িতে লাগিল, কে যেন তাহা তুলিয়া ফাক করিতেছিল, আমি ঐ পাকিগুলির ছিদ্র দিয়ে চাঁপার কলির সদৃশ একটি জগদারাধ্য বিনোদ অঙ্গুলি দর্শন করিলাম, বোধ হইল কেহ যেন পাকিগুলি উঠাইয়া উঁকি মারিয়া আমার শরীরের নধর কান্তি অবলোকন করিতেছিল, তাহার কটাক্ষে আমার মনের ভাবান্তর হইল কি না, তাহাও যেন লক্ষ্য করিতে লাগিল। চারুহাসিনী রূপসীদিগকে বিস্মৃত হয়, কাহার সাধ্য! তাহারা অহর্নিশি মনের অতিথি;—কি ঘরে, কি বাহিরে, কি পথে, কি প্রান্তরে, যেখানে সেখানে,—যখন তখন মনের অভ্যন্তরে গতিবিধি করে, কেহ তাহা নিবারণে সক্ষম নহে। তবে আর আমি কেন

নিবারণের চেষ্টা পাই! সেই মধুর বিনোদ প্রতিমা যদি আমার হৃদয়ান্তঃপুরে বিচরণ করে, ত করুক, আমি তাতে বাধা দিয়ে প্রতিবাদী হব না, শেষে এইটিই অবধারিত করিলাম। আমারে যে, কেহ এক দৃষ্টে চেয়ে দেখিতেছিল, সিটি যেন জানিতে পারি নাই, এই রূপ ভাণ করিয়া আমি অনামনা হইলাম। খড়খড়ির আড়ালে লুকাইয়া যিনি আমারে অপাঙ্গে দৃষ্টি দান করিতেছিলেন, তিনি অবশ্যই আমার ঐ ঔদাস্য ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সিটি বুঝিয়াও তিনি সুললিত চারু অঙ্গুলী দ্বারা পাকিগুলি ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন; আমি তার অগ্রভাগ মাত্র দেখিতে পাইলাম। নিম্নে জলপাতের শব্দ হইতেছিল, অনুমান হইল সেই ঝরঝর শব্দের সঙ্গে আমি যেন একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম, সেই শব্দটি আমার কর্ণমূলে যেন আঘাত করিল। এক্ষণে আমি কি প্রত্যুত্তর দেই? ফাঁকরে পড়িলাম, সেই দুঃখের পরিবর্ত্তে কি একটি অশ্রুবিন্দু পাত করিব? না সেই উজ্জ্বল কমল নয়নের দিকে একটি বার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিব! তাতে ফল কি? সেই চারু নীলনলিন-নেত্রদ্বয়, আমার পরম শত্রু পাকিগুলির আড়ালে লুকায়িত ছিল, হয় ত সেই চারুনয়না আমার দুঃখপ্রকাশের বাষ্পও জানিতে পারিবেন না। তবে আর কি করিয়া তাঁহার দুঃখের পরিবর্ত্তে দুঃখ জানাইব! যে মুখচন্দ্র হইতে ঐ দীর্ঘ নিশ্বাসরূপ নৈরাশ-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, সেই বিমল চন্দ্রানন প্রেমাদরে চুম্বন করিয়া তাঁহারে যে আশ্বস্ত করিব তাহারই বা সম্ভাবনা কি! সিটিও বৃথা আশা!!—দুরাশা বলিলেই হয়। হায়! কি দুঃখ! আমার সে সুখাভিলাষের পথে অনেক কণ্টক! সে কণ্টক উদ্ধার করিতে হইলে অনেক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা! হায়! সে পথটি কেবল দুর্ভেদ্য দুঃখে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তাহাতেই আমি নিরুপায় হইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই

দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রত্যুত্তর করিলাম। কিন্তু আমার নিশ্বাসপাতের শব্দটি উচ্চ হইল, সিটি কিন্তু আমার মনোগত ছিল না। শব্দটি আপনা আপনিই দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আমি নিবারণ করিতে পারিলাম না। বোধ হয় ঐ শব্দ শুনিয়াই পাকিগুলির আন্দোলন রহিত হইল। পর-ক্ষণেই একখানি শীর্ণ শুষ্ক তোবড়ান হস্ত প্রসারিত হইয়া সেই খড়খড়ির দ্বার অবরুদ্ধ করিল।

আমি এখন কত কি ভাবিতে লাগিলাম, কত প্রকার চিন্তা আসিয়া মনে উদয় হইতে লাগিল। আমি সেই সকল ধ্যানে নিমগ্ন আছি, এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া বলিল, "হুজুর! ওজীর সাহেব অপনারে ডাকিতেছেন, কোন বিশেষ বরাত আছে।" এই কথা বলিয়া আমার ধ্যান ভঙ্গ করিল, আমিও ঐ কথা শুনিয়া অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রাজবাটী হইতে অধিক দূর নয়, যমুনার ধারেই, পিতার রমনীয় অট্টা-লিকা বিরাজ করিত; সুতরাং আমি সত্বরেই তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পিতা অতিশয় বিষণ্ণ, অতিশয় উদ্বিগ্ন, তাঁহারে ঐ রূপ ম্রিয়মাণ দেখিয়া বলিলাম, বাবা! আপনারে এত ম্লান ম্লান দেখ্ছি কেন? যেন কত কি দুর্ভাবনায় পড়েছেন! তিনি মুখে ও-কথার কোন উত্তর না দিয়া একটি সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস মাত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আল্লা!' গভীরস্বরে এই দীর্ঘ রব করিয়া কপালে করাঘাত করিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ দুটি ঘনঘন কাঁপিতে লাগিল, বোধ হইল তিনি তখন সেই অখিলপতি বিশ্বরূপ জগৎপাতারে মনে মনে ডাকিতেছিলেন। তার পরে একটু সুস্থির হইয়া বলিলেন, সাদক! আমার যশঃ-প্রতিষ্ঠা রূপ সুখ-সূর্য্য অনন্ত দুঃখাচলে বেগে অন্তর্নিত হইতেছে, সেই ভয়ে আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। কি হবে, কোথা যাব, কি করিব—ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছি! মনে ঘোর অসুখ। আমি ঐ কথা শুনিয়া শিহরিয়া

বলিলাম, বাবা! আপনি কি বলিলেন, আমি তার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না!—যা হয় ভেঙ্গেচুরে বলুন, তা না হলে বুঝ্‌ব কেমন কোরে। পিতা তখন অঙ্গুলী দ্বারা আসন নির্দ্দেশ করিয়া আমারে বসিতে অনুমতি করিলেন, আমি উপবেশন করিলাম। পিতা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, তাহার পর খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রহিলেন, যেন অন্তরভেদ করিয়া আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন "সাদক! সেই গলিপথে তুমি যে গুপ্তকথা গুলি শ্রবণ করিয়াছ, সেই কথাগুলি পুনরায় আমারে বল।" আমি সেইগুলি পুনর্ব্বার বলিয়া এই কথা কহিলাম, বাবা! আপনি তো নিরপরাধী, তবে এত শঙ্কিত, এত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন কেন? বাবা আমার মুখে ঐ কথা শুনিয়া "উঁ হুঁ, তা নয়" এই শব্দ করিয়া অসুরের ন্যায় বজ্রতেজে আমার হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন, "আমি নিরপরাধী নই, তুমি গোপনে যাহা যাহা শুনিয়াছ সে সকলি সত্য।" পিতা যখন তাঁহার আত্ম-কৃত পাপ স্বীকার করিতেছিলেন তাঁহার আপাদ মস্তক থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল এবং কপোল-বিগলিত বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল, বজ্রসম দৃঢ় তাঁহার দেহবন্ধন শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। আমরা উভয়েই এখন নিস্তব্ধ,—গভীর নীরব। এইটুকু কি ভয়ঙ্কর সময়! ইহার বিকট মূর্ত্তি ধ্যান করিলে অন্তঃকরণ দল্‌কে উঠে।

এখন মনে মনে আপ্‌সোস হইল যে, কেন আমি এখানে আসিয়াছিলাম, আমার না আসাই ভাল ছিল, আমি কেন বধির হইলাম না, তবে তো আমারে এ দুঃসহ দুর্বৃত্তান্ত শুনিতে হইত না! অপর অপর ব্যক্তির উপর আমার সন্দেহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমার পিতা যে এরূপ দুরন্ত অপরাধে অপরাধী, এ সংশয় আমার কখনই হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থির হইয়া পিতা আমারে বলিলেন, সাদক!

পুত্র! তুমি যে আমার কৃতপাপের বৃত্তান্ত গুলি কেবল কাণে শুন্‌বে, কি আমার মনের দুর্জ্জয় কষ্ট গুলি কেবল চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে, আমি তোমারে সে জন্যে ডাকি নাই, তোমারে কোন সাহায্য করিতে হইবে, সুধু সাহায্যও নয়, তোমারে স্বয়ং কোন কার্য্যও করিতে হইবে; আমি তোমারে সেই জন্যেই ডাকিয়াছি। যে সময় সেই ঘোর দুর্দ্দান্ত কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, সে সময় আগত-প্রায়,—তার আর বড় বিলম্ব নাই; সেই সময় রুধির-প্রিয় সাজাহানের—” ঐ নাম শুনিয়াই আমি চমকে উঠিলাম;—পিতা অমনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—“আঃ ওকি! তুমি কি এখনও এত বালক? যে দুটো মিষ্টি কথায় অন্ত-করণ গলে যায়!”

আমি বলিলাম—বাবা! আমি পূর্ব্বে শপথ করেছি যে, বাদসাহের বশতাপন্ন হইয়া থাকিব; যদবধি তিনি আমার প্রতি স্বামী-উচিত ব্যবহার প্রদর্শন করেন, তত কাল তাঁহার বিশ্বস্ত পাত্র হইয়া রাজাজ্ঞা পালন করিব।

পিতা বলিলেন—“সে ভালই করিয়াছ, এখন রাজার অনুগত হইয়া পিতার কালের স্বরূপ হও!”

আমি তখন বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বাবা! আপনার এ দুর্জ্জেয় কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিলাম না; আমারে স্পষ্ট করিয়া বলুন; আপনার জীবন রক্ষার্থে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব, কিন্তু যাহাতে অধর্ম্ম হয়, যাহাতে আমার রাজ-স্বামীর নিকট দাসোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ত্রুটি হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিতে আমারে অনুমতি করিবেন না।

পিতা বলিলেন—“আমি তোমারে সে কথা এখন খুলে বলিতে পারব না, এখন আমার মনের স্থিরতা নাই, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বড় কাতর হইতেছে, বিশেষতঃ আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আমারে ঘোর সঙ্কটে পড়িতে হইবে, তাহার বিলম্বও বড় নাই,

আপাতত সেই দুর্ভাবনাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, তবে তোমারে এই মাত্র বলিতেছি, তোমার হাতে আমার প্রাণ, তুমি সহায় না হইলে, আমার পরিত্রাণ নাই,—আর তোমারও নিস্তার নাই, আমি পুনর্ব্বার তোমারে বলিতেছি, তুমি এ কথা বিস্মৃত হইও না।”

তখন যে আজ্ঞা, আপনার কথা অমান্য করিব না, পিতারে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া বিদায় হইলাম, আমার হতভাগ্য পিতা তখন মনোগোচর পাপের যাতনায় ছটফট করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহারে সেই অবস্থায় রাখিয়া প্রস্থান করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

“বিনি মেঘে বজ্রাঘাত।”

পিতার নিকট বিদায় হয়ে বাড়ী আসিলাম, আমার খানসামা সলিমান এসে হাজির হইল। সলিমানের এই এক আজগবি স্বভাব ছিল, একটা আন্‌থা রকম ঘটনা হলে, কি কোন নূতন খবর থাকলে, সে গুমরে মেজাজ ভারি করিত। সলিমান বেশ জানিত, তার সে চেহারা দেখে আমি কখনই চুপ করে থাক্‌ব না, অবশ্যই জিজ্ঞাসা কর্‌ব, “কও! —মুখ চোক ভারি ভারি দেখছি যে, আজ কোন নূতন সংবাদ আছে নাকি?” সে তখন আমার সাহস পাইয়া যা কিছু বলিবার থাকিত বলিত। আজ আমি খুব অসুখী, মেজাজ ভাল ছিল না, পিতার মুখে তাঁহার আত্ম-কৃত পাপের কথা শুনে মনে বড় কষ্ট হইতেছিল, তাই আজ কোন কথা বার্ত্তা না কয়ে আপন মনে শয়ন গৃহে চলিলাম। সিড়ির ধাপে ধাপে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া উপরে উঠিতেছি, সলিমানও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, আমি যে তাহার সাহঙ্কার মূর্ত্তিটি লক্ষ্য

করিয়াছি, সে আর তা বুঝিতে পারিল না। মনে করিল আমি তার চেহারার প্রতি দৃষ্টি করি নাই, কি যদি দেখিয়াই থাকি, ভাল করে প্রণিধান করি নাই। ভেবে ছিলাম আমি কোন কথাই কব না, সে প্রতিজ্ঞা কিন্তু রক্ষা হল না, আমার সেই অগাধ পণ্ডিতটির হাত এড়াইতে পারিলাম না। সিড়ির কতক দূর আসিয়া আমারে মুখ খুলিতে হইল, বলিলাম — সলিমান! তুমি এখন ফিরে যাও, তোমার আর সঙ্গে আসবার দরকার নাই। সে তা কাণেও ঠাঁই দিলে না, ভ্রূক্ষেপও করিল না, ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, আবার কি ভাবিয়া একবার ডাইনে একবার বাঁয় তাকাইয়া দেখিল, তার পর ওষ্ঠের উপর একটি আঙ্গুল রাখিয়া, আস্তে আস্তে অতি মৃদু মন্দস্বরে বলিল, "হুজুর! একটি কথা,—কথাটি কিন্তু বড় ভারি!" আমি বলিলাম, আচ্ছা তবে ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুনব। আমার মুখের কথা না বেরুতেই সলিমান তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া বলিল, "হুজুর! তবে আসুন, আমি দরজা বন্ধ করি। আমরা ঘরের মধ্যে কবাট দিয়া নিরিবিলি হইলাম। সলিমান অগাধ ভক্তির সহিত একটি মস্ত লম্বা চৌড়া সেলাম করিয়া দ্বিতীয় বাচস্পতির ন্যায় ঘোর আড়ম্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিল। প্রতি কথাতেই কেবল তার আপনারি দর আপনারি দাম বাড়াইতে লাগিল; সলিমান যে মস্ত কাজের মানুষ, সে যে একজন ভারি দরের লোক, ঘুরে ফিরে কেবল, সেই কথাই বলিতে লাগিল; আমি শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলাম, তোর ও সকল ফালত জাঁক রেখে দে, এখন আসল কথা কি তা বল্। সলিমান আমার ও-কথা আমলেই আনিল না, তার আপনার কথাই পাঁচ কাহন। সে শুনে এই মাত্র বলিল—"শুনিলেই মান্য করা হইল, শোনার নামই মান্য।" আমার এই মাত্র মান রাখিয়া সে আবার সাবেক মত ধূয়া ধরিল, বরং আগের চেয়ে এবার তার বাচালতা আরো বেড়ে উঠল। কখন রাজা

উজীর মারিতে লাগিল, কখন ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল সংসারের এই ত গতি ! এর পর লোকের দশা হবে কি ? আবার আপনা আপনিই তর্ক, আপনা আপনিই সিদ্ধান্ত করিয়া কহিতে লাগিল, "যার অদৃষ্টে যা আছে, সে তা ভোগ কর্‌বে, আমার সে সকল কথায়, সে সকল অনধিকার চর্চ্চায় কাজ কি ? আমি কেন তাতে কথা কহিতে গেলেম, আমার গরজ কি ?"—এই বলিয়া মস্ত প্রাজ্ঞের ন্যায় এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত নাই। "অন্তে সৃষ্টি সংসারের দশা যা হবে আমি সব জানি, সে সকল আমার নখ-দর্পণ।" এই কাঁদুনী করিয়া সে যেন সেই সকল ভবিষ্যৎ কাণ্ডের পূর্ব্বলক্ষণ বলিতেছে, এই রূপ ঢঙ্গে বচন আওড়াতে লাগিল।

আমার আর বরদাস্ত হইল না, আমি চোটে উঠে চোক রাঙ্গাইয়া বলিলাম, বেটা ! তুই এখন ভাঁড়ামী আরম্ভ কল্লি ? সলিমান দেখিল আমি সত্য সত্যই রাগত হইয়াছি ; সে বলিল —"হুজুর আমি বাজে কথা কহি না, সেই আসল নিগূঢ় কথাটি বল্‌ছি শুনুন্। বিধাতা যদি আপনার অদৃষ্টে বিড়ম্বনা না লিখিতেন, তবে আজ আপনার বুকের ছাতি দশ হাত উচ্চ হয়ে উঠিত—তবে আজ একটি নিরুপমা সুন্দরীর সহবাসে রাত্রি প্রভাত করিতে পারিতেন। সেই চন্দ্রাননী কখন কখন প্রসন্না হইয়া খড়খড়ীর ছিদ্র দিয়া প্রকাশমানা হয়েন।"

আমি ঐ কথা শুনে শিহরিয়া উঠে বলিলাম—কি ! কি বল্লি ? ফের ভাল করে বল্, আমি এখনিই সে খানে যাব।

সলিমান বলিল —"না না হুজুর, আমারে ক্ষমা করুন, আজ সেখানে কোন মতেই যেতে পার্‌বেন না, যাবার যোই নাই।"

আমি বলিলাম—যাব না ! — কেন ?

সলিমান বলিল—"একটি বে-আড়া মাচ্‌কো ফের আছে, সেটি আপনি তলিয়ে বুঝ্‌ছেন্ না। আমি আপনারে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিই।"

আমি বলিলাম—কি মাচ্‌কো ফের ?

সলিমান বলিল—"আপনি অনুপস্থিত থাকাতে, আমারে জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন, যাবেন কি ?' আমি বলিলাম, না না, তিনি কোন মতেই যেতে পার্‌বেন না। মুখের মত জবাব পেয়ে সে ক্ষান্ত হয়ে ফিরে গেল, আমি আগেই সে পথ মেরে রেখেছি, এখন আর কোন্ মুখে সেখানে যাবেন ?"

আমি বলিলাম—নাদান, বে-আকুফ, তুই বেটা বড় গাধা, বড় আহম্মক! তুই কি সাহসে আমার হয়ে জবাব কল্লি, আমি যাই না যাই, তুই সে কথা বল্‌বার কে ? কার সঙ্গে তোর এ সকল কথা হয় ?

সলিমান বলিল—"হুজুর মাপ করুন, ঘাট্ হয়েছে; দেখুন, আমার অপরাধ কি ? সে স্ত্রীলোকটি যখন এসেছিল তখন প্রায় সন্ধ্যা,—বেশ কোল-আঁধার হয়েছে।"

আমি বলিলাম—সে স্ত্রীলোকটি!—কোন্ স্ত্রীলোকটি; কার কথা বলছিস তুই ?

সলিমান বলিল—"আমি সেই কথাই বল্‌ছিলাম, তখন প্রায়—প্রায় কেন,—সম্পূর্ণই অন্ধকার হয়েছে, সেই সময় একটি বেল ফুলের মধুর সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তার স্নিগ্ধ গন্ধে মুগ্ধ হয়ে, পল্লব সমেত ফুলটি তুলিব মনে করিয়া, ফোয়ারার এ দিক সেদিক সেই গাছটি খুঁজে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় যেন কেহ দরজা খুলিল, সেইরূপ ক্যাচ কোঁচ শব্দ শুন্‌তে পাইলাম, তার পরেই এক বৃদ্ধা——"

'বৃদ্ধা'—ঐ নাম শুনিবামাত্র আমি অমনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠিলাম, দূর! দূর!

সলিমান বলিল —"হুজুর! একটু স্থিরই হন্—আগে শুনন্, এখনই চোট্‌বেন না। বৃদ্ধা বলে ঘৃণা কর্‌বেন না। বৃদ্ধারা কৃপা না করিলে মাতব্বর মাতব্বর যুবতীদের কাছে নির্জলা মান পাওয়া ভার, তারা না থাকলে, সুন্দরীদের কেহ ছায়াও দেখ্‌তে পেত না, ভাগ্যিস তারা ছিল, তাই বেঁচে যাচ্চি।"

আমি বলিলাম — তুই বেটা বড় ঠেঁটা, ঠোটকাটা! তোর ও সব ব্যঙ্গ আমার ভাল লাগ্‌চে না আমার মেজাজ ভাল নাই, তুই এখন যে কথা বল্‌ছিলি তাই বল।

সলিমানকে কতক কতক ভাঁড়ের মত দেখাইতে লাগিল। দুই চারি বার দাড়ি ঝেড়ে একবার ঘাড় উঁচু করে আড়ামোড়া খেয়ে, ভাল করে সামলিয়ে দাঁড়াইল। সে যেন কতই ঘর-সন্ধানের কথা জানে, সেই রূপ অভিমানের ভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিল — "হুজুর! যার কথা বল-ছিলাম, সেই স্থবিরা পায় পায় ফোওয়ারার কাছে আসিয়া ছোট একটি তামার কলসী কোরে জল লয়ে চলে যায়, আমি মনে করিলাম, তবে বুঝি আমার সঙ্গে আলাপ না করে অমনি চলে গেল, মনে মনে চোট্‌-লেম; কি! অমনি এলো আর গেল, আমার সঙ্গে একটা কথাও কহিল না। আমি তারে ডাকলেম,—ডেকে বল্লেম—আরে মা জী, আমিও এক ব্যক্তির চাকর, একবার কি মুখের আলাপও কোত্তে নাই। আমার পাচঁসাত ডাক তো কাও গেল বৃদ্ধা শেষে বলে উঠ্‌ল ——"

"হা আল্লা রহিম! এ কার গলার আওয়াজ! সলিমান সিকু না দাঁড়ায়ে।"

"আমি বলিলাম—হাঁ আমিই বটে, যদি চক্ষু কর্ণের ভুল না হয়ে থাকে, বোধ হয় আমি আমার প্রতিবেশিনী জিনার কথা শুন্‌চি।"

"বৃদ্ধা বলিল—'সলিমান! তাই বটে। দেখা হয়ে ভাল হলো। তোমার

মুনিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ভার লয়ে এসেছিলাম। তুমি গিয়ে তাঁহারে বল, তিনি একবার নেবে ফোওয়ারার কাছে আইসেন। তাঁহার অদৃষ্টে বিস্তর সৌভাগ্য নৃত্য করিতেছে'।"

"আমি বলিলাম—বাঃ! তুমি কি মনে করেছো আমার মুনিব নিষ্কর্ম্মা, তাঁর আর কোন কাজ কর্ম্ম নাই, কেবল দিবারাত্র তামাক টানেন, আর বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি যান, তাই তোমার মুখের কথা বেরুতে না বেরুতে অমনি এসে হাজির হবেন ? সরকারী কাজের ঝঞ্ঝাটে তাঁর মাথা চুল্‌কোবার অবকাশ নাই। এক এক দিন কাজকর্ম্মের এত বরাত পড়ে যে, তাঁর খাওয়া পর্য্যন্ত ঘুরে যায়, তিনি ভিন্ন সরকারী কোন কাজই নির্ব্বাহ হয় না। ভদ্রে! তুমি আশীস কর,তিনি যেন এই রূপ ঝঞ্ঝাটেই থাকেন ; বল্লে প্রত্যয় যাবে না, ইস্তক সকাল লাগাত সন্ধ্যা, বাটীতে লোক ধরে না, আমীর, ওমরাও ও অপর অপর লোকের এত আনদানি হয় যে, বস্‌বার স্থান হয় না।"

আমি রাগত হইয়া বলিলাম—তুই যখন জানিস্ আমি কোথাও যাই না, কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি না, কেহ দেখা করিতে চাহিলেও আমি দেখা করি না, তখন কি সাহসে তুই ও সকল কথা বল্লি ? তুই বেটা ভারি নচ্ছার।

সলিমান বলিল—"সে কি হুজুর! গোস্তাকি মাপ কোর্‌বেন, ও-রূপ ব্যাপার ত ঘটেই থাকে, সে ত নূতন কথা নয় ? তবে আপনার আমলে আজও তা হয়নি বটে, তা নাই হলো, তাতে ক্ষতিকি ? ও পদ অন্যের হোলে তো এত দিনে তাই ঘট্‌তো, তা হোলেই যে যথেষ্ট।"

আমি বলিলাম— তা যাক্; তুই নিরর্থক সুধু সুধু কতকগুল মিথ্যা কথা কেন বল্লি ? তাতে তোর কি ইষ্টাপত্তি ছিল ?

সলিমান বলিল — "যদি প্রণয় কখন উগ্‌রিয়া দিতে হয়, তখন

কি হবে ? সে বড় ভজকট, ও লেটা না জড়াইয়া অমনি টেলে দেওয়াই ভাল, মিটে গেলেই আপদের শান্তি।"

আমি বলিলাম—তোর সে সব কথায় কাজ কি, ফের যদি তুই এ রূপ গোস্তাকি করিস, তবে আমার কাছে তোর নিস্তার নাই। ভাল, তার পর কি হল বল্।

আমার চোকরাঙ্গানীতে সুলিমান কিঞ্চিৎ হেঁট-মুখ-চাটা হইয়া বলিল—"শেষে বৃদ্ধা কহিল 'সেই কৃষ্ণনয়না সুন্দরীর সহিত যদি সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার মানস থাকে, তবে তোমার মুনিব এই দণ্ডেই আমার সঙ্গে চলুন' আপনি বাটীতে নাই শুনিয়া, সে বলিল,—'আচ্ছা, তবে আজ থাক, কালরাত্রে তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে'।"

এই নিমন্ত্রণ পাইয়া আমি যে কি উল্লাসিত, কি আনন্দিত হইলাম, তা মুখে বলিবার সাধ্য নাই, আহ্লাদে মন নেচে নেচে উঠিতে লাগিল। পাঠক মহাশয়! আপনার অদৃষ্টে যদি কখন এরূপ সৌভাগ্যের সংঘটনা হইয়া থাকে, তবে আপনার আনন্দের সঙ্গে যুঁকে দেখিলে আমার আনন্দের পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। সলিমান এক্ষণে বিদায় হইল। সে যাহা বলিল, এখন নির্জ্জনে বসিয়া তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি ফিকির করিয়া বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করি, এখন সেই ভাবনায় পড়িলাম। একে ত আমার সঙ্গে তার মনের অকৌশল, প্রায় মুখ-দেখাদেখি উঠে গ্যাছে, মস্ত আড়া আড়ি, আকচা আকচি চলেছে, ভাল সে যেন তারি দোষ, কেননা তাতে আমার কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তাই বোলে কি এখন সত্যসত্যই তার কাছে অপরাধী হইব, তবে ত তারে পথ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, ঐ একটা ছুতো পেয়ে সে এখন আমার সঙ্গে বে-আড়া হাঙ্গামহুজ্জুত উপস্থিত করিবে। তা কোত্তে দেওয়া কি উচিত ? এইটি আমি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

পরিণাম চিন্তা আমার কাণে কাণে যেন প্রত্যাদেশ করিল,—"না কখনই উচিত নয়"। ভাল, সেই কথাই মান্‌লেম, কিন্তু আমি না হোয়ে যদি অপর কোন প্রতিবাসী ঐ কৃষ্ণনয়নার প্রেমডোরে বাঁধা পড়িত, সে কি সেই চন্দ্রাননীর প্রণয়াকিঞ্চন অবহেলা করিত, না তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিত? আপনারে আপনি এই প্রশ্ন করিলাম। প্রণয় আমারে চুপে চুপে বলিল, "না, সে তা কখনই করিত না"। ভাল, ও কথা যাক, প্রণয়-সূত্রে নাই হোক, সে মানস নাই থাক, অন্য কোন অভিপ্রায়ও নাই থাক, আমি তাঁর প্রতিবাসী ত বটে; আমাদের অমনিই কি দেখাসাক্ষাৎ হোতে পারে না? কি পরিতাপ! তাতেও বিস্তর প্রতিবন্ধক দেখ্‌তে পাই। কৃষ্ণনয়না অন্তঃপুরে বাস করেন, সূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে পান না, তাঁহার হেপাজতের নিমিত্তে রক্ষক প্রহরী অবশ্যই আছে, তবে সে আশা করাই বৃথা। আবার ভাবিলাম, যদি প্রণয়ই না হোল, তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে ফল কি? কি ইষ্টাপত্তি তাতে? সুধু আলাপে কি প্রাণ খোলে? সব দিক্ ভাব্‌তে গেলে তবে আর তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে উঠে না। এইরূপ আপনা আপনি বিস্তর তর্ক করিতে লাগিলাম, এক এক বার বিরক্ত হোয়ে ভাবি, দূর হোক্, ও সব খেয়াল ছেড়ে দি, কপালে থাকে ত, তারে বড় তারে বড় অনেক সুন্দরী পাব। কিন্তু মন কি তা মানে, না শোনে! সে কোন মতেই আমার পথে এলো না;—মন কারো প্রতি বিরক্ত, কারো প্রতি অনুরক্ত কেন যে হয়, তা কেহ বল্‌তে পারে না;—বিষম আকষ্টবদ্ধে পড়িলাম। একবার পালঙ্কের উপর গিয়ে শুই, নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু নিদ্রা হয় না; কত কি মনে উদয় হয়, আমি তা ভুলিবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না; সেই কৃষ্ণ আঁখি মনে পড়ে, প্রাণটা অমনি ছ্যাৎ কোরে উঠে, ধড়্‌মড়িয়া উঠে বসি, কখন বা একেবারে উঠে দাঁড়াই, হয় ত ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াই; অন্য অন্য

ভাবনা এনে ফেলি, কিন্তু তাতে মন ডোবে না, ভেসে ভেসে বেড়ায়। আবার গিয়ে শয়ন করি, আবার উঠি, আবার বেড়াই, এইরূপ ছটফট কোরে প্রায় তামাম রাত কেটে গেল, একবারও চোক বুজ্‌তে পারিলাম না—প্রাণ হু হু কোত্তে লাগ্‌ল!—ইচ্ছা যে উড়ে গিয়ে সেই কৃষ্ণনয়নারে একবার দেখে আসি। শেষে আর কোন পথ না পেয়ে এই স্থির করিলাম, অদৃষ্টে যাই ঘটুক, বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ কোত্তেই হবে; কাল সন্ধ্যার সময় আমি কৃষ্ণনয়নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমি এখন ইষ্টকবচের ন্যায় সুন্দরীর চারুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেম। একটু পরেই আবার স্মরণ হোল, সে সময় পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথা আছে। বড় আতান্তরেই পোড়লেম, আবার আমি অধীর হইলাম; যদি বা এক ভাবনার হাত এড়াইলাম, কোথা থেকে আর একটা চিন্তা আসিয়া স্কন্ধে চাপিল। আমারে যেন পাগল কোরে তুল্লে। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, নিদ্রা নাই হোক্, একবার একটু চোক বুজ্‌তে পাল্লেও শরীরটা অনেক সুস্থ হয়, এই ভাবিয়া শয়ন করিলাম, সে নাম মাত্র শয়ন, ঘুম হইল না, কেবল মটকামেরে পড়ে রহিলাম। প্রভাত না হইতেই গাত্রোত্থান করিলাম। কাঁচা ঘুমে উঠিবার ন্যায় গা-টা মাটি মাটি করিতে লাগিল। পূর্ব্ব রাত্রে যখন সলিমানকে বিদায় করিয়া শয়ন করিতে যাই, তখনও যেমন অসুখী ছিলাম, এখনও তেমনি; কি কোর্‌বো কিছুই স্থির কোত্তে পারি নাই।

আর আর দিন অপেক্ষা আজ রাজ সভায় বড় গোল। এ ওর কাণে, সে তার কাণে, এইরূপ পরস্পর ফুস্‌ফাস্ করিতেছিল। সকলেই চিন্তিত, সকলেই উৎকণ্ঠিত, কোন অদ্ভুত কৌতুক দর্শনের নিমিত্ত লোকের মন যেরূপ ব্যগ্র হয়, সেইরূপ চিত্তোদ্বেগের চিহ্ন প্রত্যেকের বদনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছিল। আমখাসের আসর সরগরম; দরবার জনজম

করিতেছে। ব্যাপার কি! আজ এত ধুমধাম কেন? দুই এক জন ওমরাওকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম, সেনাপতি মুক্তার খাঁ বাদশাহের হুকুম মতে ধৃত হইয়া আসিতেছে। রাজপুত্র মুরাদবাকী শিকারে চোলেছেন, কিঞ্চিৎ দূরে যাবার তাঁর মানস, তাই তিনি সহস্র সৈন্যের প্রার্থনা করেন। মুক্তার খাঁ বাদশাহেরে না জানাইয়া, তাঁহার বিনা অনুমতিতে রাজপুত্রের ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন, এইমাত্র তাঁর অপরাধ। যাই হোক, বাদশাহের এই ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল, তিনি নিতান্ত অচেতন ছিলেন না, পুত্রদিগের অভিপ্রায় সকল বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহাদের অন্তর্জ্জাত দুর্জ্জয় বাসনা তিনি না জানিতেন তা নয়। মৃগয়া উপলক্ষে এত অধিক রাজসৈন্যের প্রয়োজন শুনিয়া তাঁর ত্রাস হইয়াছিল। বাদশাহ আসীন আছেন, এমন সময়ে আমি গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। তার পরেই দেখিলাম মুক্তার খাঁ নজরবন্দী কয়েদ হইয়া আসিতেছে। প্রহরীরা তাঁহারে বেড়ে, ঘের-ঘোরাও কোরে আছে, সরদার ইস্মাইল খাঁ সেনাপতি হইয়া আগে আগে আসিতেছেন।

বাদশাহ দুই চক্ষু আরক্ত করিয়া দুর্ভাগ্য মুক্তার খাঁর প্রতি কটমট কোরে চাহিতে লাগিলেন। মোক্তার আপনার বাঁচোয়ার নিমিত্ত বলিলেন, "আমি স্বচ্ছ রাজপুত্র বিবেচনাই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি, আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাঁহার প্রার্থনাপত্রের লিখিত অভিপ্রায় ভিন্ন মুরাদবাকার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল"। আত্মরক্ষার্থ মুক্তার খাঁ যে সকল উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন, বাদশাহ তাঁহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না, তাঁর কোন আপত্তিই শুনিলেন না। সম্রাট মনে করিলেন এই ব্যাপারের অন্তঃশীলে কোন মন্দ অভিসন্ধি আছেই আছে। বাদশাহ বলিলেন "প্রথমতঃ, তোমাকে পদচ্যুত করিলাম, দ্বিতীয়ত, তোমারে

তলোয়ার পরিত্যাগ করিতে হইবে। যেহেতু তোমার অপমান করাই আমার অভিপ্রায়”।

মুক্তার খাঁ অশঙ্কুচিত চিত্তে মোগলরাজের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আমার রাজভক্তির উপর, আমার পরিণাম বিবেচনার উপর হুজুরের যখন সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আমি আপন স্বেচ্ছায় সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিলাম, তাতে আমার খেদ নাই, বরং আমি সন্তুষ্টই আছি। কিন্তু জীবন থাকিতে তলোয়ার পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আরব-বংশে আমার জন্ম, মহারাজ তা অবগতই আছেন, হাতিয়ার আমাদের জীবনের সাথী, প্রাণের অপেক্ষাও তারে অধিক গৌরব করিয়া থাকি, মহারাজ! অবধান করুন, হুজুরের কাছে আমি কাতর হোয়ে যোড়হাত কোরে বোল্‌ছি বিবেচনা কোরে দেখুন তলোয়ার আমার প্রাণ, সে তলোয়ার কেড়ে লইলে আমার প্রাণ কেড়ে লওয়া হয়। আমাদের কাছে হাতিয়ার ও প্রাণ উভয়ই তুল্যানুতুল্য। তলোয়ার সমর্পণের হুকুম প্রদান করিয়া আপনি আমার, অচিরাৎ মৃত্যু বিধান করিতেছেন। অতএব গোলামের এই প্রার্থনা, তলোয়ার ছিনিয়ে লোয়ে আমার প্রাণ সংহার না করেন”। এই বলিয়া মুক্তার মৌনাবলম্বন করিলেন।

কাহারও মুখে কথা নাই,—সকলেই নিস্তব্ধ! সভাসুদ্ধ নীরব! না জানি বাদশাহ কি উত্তর দেন, শেষ কি দাঁড়ায়, সম্রাটের মুখ থেকে যে হুকুম একবার বেরিয়েছে, তার অন্যথা হয় কি না, তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত সকলে শশব্যস্ত হইল। আমাদের বড় অধিকক্ষণ “কি হয়, কি হয়,” করিয়া ভাবিতে হইল না, সাজাহান মূর্ত্তিমান কালাগ্নির ন্যায় দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে গর্জ্জিয়া বলিলেন,—“প্রহরী! যো চাহিএ করো, খবরদার! আবি তলওয়ার ছিন লেও!!”

দুর্দ্দান্ত বলবান্‌ মুক্তার খাঁ বাদশাহের ঐ ভয়ঙ্কর ক্রোধবাক্য শ্রবণ

করিয়া মরিয়া হইয়া বিদ্যুৎ বেগে আপন তলোয়ার বাহির করিল, এবং রাজপ্রহরীদের সঙ্গে অসমখ্যাত ঘোর যুদ্ধে মত্ত হইল। মুক্তার খাঁর ভুজ-বলের কত প্রতাপ,—দুরন্ত কঠিন ধাতু নির্ম্মিত তাহার তলোয়ারের কত পরাক্রম, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অন্য স্বাক্ষী চাহি না, স্বয়ং রাজ প্রহরীরাই তার স্বাক্ষী স্থল হইল। মুক্তারের হস্তে তাহারা বিলক্ষণ রূপ শিক্ষা পাইল। খাঁ বাহাদুরের দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি একলা, নিঃসহায়; প্রহরীরা অনেক, দলবদ্ধ। মুক্তার যেন বেড়া-আগুনে পড়িলেন। শেষে কাজেই অবসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী হইতে হইল। তাঁর শরীরে এত অস্ত্রাঘাত হয়, যে, তিল রাখিবার স্থান ছিল না; ক্ষত গুলির আকার এত বিকট ও ভয়ঙ্কর যে, দেখিয়া লোকের ত্রাস হইল। সেই দুর্দ্দান্ত বীর পুরুষ কেবল প্রাণ বায়ুর সঙ্গেই তত গৌরবের তলোয়ার পরিত্যাগ করিয়া আপনার বীর-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন! মুক্তার স্বপদে থাকিলে ঐ হাতিয়ার বাদশাহের শত্রু নিপাতে না জানি কতই পরাক্রম, কতই বীর্য্য প্রকাশ করিত!!

মুক্তার খাঁ নিরপরাধী; কেবল অদৃষ্টের ফেরে প্রাণটি হারালেন। তাঁর দুর্গতি দেখে সকলেই দুঃখিত, সকলেই কাতর, সভাসুদ্ধ লোক হায় হায় করিতে লাগিল। তাঁর মৃত্যুতে খেদ করে নি, এমন ব্যক্তিই ছিল না;— কেহ বলিল, হা ভগবান, কি কোল্লে! কেহ কহিল, হা বন্ধু, কেন তুমি অভিমানের বশ হয়ে প্রাণত্যাগ কোল্লে! এইরূপ চারিদিক থেকে হাহাকারের কোলাহল উঠিল,—কেহ কেহ বা ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তেও লাগ্‌ল।

সেই তেজীয়ান্ বীরপুরুষকে যখন সদর ফটকের দিকে লোয়ে যাইতে ছিল, তাঁরে দেখ্‌বার নিমিত্ত লোক ভেঙ্গে পড়িল। ঐ ঠাসাঠাসির মধ্যে কত লোক হুমড়ি খেয়ে পোড়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, কতলোক

আশপাশ দিয়ে ঘাড় বাড়ায়ে ঝুঁকে ঝুঁকে উঁকি মাত্তে লাগলো। এই সময় একটি শোক-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল; স্বয়ং সাহাজান যদি তা স্বচক্ষে দর্শন কোত্তেন, তাঁরও অন্তঃকরণ দুঃখে গোলে যাইত। মুক্তার খাঁ।র এক স্ত্রী, দুই পুত্র। তারা মনে করেছিল, এ সামান্য অপরাধ, এ অপরাধে মুক্তার নিষ্কৃতি পাইবেন। তিনি অব্যাহতি পেয়ে কতক্ষণে ফিরে আইসেন, তাই তারা সদর ফটকে দাঁড়ায়ে পথ নিরীক্ষণ কোত্তেছিল, এমন সময় তাঁর শব লয়ে উপস্থিত করিল। তাই দেখে পুত্র পরিবারের প্রাণ উড়ে গেল, মাথায় যেন বজ্র ভেঙ্গে পড়্‌ল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় নীরব—নিস্তব্ধ হোয়ে রহিল। একটু পরে মুক্তারের স্ত্রী চীৎকার কোরে উঠিল, পুত্র দুটি 'বাবা বাবা' কোরে কেঁদে কেঁউরে পড়িল! তাদের কান্না দেখে লোকের বুক ফেটে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চীৎকারের ধমকে নাগরা থানার বাদ্য রহিত কোত্তে হইল। সকলে স্তব্ধ, রাজপুরী নীরব। মুক্তারের স্ত্রী কাঁদ্‌দে কাঁদদে করুণস্বরে বিলাপ কোরে বল্‌তে লাগ্‌ল "হা প্রাণেশ্বর! তুমি আমাদের পরিত্যাগ কোরে কোথায় গেলে! কার কাছে আমাদের রেখে গেলে! এখন আমরা কোথায় যাব! কার কাছে দাঁড়াব! আর ত তোমারে দেখ্‌তে পাব না! আর ত তোমারে নাথ বলে ডাকুতে পারব না!! তুমি পুত্র পরিবারের মায়া কি করে বিস্মৃত হলে! হা প্রাণবল্লভ! তুমি আমাদের একেবারে পাথারে ভাসায়ে গেলে! এখন কে আর আমাদের মুখের দিকে চাবে! কে আর আমাদের স্নেহ কোর্‌বে! কে আর আমাদের আবদার সবে! এখন আর কার কাছেই বা আমরা আবদার কোর্‌ব! হা নাথ! আমার হৃদয় কম্পিত হোচ্চে! অন্তর দগ্ধ হোচ্চে! প্রাণ অস্থির হোচ্চে! কোথায় যাব! কোথায় গেলে শীতল হব! কে আর আমাদের মধুর বাক্যে সান্ত্বনা কোর্‌বে! কে আর আমাদের দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী হবে!" এইরূপ

কাতর স্বরে রোদন কোত্তে কোত্তে শোকে উন্মত্তা হোয়ে মুক্তারের স্ত্রী ঝাঁপায়ে পোড়ে মৃত স্বামীর গলা ধোরে তাঁরে জড়াইয়া রহিল। পুত্র দুটি ধূলায় পোড়েগড়াগড়ি দিতে লাগিল, কখন মৃত পিতারগলা ধরে ফুলেফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল, কখন তাঁর গায়ের উপর পোড়ে আছাড়িপিছাড়ি খাইতে লাগিল। সে সময়যাঁহারা যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ঐ ঘোর হৃদয়-ঘাতী শোকাভিনয় দর্শন কোরে সকলেই মায়ায় মুগ্ধ হইলেন, সকলেই হায় হায় কোরে মহাদুঃখ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন। মুক্তারের স্ত্রী স্বামীর গলা জড়ায়ে আছে, সেই হতভাগিনীকে ছাড়ায়ে লইবার জন্যে অনেক কস্তাকস্তি করিলাম, কিন্তু পেরে উঠিলাম না; এত শক্ত কোরে ধোরে ছিল যে, মনুষ্যে তা পারে না, সে যেন তখন দৈব বল পেয়ে ছিল। যখন তারে ছাড়ায়ে লইবার জন্য ধস্তাধস্তি কোত্তে ছিলাম, সেই সময় সুন্দরী একটিবার মাত্র মাথা উচু করেছিলেন।—হায়! একি বিভীষিকা মূর্ত্তি! আমি তার অদ্ভুত চেহারা দেখে চমকে উঠিলাম। এমন যে প্রফুল্ল শশি-মুখ, একেবারে লালে লাল হয়েছে, শ্যামল চুলগুলি এলিয়ে এদিকে সেদিকে ঝুল্‌তে ছিল, সে গুলিও রক্তবর্ণ। মুক্তারের তামাম শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়, সেই সকল ঘায়ের মুখদিয়ে রক্ত পড়িতেছিল, যুবতী ঐ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে যেন রক্তমুখী সেজে ছিলেন। বালক দুটি গলাধরাধরি কোরে ফুলেফুলে, ফুকুরে ফুকুরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, এক এক বার যখন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল, দেখে ভয় হচ্চিল, এইবার বুঝি দমফেটে প্রাণ ঠিক্‌রে বেরিয়ে গেল। তাদের করুণা শুনিলে পাষাণ ভেদ হয়। যে অতি মূঢ়, অতি পাষণ্ড, যার হৃদয় বজ্রের সমান কঠিন, তারও অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হয়। আমি বিস্তর বুঝালেম, অনেক সান্ত্বনা কোল্লেন, কিছুতেই তাদের কান্না থামাতে পাল্লেম না,—পতনোন্মুখ চক্ষের জল পতনই হইতে লাগিল, কোনমতেই তা রক্ষা হইল না। অল্প শোকের জন্যেই

সান্ত্বনা; গুরু শোকে কি মন প্রবোধ মানে? তৎকালীন সে স্থলের আশে পাশে যেথানে যত স্ত্রীলোক ছিল, বালকদের ঐ কান্না দেখে তারাও কেঁদে ঢলাঢলি কোত্তে লাগল। এর দেখাদেখি সে কাঁদে,— তারে দেখে ও কাঁদে, এইরূপে কান্নার উপর কান্না হোয়ে কান্নাহাটির তরঙ্গ উঠিল। তত উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা আমখাসের তত বড় বাড়ী চীৎকারের শব্দে তোলপাড় করে ফেলিল। সেই সকল আর্ত্তনাদের প্রতি-ধ্বনি, প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি আমখাস বাটীর চারিদিকে ঘুরে ফিরে মাতায়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। সে আর্ত্তস্বর বাদশাহও শুন্‌তে পেয়েছিলেন, কেননা, তথনিই এক জন চোপদার এসে মুক্তারের শব তফাত করিতে কহিল, বাদ্যকরদেরও বাজাইতে আদেশ করিল,* এক খান ডুলী আনা হইল, তার মধ্যে মুক্তারের মৃতদেহ রেখে একপা দুপা কোরে ধীরে ধীরে সহরের বাহিরে লয়ে গেল। মুক্তারের স্ত্রী তথনও তারে জাপ্‌টে ধোরে আছে। দুটি অবগণ্ড নাবালক শিশু হাত ধরাধরি কোরে, কথন বা গলা জড়াজড়ি কোরে, ফুকুরে ফুকুরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ডুলীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বিস্তর লোক মায়ার খাতিরে শব ঘিরে লয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ওরা বিদায় হোয়ে গেলে, আমি ফিরে আমখাসের দরবারের ঘরে এলেম। বাদশাহ উঠেন উঠেন হয়েছেন, তখন তাঁর অন্তঃপুরে যাইবার সময়। আমারে দেখে পিতা ইশারা কোরে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "সাদক! তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন, বিস্তর সৌভাগ্য তোমার মুখ চেয়ে আছে।

* অপরাধীরা দণ্ডপ্রাপ্তির সময় যদি চীৎকার কোরে সোরসরাবৎ করিত, ঐ চীৎকার ধ্বনি ঢাকিবার জন্যে বাদ্যোদ্যম হইত। বাদ্যকরেরা এত উচ্চনাদে বাজাইত যে, অপরাধীর ঘোর আর্ত্তস্বর চাপায়ে উঠিত। তাদের আত্মীয়েরাও চীৎকার করিলে ঐ রূপ বাদ্যোদ্যম হইত। এ প্রথা শুধু মুসলমানেদের মধ্যে নয়, হিন্দুদের মধ্যেও, বোধ হয়, প্রচলিত ছিল।

দুর্ভাগ্য মুক্তারখাঁর পদে তোমারে বাহাল করা গেল, তার কর্ম্ম তোমার হয়ে চুকেছে। তোমারে এই কথা বল্‌তে মহারাজ আমারে আজ্ঞা করেছেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই বাদশাহী পঞ্জা সমেত তোমার নিকট নিয়োগ-পত্র পৌঁছবে"। এ ঘটনাটি স্বপ্নের অগোচর, আমি কখন মনেও করিনি যে মুক্তারের কর্ম্ম আমার হবে। সংবাদটি শুনে সুখী না হয়ে বরং দুঃখিত হইলাম। কেন না কথাই আছে,—কথা কেন স্পষ্ট জানাই আছে, "অনেক পাই অনেক খাই যেখানে, সে খানে আবার সময় বুঝে অনেক কোত্তেও হয়'। বিশেষত বাড়া বাড়ি যেখানে, শীঘ্র ছাড়াছাড়িও সেই খানে। আমি ঐ কথা শুনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম—তবে কি ইউসফ আমার কর্ম্মে বাহাল হোলেন?

পিতা ঠাট্টার স্বরে বলিলেন—"কে? ইউসফ, হুঁ! তাই বটে! না, না, সে পদও তোমার থাক্‌বে।'

আমি বলিলাম বাবা! দুইদিক কি রক্ষা কোত্তে পারবো? তার মত যোগ্য কি আ——

পিতা অমনি বাধা দিয়ে বলিলেন, "ছি! ও কি কথা! যোগ্য তোমারে হতেই হবে, অবশ্যই হতে হবে"। এ ছাড়া আবার কাণে কাণে চুপি চুপি বলিলেন "এই বন্দবস্তের উপর তোমার পিতার জীবন নির্ভর কোচ্চে।"

আমি আর কোনো উচ্চ বাচ্য না কোরে, বিদায় হয়ে, সেখান থেকে চোলে আসি, এমন সময় বাবা আমার হাত ধোরে কাণে কাণে বলিলেন, "তবে আজ রাত্রে আর আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক নাই। আমি অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিব"। আঃ, বাঁচ্‌লেম! হাড়ে বাতাস লাগ্‌লো, ঘাড়ে থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল। আমার অন্যত্র বরাত ছিল, সেখানে যাবার জন্যে প্রাণটা হাঁসফাঁস

কোচ্ছিল। আমি বল্লেম—বাবা! আমি ত হাজিরি আছি, আপনার সুবিধা বুঝে ডেকে পাঠাবেন, আমি তখনি গিয়ে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।

আমি বাড়ী আসিলাম। কেবল এসে বোসেছি, এক ঘণ্টাও হয় নি, এমন সময়, পিতা যেরূপ বোলেছিলেন, আমার নিয়োগ-পত্র পৌঁছিল। এখন আমি আগরা সহর ও প্রদেশের সেনাপতি হইলাম। শুনিলাম, এ খবর সৈন্যেদের মধ্যে, সহরে ও গ্রামে গ্রামে পূর্ব্বেই ঘোষণা কোরে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যেরা প্রতীক্ষা কোরে আছে, আমি কখন গিয়ে তাদের উপর হুকুম হাকাম করি। বরকন্দাজ খাঁর পূর্ণ প্রত্যাশা ছিল যে, এই পদটি তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসফের হবেই হবে। এক্ষণে আমার উপর তার যে প্রকার আক্রোশ ও ক্রোধ জন্মিল, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। আমি কি দুঃসাহসী! এ সকল জেনেও গোপনে গোপনে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ কোত্তে সাহস করিতেছি!—তার ভ্রাতুষ্পুত্রী যে, আমার সেই কৃষ্ণনয়না, তার আর সন্দেহ নাই। সেই সুন্দরীর সঙ্গে একটিবার মাত্র সাক্ষাৎ করিব, ইহাই আমার অভিলাষ।

সায়ংকাল উপস্থিত। একজন আমলা আর ৫০ জন সিপাইকে সঙ্গে লইয়া যে খানে যে খানে হাওলদার, সরদার ও প্রহরী ছিল, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাদের হাতিয়ারগুলিও তদারক কোরে দেখিলাম, এবং তাদের প্রতি আবশ্যক মত হুকুম হাকাম দিয়া অবসর লইলাম।

আগরা আর আগরার কেল্লা যমুনাতীরেই অবস্থিত। এই স্থানটি হিন্দুস্থানের মোগল নৃপালগণের অতি মনোমত প্রিয় আবাস। মহানুভাব সম্রাট আকবর শাহ এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপন নামে নামকরণ করেন। সেই জন্য ইহার আর এক নাম "আকবরাবাদ"। দিল্লী অপেক্ষা আগরা সহর আয়তনে অনেক বড়। এই সহরে বিস্তর ওমরাওর

বাস। নগরবাসীদিগের গৃহগুলি উত্তম উত্তম প্রস্তরে নির্ম্মিত; কিন্তু গলিপথগুলি অতি ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত, বিশেষতঃ সেই গুলিতে বিস্তর ফের ও বিস্তর বাঁক। সে জন্য দরবারের সময় লোকের ঠাসাঠাসি হয়ে রাস্তায় বড় গোল হইত।

আগরার মূর্ত্তিটি বিবিধ মনোহর গ্রাম্য শোভায় সুদৃশ্য। ওমরাওরা আপন আপন উঠানে ও উদ্যানে বড় বড় বৃক্ষ আরোপণ করিয়া ছায়া প্রস্তুত করিত। তাহাদের অট্টালিকাগুলি স্থানে স্থানে নবীন নশ্বর নিবিড় লতা পল্লবে ঢাকা থাকিত, ঐ সকল অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে মহাজনদিগের প্রস্তর-নির্ম্মিত গগনস্পর্শী বিরাট গৃহগুলি কানন-বেষ্টিত দুর্গের ন্যায় শোভা করিত।

তার পর হাওলদার, কোতোয়াল, জমাদার, এরা সকলে এক কাট্টা হয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"হুজুর! সহরে গতিবিধির বিষয়ে আপনার কি রূপ অনুমতি, আজ্ঞা করুন" আমি বলিলাম—দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কাহারও যাতায়াতের নিষেধ নাই, কিন্তু কেহ ২০ জনের অধিক লোক লয়ে একেবারে সহরের মধ্যে ঢুকিতে কি তার বাহিরে যাইতে পারিবে না, যদি কাহারও সঙ্গে অতিরিক্ত লোক থাকে, তবে আমার সহীমোহর ভিন্ন তাহাদের ভিতরে প্রবেশ বা বাহিরে গমন করিতে দেবে না। আরঙ্গজেব আর মুরাদ বাকী, এই দুই রাজপুত্রের সম্বন্ধে এ বন্দবস্ত নয়, তাঁহাদের সঙ্গে যে পরিমাণে লোকজন থেকে থাকে, তাঁহারা যদি তার অতিরিক্ত লোক সঙ্গে আনেন, তবে তাঁহাদের পক্ষেও এই নিয়ম বলবৎ রহিল। ঐ দুই রাজকুমার তৎকালীন সহরের বাহিরে অবস্থান করিতে ছিলেন।

বাহিরের বন্দবস্ত শেষ কোরে রাজবাটীর প্রহরীদিগের তদারক করিলাম, দেখিলাম সে রাত্রের জন্যে সকলেই আপন আপন স্থানে

ব্যবস্থামত বিলি রহিয়াছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সেই কাচময় ফোওয়ারার সম্মুখে বারণ্ডায় বোসে পেঁচোয়া টানিতে লাগিলাম। সলিমান যে বৃদ্ধার কথা বোলেছিল, সে কখন আসবে, কতক্ষণে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, কেবল সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত রহিলাম। এই আসে এই আসে করিয়া এক একবার পথও থাকাইতে লাগিলাম।

যাহার আসিবার কথা ছিল, সন্ধ্যার কৃষ্ণআচ্ছাদনের সঙ্গে সঙ্গে সে এসে উদয় হইল। তত আদরের দুতীকে আস্তে দেখে আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে ধড়াস্ ধড়াস্ কোরে লাফাতে লাগ্‌ল। অথচ মনে মনে তখন এ বিবেচনাও না কোরে থাকতে পাল্লেম না যে, সে আমার বিপদের দুতী হলেও হতে পারে, আমার অনন্ত দুঃখের পথ-প্রদর্শিকা হলেও হতে পারে, অথবা আমার আশু মৃত্যুর মূলাধার হলেও হতে পারে। বৃদ্ধা ফোওয়ারার ধারে গিয়ে একটা তামার কলস নিয়ে ন্যাকরা কোত্তে লাগ্‌ল। কলসটা জলে একবার ডোবায়, একবার তোলে, কখন তারে চিৎ করে, কখন উবুড় করে, কখন বা কাত করে, একবার তাতে জল ভরে, আবার সে জল ফেলে দেয়। নীচে নেবে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, কি না করি, সাত পাঁচ ভাবতে লাগলাম। কিন্তু বৃদ্ধা মনে কোত্তে ছিল, তারে রঙ্গ ভঙ্গ কোত্তে দেখে আমি ছুটে গিয়ে দেখা কোর্ব। ফলে শেষে সেইটিই ঘটল। আমি আর স্থির থাক্‌তে পাল্লেম না, একটা ক্ষুদ্র চোরা সিঁড়ী দিয়ে নীচে নামলেম, নামিয়াই বৃদ্ধার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম; একখান প্রকাণ্ড লাল রঙ্গের সাল ওড়ঘোড় কোরে জড়ায়ে সর্ব্বাঙ্গে ঢেকে রাখিলাম, ভাবিলাম আমার চেহারাও দেখতে পাবে না, চিন্তেও পার্বে না। কিন্তু আমি ঠোক্‌লেম, সে বুদ্ধি খাট্‌লো না, বৃদ্ধা আমারে দেখতে পেয়েই সম্বোধন কোরে বোল্লে ——

"কে, ও, হুজুর! আসুন আসুন, এত বিলম্ব করা ভাল হয় নি,

বিশেষত যে স্থলে কোন যুবতী প্রত্যাশাপন্ন হয়ে আশাপথ চেয়ে আছে, সে স্থলে, যাচ্চি যাব, হচ্চে হবে, এরূপ গয়ংগচ্ছ না কোরে একটু চট্‌পটে হওয়াই ভাল।”

আমি বলিলাম—ও কথা যেতে দাও। যার চারু প্রতিমা আমার দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই হরিণনেত্রা অপ্‌সরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার উপায় কি! তার কোন সম্ভাবনা আছে কি? থাকে ত সেই কথা আগে বল।

বৃদ্ধা বলিল—“আপনি আমার পেছনে পেছনে আসুন”।

আমি বলিলাম রোসো, একটু দাঁড়াও, একটা কথা শুন। তুমি ত অবিশ্বাসের কার্য্য কোর্‌বে না? দোহাই আল্লার! ফাঁকি দিয়ে ত ফাঁদে ফেল্‌বে না। প্রতারণা কোর্‌বে না ত।

বৃদ্ধা বলিল—“আচ্ছা! বেশ! যদি ভয়ই হয়ে থাকে তবে যাবেন না,- ফিরে গিয়ে বারাণ্ডায় বোসে পেঁচোয়া টানুন। আমি যোড়হাত কোচ্চি হুজুর, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না, আমি ত আর ‘চলুন চলুন’ বোলে আপনারে সাধ্‌তে আসি নি। আপনি যাবেন, আমি কেবল সঙ্গে কোরে পথ দেখিয়ে লয়ে যাব।”

আমি বলিলাম—আচ্ছা, তবে যাই, চলো।

তখন বৃদ্ধা আমারে সঙ্গে কোরে উঠানের এক টেরে একটি ক্ষুদ্র দরজার কাছে লয়ে উপস্থিত করিল। কোমর থেকে একটি চাবিকাটি বার করে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে কুলুপে লাগিয়ে চেপে ধরিল; কুলুপটি খুলে গিয়ে কবাট ঘুরাইল ক্রমে ক্রমে ফাক হয়ে পড়িল। বৃদ্ধা তখন আমারে বলিল,—“এখন প্রবেশ করো”; আমি প্রবেশ করিলাম। বৃদ্ধা আমার পেছনে থেকে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে দ্বারটি পুনরায় বন্ধ করিল। তার পর আমার কাণে কাণে কহিল, “তোমার যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে কথা কইও না, বোবা হয়ে থাক”। শেষে একটা পাথরের সিড়ী দিয়ে

আর একটা দরজায় উপনীত হইলাম। আমার পথ-প্রদর্শিকা কহিল "আপনি এই খানে একটু দাঁড়ান, আপনি এসেচেন আমি গিয়ে ভিতরে সংবাদ করি"। আমারে বড় অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে হলো না। বৃদ্ধা শীঘ্র ফিরে আসিল। আমারে সঙ্গে কোরে লয়ে অঙ্গুলী হেলিয়ে একটি কামরা দেখিয়ে দিয়ে বলিল—"আপনি ঐ ঘরে যান"; সে ঐ কথা বোলে চোলে গেল। ঐ গৃহের একদেশে একটি স্ত্রীলোক বোসে ছিলেন, মুখটি স্থূল অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত, হস্ত দুখানি বহুমূল্যের রত্নে ভূষিত। মনে মনে কতই গর্ব্ব করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম আমি কি কপালে পুরুষ! কেবল অদৃষ্টের জোরেই এই নিরুপমা সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাইলাম, নচেৎ এঁর সঙ্গে আলাপ করা দূরে থাকুক, এঁর নিকটেও ঘেঁষিতে পারিতাম না; অদৃষ্টই আমারে নির্ব্বিঘ্নে এঁর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

"ইস! সাদক! আমি যে, তা তুমি কেমন কোরে জান্‌তে পাল্লে? যে মস্ত ঘোমটার মধ্যে আছি, মনে কোরেছিলেন তুমি আমারে চিন্‌তে পারবে না"। আমারে দেখে সেই স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিলেন।

আমি বলিলাম—তা সত্য বটে, কিন্তু ঐ দুটি পঙ্কজ নয়নের নিকট আমি অপরিচিত নই, তাদের উজ্জ্বল জ্যোতি একবার আমার উপর বিকীর্ণ হয়েছে, তাতেই আমি——

"সত্যি না কি! কই, কবে! কোথায় বল দেখি!" আমার কথা না ফুরাতেই যুবতী এই কথা বলিলেন।

আমি বলিলাম—কেন! এখন সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন?

যুবতী বলিলেন—"প্রয়োজন আছে, বোধ হোচ্চে তোমার ভ্রম হয়েছে"।

ঐ কথা বলিয়া তিনি ঘোমটা উন্মোচন করিলেন। আমি যে চেহারা দেখবো অভিলাষ কোরে সেজেগুজে প্রস্তুত হোয়ে এসেছি, এ সে

চেহারা নয় ' যার মুখ দেখ্‌লে ভয়ে পেটের পিলে চমকে উঠে, এ সেই রাজকুমারী বেগম সাহেবের মুর্ত্তি।

আমার ভ্রম হয়েছে দেখে,রাজ কন্যা একটু হেসে বল্লেন—"তুমি ভীত হইও না, আমারে তুমি পরম বন্ধু জ্ঞান করিও। তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, তবে এই বন্ধু দ্বারাই তুমি তোমার প্রণয়াস্পদের সাক্ষাৎ পাইবে। আমি যদি তাঁরে অনুরোধ করি, তিনি সে অনুরোধ শুন্‌বেন, অমান্য কোর্‌বেন না ; আমি বোল্লে তিনি তোমার সম্মুখে এলেও আস্‌তে পারেন"। বেগমের মুখে ঐ কথা শুনে আমার চোক খুলে গেল। এখন বুঝ্‌তে পাল্লেম, এ সকল তাঁরই কৌশল। রাজকুমারীর স্বভাব আমার বেশ জানা ছিল, তিনি যে বিনি গরজে কারো উপকার করেন, তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আমি বলিলাম,— আমার রাজভক্তির অগৌরব না হয়, এমন কার্য্য কোত্তে প্রস্তুত আছি, আমি আপনার গোলাম। আমার যেন বোধ হলো, রাজতনয়া আমার মুখে ঐ কথা শুনে বক্রচক্ষে একবার একটু কটাক্ষপাত করিলেন. আমি যেন দেখ্‌লেম তাঁর কপোলে একটু ভ্রূকুটির উদয় হোয়ে আবার তখনই অদৃশ্য হইল, অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী ছিল, উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার অস্ত হোয়েছিল বলিলেই হয়। কেননা তার পরেই রাজবালা এমনি একটু মধুর ভঙ্গীতে মুচকে হাস্‌লেন, যে, আমারে মনে মনে অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাবিলাম রাজকন্যা যদি রাগ কোত্তেন, তবে তখনি তখনি অমন হাসির ছটা তাঁর মুখ থেকে কখনই বেরুত না। আমারি ভ্রম হয়েছে, আমিই বুঝ্‌তে পারিনি, রাজকন্যা কোপভঙ্গী করেন্ নি, তাঁর প্রতি সে সন্দেহ করা অতি অন্যায়। অপরাধ যে আমারি হয়েছে, সেই এক হাসিতেই আমি তা মেনে লতে অর্দ্ধার্দ্ধের অধিক রাজী হয়েছিলেম। যাইহোক, বেগম বলিলেন— "সাদক ! আমি যা বলি, মন দিয়ে শুনো ; আমি বাদশাহ ছাড়া নই, তাঁর

যে অভিপ্রায়, আমারও তাই, তিনি যা আজ্ঞা কোর্‌বেন, সকলকে তা কোর্ত্তেই হবে। তুমি মনে কোচ্চো কোন একটা অভিপ্রায় ভিন্ন আমি কখন কারো প্রতি সদয় হই না, একটা মতলব না থাকলে আমি তোমারে স্বদ্ধ তোমার উপকারের নিমিত্ত ডাক্‌তেম না। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল ভেবে দেখ দেখি, তোমার দ্বারা আমার কি উপকারের সম্ভাবনা? আচ্ছা, বল দেখি, তুমি আমার এমন কি উপকার কোর্ত্তে পার যে, সে উপকার আমার নৃপপিতা, তোমার রাজস্বামী মনে কোল্লে কোর্ত্তে পারেন না? তোমার এমন কি ক্ষমতা আছে যে, সে ক্ষমতা বাদশাহের নাই। তুমি যদি মনে কর, তোমার এমন কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে, তবে অবশ্যই তুমি তোমার পদ-মর্য্যাদার অতিরিক্তই বিবেচনা কোরে থাক"।

আমি বলিলাম—রাজপুত্রী! ভদ্রে! আমি কোন কুমন্ত্রণা বা কুচক্রে লিপ্ত থাক্‌ব না, সে অভিপ্রায় আমি জেনে শুনেই পরিত্যাগ করেছি। যাঁহার কাছে আমি সর্ব্বপ্রকারে ও সকল বিষয়ে ঋণী আছি, কেবল তাঁহারি সেবাতে আত্ম সমর্পণ কোর্‌ব এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু আবার এ কথাও বলি, মন কারো বাধ্য নয়, তার কাছে অভিমান খাটে না, সে যে পথে ধায়, সেই পথে যেতেই হয়। যাঁরা বড় সাধু, যাঁদের বড় নিষ্ঠা, যাঁরা ঠিক ঠিক পথে চলেন, তাঁরাও কখন কখন মনোভিলাষের হাত এড়াইতে পারেন না। সেটি মনের দোষ, কিন্তু সে অভিলাষ——

আমার ওকথা চাপা দিয়ে বেগম বলিলেন—"থাক, আর বোল্‌তে হবেনা, বুঝেছি, সেই কৃষ্ণনয়নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে যদি তোমার রাজ-ভক্তির লাঘব হয়, তবে আপনি বিদায় হউন, তবে আর আপনার এস্থলে আস্‌বার আবশ্যক নাই। আগে বিবেচনা করেছিলেন আমরা যাঁর সঙ্গে কারবার কোর্ত্তে বোসেছি, তিনি এক জন মস্ত প্রেমানুরাগী প্রেমিক, তাঁহার প্রণয়রাগ অতি তেজস্কর, সহসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। বিশেষত

সেই কৃষ্ণনয়না নবীন যুবতীকে অধীরা দেখে মনে করেছিলেম, সে যেমন তোমার জন্যে পাগলিনী, তুমি তার জন্যে অতিরিক্ত উন্মত্তই না হও, নিদেন তার সমানও তো হবে, তা অবশ্যই হবে, এখন দেখ্‌লেম সেটা আমাদের বোঝ্‌বার চুক।”

আমি কৃষ্ণনয়নার নাম শুনে অধৈর্য্য হয়ে চেচিঁয়ে বলিলাম, কি! কি বল্লেন! তবে কি তিনি আমার জন্যে——

এই পর্য্যন্ত বলিতেই বেগম বলিলেন, “আর ও কথায় কাজ নাই, বোঝা গ্যাছে, তার হয়ে আমি তোমারে অনেক বোলেছি, এখন বল ত তোমার পথ-প্রদর্শিকা সেই বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠাই। বাদশাহের নিকট তোমার রাজভক্তির ক্রটি হয়, আমি তোমায় এমন পরামর্শ দিতে চাই না, পরমেশ্বর করুন, আমার যেন সে প্রবৃত্তি না হয়।”

আমি কাতর হয়ে বলিলাম, রাজপুত্রী! আমার অদৃষ্টক্রমে আপনি সকলি উল্‌টু বুঝ্‌লেন, যাঁর মধুর প্রতিমা আমার হৃদয়ে চিত্রিত হয়েছে, তাঁরে দর্শন কর্‌বার নিমিত্ত যদি সহস্র সঙ্কটে পড়্‌তে হয়; কি সহস্র বার প্রাণ বিয়োগ কোত্তে হয়, তাও আমার স্বীকার। যাঁরে দেখ্‌বার জন্যে নয়ন পাগল হয়েছে, যাঁরে না দেখে প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছে, তাঁর ছবি কি সুধু অন্তরে দেখে অভিলাষ মেটে, না মনের সান্ত্বনা হয়?

বেগম বলিলেন, “ভাল বলেছো; সার কথাই ত ঐ; চুল চেরা বিচার কোত্তে গিয়ে মিছে মিছে কেবল সময়ই নষ্ট কোল্লে; সময়ের কি মূল্য আছে? তবে এখন আমার সঙ্গে এস।” আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। আমারে একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে একটা লম্বা গলি পথে লয়ে গেলেন, সেই পথের পাশের দিকে যে ঘর, সে ঘরের দরজা খোলা ছিল। বেগম আমারে ঐ দরজার পার্শ্বে দাঁড়াতে বলে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ

করলেন। আমি কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটি অপূর্ব্ব মানস-মোহিনী যুবতী দেখ্‌তে পেলেম, তেমন সুমধুর কোমল মূর্ত্তি কেহ কখন চক্ষে দেখেনি। আমার দর্পণে যাঁর নিলোজ্জ্বল কমল-নেত্র ও রক্তোজ্জ্বল বিম্বাধর প্রতিবিম্বিত হয়, ইনি সেই রমণী-রত্ন। বিধুমুখী একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়ী হয়ে আছেন। তাঁহার লোলিত ক্রোড়ে পারস্থানের এক প্রকাণ্ড বিড়াল শয়ন কোরে ছিল। মাতা যেমন শিশু সন্তানের নিদ্রাবসন্ন অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রের প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন, যুবতী তেমনি ঐ বেরালটির নিদ্রাকাতর আধমুদিত নেত্র নিরীক্ষণ কোর্ত্তে ছিলেন। বেগম ঘরের মধ্যে গিয়ে সেই মানস-বিলাসিনী দেলজানের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। বরকন্দাজখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর নাম দেল-জান। তাঁরা অতি অনুচ্চস্বরে আলাপ কোচ্ছিলেন, আমি তার কোন কথাও শুন্‌তে পেলেম না। একটু পরে বেগম ফিরে এসে আমায় ইশারা কোরে ডাকুলেন, আমি আমোদে ফুল্‌ফুলে হয়ে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। আমার মনে যে তখন কত স্ফূর্ত্তি হল; তাহা বলে উঠ্‌তে পারি না। গিয়ে দেখি দেলজান ঘোমটা টেনে চন্দ্র-বদন ঢেকে বসে আছেন; যেখানে ছিলেন সেই খানেই আছেন; সেই বেরালটি তখন ম্যাও-ম্যাও কোরে ডাক্‌ছিল, সিটি দেলজানের সোহাগের 'দুলাল' তারে সুখে রাখ্‌বার নিমিত্ত শশিমুখী সতত উৎকণ্ঠিত; অথচ বেরাল জানিত না, যে তার সৌভাগ্য একচেটে, তাতে অন্যের অধিকার ছিল না; সে বোধাবোধ নাই বলিয়াই সে পরম সুখী ছিল। বেগম একটু এগিয়ে গিয়ে বলিলেন, দেলজান! "যার কাছে পরিচিত হলে সকলেই শ্লাঘা জ্ঞান করেন, তোমার প্রতিবাসী সেই সাদককে লয়ে এসেছি। বেগম এই কথা বলে সেখানথেকে প্রস্থান করিলেন। আমি এখন দেলজানকে ঘরে একলা পেয়ে আহ্লাদে চুরচুরে হলেম। যুবতী কিন্তু অপ্রতিভের মত হয়ে কি

কোরে আপনার অঙ্গ ঢাক্‌বেন, সেই জন্যে উত্তর উত্তর ব্যস্ত হতে লাগ্‌লেন। একবার এদিকে, একবার ওদিকে সোরে বসেন, কখন বা একটু হেলে থাকেন, ওড়নাখানা দিয়ে কখন সর্ব্বাঙ্গ ঢাকেন, কখন তার এক মুড় পিঠে ফেলে দেন, কখন কাঁধের উপর রাখেন, কখন বা সেখানা বুকের উপর ঝোঁপে দেন, তাতেই স্পষ্ট বোধ হলো সুন্দরী বড় লজ্জিতা হয়েছেন।

আমি বলিলাম, দেলজান! যে দুটি তেজোময় আঁখি অবগুণ্ঠনের মধ্যে আছে, এক্ষণে দৃষ্টির বার হওয়ায়, নরলোকে আর তাদের দর্শন পাচ্চে না। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে ঐ কোমল নয়ন দুটি কতবার আমারে ব্যাকুল, কত বার আমারে পাগল কোরেছে, তথাচ কখন সাহস কোরে এমন আশা করি নাই, যে আমি কখন তাদের বিশ্ববিজয়ী মধুর উজ্জ্বল জ্যোতির নিকটবর্ত্তী হব। আমি এসেছি বলে আপনি যদি মনে মনে বিরক্ত হয়ে থাকেন ত বলুন, আমার ঘাট হয়েছে, কেন আমি এমন অসম সাহস কোল্লেম; আমি আপনারে কাতর হয়ে বোল্‌চি আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে ত ক্ষমা করুন।

দেলজান খানিকক্ষণ মৌন হয়ে ছিলেন। কি উত্তর কোর্‌বেন তাই যেন ভাব্‌ছিলেন, শেষে মধুর মৃদুল স্বরে বলিলেন, "আমখাসের উদ্যানের সম্মুখের বারাণ্ডায় কে বসিতেন, আমি তা জান্‌তেম না, আমি যে, মধ্যে মধ্যে খড়খড়ীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতেম, সিটি অসঙ্গত কর্ম্ম হয়েছে। আমার ঐ অবিবেচনার দরুন মহারাজ আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন শুনে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি, আগে বুঝ্‌তে না পেরে এখন পস্তাচ্চি। এখন এই ভাব্‌চি যে, এমন কুকর্ম্ম কেন কোল্লেম, আমাহতে একজন ভদ্রলোক হক না হক নষ্ট হলো। এত দিন সাক্ষাৎ পাইনি বোলে যে আক্ষেপ আপনার কাছে প্রকাশ কোত্তে পারিনি, আজ সেই অবসর পেয়ে বড় সুখী হলেম।"

আমি বলিলাম, আহা দেলজান! সে দিন যদি পৃথিবীর সমুদায় নরপাল আমার প্রতীক্ষায় থাকিতেন, তথাচ ঐ দুটি কৃষ্ণআঁখি আমারে ঐ স্থানে আবদ্ধ কোরে রাখিত, পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ কোরে রাখিত। সে দিন রাজদরবারে যাইবার মহা দরকার হইলেও আমি তা বিস্মৃত হয়ে যাইতাম।

দেলজান ও কথায় কাণ না দিয়া প্রকৃত দুঃখিত স্বরে বলিলেন। "কেমন, বাদশাহ ত এখন আপনার উপর সদয় হয়েছেন? আর ত তাঁর রাগদ্বেষ নাই?"

আমি বলিলাম, হাঁ, সে সব নির্ব্বিঘ্নে চুকে গ্যাছে, এখন তিনি আমার প্রতি বেশ প্রসন্ন হয়েছেন, সম্প্রতি আরো অনেক সম্মান আমার উপর স্তূপাকার কোরেছেন।

ঐ কথা শুনে হিতাভিলাষিণী দেলজান বলিলেন, "আল্লা তাই করুন, তাঁর কুদরৎ বাড়ুক।"

আমি বলিলাম, দেলজান! তবে কি তুমি আমার হিত কামনা কর, তবে কি আমারে সুখী দেখে তুমি সুখী হও?

দেলজান বলিলেন, "তা হই, তা হওয়া কি উচিত নয়? এই হত-ভাগিনীই ত তোমার দুঃখের মূলাধার হয়েছিল।"

আমি বলিলাম, হতভাগিনী কেন! সে কথা বোলো না, আমার সৌভাগ্য যে, তুমি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কোরে ছিলে!

দেলজান বলিলেন "ভাল, সে সব কথা পরে হবে, আমরা অত ফের ফারের কথা বুঝি না, সম্প্রতি আপনি যে এখানে আস্তে সাহসী হয়েছেন, আপনি কি জানেন না, এতে কত ভয়, কত জখম আছে? শেষে আপনারে বিস্তর ঝুঁকিতে পড়তে হবে, অনেক দায়ে ঠেকুতে হবে।"

আমি বলিলাম, "তাতে কিছু এসে যায় না, যে দুটি কৃষ্ণআঁখির উজ্জ্বল প্রভা আমারে উন্মত্ত করেছে, সেই আঁখি দুটি আর একবার দর্শন কোর্‌ব, এর জন্যে আমি কি না কোত্তে পারি? জখম ঘাড়ে করা কোন্ বিচিত্র! তার জন্যে আমি——

দেলজান অমনি বলে উঠ্‌লেন, "একটু ক্ষান্ত হউন, যে আশয়ে বোল্‌চেন্, আপনি এখনও সে বিষয়ের কিছুই জানেন না। এখন বিদায় হউন, আপনারে বিনয় কোরে বোল্‌চি, আপনি বিদায় হউন, কথায় কথায় রাত অনেক হয়েচে, আপনি এখন ঘরে যান, আমিও বিদায় হলেম।

আমি উচ্চস্বরে বলিলাম, না, তা হবে না, কি কোত্তেই বা এলেম! আবার কি বোলেই বা যাই! আবার কবে দেখা সাক্ষাৎ হবে সে কথা আগে বল, তবে আমি যাব, নচেৎ কেমন কোরে যাই। কাল্ কি আবার দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে না?

দেলজান বলিলেন, "ও কথার উত্তর আমি দিতে পারি না, আমি আমার কর্ত্তা নই, বেগম যা করেন, তাঁর একাধিপত্য; তিনি যা বোল্‌বেন, তাই হবে।"

আমি বলিলাম, তা হলেই যথেষ্ট, আমি আর কিছু বল্‌তে চাই না। বেগম ত আমার পর নন, পরম বন্ধু; তবে কাল আমি ফের আস্‌চি দেলজান। দেলজান! তুমি একটি দুর্ল্লভ পুষ্প, দেবতারা প্রহরী হয়ে তোমারে যেন রক্ষা করেন;—বিদায় কালীন এই কথা বোলে গাত্রোত্থান করিলাম।

দরজার কাছে এসে বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমারে সঙ্গে কোরে আপনার ঘরে লয়ে গেলেন। রাজবালা যে কৃপা কোরে আমার চারুলোচনা প্রিয়তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন, সেই উপকার স্মরণ কোরে পাতিত জানু হয়ে আমি তাঁরে বিস্তর সাধুবাদ

করিলাম। দেলজানের সহিত আবার কাল একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়, এ জন্যে তাঁরে অনেক সাধ্‌লেম, বিস্তর কোরে বোল্লেম, কিন্তু রাজবালা কোন ক্রমেই তাতে ঘাড় পাত্‌লেন না। কেবল মাথা নেড়ে বোল্লেন, "সে কথা এখন থাক্ রইল, আগে দেখি কোথাকার জল কোথায় মরে, তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এখন তুমি কোন কথাবার্ত্তা না কোয়ে কেবল ফোওয়ারার দিকে চেয়ে থাক, যদি সেই বুড়ীকে দেখ্‌তে পাও, তবে নীচে নেবে তারে সঙ্গে কোরে বাড়ী চোলে যাও।" ঐ কথা বোলে বেগম করতালির শব্দ কোল্লেন, শব্দ শুনেই আমার সেই পথ-প্রদর্শিকা হাজির হইল, আমি বিমর্ষ হোয়ে বিদায় লইলেম, সে আমারে সঙ্গে কোরে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পোঁছিয়ে দিল।

বিবি দেলজানের বয়ক্রম আন্দাজ সতর আঠার; মাজারি গোচের গড়ন, বরং কিঞ্চিৎ দোহারা; দেখ্‌তে না খাট না লম্বা, মাঝামাঝি রকম; মুখখানি বড় লম্বাও না, বড় গোলও না, বাদামে; হাঁ ছোট; ঠোঁট্ পাত্‌লা, টুকটুকে, যেন রক্ত ফেটে পোড়্‌চে; চক্ষু দুটি ডাগর, বেশ দীর্ঘ ছাঁদ, সজীব ও প্রফুল্ল, এত উজ্জ্বল যেন নক্ষত্র জ্বল্‌চে, যৌবনের তরলতায় দিবা রাত্র ঢল ঢল কোচ্চে; চাউনি অল্প বাঁকা, অথচ লজ্জায় অর্দ্ধাবনত; ভ্রূ বেশ টানা, দেখ্‌লে মনে লয় যেন মুখপদ্মের মধুর আশায় ভ্রমরদল সারিবেঁধে কাতার দিয়ে উড়্‌ছে; মাথার চুল বেশ কাল, যেমন ঘন তেমনি লম্বা; বর্ণ দুদে আলতা, ধব্ ধব্ কোচ্চে; লাবণ্য অতি কোমল, অতি মোলাম, যেন ননীর পুতুলটি; হাত পায়ের গড়ন বেশ গোল, সুডৌল; আঙ্গুল গুলি চাঁপার কলির ন্যায় সুশ্রী; বিবি দেলজানের শরীরে কোন খুঁত ছিল না, তাঁরে দেখ্‌লে জ্ঞান হয় যেন একটি নিখুঁত গোলাব ফুল; কণ্ঠস্বর এত মধুর, যে, স্ত্রী-মাধুরী তার কাছে লজ্জা পায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"এখন কার মন রাখি।"

পর দিন দরবারের সময় আমখাসে হাজির হইলাম। সম্রাটের চরণে প্রণাম কোরে সম্প্রতি-প্রাপ্ত উচ্চ সম্মানের জন্যে আপনার উদার কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। মহারাজ শুনে চুপ কোরে রহিলেন, ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না; আমি আস্তে আস্তে তাঁর সম্মুখ থেকে চোলে আসিলাম! বাবার মুখ অতিশয় মলিন, শুকিয়ে যেন মড়ার মত হোয়ে গ্যাছে। তাঁর চেহারা দেখে বুঝ্তে পাল্লেম, তাঁর মনে ঘোর অসুখ। চিত্ত ব্যাকুলতার তাবৎ লক্ষণ তাঁতে স্পষ্ট লক্ষিত হোচ্ছিল। দরবার শেষ হোতে না হোতে মনের অবসাদে আক্রান্ত হোয়ে তিনি একেবারে হাত পা ভেঙ্গে পোড়্লেন, প্রায় উঠে যাবার শক্তি ছিল না। আমি তাঁরে অপেক্ষা কোরে রহিলেম, কি জানি যদি কোন কথা বল্বার থাকে ত বোল্বেন, কিন্তু আজ কোন বিশেষ কথা ছিল না, যে বলেন। তবে আজ রাত দুই প্রহরের সময় তাঁরে একবার সহরের বাহিরে না গেলে নয়, কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেই জন্যে বাহিরে যাবার এক খানা অনুমতি পত্র চাহিলেন। আমি পত্র খানি লিখে হাতে হাতে তখনি ধোরে দিলেম। বাবা আজ বাহিরে যাবেন শুনে আহ্লাদে মেতে উঠিলাম, ভাবিলাম, তবে আর আমারে কে পায়, আর আমারে কে আট্কায়, এখন আমি সচ্ছন্দে চারুহাসিনী বিবি দেলজানের সঙ্গে দেখা কোত্তে যেতে পারব; তবে কেবল এখন যাবার যোগাড়্টা হোয়ে উঠ্লে হয়, সেই যোগাযোগটা হোলে আর কোন চিন্তা থাকে না।

বেলা অপরাহ্ন হোয়েছে। রাজপুরী ও সহর প্রদক্ষিণ কোত্তে বেরুলেম, যেখানে যে কোতোয়ালী ছিল, দেখে শুনে তদারক কোরে ফিরে

এসে সাবেক দস্তুর মত সেই ফোওয়ারার সম্মুখে গিয়ে বস্‌লেম। এখন সন্ধ্যা, অল্প অল্প ঘোর হোয়ে এসেছে, দেখি যে সেই বৃদ্ধা পূর্ব্বের মত তামার কলসটি লোয়ে ঐ রজত জলনির্ঝরের নিকট আসিতেছে, আমি তাই দেখে আহ্লাদে ফুল্‌তে ফুল্‌তে ছুটে গিয়ে তারে ধোল্লেম, সে আমারে নিঃসাড়ে বরকন্দাজ খাঁর অন্দর মহলে পোঁছিয়ে দিলে। সেখানে গিয়ে দেখি বেগম সাহেব আমার আসাপথ চেয়ে আছেন, আমি তাঁরে প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার কোরে কৃতাঞ্জলি হোয়ে বলিলাম আপনি আমারে অনেক কৃপা কোল্লেন, আমার বিস্তর উপকার কোল্লেন, আপনার ধার আমি কখন পরিশোধ কোর্ত্তে পারব না। এই শিষ্টাচারের পর আমার প্রেমময়ী দেলজান কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেম। বেগম একটু হেসে আমারে সঙ্গে কোরে দেলজান যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে লোয়ে গেলেন, গিয়ে দেখি আমার বিলাসিনী সেখানে নাই, ঘর খালি পোড়ে আছে, যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে। তাই দেখে আমি যেন ভ্যাল্‌কো কানা হলেম, একেবারে বুক ভাঙ্গা হোয়ে বোসে পোড়্‌লেম, বেগম আমারে আশ্বস্ত কোরে বোল্লেন, একটু অপেক্ষা কর, তোমার চিত্তময়ী দেলজান এখনিই আস্‌বেন, এলেন বোলে," এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে একটা দরজা খুলে গেল, অমনি আমার প্রণয়িনী দেলজান এসে দর্শন দিলেন, তিনি যখন আসছিলেন, বোধ হলো যেন একটি অপ্সরা আস্‌চেন, সেই প্রকার ঠমকে ঠমকে, থম্‌কিয়ে থম্‌কিয়ে চোল্‌তেছিলেন। দেলজানের ঘোমটা সোরে পোড়ে আলুথালু হোয়ে কাঁধের উপর ঝুল্‌তে ছিল। হায়! কি মনোহর ললিত ভঙ্গীই চক্ষে দর্শন কোল্লেম। মস্তকের কেশদাম নব জলধরের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। চন্দ্রমা যেন মেঘে ঢাকা ছিল, কেবল এইমাত্র তা থেকে মুক্ত হোয়েছে। তাঁর মুখচন্দ্রিমা সেইরূপ সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল ছটা বিকাশ কোরে আমার নয়ন মন সুশীতল কোর্ত্তে লাগ্‌ল।

আমি যে সেখানে উপস্থিত ছিলেম, দেলজান তা জান্‌তেন না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরেই দেখেন, সম্মুখে এক ব্যক্তি অপরিচিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে; সুন্দরী অমনি ঘোম্‌টা টেনে দিলেন, এবং অপ্রতিভ হোয়ে লজ্জায় বেগমের বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে শশিমুখখানি ঢাক্‌লেন। বেগম তাঁর কাণে কাণে কি বল্লেন, বোধ হল সেই কথা শুনে যুবতীর মনে সাহস হল, কেন না, তার পরেই আমার দিকে ফিরে আলাপ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। বেগমও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন, আমি তাই দেখে আহ্লাদে এত বিহ্বল হোলেম যে, আমাদের কি কথা হোচ্ছিল, আমার সে হোঁস ছিল না, তবে আমার এই মাত্র স্মরণ হয়, নানা প্রকার আমোদ ও হাস্যপরিহাসের আলাপ চোল্‌ছিল,—কতক্ষণ ধোরে চোল্‌ছিল, তা আমার মনে নাই। এর মধ্যে একবার আমি ঘাড় উচু কোরে দেখি, কেবল আমি আর দেল্‌জান বোসে আছি, বেগম নাই, তিনি তখন চোলে গেছেন, কখন উঠে গ্যাছেন, তা বোল্‌তে পারি না।

অনেক বোলে কোয়ে, বিস্তর সেধেপেড়ে, বিস্তর মাথার দিব্বি দিয়ে, দেলজানের মুখাবরণ মোচন করালেম। সুন্দরী যখন ঘোম্‌টা খুল্লেন, তাঁর রূপের এমনি ছটা বেরুল, জ্ঞান হল যেন একটি জ্যোতি দপ কোরে জ্বলে উঠে ঘর আলো কোল্লে। একে তাঁর দুদে আল্‌তায় গোলাবী রং, তার উপর আবার মুখখানি ঝক্-মক ঝক্-মক কোত্তে লাগ্‌ল, সে রূপের তরঙ্গ দেখে কার চৈতন্য থাকে! আমি সংজ্ঞাশূন্য হোলেম, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, প্রেয়সীর অনুমতি না চেয়ে, না বোলে না কোয়ে, তাঁর একখানি হাত টেনে লয়ে আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর রাখ্‌লেম, সুন্দরী অমনি হাতখানি কোলের দিকে সরিয়ে নিলেন,—বিরক্ত হোয়ে সরিয়ে নিলেন। ভাগ্যিস প্রেমানুরাগের আর কোন পরিচয় দিই নি, তা হোলে আজ অদৃষ্টে কি ঘোট্‌ত বলা যায় না!

দেলজানের মুখে শুনতে পেলেম, রাজকুমারী রসীনারা তাঁর স্বামী বরকন্দাজ খাঁকে হতশ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের পরস্পর অপ্রণয় হবার প্রধান কারণ এই, রসীনারা আরঙ্গজেবের মঙ্গল কামনা করেন, অথচ বরকন্দাজ খাঁ দারার চিরানুগত বিশ্বস্ত পাত্র। দেলজানের কথার আভাসে বোধ হল, তিনি রাজপুরীর চক্রান্তের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকেন, ইটি তাঁর ইচ্ছা। আমি সকল দিক বাঁচিয়ে চলতেম; কি জানি, যদি দৈবাৎ কখন কোন বেফাঁস বা অসঙ্গত কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান হোয়ে কথা কহিতেম। যিনি এক্ষণে আমার সম্মুখে বোসে, ইনি একটি ছোটখাট ধূর্ত্ত রাজনীতি-চতুরা। আমায় বল্লেন, "আচ্ছা, আপনার কি মত, যদি এর মধ্যে সাজাহানের লোকান্তর হয়, তবে রাজসিংহাসন কার হবে? কার সম্ভাবনা জেয়াদা? রাজপুত্রদের মধ্যে কার বলাবল অধিক?" এই বিষয়ে আমার মত জানবার জন্য দেলজান অনেক কৌশল করেন, অনেক চার, অনেক টোপ ফেলেন, কিন্তু আমায় গাঁথতে পারেন নি, আমি আদৌ ও কথা গায়ে পেতে নিতেম না। সুন্দরী যখনিই কথায় কথায় রাজ্যতন্ত্রের কথা তুলতেন, আমি অমনি সে কণ্টকময় পথ পরিত্যাগ কোরে অতি প্রাঞ্জল প্রেম-কথা পাড়তেম। আমি দেখলেম, দেলজান রাজান্তঃপুরে বাস কোরে সুখী নহেন, তিনি কেবল বাদশাহজাদিদের খেলনার পুতুল হোয়ে আছেন। তাঁরা তাঁরে যে দিকে ফেরাচ্চেন, যে ভাবে নাচাচ্চেন, তাঁকে সেই দিকে ফিরতে হোচ্চে, সেই ভাবে নাচতে হোচ্চে। দেলজানেরও সাহজাদিদের উপর বড় একটা স্নেহ মমতা ছিল না; এমন স্থলে তা থাকতেই পারে না। সুন্দরীর কথার ভাবে বোধ হল, আমি যে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে যাই, তাঁর খুড়ী রসীনারা সে খবর জানতেন না। আর আমি যে তাঁর নয়নপ্রতিমা দর্শন কোরে হতজ্ঞান হোয়েছিলেম, এক দিন বাদশাহ

কথায় কথায় বেগমের সঙ্গে সেই গল্প করেন। বেগম আবার সেই কথা লোয়ে দেলজানের সঙ্গে পরিহাস কোত্তে কোত্তে বলেন যে, তিনি মধ্যস্থ হোয়ে আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ কোরিয়ে দেবেন, কিন্তু এ কথা যেন খুব গোপন থাকে, কদাচ মুখের বার না হয়, এই বন্দবস্ত স্থির হয়।

আমি বলিলাম, দেখ দেলজান! বেগমের কোন স্বার্থ নাই, অথচ আমার প্রতি তাঁর কত অনুগ্রহ, তিনি আমার কত উপকার কোল্লেন, সে জন্যে আমি তাঁর কাছে আজন্ম ঋণী হোয়ে রইলেম।

দেলজান বলিলেন, "আমি চাই, সেইটিই যেন শেষে সপ্রমাণ হয়! কিন্তু আর একটি বিষয় ছিল, তা হলে বড় মনের মত হতো—অর্থাৎ—" এই পর্য্যন্ত বোলে দেলজান তথমত খেয়ে থমকিয়ে চুপকোরে রহিলেন, ভয়ে যেন মুখ চোক শুকিয়ে গেল।

আমি বলিলাম, ভাবিনী! দেলজান! এই সময়টুক আমার জীবনের সুখের সময়, যে কথা বোলে ফেলেছো, তার জন্যে আবার ভয়ে কাঁপচো কেন?

দেলজান একটু সামলে, ফিক্ কোরে হেসে বোল্লেন, "কই! কি বোলেছি আমি?"

আমি ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে মৌন হোয়ে রইলেম, কিন্তু ব্যগ্র নয়নে এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চেয়ে থাক্‌লেম, তাই দেখে নিরপরাধিনী দেলজান ফাঁপরে পোড়লেন। বিলাসিনী শেষে লজ্জায় নত মুখী হোয়ে বোল্লেন, "আমি এই কথা বোল্‌ছিলেম, বেগমের মনোগত অভিপ্রায় কি, সিটি জান্‌তে বাকী আছে, এখনও তা জানা যায় নি। বেগম বড় খোদ-গরজী, তাঁর মনে মনে কোন একটা মতলব আছেই আছে, সিটি স্মরণ হোলে, আমারা যে পরস্পর সাক্ষাৎ কোরে সুখী হবো এমন মনে লয় না।"

আমি বলিলাম, ভয় কি! তুমি সে আশঙ্কা কোরো না, তুমি মাত্র সদয় থাক, তা হোলে সহস্র বাদশাহজাদী এলেও আমাদের দেখা সাক্ষাতের ব্যাঘাত জন্মাতে পারবেন না। তোমার চারুকান্তির ছবি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হোয়ে রোয়েছে। তুমি অভাবে এই জগতসংসার আমার কাছে শূন্যময়, অন্ধকারময় জ্ঞান হয়। সুন্দরী ঐ কথায় লজ্জিতা হোয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরালেন। আমি বল্লেম, আবার কাল এসে দেখা কর্‌বো, কি বল দেলজান? রাজী আছত? দেলজান তাতে সম্মত হন হন, এমন সময় বেগম এসে আমারে হাতছানি দিয়ে ডেকে বোল্লেন, "রাত ঢের হয়েছে, আর দেরি করা ভাল হয় না, এখন তুমি বিদায় হোয়ে ঘরে যাও।" প্রেমিকদের সময় কি চপলা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে গত হয়। আমার যেন জ্ঞান হলো, সবে এই মাত্র আমরা কথাবার্ত্তা কইতে আরম্ভ কোরেছি, এর মধ্যেই আমারে বিদায় চাইতে হলো! যাহারে আটপ্রহর চক্ষের উপর রেখে নয়নের তৃপ্তি জন্মে না, যার সঙ্গে অহো-রাত্র আলাপ কোরে মনের আক্ষেপ মেটে না, যার সঙ্গে উদয়-অস্ত একত্রে বাস করে অন্তঃকরণের খেদ যায় না, সেই প্রেমময়ী দেলজানের পার্শ্ব শূন্য কোরে আমারে যেন টেনে ছিঁড়ে হিঁচুড়িয়ে বার কোল্লে। কি করি, বিলম্ব কোল্লে পাছে কেউ জান্‌তে পারে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে আমায় উঠতে হলো। আস্‌বার সময় বেগম আমারে বিস্তর আশ্বাস দিয়ে বোল্লেন, "সাদক! মনে কিছু দুঃখ করো না, তুমি তোমার বিলাসিনীর সঙ্গে আরো একটি বার দেখা কোত্তে পাবে, এই কথা স্থির রহিল"। আমি বেগম সাহেবকে বিস্তর স্তব স্তুতি কোরে পূর্ব্বের মত সেই বৃদ্ধারে সঙ্গে কোরে নির্ব্বিঘ্নে আপনার গৃহে পৌছিলাম, পথে কারো সঙ্গে দেখা হলো না, তখন একটি প্রাণীও জেগে ছিল না।

এইরূপে একাদিক্রমে আট দিন গত হলো, নিত্য রাত্রে প্রতিবাসীর

অন্দর মহলে যাতায়াত কোরে দেখা সাক্ষাৎ করি। এর মধ্যে পিতা এক দিন একটি সভায় ডেকে পাঠালেন। সভাটি স্বতন্ত্র রকমের, আমি ত দেখে শুনে অবাক! ভাব্‌লেম, একি চমৎকার ব্যাপার! সভা নিস্তব্ধ, ঘোর নিস্তব্ধ, সকলেরি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, সকলেরি অবয়বে ঘোর দুজ্ঞের্য় অভিপ্রায় লক্ষিত হোচ্চে, দেখে স্পষ্ট অনুভূত হল, তাদের মনে কোন একটা ভয়ানক গুরুতর গুহ্য কথা বিচরণ কোচ্চে। পাছে অসাবধান বশত কথায় কথায় সেই কথা রসনা অতিক্রম কোরে ঘুণাক্ষরে বাহিরে বেরিয়ে পড়ে, সেই জন্যে সকলে ঘোর নীরব, গভীর নিস্তব্ধ হোয়ে আছে।

দেলজানের সঙ্গে যে দিবস আমার প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়, তার অষ্টম দিবসে দরবার ভঙ্গের পর, সম্রাট আমারে বোলে পাঠালেন, আজ যেন খাস কামরায় গিয়ে শ্রীমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি সেই আদেশানুসারে মহারাজের সহিত দেখা কোল্লেম। অতি ভক্তি-ভাবে গদ গদ চিত্তে কৃতাঞ্জলি হোয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বাদশাহ অনেক ক্ষণ ধোরে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লেন। তার পর বোল্লেন, "সাদক! তুমি প্রতিজ্ঞা কোরেছ তোমার রাজস্বামীর বিশ্বস্ত পাত্র হবে, প্রাণান্তেও অবিশ্বাসের কার্য্য কোর্‌বে না।"

আমি ধরাতলে প্রণত হয়ে পুনরায় ঐ প্রতিজ্ঞা করিলাম।

বাদশাহ বোল্লেন, "এইবার তোমার পরীক্ষা লওয়া যাবে। এখন যা বলি মনোযোগ কোরে শুন! পুত্রেরা আমারে রাজ্য সম্পদে বঞ্চিত কর্‌বার চেষ্টা পাচ্ছে, চারজনেই আপনার আপনার ফিকির দেখ্‌ছে, আপনার আপনার পন্থায় ফিচ্চে। আমরা সে সব সংবাদ পেয়েচি।"

শুনে আমার প্রাণ উড়ে গেল, আক্কেল গুম্‌ হল, বুক্ গুর্‌গুর্ কোত্তে লাগ্‌ল।

মহারাজ ভয়ে চকিত হয়ে বোল্লেন, "সাদক! সে কথা মিথ্যা নয়,

যথার্থই তারা জাল ফেলে ফেলে, ফাঁদ পেতে পেতে বেড়াচ্চে। এখন তোমার উপর আমাদের লক্ষ্য, তুমি তাদের এমনি একটা শিক্ষা দিতে চাও, তারা যেন স্বপ্নেও জান্‌তে না পারে, যে, কোথা থেকে কি হল। সাদক! তুমি সর্ব্বদা বোলে বেড়াও, তুমি কারও পক্ষ নও। তুমি যে কারও পক্ষ নও, তা আমাদেরও বিশ্বাস হয়, আমরা তোমার সে কথা মানি। কিন্তু তুমি যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নিত অনুগত ও একান্ত বাধ্য, সেইটিই, সপ্রমাণ কোরে আমাদের মনে নিঃসন্দেহ রূপে বিশ্বাস জন্মিয়ে দাও। আমরা যখন যে হুকুম কোর্‌ব, তোমাকে তখনিই সেই হুকুম মত চোল্‌তে হবে, তা হলে আমরা বোল্‌তে পার্‌ব, "ধর্ম্মভয় রাখে, মুনিবের বিশ্বস্ত পাত্র, এরূপ চাকর আমাদের যদি অধিকও না থাকে, নিদেন এক জনও ত আছে"।

অন্তঃপুরের মধ্যে একটি নির্জ্জন ঘর, তার চারি দিক্ মস্ত চোওড়া ভিতের প্রাচীরে ঘেরা। একটি মাত্র দরজা, তাও লোহার, সে লোহাও আবার খুব শক্ত, সেই ঘরের মধ্যে আমাদের কথোপকথন হোচ্ছিল। তাতেও শ্রীমানের বিশ্বাস হলো না। বাদশাহ ত চিরকালই সন্দিগ্ধমনা, তিনি আপনার আসন থেকে উঠে এসে আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "সাদক! রাজকুমারের যাতে খুন হয়, তা তোমাকে কোত্তেই হবে"। ঐ কটি কথা যখন তাঁর মুখ্ দিয়ে বেরুল, সেই সময় মহারাজ আমার বাহু জাপ্‌টে ধোল্লেন, খুব শক্ত কোরেই ধোল্লেন; বোধ হল, আমারে যেন যমে ধোল্লে। আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম না, যে তাঁর শরীরে তত শক্তি ছিল। হাত ধোরেই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন; তিনি যেন তাঁর ঘোরোজ্জ্বল অন্তর্ভেদক তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বারা আমার মনের ভাব নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শ্রীমানের মুখে ঐ সকল ভয়ানক কথা শুনে আমার এত বিস্ময় হল যে, মুখে তা ব্যক্ত করা যায় না। তথাচ বাদশাহ

আমার সে অন্তর্ভাব জান্‌তে পারেন নি, আমি তাঁরে জান্‌তে দিই নি। আমি বিনয়াবনত হোয়ে মুখে কেবল এই মাত্র বোল্লেম, মহারাজ! আদেশ, শুন্‌লেই মান্য করা হল, শোনার নামই মান্য।"

সম্রাট বোল্লেন, "তবে সেই কথাই ভাল, আমরা যে একটি ক্ষীণজীবি ভীতস্বভাব বালক লোয়ে কার্য্য কোচ্চিন', এও আমাদের পরম আহ্লাদের বিষয়। সাদক! দেখো, খবরদার, এককালেই চারজনকে ধোরে কারারুদ্ধ কোর্ত্তে চাও, অগ্র পশ্চাৎ হয় না যেন। তাদের তুমি অপমান, অসম্মান কোরো না, কিন্তু ঘের ঘেরাও কোরে রেখো। দ্যাখ! আমার মুখের দিকে চাও! তাদের ধোরে একেবারে গোয়ালীয়রের কেল্লায় লয়ে যেও।"

'গোয়ালীয়র' এই কথা শুনে আমার গায় যেন জ্বর এল। মনের বেগ সম্বরণ কোর্ত্তে না পেরে, মুখ দিয়ে হঠাৎ এই শব্দ বেরিয়ে পড়্‌ল, "কোথায়! গোয়ালীয়রে!!"

"আ! কি বালাই! তোমার ভয় হল না কি?" বাদশাহ্ এই উক্তি করিলেন।

আমি বলিলাম, মহারাজ! 'ভয়!' সে অনেক দূরের কথা।

সম্রাট বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোমার মনের ভিতর যা যা হোচ্চে, আমি যেন তা দেখ্‌তে পাচ্চি। তুমি মনে কোরেছ আমি তাদের প্রাণে মেরে ফেল্‌ব, এই আমার অভিপ্রায়। সাদক! তা নয়, তারা যে জেলে পোচে মোর্‌বে, সেটা কথার কথা। তারা আমার সন্তান ত বটে। তবে কথা কি, আমাদেরও প্রাণ বাঁচে, তাদেরও জীবন রক্ষা হয়, এই উভয় দিক্ বজায় রাখ্‌বার নিমিত্ত ঐ উপায় অবধারিত করা হয়েছে। রাজ সরকারে লস্কর যত আছে, তারা তোমারি তাঁবেদার, সকলেই তোমার হুকুম বরদারি কোর্‌বে। তাদের লয়ে যা ভাল বুঝ্‌বে তাই কোর্‌বে, কিন্তু দেখো যেন কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি না হয়।"

আমি কোন কথা বলব বলব, মহারাজ আমারে সে কথা বোল্‌তে, না দিয়ে কহিলেন, " রাজকুমারদিগের ধৃত ও কারারুদ্ধ করণের ক্ষমতা প্রদান কোরে তোমারে পরোয়ানা পাঠান যাবে, তাতে বাদশাহী পঞ্জা সমেত আমার দস্তখত থাকবে। ক্ষমতাদানের পত্র তোমার নিকট সময় মত পৌঁছবে। তুমি আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব কোরো না, পরোয়না যেমন পাবে, অমনি তুমি তোমার কাজে চোলে যাবে"। এই সকল কথা শেষ হইলে মহারাজ আমারে বিদায় দিলেন। আমিও আস্তে আস্তে আপনার গৃহে চোলে আসিলাম। কি বিষম শঙ্কটেই পোড়্‌লেম, কি কঠিন ভারই এসে ঘাড়ে চাপ্‌ল !! সোরষের ফুল দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ভেবেই অস্থির, ভাবনার সমুদ্রে ভাস্‌তে লাগ্‌লেম। ঘরে এসে বড় অধিকক্ষণ বোস্‌তে পারিনি, এমন সময়ে বাবার কাছ থেকে এক জন ধাউড়ে সোহি মোহরের একটা পুলিন্দা লয়ে উপস্থিত কোল্লে ! পুলিন্দা দেখে যা ঠাউরে ছিলেম, তাই হল। বাবা লিখে পাঠায়েছেন, আজ রাত দুই প্রহরের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যেতে হবে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁর নিজ বাটীতে গিয়ে দেখা কোত্তেম, এবার তা নয়, অন্য কোন স্থানে গিয়ে সাক্ষাৎ কোত্তে হবে। পিতার লোক বিদায় হতে না হোতেই একজন চোপদার এসে উপস্থিত ; সম্রাট আমারে ডেকে পাঠিয়েছেন। গিয়ে দেখি, বাদশাহ অতিশয় বিষণ্ণ, অতিশয় উদ্বিগ্ন। আমারে দেখে বোল্লেন, "সাদক ! তোমাকে কি সকল সাহজাদাদের ধোত্তে হুকুম দিয়েছি ?"।

আজ্ঞে, সকলকেই ; আমি ত মহারাজের এইরূপ হুকুমিই পেয়েছি। আমি এই উত্তর করিলাম।

বাদশাহ বলিলেন, "তা ভালই হয়েছে। পরওয়ানাতে সকলেরি নাম থাকা ভাল, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিকে ধোত্তে না হয়, তা হলে বড় সুখী হব ; কেমন ! এ কথার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পেরেছ ত ?"

আমি বলিলাম, শ্রীমানের কি আজ্ঞা হয়, তাই কেবল একবার স্বকর্ণে শুন্‌ব। আমার যত দূর সাধ্য, হুজুরের হুকুম রক্ষা কোর্‌ব। কোন্ রাজপুত্রের প্রতি রাজকৃপা হল, আজ্ঞা করুন?

বাদশাহ বলিলেন, "আচ্ছা, ঐ কথাই ভাল। এর উপর আর কথা কি? মুরাদবাকী মৃগয়ার আমোদে আছেন, থাকুন. তাঁর উপর উৎপাত কর্‌বার আবশ্যক নাই। তবে যদি তিনিও আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কোরে থাকেন, তুমি যদি তা জান, কি শুনে থাক, ত বল, আমি তোমায় বোল্‌তে বোল্‌ছি, তুমি বল, তা যদি হয়, তবে তাকেও ছাড়্‌বে না, ধোরে নিয়ে কয়েদ কোর্‌বে।"

আমি বলিলাম, রাজপুত্র মুরাদ যে, কোন রকম অবিশ্বাসের কার্য্য কোরেছেন, এমন কথা আমি কারো মুখে শুনি নি, আমি তা জানিও না। হুজুর যখন এ গোলামের মতামত জিজ্ঞাসা কোর্লেন, তখন আমারে সত্য কথা বোল্‌তে হয়। রাজপুত্র মুরাদবাকী আপনার অবাধ্য নন, তাঁর রাজপিতাকে অসুখী কি উৎকণ্ঠিত করেন, এ মানস তাঁর নাই, বরং আমার বাসনা যে, এ বিষয়ে কেউ তাঁর দুর্নাম না করে।"

বাদশাহ বলিলেন, "আমি খোদাতালার নাম কোরে বোল্‌ছি, তা যদি সত্য হয়, তবে মুরাদ স্বাধীন হোয়ে আপনার অভিরুচি মত যেখানে সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করুন, আমি তাতে বাদী হব না! আমি তাঁর পিতা এবং রাজাও বটে। তবে যদি তিনি এর পর সে বিবেচনা না করেন, আমার সঙ্গে তাঁর যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তা যদি তিনি ভুলেই যান, তবে তাঁর সহিত আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত, তা তৎকালীন বিবেচনা করা যাবে।" ঐ কথা বোলে শ্রীমান হস্ত আন্দোলন কোরে আমায় বিদায় হোতে ইঙ্গিত কোর্লেন, আমি বিদায় লোয়ে বাড়ী আসিলাম। যে দুরূহ· কঠিন ভার আমার উপর সমর্পণ করা হয়েছে,

তার চার অংশের একাংশ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, তাই ভেবে মন অনেক সুস্থ হইল।

এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত। সেই স্থবিরা কখন আস্বে, কখন আস্বে কোরে প্রাণ ধড়্ফড়্ কোত্তে লাগ্ল, এক এক বার তাকিয়ে তাকিয়ে পথের দিকে চেয়ে দেখ্তে লাগ্লেম। আর কিছু নয়, আজ আমি রাজ-অন্তঃপুরে যেতে পার্‌বো না, সে এলে এই কথাটি তারে বুঝিয়ে বোলে দেব; পিতা আমারে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আজ রাত্রে সাক্ষাৎ না কোল্লে নয়। বৃদ্ধা যে সময়ে এসে থাকে, সে ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হোল, তখন তামসী কৃষ্ণ আবরণ প্রসারিত কোরে দিগ্‌দিগন্ত ঢাকিয়াছে। বৃদ্ধারে দেখে আমি নীচে নাম্‌লেম, তার হাত দুটি ধোরে বিস্তর বিনয় কোরে, বিস্তর সেধে পেড়ে বোল্লেম, যে, দেল-জানকে বুঝিয়ে বলো, আজ অদৃষ্টক্রমে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হলো না, সিটি কোন মতেই ঘোটে উঠ্ল না। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পাল্লেম না বোলে আশায় বঞ্চিত হোয়ে নাস্তিপরোনাস্তি দুঃখিত হোলেম। কি করি, পিতার অনুরোধ, এড়াতে পাল্লেম না।

বৃদ্ধা বলিল, "তা হবে, আপনি কি আর মিথ্যা বোল্‌চেন? কিন্তু হুজুর! তা যাই বলুন, যে ওজরি করুন, আপনাকে যেতেই হোচ্চে। সেই কৃষ্ণনয়নার সঙ্গে আর যদি কখন সাক্ষাতের বাসনা রাখেন, তবে এই রাত্রেই একবার সেখানে চলুন, আসুন, আমার সঙ্গেই যাবেন, বেগম একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন, নিদেন দুদণ্ডের নিমিত্তেও আপনাকে একবার যেতে হবে।"

আমি ত বড় ভজকটতেই পড়্‌লেম। ভেবে কিছু থাই পেলেম না। এমন কি জরুরি কথা আছে যে, আজ আমাকে একবার না গেলে নয়, বেগমেরও আজ তা না বোল্লে নয়। রাজকুমারদের সম্বন্ধে মহারাজ যে মনন

কোরেছেন, রাজবালা কি তা শুন্‌তে পেয়েছেন? বাদশাহের কি তত এলমেল স্বভাব? বুদ্ধিতে চতুর, কাহনে কাণা? রাম না হতে রামায়ণ গেয়ে দিলেন নাকি! না! তা না হবে, বাদশাহ তত অসাবধান নন। তিনি যে, সে কথা ঘুণাক্ষরেও কারে বোলেছেন, আমার বিবেচনায় তা বোধ হয় না। যাই হোক, ঐ কথা শুনে আমি আর দ্বিরুক্তি না কোরে বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। গিয়ে দেখি বেগম আমার বিলম্ব দেখে একবার ঘর, একবার বার, এইরূপ সব বার কোরে ছট্‌পটিয়ে বেড়াচ্চেন। তিনি আর আমি যখন নিরিবিলি হোলেম, বেগম বোল্লেন, "সাদক! সত্য বোল্‌ছি, আমি তোমারে এক লহমার অধিক আট্‌কিয়ে রাখব না," এই কথা বোলে, বোল্লেন, "কিন্তু এখানে এমন কোন লোক আছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোল্লে না বোলে, তিনি বড় অসুখী হবেন, তাঁ। মনে অতিশয় দুঃখ হবে।" আমি বেগমকে বিস্তর ধোরে কোরে বোল্লেম, তিনি যেন সেই লোকটিকে ভাল কোরে বুঝিয়ে বলেন, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে বোলেই আজ তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পাল্লেম না, নচেৎ, সাক্ষাৎ না হবার আর কোন কারণ নাই।

বেগম বোল্লেন, "শুনে বড় দুঃখিত হোলেম। চাই কি, তোমার সঙ্গে আর কখন তাঁর দেখা সাক্ষাৎ না ঘোট্‌লেও না ঘোট্‌তে পারে।"

আমি অমনি বলে উঠ্‌লেম। আর কি কখনই দেখা হবে না! কেন, কে আমাদের ধোরে রাখ্‌বে?

বেগম বল্লেন, "আজ যে বড় জোর জোর কথা! ঠাণ্ডা হও, অত উতলা হইও না। সে তোমার ইচ্ছা। চাই তুমি জন্মের মতই বিচ্ছেদ কর, কিম্বা আর কখন ছাড়াছাড়ি না হয়, তেমনি মতই দেখাসাক্ষাৎ কর, সে ভার তোমার উপর, তুমি তার কর্ত্তা।"

ঐ কথা শুনে, আমি যেন আকাশ থেকে পোড়্‌লেম, অবাক হোয়ে

বেগমের অনুপম মুখভঙ্গীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রোইলেম। কিন্তু বেগম আমার অবাক-মূর্ত্তি দেখে মনে মনে কিছু নরম হওয়া, কি দমে যাওয়া, তা তিনি কিছুই হন্ নি। তিনি তাঁর আপনার রোখেই ছিলেন। রাজ-তনয়া দুই চোক পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ, আমি ঠিক কথাই বোলেছি, সে কথা ত মিথ্যা নয়! সে বিবেচনা তোমার কাছে, সে বিষয় তোমারি উপর নির্ভর কোচ্চে। সাদিক! যে তোমারে এত ভালবাসে যে, তোমার জন্যে সে পাগল। তুমি মনে কোল্লে স্বর্গ এনে তার হাতে দিতে পার, আবার তুমি মনে কোল্লে তারে অকূল পাথারে ভাসাতেও পার। তুমি ইচ্ছা কোল্লে তার হৃদয় বিদীর্ণ কোরে চুরমার কোত্তে পার, আবার ইচ্ছা কোল্লে সেই হৃদয়কে তুমি আনন্দে নাচাতেও পার, সে সকলি তোমার হাত, তুমি যা কর তাই -"

আমি উচ্চ কণ্ঠে বলিলাম, ভদ্রে! আর্য্যে! আমারে সব খুলে খেলে বলুন, অন্ধকারে রেখে আর আমারে যন্ত্রণা দেবেন না। আমার কি ক্ষমতা! আমি কি কোত্তে পারি! দেলযানের সুখ দুঃখের উপর আমার কি অধিকার আছে? কিসে আমি মনে কোল্লেই তাঁরে সুখী, মনে কোল্লেই দুঃখী কোত্তে পারি? আমারে সব স্পষ্ট কোরে বলুন, আমি অত ফেরফারের কথা বুঝি না।

বেগম বলিলেন, "তুমি যদি সদয় হোয়ে আমার একটি উপকার কর, তা হোলেই সব দিক বজায় থাকে।"

আমি বলিলাম, হায়! আমার কি ক্ষমতা যে, আপনার উপকার করি?

বেগম বলিলেন, "কেন? যুবরাজ দারাকে রেহাই দিলেই আমার উপকার করা হবে!"

বাঘিনী সাংঘাতিক লম্ফ প্রদান করবার পূর্ব্বে, শিকারের প্রতি

একবার কোপ দৃষ্টে নিরীক্ষণ করে, তার ঐ কোপদৃষ্টিতেই শিকারের প্রাণ রক্ষার আশারূপ দ্বার অবরুদ্ধ হোয়ে পড়ে, আর তার পালাইবার পথ থাকে না। আমার সম্বন্ধেও ঠিক তাই ঘোট্‌ল। বেগম ঐ কথা বোলেই আমার দিকে দুই চোক পাকিয়ে রইলেন। তাঁর ঐ ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দেখে আমি মনে মনে কেঁপে গেলেম, ভয়ে জড়সড় হোয়ে বোল্লেম, রাজবালা! আমি কি প্রকারে রাজপুত্র দারার উপকার কোর্ত্তে সক্ষম, তা আমায় ভেঙ্গে বলুন?

আমায় কুণ্ঠিত দেখে, বেগম যেন মনে মনে খুসী হয়েছেন, সেইরূপ একটু অহঙ্কারের হাসি হেসে বোল্লেন "কি! কি বল্লে? আমারে কি কচি খুকী পেয়েছ? আমি কি কিছু জানিনে? কোন সচীব বাদশাহকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি তা অগত নই তুমি বুঝি তাই মনে কোরেছ! সেই পাপে সে যেন নরকে সেদ্ধ হয়। আবার বাদশাহ যে সেই পাপিষ্ঠের দুর্ম্মন্ত্রণানুসারে চোল্‌বেন স্থির কোরেছেন, তাও কি আমি জানিনে বিবেচনা কোরেছ? সাদক! তোমার যেন সে ভ্রান্তি না হয়, আমি না জানি কি? আমি সব শুনেছি। তুমি নাকি দেলজানের প্রণয়-অভিলাষী, তার প্রণয়ের মর্য্যাদা টের পেয়েছ, আমার সহিত তোমার ভাব প্রণয় বজায় থাকে, দারা অপ্রমাদে বেঁচে যান, এগুলি নাকি তোমার মনের ইচ্ছে, সেই জন্যে আমি তোমারে ডেকে বোল্‌চি, রাজকুমার দারার ভাগ্যে যা ঘোট্‌বে স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা যেন না ঘটে। দারা যেন পালিয়ে প্রান রক্ষা কোর্ত্তে পারে। তাঁরে তুমি ধোরো না। বাকী রাজপুত্রদের তুমি ধৃতই কর, আর তাদের প্রাণে মেরেই ফেল, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই, তোমার যেমন মনে লয়, তাই করো। কিন্তু খবরদার! রাজকিশোর দারার একটি আঙ্গুলও যেন স্পর্শ করো না।"

বেগমের মুখে ঐ ভয়প্রদর্শনের কথা শুনে, দুর্ভাবনায় অ.ত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল। আমি ভ্যাবাগঙ্গারামের মত তাঁর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেম। একদিকে,বাদশাহের কাছে চিরবিশ্বাস রক্ষা করা, অপর দিকে দেলজানের প্রণয় বজায় রাখা, এই উভয় শঙ্কটে পোড়ে, টানা-টানিতে প্রাণ সংশয় হল। দেলযানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু মঙ্গল।

বেগম বল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি বাহলক্ষ সত্য করায় কোর্‌বে, কি কিরে দিব্যি কোরে শপথ কোর্‌বে, আমি তোমারে আপাতত সে জন্যে ডাকি নি। আমি জানি আজকাল্ তোমার সময় বড় দুর্ল্লভ, তুমি এক্ষণে বিদায় হোয়ে বাড়ী যাও, কাল্ রাত্রে ফের এই বিষয় লয়ে আমাদের কথোপকথন হবে"। এই কথা বোলে বেগম করতালির শব্দ কোল্লেন, বৃদ্ধা এসে হাজির হোল। সে আমারে সঙ্গে কোরে উঠান পর্য্যন্ত নিঃসাড়ে পৌছিয়ে দিলে। সেখান থেকে ঘরে না গিয়ে সরাসর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেম। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব ঘুরে গ্যাছে, এখন আমি প্রায় উন্মাদ। হাঁফাতে হাঁফাতে, দৌড়্‌তে দৌড়্‌তে, রাজপথ দিয়ে ছুটে চোল্লেম। একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর ধারে উপনীত হোয়ে দেখ্‌লেম, একজন লোক বোসে রয়েছেন, একখানি মোটা রক্তবর্ণ সালে তাঁর আপাদমস্তক ঢাকা। তিনি আমার পিতা জান্‌তে পেরে, আমি তাঁর সম্মু.খ গিয়ে দাঁড়ালেম।

বাবা আমারে দেখে বল্লেন, "কে- ও, সাদক! সাদক! তোমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হোয়েছে। তা য' হোক, আমার সঙ্গে এস"। এই বোলে, বাবা গাঝাড়া দিয়ে উঠে বল্লেন, "এখন বেশ অন্ধকার হোয়েছে, আমাদের কেউ দেখ্‌তে পাবে না, চলো, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া যাক"। বাবা তাড়াতাড়ি কোরে একটা নির্জ্জন আঁধারে বাড়ীতে প্রবেশ

কোল্লেন, আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম। একটা মস্ত সঙ্কীর্ণ গলীপথের এক টেরে সেই বাড়ীটি অবস্থিত। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে, কতকগুলি সিঁড়ির ধাপ পার হোয়ে, একটা কামরার মধ্যে উপস্থিত হোলেম। একটি আলো সেখানে মিট মিট্ কোরে জ্বোলছিল। বাবা দরজা বন্ধ কোরে আমারে বোস্‌তে বোল্লেন, আমি বোস্‌লেম, তার পর তিনিও এসে আমার পাশে বোসলেন।

বাবা বলিলেন, "সাদক! দেখ, বাদশাহ বৃষ্টি ধারার ন্যায় তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কোরেছেন, সেরূপ অনুগ্রহের কথা পূর্ব্বে কেউ কখন শুনে নি। অশ্রুত পূর্ব্ব সুখসম্পদ তিনি যেন তোমারে দুহাত দিয়ে ঢেলে দিয়েছেন। সে সকল আমারি প্রসাদাৎ। কিন্তু তাই বোলে তুমি এ বিবেচনা কোরো না, যাতে তুমি বিলাস-সুখে মত্ত হোয়ে আমোদ প্রমোদ কোত্তে পার, কি যাতে তুমি তোমার সমকক্ষ আমীরদের চেয়ে মহা-সুখে বিমোহিত হোয়ে থাক্‌তে পার, তারি একটা উপায় কোরে দেবার নিমিত্ত তোমারে এই উচ্চ পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। তুমি যদি তাই মনে কোরে থাক, সে তোমার মস্ত ভ্রম। আমাদের সে অভিপ্রায় নয়, আমাদের অন্য কোন মতলব আছে। আমি জানি তুমি আমারে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি কর, মহারাজেরও বেশ বিশ্বাস হয়েছে তুমি তাঁর নিতান্ত অনুগত ও বাধ্য। কিন্তু তুমি যে আমাদের যথার্থই বিশ্বাসের পাত্র, আমরা যে ভুলে অপাত্রে বিশ্বাস করিনি, সেইটিই এখন তুমি সপ্রমাণ কোরে দাও, তা হোলে আমাদের মনে আর কোন গোল থাকে না।" আমি মুখে কোন কথা না বোলে, শির নত কোল্লেম। তার পর পিতা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এক্ষণে আর রাজপুত্রদিগের অভিপ্রায় অপ্রকাশ নাই; সিংহাসনের প্রতি সকলেরি লক্ষ্য, পাছে সম্রাট বর্ত্তমান থাক্‌তে থাক্‌তে তাঁদের আপনাপনির মধ্যে একটা লড়াই ঝকড়া বেধে উঠে,

পাছে শেষে রক্তারক্তি হোতে আরম্ভ হয়, এখন আমাদের সেই আশঙ্কা বড় হোচে। সেই কাটাকাটী মারামারি যাতে না হোতে পারে, এখন আমাদের সেই চেষ্টা। বিশেষত রাজপুত্রদের মধ্যে পরস্পর চিত্তবাধ হওয়ায়, এক এক পক্ষের একটি একটি স্বাপক্ষ দল হোয়ে চারিদিক ছেয়ে আছে। রাজকুমারদের পরস্পর মন ভারাভারি না থাকে, সব দিক্ মিটে মাটে যায়, তদ্ভিন্ন ছোট বড় তাবৎ লোক মহাবল সাজাহান ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট জানু অবনত না করে, সেই জন্যে সাজাদাদের ধৃত কর্‌বার মন্ত্রণা স্থির হোয়েছে।"

আমি বোল্লেম, আমি তা জানি, পিতার চমৎকার জ্ঞান হোল যে, আমি তা কেমন কোরে জান্‌তে পেলেম? তাঁর বিস্ময় দর্শনে, আমি পুনরায় বোল্লেম, আমি তা জানি। যে সূত্র হোতে জানি, তাও বোল্লেম। আরো এই কথা বোল্লেম, যিনি বাদশাহেরে এ কাজ কোত্তে পরামর্শ দেছেন, তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হবে, অনেক দায়ে ঠেক্‌তে হবে, অনেক ভোগাভোগ ভুগ্‌তে হবে।

পিতা বলিলেন। "আমিই পরামর্শ-দাতা। বিবেচনা কোল্লেম, এই উপায়ে যদি রাজ্যের শান্তি, বাদশাহের নিরাপদ এবং আমার প্রাণ রক্ষা হয়, তবে—" আমি অমনি চম্‌কে উঠ্‌লেম, আমার গায় যেন কাঁটা দিলে। পিতা আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে নিজমূর্ত্তি ধোল্লেন, বোল্লেন, "তুমি বালক—তোমার অভিপ্রায়, আর তোমার ন্যায় জগতের অন্য অন্য বালকের অভিপ্রায় আমি তৃণজ্ঞানও করি নে। আমরা যা হুকুম কোর্‌ব, তুমি সেই হুকুম মত চোল্‌বে, তাঁবেদারি করাই তোমার কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন তোমার আর কোন কাজ নাই। অতএব যে পথ আমি নির্দ্দেশ কোরে দেব, সেই পথ ধোরে তোমাকে চোলতে হবে, খবরদার! তার বাঁয়ে কি ডাইনে কদাচ যেও না, গেলে তোমার ভাল হবে না।

মুনিবওয়ারি কর্ম, চারা কি। হুকুম মত আমায় চোল্‌তেই হবে, এই বিবেচনা কোরে আমি বোল্লেম, রাজ-আদেশ আমি অবশ্যই পালন কোরবো,—আমায় তা কোত্তেই হবে, সিটি করা আমার কর্ত্তব্য।

পিতা বলিলেন, "তা সত্য, কিন্তু তোমার পিতার প্রাণ রক্ষা করাও তোমার সেই রূপ কর্ত্তব্য, তুমি যেন সেই পবিত্র কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হোয়ে অধর্ম্মাচরণ কোর না।"

আমার হাত কি? আমা হোতে তা কি প্রকারে নির্ব্বাহ হোতে পারে? আমি এই উত্তর করিলাম।

পিতা বলিলেন, "তুমি যদি বাকী রাজপুত্রদের কয়েদ কোরে আরঙ্গজেবকে ছেড়ে দাও, তবেই সকল দিক রক্ষা পায়।"

'আরঙ্গজেব' ঐ নাম শুনে আমি উচ্চস্বরে বোল্লেম, "কি বল্লেন! আরঙ্গজেব!—বাবা! আপনি দারার নাম কোত্তে ভুলে আরঙ্গজেবের নাম কোরেছেন, তার সন্দেহ নেই।

বাবা বোল্লেন, "কি! দারা! সেই মুস্ক ষণ্ডাটা, তার তো দানোবমত্ত ভয়ঙ্কর জঙ্গলে চেহারা দেখ্‌লে লোকের ঘৃণা জন্মে। আমি আরঙ্গজেবেরি নাম কোরেছি। যেখানে প্রাণ লোয়ে টানা টানি, যেখানে মৃত্যু আর জীবন লোয়ে বিচার, সে স্থলে আমার ভ্রম হোল! তাও কি কখন হোতে পারে তুমি বোধ কর! আমি কি এতই উন্মাদ! আমার মনে লয়, তুমি সেই দারা সেই দানোর দিকেই ঝুঁকেছ, তার জন্যেই তোমার মনে মনে টান। সে কিন্তু কেবল অবসর খুঁজে বেড়াচ্চে, একবার আধিপত্য পেলে হয়, তখন একটিবার মাত্র অঙ্গুলী হেলিয়ে আমাদের চেপে, চটকে ঠেসে মেরে ফেল্‌বে। বালক! আমার এই কথাগুলি তোমার মনে যেন গাঁথা থাকে। আরঙ্গজেবকে বাঁচাও, তা হলে তুমি তোমার পিতাকেও বাঁচালে।"

মুখফোঁড় লোকেরা কাহারেও চুকে কথা কয় না, গুরুজনেরেও রেয়াত করে না। আমি বলিলাম, বাবা! আপনি সিধে লোক নন, আপনি বড় পেঁচাল মানুষ, ফের ঘোরের কথা বৈ কন্ না। আপনার বাক্যগুলি নিবিড় আবরণে ঢাকা, আমি অনেক চেষ্টা কোরেও তার মধ্যে কি আছে দেখতে পারিনে। আমি আপনার পায় ধোচ্চি, আমারে স্পষ্ট কোরে বলুন, সংশয়ে রেখে আর আমায় যন্ত্রণা দেবেন না।

বাবা বলিলেন, "তবে শুনো, আমার এই হস্ত যে একটি কার্য্য কোরেছে, তাতে কোরে এ পর্য্যন্ত এক লহমার নিমিত্তেও আমার মনে সুখ নেই, আমার মহাপ্রাণী, আমার আত্মাপুরুষ এক তিলও সুস্থির নয়। সাজাহান আমায় প্রলোভ দেখান, সেই প্রলোভে মুগ্ধ হোয়ে আমি টাইমুর বংশের শেষাবশিষ্ট সন্তানকে স্বহস্তে নিপাত করি। তার পর সম্রাটের মস্তকে যখন রাজচ্ছত্র ধরা হয়, আমরা কয়েকজন একত্র হোয়ে তাঁর ললাটে রাজ-টীকা প্রদান করি। সাজাহানকে রাজ্যাপহারক জ্ঞান কোরে প্রজার মনে অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, আপামর সাধারণ সকলেই তাঁরে বিদ্বেষ কোত্তে লাগলে লোকে পথে ঘাটে হাটে বাজারে তাঁর দুর্নামের কথা বোলে বোলে বেড়াতে লাগল, সকলেরি মনে বিশ্বাস হোল যে, সাজাহানের কৌশলেই, তাঁর হুকুমেই ঐ ভয়ানক হত্যা কাণ্ড নিষ্পন্ন হয়েছে। আত্মপাপ স্বীকার কোত্তে বাদশাহের সাহস হল না, বরং তিনি যে নিরপরাধী, সেইটিই সপ্রমাণ করবার জন্যে রাজ-সভার মধ্যে ঘোর ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লেন যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অমুকের সাংঘাতিক প্রহারে সেই শেষাবশিষ্ট সন্তানের প্রাণ সংহার হোয়েছে, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেই ঘাতককে আপামর সাধারণের ক্রোধের মুখে বলি প্রদান করিবেন। আমি এ কথার বাষ্পও জান্‌তেম না, এক দিন বাদশাহের সহিত নিরিবিলি সাক্ষাৎ কোরে বোল্লেম, মহারাজ! আমি

আপনার অষ্টম ষষ্টম মিটিয়ে নষ্ট কোষ্টি উদ্ধার কোরে দিইছি, এখন আমার প্রতি কি বিবেচনা কোর্বেন, করুন। আমাকে অমুমার অর্থ দিন, বড় পায়া দেখে একটা চাকরি দিন, আর আমায় আমীর বা ওমরাও কোরে দিন। বাদশাহ্ শুনে বোল্লেন 'আমি তোমার প্রার্থনা অমান্য কোত্তে চাই না, কিন্তু আমি সভার মধ্যে প্রতিজ্ঞা কোরেছি যে ঘাতক, সে যেই হোক, আমি তার শিরশ্ছেদন করব। কিন্তু তুমি যে হত্যা কোরেছ, তা কখনই প্রমাণ হবে না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু সাবুল্লা! তুমি যদি আমার পরামর্শ শোনো, তবে স্থানান্তরে গমন করাই তোমার উচিত, তা না কোরে তুমি যদি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কোত্তে বল, আমি তা কোরব, তবে তোমার সঙ্গে আমার এই কথা স্থির, যদিস্যাৎ কখন প্রমাণ হয় যে তুমিই হত্যা কোরেছ, আল্লার দিব্যি মহাম্মদের দোহাই, আমি তোমায় ঘোর যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণে নষ্ট কোর্ব, আমার উপকার কোরেছ বোলে, তখন তোমায় রেয়াত কোর্ব না।'।"

"আহা! তখন যদি বাদশাহের কথা শুনে আগরা পরিত্যাগ কোত্তেম, তবে বিজ্ঞের মতই কার্য্য করা হোত। তখন ভাব্লেম, বড় পায়া হবে, প্রচুর অর্থ পাব, আমীর হব এই সকল লোভের প্রলোচনায় আমি আমার প্রার্থনা পরিত্যাগ কোল্লেম না। সব প্রথমে, আমি খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত হোলেম, ঐ খাজাঞ্চীগিরি থেকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদস্থ হোয়ে, এক্ষণে উজীরের পদে অভিষিক্ত হোয়েছি, মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট হোয়েছে। আমার পরামর্শ, আমার যুক্তির প্রভাবে বাদশাহেরও বিস্তর উপকার হোয়েছে। মহারাজ আমার গুণের মর্য্যাদা বুঝ্তে পেরেছেন, তার সমাদরও কোরে থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আমি তাঁর দুই চক্ষের বিষ হোয়ে পোড়েছি, আমার পানে মুখ তুলে চেয়ে দেখ্তে তাঁর ঘৃণা হয়। আমি যেন ধর্ম্মের ঢোল হোয়ে তাঁর দুর্নামটি

হাটে বাজারে ঢেঁড়্রা মেরে দিইছি। তার তাৎপর্য্য এই, আমারে দেখলে তাঁর সেই দুষ্কর্ম্মটি মনে না পড়ে যায় না। বিধাতার কি কৌশল! বাদশাহ যে, এত ঐশ্বর্য্য, এত ধূমধাম, এত জাঁকজমকের মধ্যে ক্ষুন্নবান হোয়ে বেড়াচ্চেন, তথাচ সেই দুর্ভাবনাটি তাঁর মন থেকে যায় না, তার হাত থেকে তাঁর পার পাবার যো নেই, সিটি যেন মনে লেগেই আছে, এক লহমার নিমিত্তেও তাঁর অন্তঃকরণে সুখ নাই। হাস্‌চেন, আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন, বিষয় কর্ম্ম দেখ্‌চেন, কিন্তু সে মহাপাতকের ভাবনাটি মনে জাগ্‌চে, সিটি কোন মতেই ভুল্‌তে পারেন না। তাঁর যে মনের কষ্ট, তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমারও যে কি কষ্টে দিন যাচ্চে, তা কেউ জানে না—যে দুর্ভাবনায় আমি কাল কাটাচ্চি, তা আমিই জানি, আর জগদীশ্বরই জানেন! আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ হোয়েছে, হাত আর মুখে উঠে না, পেটে আর অন্ন যায় না—ভেবে ভেবে আধখান হোয়ে গেলেম; উঃ! এ কি বল যাতনা! কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে, ঐ আশঙ্কাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হোচ্চে, মৃত্যু যেন মুখ বাড়িয়ে আছে, না জানি কখন গ্রাস করে! না, খেয়ে সুখ, না শুয়ে সুখ, মনের সন্দেহ কিছুতেই যায় না!—পাপ-বুদ্ধির চক্রে পড়ে যে দিন থেকে সেই ঘোর দুষ্কর্ম্মটি নিষ্পন্ন করি, সেই দিন থেকেই পদে পদে বিপদের আশঙ্কা! মৃত্যু যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিচ্চে। চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির, মন সর্ব্বদাই উদাস, প্রাণ থেকে থেকে চম্‌কে উঠে, কেহ যদি একটি চুপে চুপে কথা কয়, কি কেউ যদি গোপনে পরামর্শ করে, আমার গাটা অমনি দল্‌কে উঠে, চমচমে ভাবে চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল কোরে চেয়ে দেখি, ভাবি, হয় ত আমারি কি কথা বলাবলি কোচ্চে! বড় গুরুবল, তাই এখনপর্যন্তও ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেটে যাচ্চে! নচেৎ এত দিনে একটা উন্দুধুন্দু ব্যাপার বেধে উঠ্‌ত! শেষে অদৃষ্টে কি আছে, তাই বা এখন কে বোল্‌তে পারে!"

"ও কথা যাক, আপাতত তোমারে যা বোল্‌ছিলেম তাই শুন। রাজকুমারেরা ক্রমে শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হোয়ে যৌবনে পদার্পণ কোল্লেন। তরুণ বয়সে, বিশেষত রাজারাজাড়াদের ঘরে, যে সকল দোষ জন্মে থাকে, রাজপুত্রদের তার অসচ্ছল ছিল না। অধিকন্তু তাঁরা সঙ্গ দোষে আরও বিগ্‌ড়ে উঠলেন। যেমন মিষ্টির গন্ধে ময়রার দোকানে মাছীর আমদানি হয়, তেমনি সাজাদাদের কাছে বদমাস মোসায়েবের আমদানি হোতে লাগল। যত বেটা, মায়-তাড়ান, বাপে-খেদান, হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, খোসামুদে, পীপড়ের সেরের ন্যায় পিল পিল কোরে যুটে গেল। তাদের কর্ম্মের মধ্যে এই, রাজকুমারেরা হাই তুল্লে তুড়ী দেয়, হাঁচলে 'জীব' বলে আর দেদার ইয়ারকী করে। কত বেটা রুক্ষচুলো, শুকুনো পেটা, তলা-খাঁকতির কপাল ফিরে গেল, রাজকুমারদের বেহুদো খরচের হ্যাপায় তারা রাতারাতি আণ্ডেল হয়ে উঠ্‌ল। রাজপুত্রেরা বেয়াড়া ধূমধাম, বেয়াড়া ইয়ারকি, বেয়াড়া আমোদ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন, আমোদের যেন ফোয়ারা খুলে দিলেন। দিন রাত নৃত্যগীত, হাসিখুসি একাদিক্রমে চোল্‌তে লাগ্‌ল। পাকোয়াজের চাটি, আতর গোলাবের ছড়াছড়ি, কালিয়া পোলায়ের ফেলাফেলি হোতে লাগল। ঠাট্টা, তামাসা, নকল, ভাঁড়ামি, আমোদের ঠেলাঠেলি, ইয়ারকির জড়াজড়ি চব্বিশ ঘণ্টা সমান চোল্‌ত। রাজকুমারদের ব্যয়ের লেখা জোকা ছিল না, কিসে কি, কত্‌কে কত, খরচ হোত, তার খোজখবর রাখ্‌তেন না, তা রাখ্‌বারও গরজ কি? কিসের অভাব? চেয়ে পাঠালেই টাকা পৌঁছিত। বড় ঘরের ছেলেরা বে-আন্দাজ ইয়ার হোলে তাঁদের কাছে ভদ্র স্বভাবের লোক প্রায় ঘেসে না। ইয়ারদের মধ্যে অনেকেই জুয়াচোরের বাদশা ছিল, বাদশাজাদাদের এলোমেলো স্বভাব পেয়ে তারা যেন মাহেন্দ্রক্ষণ পেলে; বেধড়ক লুটতে আরম্ভ কোল্লে। ও দরের লোকের অল্পে তৃপ্তি

মেটে না, হিন্দুর ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণদের ন্যায় দিবারাত্র কেবল খাই, খাই, লোই, লোই, শব্দ মুখে লেগেই আছে। ইয়ারেরা এই মনে কোল্লে, রাজ-কুমারদের কখন চিরদিন এক ভাব থাকবে না, এর পর তাঁরা সেয়ানা হবেন, তখন দাদার ভরসায় গাঁয় ছুরি, হয় ত কোন দিন লাভের জাহাজ ধূপুস কোরে ডুবে যাবে, অতএব এই বেলা নে-খোর সময়, এমন দিন আর হবে না। পরের স্কন্ধে ভোগ করাই তাদের স্বভাব। যারা পরের গলায় ছুরি দিয়ে আপনার আপনার পেট ভোত্তে চায়, রাজকুমারদের কাছে তাদেরি চৌচাপটে জিত। কিসে একটা ধুমধাম বেধে দশ টাকা খরচ হবে, ইয়ারেরা কেবল সেই পন্থায় ফিত্তো, তা হোলে তারা কর্ত্তৃত্ব ফলিয়ে বিলক্ষণ দশ টাকার মুখ দেখতে পায়। ঐ সকল ইয়ারের স্বভাব, আর পাতী-মোক্তার ও পাতী-উকীলের স্বভাব ঠিক এক সমান, একেবারে নিক্তির তৌল বলিলেই হয়। মোসাহেব ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণদের ন্যায় তারা কেবল দাঁও খোঁজে, আর পন্থা দেখে বেড়ায়। কখন বা একটা আকাশ কোঁড়া কি একটা আকোণ্ডয়া তুল তামাল বাধিয়ে দিয়ে,যেমন চীল পড়ে, সেইরূপ ছোবল মেরে মেরে আপনাদের পেট মোটা কোত্তো; কি কোরে কি কোরবে কার মাথা খাবে, এর মুণ্ড তার ঘাড়ে, তার মুণ্ড ওর ঘাড়ে, এইরূপ গোলমাল কোরে উপর চাল চেলে মতলব হাসিল কোরে লইত। অন্যের সঙ্গে ত কথাই নাই, সে সকল লোক পতনে পেলে আপনার গুরুকেও রেয়াত করে না। তারা যেন বর্ণচোরা আঁব, তাদের হাড়ে ভেল্‌কি খেলে। রাজপুত্রেরা যাতে ফুলে উঠতেন, তাঁদের মন যাতে বেশ ভিজে যেতো, মতলব-বাজ ইয়ারেরা সেইরূপ ঝাড়া-বুটো কেটে, মুন্‌সী-আনা খরচ কোরে খোসামোদের কথা বার্ত্তা কোইত। ভট্টাচার্য্য মোসাহেবদের ন্যায় তারাও খোসামোদের তাক বাক বেশ বুঝিত। আপনাদের কাজ হাত করবার নিমিত্ত এমনি লগ্ন মত কথা কোইত যে,

রাজকুমারদের মনে চৌচাপটে লেগে যেত। কখন পান্‌সে চোক কোরে মায়াকান্না কাঁদিত; কখন বলিত, 'হুজুর আপনি রাজার বেটা রাজা, এসব কর্ম্ম না কোল্লে আপনাদের শোভা পায় না, লোকের কাছে মুখ থাকে না। নাম সম্ভ্রম কি বাণের জলে ভেসে যাবে? সামান্য লোকেও দশটাকা গেরেপ্তার হোয়ে লোকের মুখ থেকে উদ্ধার হয়। আপনি ত মহারাজ-চক্রবর্ত্তী, আপনার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। আপনি সুমেরু পর্ব্বত, আপনার চিন্তা কি? আপাতত যদি খরচ পত্র হাতে না থাকে, নাই নাই, রাজারাজাড়াদের ঘরে কবে কোথায় নগদা নগদির কারবার হোয়ে থাকে, সরকারে এক দিচ্চে আর নিচ্চে, এইরূপ চাল সুমারেই চোলে যায়। কত বাড়ীতে দেখিছি, খুচরা খুচরা মহাজনেরা চাইবামাত্র জিনিষ দেয়, কিন্তু শেষে টাকার জন্যে হেঁটে হেঁটে তাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে যায়, দোকান পাট বন্দ হয়, মাগ ছেলে শুকিয়ে মরে, বৎসর ধোরে দুই বেলা আনাগোনা করে, তবু সকল টাকা খেরে পায়না, আবার জিনিষ চাইলেই জিনিষ দিচ্চে।'—কখন বলে, 'হুজুর আপনার কতই বয়ঃক্রম হবে, এ বয়েসে কি শিশু পরামাণিকের মত হওয়া ভাল দেখায়? যার কিছু নাই সেও এ বয়েসে দশ টাকা খরচ পত্র কোরে থাকে, নিদেন ধার কোরেও করে। আমরা যে গরীব, আজ খাই এমন যোত্র নেই, আমরাও এককালে বায়াদে অনেক টাকা উড়িয়ে দিইছি। আপনাদের এখন নবীন বয়েস, ফিট্‌ফাটের উপর থেকে ফুল্লারবিন্দ হোয়ে বেড়াবেন, আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বেন, এখন কি বিষয় কর্ম্ম দেখ্‌বার সময়?' ইয়ারদের যখন পয়সার দরকার হোত, এমনি ফেরেকারে খোষামোদের কথা বলিত, কেউ ধোত্তে ছুঁতে পাত্তো না, তাদের কথা গুলি আস্‌মানে উড়ে বেড়াত, জমি ছোঁয় ছোঁয় কোরে ছুঁত না।—বলিত, 'হুজুর! আপনি ক্ষণ-জন্মা পুরুষ। বুদ্ধি বিবেচনা আপনার দিকপালের

মত, সিংহের সন্তান, না হবেই বা কেন ?' ইয়ারদের মধ্যে প্রায় তাবতেই নিরেট মূর্খ, কারো পেটে কালীর অক্ষর ছিল না। কিন্তু তারা মুখে বেশ শক্ত, মামলায় খুব'টনক, আপনাদের কাজ ভোলে না, তারা কেবল দমবাজি, ধড়িবাজি, জোরে বড় মানুষদের ছেলে ভুলিয়ে খায়।— বলে, "হুজুর এই কর্ম্মটি কোল্লে আপনার নাম ঢিঢি বেজে উঠ্‌বে, তবে দশ টাকা ব্যয় তাতে আপনার ভাবনা কি ? আপনি পর্ব্বতের আড়ালে আছেন, আপনার লক্ষ্মীর সংসার, অক্ষয় ভাণ্ডার, তার কখনই ক্ষয় নেই, আপনি কত খরচ কোর্‌বেন করুন না, তবে ঝঞ্ঝাট বড়, তা কি কোর্‌বেন, আপনি কেবল বোসে মুখে হুকুমজারি কোর্‌বেন, দেখা শোনা, কি করা কর্ম্মার ভার আমাদের উপর। রাজকুমারেরা যদি কখন বোল্‌তেন, 'মিয়া দিঘী দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার জল বড় ভারি,' মসাহেবেরা অমনি বোল্‌তেন, 'হুজুর ! সে জল এত ভারি যে, তার এক ঘটি টেনে তোলা ভার। হুজুর যে দিঘী দিয়েছেন, তার জল এত হালকা যে, ফুঁ দিলে উড়ে যায়'। ইয়ারেরা এই প্রকারে রাজপুত্রদের নাচিয়ে দিয়ে আপনারা দুহাতে লুঠ্‌ত। তারা দিন রাত কেবল ঐ ফিকিরে থাক্‌ত, ঐ মতলবে ফির্ত্তো। যুবরাজ যদি কখন হাতে কোরে কারো কিছু দিতে চাইতেন, মতলববাজ ইয়ারেরা অমনি বোলে উঠতেন, 'আপনাদের বড় চক্ষু লজ্জা, কারো মুখ মুড়তে পারেন না, যখন যারে দিতে হবে, আমাদের হুকুম কোর্‌বেন, আমরা লোক বিবেচনায় কারো কারো টেলেও দিতে পারব। যে এসে ধোর্‌বে, তাকেই যে কিছু দিতে হবে, এ বোলে কেউ খত লিখে দেয় নি; দান করা ভাল বটে, কিন্তু পাত্রাপাত্র বিবেচনা কোত্তে হবে'। মতলববাজ লোকেরা যখন এসে ঢোকে, তারা এমনি কৌশলে কথা বার্ত্তা কয়, শুনে বোধ হয়, যেন তারা কোন স্পৃহা রাখে না, কিন্তু তাদের আসল মতলব দ্বৈপায়নের হ্রদে ডোবান থাকে, সময় বুঝে ভেসে উঠে।

"রাজকুমারেরা ক্রমে আরো বড় হোলেন, যৌবন সীমা ছাড়িয়ে উঠ্‌লেন। যুবাকালের ধূম ধাম ও আমোদ আহ্লাদ ফুরিয়ে গেল। এখন তাঁদের মনের অবস্থা স্বতন্ত্র। বালক কালের মত বালক বৃন্দের সঙ্গে না ছুটাছুটি ছুটাছুটি করেন; না সমবয়সীর সঙ্গে হাত ধরাধরি, গলা জড়াজড়ি কোরে বেড়ান; না তাঁদের এখন তরুণ বয়সের তরল আমোদে রুচি আছে। তাঁদের আর সে কাল নাই; মনের ধাঁচা ফিরে গ্যাছে। এখন আর এক প্রকার বুদ্ধি, আর এক প্রকার মেজাজ, আর এক প্রকার স্বভাব হোয়ে দাঁড়িয়েছে। মজলিস্‌, মহাফেল, মৃগয়া, শিকার ইত্যাদি আমোদ প্রমোদে রাজকুমারেরা মত্ত হোলেন। তাঁহাদের বিবাহ আদি পরিণয় সংস্কারও ক্রমে নির্ব্বাহ হোল। মহারাজ সাজাহান সাহাজাদাদের সম্মানের নিমিত্ত এক এক পুত্রের নিকট এত ফৌজ নিযুক্ত কোরে দিলেন, তাই কি তাদের এক এক কাফেলা লোয়ে এক একটা লড়াই ফতে করা যায়। এ কার্য্যটি বাদশাহ আমার অপরামর্শে করেন, আমি বিস্তর নিষেধ কোরেছিলেন, কিন্তু শ্রীমান আমার সে কথা গ্রাহ্য কোল্লেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা রাজপুত্রেরা আরো অজচ্ছল ব্যয় কোত্তে লাগ্‌লেন, কি খরচ করেন তার হিসাব নাই, কেবল ওড়্‌ম্বাই কোরে খাজানা খানা ডচনচ কোরে দিলেন। টাকার উপর টাকা পাচ্চেন, কিন্তু যত দাও ততই নেই, খরচ দিয়ে আর কুলিয়ে উঠা যায় না; এই দাও, এই নেই। তাঁরা যেন তপ্তখোলা চোড়িয়ে বোসে আছেন; তাতে যত পড়ে, ততই শুকিয়ে যায়। রাজপুত্রেরা এইরূপে ক্রমিক আস্পর্দ্ধা পেয়ে, এখন তাঁদের বুক বেড়ে গ্যাছে, মস্ত খাঁই হোয়েছে। আপাততঃ তাতে যে ফল দাঁড়িয়েচে, তা তুমি জান্‌তেই পাচ্চো। এখন তাঁদের সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য, তার কমে তাঁদের আশা নিবৃত্তি হয় না।"

"অনেক বোলে বোলে, বিস্তর বুঝিয়ে, বিস্তর কষ্ট কোরে মোগল-

রাজের চোক কাণ ফুটিয়ে দিইছি। এক্ষণে তাঁর চৈতন্য জন্মেছে; তিনি এখন রাজপুত্রদের দুরভিলাষ, পরিষ্কার চক্ষে দেখ্তে পাচ্চেন। ত্রাস রূপ অগ্নিকণা একবার যখন বাদশাহের হৃদয় স্পর্শ কোরে তাতে অনল জ্বেলে দিয়েছে, তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত থাক্তে পারেন না। এক্ষণে রাজকুমারেরা যা কিছু করেন, তাতেই শ্রীমানের মনে দারুণ সংশয় জন্মে। তাঁদের চাল চলনের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখে চলেন। রাজপুত্রেরা যে কর্ম্মই করুন, বাদশাহের মনে ভয় হয়; ভাবেন, হয় ত তাঁরা কি একটা চক্রান্ত কোরেছেন। মহারাজ যখন আমার মুখে শুন্‌লেন, মুক্তার খাঁ রাজকুমার মুরাদবাকীকে ২০০০ হাজার নাগরিক সৈন্য প্রদান কোরেছে, শুনে সেই হতভাগ্যকে একেবারে প্রাণে মেরেই ফেল্লেন। তিনি যে একটা প্রমাদ উপস্থিত কোর্‌বেন, আমি তা পূর্ব্বেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। তোমারে তার পদটি দেবেন বোলেই, তারে জন্মের মত সাল্লেন। অতএব তুমি ভেবে দেখ, এখনও বাজী আমাদের হাতে আছে, চাই কি মাত কোল্লে কোত্তে পারব। বাদশাহ্ আমাদের স্বাপক্ষ, ফৌজেরাও সহায়তা কোর্‌বে; তদ্ভিন্ন বাকী যা থাক্‌বে, গোয়ালীয়রের কারাবাসে পোস্তের সরবতের* দ্বারা তাহা সম্পন্ন হবে।”

হা ভগবন! তবে কি মহারাজ তাঁর পুত্রদের কারাবাসে পাঠাবেন মনন কোরেছেন! এই কথা আমি সভয়ে উচ্চস্বরে বলিলাম।

---

* আফিঙের ঢেঁড়ীর নাম পোস্ত। ঐ পোস্ত থেঁত কোরে জলে ভিজিয়ে রাখ্‌লে তাতে যে ক্বাথ বেরোয়, তার নাম "পোস্তের সরবৎ"। এক এক পেয়ালা ঐ সরবৎ কারাবাসী দিগকে নিত্য প্রাতে পান কোত্তে দেওয়া হইত। তারা যতক্ষণ তা পান না করিত, ততক্ষণ কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী পাইত না। ঐ সরবৎ পানে কারাবাসীদের শরীর ক্রমে শুষ্ক ও ক্ষীণ হইত, বল-বুদ্ধি ও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হোয়ে পড়িত, অবশেষে হতবুদ্ধি ও হত-শক্তি হোয়ে কিছুকাল জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া পঞ্চত্ব পাইত।

"না বাবা! সে মনন বাদশাহ্ করেন নি, আমিই কোরেছি।" পিতা এই উত্তর করিলেন।

শুনে আমার মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল, বেঁজায় ভয় হোল, এত ভয় হলো যে, বাবার পানে তাকিয়ে থর্থর কোঁরে কাঁপতে লাগ্লেম। কিন্তু বাবার মন তাতে নরম হোল না. তিনি যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন, দম্লেন না। শেষে আমি বোল্লেম, বাবা! তবে আরঙ্গ-জেবকে ধোত্তে মানা কোচ্চেন কেন? তার তাৎপর্য্য কি?

বাবা উত্তর কোল্লেন, "আমি তার হাতের মধ্যে আছি, সে আমার অপরাধ সপ্রমাণ কোত্তে পারে।"

আবার আমি শিউরে উঠে, ভয়ে বাবার দিকে শূন্যদৃষ্টে চেয়ে থেকে, বোল্লেম যদি তাই হয়, তবে আরঙ্গজেবকে আগে কয়েদ না করেন কেন?

বাবা বলিলেন, "সে এত ধূর্ত্ত, এত শঠ, আমার সম্বন্ধে সে এত বিষয় অবগত আছে যে, কয়েদ থেকেও সে আমার অপরাধ সাব্যস্ত কোত্তে পারে, সে ক্ষমতা তার বেশ আছে। সে যে সকল প্রমাণ-পত্র হস্তগত কোরে রেখেছে, তা দর্শালেই আমার প্রাণদণ্ড হবে। তবে তারে কয়েদ করা না করা উভয়ই সমান। পাকচক্র কোরে যদি তারে প্রাণে নষ্টও করি, তথাচ আমার পরিত্রাণ নাই। অনেকে আরঙ্গজেবের স্বাপক্ষ; তারা তাঁর পরম বন্ধু, তাঁর জন্যে তাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। আমি যদি ফিকির কোরে আরঙ্গজেবের প্রাণ নাশ করি, সেই সকল স্বাপক্ষ লোকের কাছে আমার পাপ কর্ম্ম ছাপা থাক্বে না. তারা তা সন্ধানে সন্ধানে জান্তে পার্বেই পার্বে, তখন তারা আমারে অল্পে ছাড়বে না; আমার দুর্নাম কোরে কোরে বেড়াবে। শুধু তাতেও কোন্ ক্ষান্ত থাক্বে? আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ সপ্রমাণ কর্বার চেষ্টা কোর্বে;

চেষ্টা কেন, তারা তা প্রমাণ কোরেও দেবে। তখন আমার কি দশা হবে! তখন আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আন্‌ব! অতএব তা না কোরে, যদি আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রাণপণে তাঁর স্বাপক্ষতা করি, তবে আর প্রাণের কোন আশঙ্কা থাক্‌বে না, সে দুরূহ সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইব। তার পর তিনি যখন তক্তে বোস্‌বেন, তখন কত মান, কত সম্ভ্রম, কত পুরস্কার আমাদের জন্যে ধরা থাকবে। এই সকল বিবেচনায় আরঙ্গজেবের অনুগত হওয়া আমার মনোগত অভিপ্রায়। কিছু দিন পরে তিনি যখন মনে মনে নিশ্চিন্ত হবেন 'আর আমার কোন শঙ্কা নাই, আমি এখন নিষ্কণ্টক হয়েছি' সেই সময়ে, সেই অসাবধান সময়ে, যে কাল করাল বাহু একবার সাংঘাতিক প্রহার কোত্তে সঙ্কুচিত হয় নি, তিনি যে সেই ভীম বাহুর ঘোর আঘাতে বিদলিত হবেন না, সে কথা এখন কে বোল্‌তে পারে?"

এই সময়ে বাবা আমার হাত দুটি ধোরে চেপে ঠেসে রাখিলেন। তিনি যখন ঐ কথা গুলি বলেন, তখন মনে মনে মহা সন্তুষ্ট, মহা প্রফুল্লিত হোচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর নয়নে সেই অন্তর-আনন্দের ঈষৎ তরঙ্গ অল্প অল্প দেখা যাচ্ছিল। বোল্‌তে কি, কি কৌশলে আপাতত তাঁর নিস্তার লাভ হবে, শেষেই বা কি ফিকিরে তিনি বিস্তার রাজ্য হস্তগত কোর্‌বেন, বাবার মুখে সেই সকল কল্পনা, সেই সকল নকুমার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হোল। আমি তাঁর মুখের উপর স্পষ্ট বোল্লেম, বাবা! যাতে আপনার প্রাণ রক্ষা হয়, তার চেষ্টা কোরব, কিন্তু রাজ্য-সম্পদের সম্বন্ধে আমি আপনার সহকারী হোতে পার্‌ব না, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, সে বিষয় তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, তাই কোরো, কিন্তু আমি এই চাই, যে, কদাচ তুমি আরঙ্গজেবের গায়ে

হাত দিও না, তার গায় হাত দিয়েচো কি, অমনি আমার দফা নিকেশ কোরেচো; তখন আর আমার নিস্তার থাক্‌বে না, অমনি সিল মোহর পোড়ে আমার অদৃষ্টের দ্বার অবরুদ্ধ হোয়ে যাবে; অতএব তুমি চেষ্টা পেয়ে সে বিষয়ে ক্ষান্ত থেকো।”

এখন কারো মুখে কথা নাই, আমরা পিতা পুত্র উভয়ই নীরব হোলেম। তার পর ভাব্‌লেম, পিতা জানুন বা না জানুন, আমাকে একবার শোনাতেই হবে যা থাকে অদৃষ্টে বলি ত, এই ভেবে বোল্লেম, বাবা! বাদশাহ্ প্রথমত সকল রাজপুত্রকেই ধৃত কোর্ত্তে অনুমতি করেন, শেষে আবার বিবেচনা কোরে আমারে ডেকে বোল্লেন “সাদক! তুমি মুরাদবাকীকে ধোরো না, তার উপর যেন কোন উৎপাত না হয়, তারে তুমি ছেড়ে দিও।”

পিতা ঐ কথা শুনে মুখ বিকট সেকট কোরে গুমরে উঠে বোল্লেন, “বাদশাহত একটা আস্ত উন্মাদ, তাঁর কোন জ্ঞান নাই! তিনি মনে কোরেছেন, মুরাদ সতরঞ্চ খেলাতেই ব্যস্ত, সেই আমোদেই উন্মত্ত, তার আর রাজ্যলাভের প্রতি দৃষ্টি নাই, সে যেন তা স্বপ্নেও কখন মনে কোরে থাকে না, সতরঞ্চ খেলা ছেড়ে তার যেন আর উচ্চ খেলায় নজর নাই, বাদশাহের মনে মনে সেই সাহস আছে, সিটি যে তাঁর ভ্রান্তি, তা তিনি বুজ্‌ছেন না। না! না! সাদক! তা হবে না! ও কোন কাজের কথাই নয়, সে খেলোয়াড়কেও ফাঁদে ফেল্‌তে হবে, তাকে অবশ্যই আমাদের কৌশল জালে জড়াতে হবে।”

আমি বলিলাম, বাবা! আপনিই ত বাদশাহকে পরামর্শ দিয়ে এই ঘোর ভয়ঙ্কর অনর্থপাত উপস্থিত কোরেছেন। এখন উপায় কি? কি কৌশল কোরে বাদশাহের হুকুম বজায় রাখি? আপনার বিবেচনায় যা সৎযুক্তি হয়, আমারে তাই অনুমতি করুন।

পিতা বলিলেন, "তুমি বেশ জেনো, সে গুরুতর বিষয়টি আমার মন থেকে অপসৃত হয়নি, সেটি আমি ঔদাস্য করি নাই। যা কোত্তে হবে, আমি তা আগে ভেবে চিন্তে ঠিক কোরে রেখেছি। তুমি যে আগে রাজ-পুত্রদিগের বাড়ী একে একে সমুদায় তোপে উড়িয়ে দিয়ে, শেষে বোল্‌বে, 'তোমরা এখন ধরা দাও' সে কৌশল কোন কাজের নয়.তুমি যে তা পেরে উঠ, আমার বিশ্বাস হয় না। তারা চার ব্যক্তি যুটে, এক কাট্টা হয়ে, আমাদের অপমান কোরে, মেরে, তাড়িয়ে দূর কোরে দেবে। লড়াই কোরে তাদের এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ব না। তার চেয়ে আমি যে ফিকির ঠাউরেছি, সেইরূপ কোল্লে কাজ গোছাতে পারে। তাতে কার্য্যসিদ্ধি হবে। বাদশাহ অতি ত্বরায় সকের মৃগয়া কৌতুকের দিনাবধারিত কোর্‌বেন। সেই উপলক্ষে রাজকুমারদিগকে নিমন্ত্রণ কোরে পাঠান হবে, সে সময় মহারাজও সেখানে উপস্থিত থাক্‌বেন——"

আমি বলিলাম, মহারাজও সেখানে উপস্থিত থাক্‌বেন!

পিতা বলিলেন,"হাঁ! থাক্‌বেন বৈকি। রঙ্গভূমিতে বাদশাহের আগমন হোলে সৈন্য সংগ্রহের দিব্বি একটি প্রয়োজন দেখান যাবে। আমরা বোল্‌বো সম্রাটের সম্মানের নিমিত্ত যেখানে যত ফৌজ আছে, সব এক জায়গায় জড় করা হোয়েছে। তবে আর রাজকুমারদের মনে কোন সন্দেহ জন্মিতে পার্‌বে না। রাজকুমারেরা মৃগয়া-কৌতুকে মত্ত হবেন; তাঁরা হয় শিকার তাড়াতাড়ি কোরে বেড়াবেন, নয় তাদের মার্‌বার বা ধর্‌বার জন্যে পেছনে পেছনে দৌড়বেন। তুমি ঐ অবসরে তোমার সৈন্যদের দলে দলে বিভাগ কোরে, একটি একটি দল লোয়ে একটি একটি রাজ-পুত্রকে ধৃত করিবে। মহারাজের হেপাজতের নিমিত্তে শরীর রক্ষকেরা তাঁরে বেড়ে ঘের ঘেরাও কোরে রাখ্‌বে।"

আমি বলিলাম, এ নকসা মন্দ নয়, ভাল হোয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে

একটি কথা আছে, রাজকুমারদের মনে একেত সন্দেহ জন্মেছে যে, তাঁদের লোয়ে একটা কোন প্রমাদ উপস্থিত হবে; তাঁদের মনে যখন এরূপ সংশয় দাঁড়িয়েছে, তবে কি তাঁরা মৃগয়া-কৌতুকে দর্শন দেবেন? তাঁরা কি আমোদে ভুলে হঠাৎ আপনাদের মৃত্যু ফাঁদে ধরা দেবেন?

বাবা বলিলেন, "সে আমাদের অদৃষ্ট, একবার দেখাই যাক্ না কেন। হবেনা বোলে কাদায় গুন ঢেলে দিলে কি হবে। সুলতান সুজা না আস্‌লে, না আস্‌তে পারেন। হয় ত তিনি তখন মধুপানে চুরচুরে হোয়ে আপনার বাড়ীতেই থাক্‌বেন। তা যদি হয়, তবে আর তিনি হাতের মাথায় কারো বল বা সাহায্য পাবেন না, তখন তাঁরে চারিদিক বেড়ে কৌটো-ঘেরা কোরে ধর্‌বার বাধা কি হবে?"

আমি বলিলাম, বাবা! আরঙ্গজেবকে উদ্ধার কোল্লে রাজ-আজ্ঞা অমান্য করা হবে, তার কি চাউরেছেন? সে বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখা আবশ্যক।

পিতা বলিলেন, "তোমাকেও একথা জানিয়ে রাখা আবশ্যক, আরঙ্গ-জেবকে ধোরেছ কি, অমনি আমার মৃত্যু ডেকে এনেছ। যে মুহূর্ত্তে তারে ধোর্‌বে, সেই দণ্ডেই আমার মৃত্যু অবধারিত। আরঙ্গজেব ধরা পড়েন্‌ নি, এ কথা শুনে, বড় হয়, বাদশাহ তোমার উপর রাগত হবেন; আমি তাঁরে বুঝিয়ে বোল্‌বো, আমি তাঁরে শান্ত কোর্‌বো; সে ভার আমার উপর, তার জন্যে তোমাকে ভাব্‌তে হবেনা। আমি তখন বোল্‌ব, এটি তার অপরাধ নয়, শুদ্ধ মনের ভ্রম। তার তখন মনে ছিল না যে, আরঙ্গজেবকে ধোত্তে হবে। মুরাদ বাকীকে রক্ষা কোত্তে গিয়ে তার ত আর অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না, সেই গোলমালে আরঙ্গজেবকে ধোত্তে বিস্মৃত হয়ে গ্যাছে। অমন হুলুস্থূল ব্যাপারে ওরূপ চুক ভুল হোয়েই থাকে, সকলেরি হয়। তুমি বিপদে পোড়্‌লে, তোমার হোয়ে আমি লোড়্‌বো; কিন্তু আমার

বিপদ হোলে, কে আছে যে আমার হোয়ে লোড়্‌বে ? তখন কে আমারে রক্ষা কোর্‌বে ? তুমিত আর আমার হোয়ে আরঙ্গজেবকে বোঝাতে পারবে না, তোমার কথা সে গ্রাহ্য কোর্‌বে কেন ? কই ! কে আমার সুহৃদ আছে ! না ! কেউ নাই। আমার পুত্র হোতে যে প্রাণ রক্ষা হোতে পারে, সেই প্রাণটি তখন আরঙ্গজেবের হস্তে আমাকে সমর্পণ কোত্তে হবে ! চাই তিনি মারুন, চাই তিনি রাখুন। তখন শুদ্ধ তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভর কোত্তে হবে। আমি ত আর তোমার শত্রু নই, যে আমারে বৈরি-হস্তে নিক্ষেপ কোরে তুমি সুখী হবে, কি নিশ্চিন্ত থাকবে। আমি তোমায় সকল কথা খুলে বোল্লেম, এখন তোমার বিবেচনা তোমার কাছে।”

আমি ফাঁপরে পোড়ে আম্‌তা আম্‌তা কোত্তে লাগ্‌লেম, ও কথার আর জবাব কোত্তে পাল্লেম না, ভাবনায় মহাপ্রাণী কেঁপে গেল, চারি-দিক অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। মহারাজের হুকুম, বেগমের চোক রাঙ্গাণী, পিতার প্রাণের দায়, এই গুলি একটির পর একটি, এইরূপ পর পর আমার মনোমধ্যে মুহুর্মুহু উদয় অস্ত হোতে লাগ্‌ল। এখন করি কি ! কোন্ দিক সামলাই, কার মন রাখি, সর্ব্বাঙ্গে ঘা, ঔষধ দিই কোথায় ! এক কুল গড়িতে গেলে আর এক কুল ভেঙ্গে যায় ! কতই ভাব্‌তে লাগ্‌-লেম। কি কোরে কি কোর্‌ব, কিছুই কিনারা কোত্তে পাল্লেম না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটি সুদীর্ঘ গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম ! আমার দূরদর্শী চতুর পিতাকে সিটি ছাপাতে পাল্লেম না, তিনি তা লক্ষ্য কোল্লেন।

বাবা বলিলেন, “সাদক ! তোমায় বড় ভাবনাযুক্ত দেখ্‌ছি, এ সামান্য ভাবনা নয়। মহারাজের অসন্তোষ, কি পিতার প্রাণ রক্ষা—এ সে ভাবনা নয়, তার অপেক্ষা একটা গুরুতর দুর্ভাবনা তোমার অন্তঃকরণে চেপে বোসেছে। আমি ত কোন বিষয় তোমার নিকট গোপন রাখিনি,

তবে কেন তোমার মনের কথা আমায় খুলে বোল্‌চো না? কেন তোমার অন্তঃকরণে ক্ষোভ হোচ্চে বল। তুমি কি দারার সহায়তা কোর্‌বে কথা দিয়েছ? না, অপর কোন রাজ-কুমারকে রক্ষা কোর্‌বে প্রতিশ্রুত হোয়েছ? আমায় সব কথা ভেঙ্গে বল, তা হোলে যেরূপে যা কোল্লে ভাল হয়, আমি তোমারে সে পথ দেখিয়ে দেব।"

আমি যে কোন রাজপুত্রকে বাঁচাব, এমন প্রতিজ্ঞা কারো কাছে করিনি। তবে মুরাদের কথা স্বতন্ত্র, সে রাজ-আজ্ঞা, আমাকে তা পালন কোত্তেই হবে। আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, মোগলরাজের অনুগত, তাঁর বাধ্য হোয়ে থাকি, তাতে আমার মনে বড় আনন্দ জন্মে। কিন্তু কি করি, অন্যপ্রকার বাধ্যবাধকতা——

আমার কথা না ফুরাতেই, বাবা অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "সে বাধ্য-বাধকতা কি, আমি তা শুন্‌তে চাই"।

আমি বোল্লেম, পিতার প্রাণ রক্ষা।

বাবা বলিলেন, "সে কথা ভাল। আচ্ছা, ঐ একটা অনুরোধ, আর কোথায় কত অনুরোধ আছে, বল;" আমি শুনে চুপ কোরে রইলেম। পিতা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "সাদক! আমারে যে ফাঁকি দিয়ে বুঝিয়ে যাবে, তা তুমি পার্‌বে না, সে তোমার বৃথা চেষ্টা। এর মধ্যে কোন বিশেষ নিগূঢ় কথা আছেই আছে; সে কি, কি বৃত্তান্ত, আপাতত আমি তা বোল্‌তে পাচ্চিনে বটে, কিন্তু, সাদক! তুমি নিশ্চিত জেনো, সে কথা আমার কাছে ছাপা থাক্‌বে না, কোন দিন না কোন দিন, আমি তা জান্‌তে পার্‌বই পার্‌ব। তোমার চুপ কোরে থাকায় কোন ফল নেই।"

আমি বলিলাম, বাবা! আজ আমায় ছেড়ে দিন, আজ রাতটুকু আমারে ক্ষমা করুন; আমি বিবেচনা কোরে দেখি; কাল আপনি সকল কথা শুন্‌তে পাবেন।

বাবা বলিলেন, "আচ্ছা সেই কথাই ভাল। কিন্তু যে পরামর্শ স্থির হোয়ে আছে, সেই ব্যাপারটি যখন উপস্থিত হবে,—তার আর বিলম্বও বড় নাই—সেই সময় কায়মনোবাক্যে সহায়তা করবার পক্ষে তোমার যে বাধাই থাক, আমার সঙ্গে তোমার কথা হোলে—আমার পরামর্শ শুন্‌লে তোমার কোন বাধাই থাকবে না, সব বাধাই কেটে যাবে। তদ্ভিন্ন তুমি যে ভ্রান্তিতে পোড়েছে, সে ভ্রান্তিও থাকবে না, তারও প্রতিকার হবে। কাল রাত্রি দুই প্রহর দুটোর সময় এই স্থানে আমার সঙ্গে পুনরায় দেখা কোরো। দেখো, যেন এ কথার অন্যথা না হয়। তবে এখন তুমি বিদায় হও, রাত অনেক হয়েছে, বাড়ী যাও।"

পিতার নিকট বিদায় লোয়ে, বড় বিমর্ষ, বড় ম্লান হোয়ে রাজবাটীর দিকে চোলেছি; কতই ভাবছি, মনে যেন একটা ভাবনার বোঝা চেপে পোড়েছে, ভাবনার ভারে অন্তঃকরণ অতিশয় ভারাক্রান্ত। মনে মনে কোচ্চি ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে শোব, আর ভাব্‌ব না। ডাইনে বাঁয় সারি সারি ওমরাওদিগের অট্টালিকা, তার মধ্য দিয়ে একটি ক্ষুদ্র গলী পথ, সেই পথ ধোরে আপনার মনে চোলেছি, ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোলেছি। আমি তখন ভারি অন্যমনস্ক। পিতার মুখে যে কথাগুলি শুন্‌লেম, পথে যেতে যেতে সেই সকল কথা মনে মনে তোলাপাড়া কোচ্ছিলেম। সম্মুখে একটা মস্ত গোলাকার খিলান দেখ্‌তে পেলেম, তার নীচে দিয়ে যেমন চোলে যাব, অমনি চারি দিক থেকে একদল অস্ত্রধারী লোক এসে আমায় গেরেপ্তার কোল্লে। তারা ঐ খিলানের আড়ালে এদিকে, সেদিকে ছড়িয়ে ওৎ করে ছিল। এত শীঘ্র এসে আমারে বেঁধে ফেল্লে, আর এত শক্ত কোরেও ধোল্লে, আমি আর অবসরও পেলেম না, আমার আর ক্ষমতাও ছিলনা যে, তলয়ার বারকোরে আপনারে আপনি রক্ষা করি। বদমাসেরা একখানা কাপড় আমার মুখের উপর বেঁপে দিয়ে আমার

চোক ঢেকে ফেল্লে, হাত দুখানিও বেশ কোরে রসি দিয়ে বাঁধলে, সেই রসি ধোরে আমারে লোয়ে চোল্লো। প্রায় টেনে হিঁছড়েই লোয়ে চোল্লো। কতক দূর এসে তারা বোল্লে "এই সিড়ি,—এই সিড়ি দিয়ে উঠ।" আমি তাই কোল্লেম, সিড়িবেয়ে উঠ্লেম। তার পর আর একটা সিড়ির অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপ বেয়ে নীচে নেবে একটা জলা, স্যাঁত স্যাঁতে গলীতে এলেম। তার একটু পরেই আমার চক্ষের আচ্ছাদন খুলে দিলে। চেয়ে দেখি দিব্বি একটি খিলানের ঘর, চারি দিকে আল জ্বোলচে, প্রায় ২০ জন লোক সেই ঘর জুড়ে চক্র কোরে বোসে আছে, সকলেরি মুখে নূতন রকমের একটি একটি মুখস, তাতেই তাদের চোক মুখ ঢাকা রয়েচে। কি মুখস-পরা গুণ্ডার সম্মুখে এক একখানি ছোরা ঝক্‌মক ঝক্‌মক কোচ্ছিল, আর এক এক খানি লেঙ্গা তলোয়ার ধরা রয়েছে। তারা আপনাদের মধ্যে কি বলাবলি কোচ্ছিল, আমি তার এক বর্ণও বুঝ্‌তে পাল্লেম না; গলার আওয়াজিই শোনা গেল না, তা কথা বুঝব কি? বোঝ্‌বার যোই ছিল না, তারা মুখ চেপে চেপে কথা কোচ্ছিল। শেষে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি, বোধ হয়, সে ঐদলের সরদার হবে, সকলকে চুপ কোত্তে বোলে, আমায় সম্বোধন কোরে, বোল্লে, সাদক! তুমি আমাদের কাছে অপরিচিত নও, আমরা তোমারে বেশ চিনি। তুমি একটি ভীম বিক্রান্ত ভয়ানক দুঃসাহসী ব্যক্তি, তোমারে আমরা হস্তগত কোরে আপনাদের একতিয়ারের মধ্যে এনেছি সত্য, এখন তুমি আমাদের অধীন, কিন্তু অধীন হোয়েও তুমি যেরূপ অসম সাহস, অসম তেজোমূর্ত্তি দেখাচ্চো, আমরা যদি তোমায় পূর্ব্বে নাই জান্‌তেম, তথাচ তোমার ঐ বীরপ্রভাব দেখে আমাদের বেশ বিশ্বাস হোত যে, তুমি হঠাৎ ভয় পাবার লোক নও, তোমার প্রাণের মায়া নাই, তোমার অন্তঃকরণ দমে যাবার নয়। তোমার কোন অনিষ্ট কোর্‌ব

আমাদের সে মানস নয়. আমরা তোমারে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছিয়ে আসিব। যে জন্যে তোমারে এখানে এনেছি, তা বোল্‌চি, মনোযোগ কোরে শোন। বাদশাহের গোপনীয় কথা তুমি যে প্রাণান্তেও মুখের বাহির কোর্‌বে না, আমরা তা নিশ্চয়ই জানি। আমরা তাতে দুঃখিতও নই, বরং তোমার রাজভক্তির নিমিত্ত আমরা তোমার বিস্তর গৌরব. বিস্তর প্রশংসাই কোরে থাকি। যে বিষয় প্রকাশ কোত্তে নাই, নিষেধ আছে. জোর জবরদস্তি কোরে তোমার কাছে আমরা সেকথা শুন্‌তে চাই না; আমাদের সে মানস নাই। যে কয়েক ব্যক্তিকে এখানে উপস্থিত দেখ্‌তে পাচ্চো, এরা সকলেই সুলতান সুজার অনুগত ও বাধ্য আমরা সকলেই কায়মনোবাক্যে রাজকুমারের মঙ্গল প্রার্থনা কোরে থাকি। আমরা শুনেছি, আর বোধ হয়. সে খবর মিথ্যাও না হবে, রাজপুত্রদিগকে হয় কয়েদ, নয় তাঁদের প্রাণবধ করবার নিমিত্ত নানা প্রকার কৌশল বিস্তার করা হোয়েছে. কিরূপ কৌশল তা আমরা অবগত নই। তুমি নাকি আগরা সহর ও আগরা প্রদেশের সেনাপতি, আমরা শুন্‌লেম, সেই কুটিল নৃশংস অভিসন্ধি সুসিদ্ধ করবার ভার তোমারি উপর অর্পণ করা হোয়েছে। মোগলরাজের ঐ দুর্ব্বাসনার কথা শুনে আমরা যে প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তাই শোনাবার নিমিত্ত তোমারে আমরা ধোরে এনেছি। আমরা ধর্ম্মঘট কোরে একে একে তাবতেই এই ঘোর সত্য প্রতিজ্ঞা কোরেছি, যদি তুমি মন্দ অভিপ্রায়ে সুলতানসুজার গাত্রস্পর্শ কোত্তে সাহসী হও, কি তোমার হুকুমে তোমার ফৌজেরা তাঁর অঙ্গস্পর্শ কোত্তে সাহস করে. এই যে ছোরাগুলি সম্মুখে পোড়ে আছে দেখ্‌তে পাচ্চো. এই অস্ত্ররাশির মধ্যে হয় একখানি, নয় দুখানি. নয় সব কখানি তোমার শোণিত পান কোরে তোমার জীবনান্ত কোর্‌বে। তুমি রাজপুরের মধ্যে বাস কর বোলে তোমার মনে যদি এ ভ্রান্তি হয়.—চারি দিক যে উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা,

কি সাধ্য তার মধ্যে আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করি; সেখানে আমাদের মাথা গলাবার ক্ষমতা নাই। ঐ গগনস্পর্শী প্রাচীরেই তোমায় নির্বিঘ্নে রক্ষা কোর্‌বে। অথবা তুমি যদি মনে মনে অভিমান কর, আমাদের কি ক্ষমতা আছে, আমরা তোমার কি কোত্তে পারি, তোমার যে মস্ত পদ, যে মস্ত আধিপত্য, তাতে কোরে তোমারে আমরা পেরে উঠ্‌ব না, তুমি আমাদের মতলব হাসিল কোত্তে দেবে না, আমাদের তাবৎ ফিকির, তাবৎ কৌশল বিফল হবে। তদ্ভিন্ন তুমি যদি এ বিবেচনাও কর, আমাদের মুখেমাত্র ভয় দেখান, চরমে কোন ফলদায়ক হবে না, আমরা তোমার কিছুই কোত্তে পারব না। তোমার মনে যদি এরূপ অহঙ্কার হয়, সে তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি, সে তোমার নিতান্ত কুগ্রহ। তোমার যতই ক্ষমতা, যতই প্রভুত্ব থাক, তুমি আমাদের এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বেনা, কখনই পারবে না। আমরা মুখেও যেমন বিক্রম করি, কাজেও তেমনি পরাক্রম দেখাই; নির্লজ্জ কাপুরুষের মত কেবল কোতো জাঁক কোরে বেড়াই নে। দুস্পার জলনিধি, কি দুরারোহ গিরিবরও আমাদের গতিস্রোত রোধ কোত্তে পারে না। কি ধরাধর, কি পারাবার, আমাদের ভয়ে মস্তক অবনত বা কলেবর খর্ব্ব কোরে, পথ প্রদান করে। যুগপ্রলয়ের ন্যায় মহা অন্ধকার হোয়ে মস্তকের উপর ভীষণ কড়কড় শব্দে ঝড়বৃষ্টি, অগ্নিপাত, বজ্রপাত আদি ঘোর অমঙ্গলের ঘন ঘন তুফান হোলেও আমরা স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি; আমাদের অভিপ্রায়ও স্থির থাকে; সংসার টলে ত আমাদের প্রতিজ্ঞা টলে না। তুমি যে কার পক্ষ, আমরা তা অবগত নই আমরা তা অবগত হোতেও চাই না। বোধ করি, হয় ত তুমি সুলতানসুজার পক্ষই হবে। তা যদি হও, তবে তোমারে সাবধান কোরে দেওয়া অনাবশ্যক। ফলে যাই হোক, আমরা তোমারে এ অনুরোধ কোর্‌ব না যে, তুমি আমাদের পক্ষ হও, আমাদের সে অভিপ্রায় নয়।

আমরা যে তোমারে অর্থ দিয়ে, কি এর পর তোমার ভাল কোর্‌ব, এই প্রলোভ দেখিয়ে তোমার স্বপক্ষতা ক্রয় কোর্‌ব, তা কখনই কোর্‌ব না। কি ফুস্‌লিয়ে, কি ভয় দেখিয়ে কি গায় হাত বুলিয়ে, তোমারে আমাদের দিকে আন্‌বার চেষ্টা কোর্‌ব, তাও কোর্‌ব না। সে মনন আমাদের কোন কালেই নেই। তুমি অবশ্যই, তোমার জীবনের মায়া কোরে থাক, তোমারে সাবধান কর্‌বার নিমিত্ত আমরা এক্ষণে কেবল মুখেমাত্র আটনি কোচ্ছি। সাবধান! দেখো যেন, কোন কু-অভিপ্রায়ে সুলতান-সুজার গায় হাত দিওনা, তাঁর নিকটেও যেওনা। কিন্তু তোমারে আমরা একথাও বোল্‌ছি যদি রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হোয়ে কখন ঘরাও লড়াই উপস্থিত হয়, তুমি এক্ষণে যার পক্ষে আছ, কি তৎকালীন যার পক্ষ হবে, তার হোয়ে লড়াই কোরো, আল্লার দোহাই, তাতে আমরা তোমার উপর খড়্গহস্ত হব না। যুদ্ধস্থলে সুজার সঙ্গে সামনাসামনি হও ত, দুজনে কাটাকাটি মারামারি কোরো, পার ত তুমি তাঁরে প্রাণে মেরেই ফেলো, তাতে আমরা কোন কথা কব না, বাঙ্‌নিষ্পত্তিও কোর্‌ব না। সুজা যদি মারা পড়েন ত পোড়্‌বেন, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাঁর ভাগ্যে যা আছে, তিনি তাই ভোগ কোর্‌বেন। কিন্তু শঠতা কোরে যদি তাঁরে ফাঁদে ফেল, তার ফল হাতে হাতে পাবে।

আমি আর কি উত্তর কোর্‌ব, শুনে চুপ কোরে রইলেম। দেখেশুনে অবাক হোলেম। ভাব্‌লেম এ একটি আজব কারখানা। বদমাসেরা আমারে যেরূপ কোড়্‌কে নিলে, আমি ত তাদের তাড়াহুড়খেয়ে ভয়ে কতক দমে গেলেম। সুলতান সুজাকে ধরাপাকড়া কোল্লে আমার অদৃষ্টে যা ঘোট্‌বে, তা ত স্বকর্ণে শুন্‌লেম। রাজকুমারের পক্ষে কতকগুলি স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক আছে, তাঁরে ধৃত কোল্লেই, তারা আমারে প্রতিফল তখনি দেবে, তা না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না। এক্ষণে সেই

সকল বদমাসের ভয়ে তাঁরে ধরাপাকড়া না কোরে ক্ষান্ত হয়ে চুপ কোরে থাকি, না আমার যা কর্ত্তব্য তা করি? এখন সে বিবেচনা আমার কাছে।

গুণ্ডারা ঐ কথাগুলি শেষ কোরে, আমার চক্ষু দুটি ফের বাঁধলে, বেঁধে যেখান থেকে ধোরে এনে ছিল, সেইখানে আবার রেখে গেল। খিলানের নীচে এসে চোকের কাপড়খানা টেনে নিলে, হাতের বাঁধনও খুলে দিলে, বোল্লে এখন তুমি স্বচ্ছন্দে রাজবাটী চোলে যাও, আমরা আর তোমারে বিরক্ত কোর্‌বনা।

একে ত সেই ভয়ানক রজনী, রাতও প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে, আমি যে আজ এক লহমার নিমিত্তেও সুখে নিদ্রা যাব, সেটা অনুমানের বার। ঘুম ত হোলই না, মনে কোল্লেম, চোক বুজে অমনি পোড়ে থাকি, তাও পাল্লেম না। সহস্র সহস্র সংশয় উপস্থিত হোয়ে অন্তঃকরণ তোলপাড় কোত্তে লাগ্‌ল, সহস্র সহস্র বিকটাকার কালভয় মনে উদয় হওয়ায় বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ঘুমুলে যে, সে সকল দুর্ভাবনা ভুলে যেতেম, সে মিছে কথা, ভুলতে পাত্তেম না। তবে বৃথা তার চেষ্টাপেয়ে সাধে সাধে সময় নষ্ট কোর্‌ব কেন? মনে যে কালান্তক দুর্ভয় উপস্থিত, তাতে কি সময় মিছে মিছে নষ্ট করা যায়, এ অবস্থার যে সময়, তার মূল্য নাই, সে অমূল্য।

হা আল্লা রহিম! আমার দশা হল কি! কি অবস্থায় ফেল্লে আমারে! সম্রাটের আজ্ঞা প্রতিপালন কোত্তে গেলে মুরাদকে ছেড়ে দিতে হবে; যদি দেল্‌জানের প্রণয়ের অভিলাষ করি, তবে বেগমের মনরক্ষার্থে দারাকে রেহাই দিতেই হবে; আরঙ্গজেবকে পরিত্রাণ না কোল্লে পিতার পরিত্রাণ নাই, তাঁর তবে প্রাণ রক্ষা হয় না; আমার আপনার প্রাণ বাঁচাবার জন্য সুলতানসুজাকে না বাঁচালে নয়; অথচ আবার চারিজনকেই ধোত্তে

হবে, চারিজনকেই কয়েদ কোত্তে হবে !!! এখন কোন্‌দিক সামলাই, কোন্ পথ ধরি, কার মন রাখি। সুলতানসুজার মুখস-ধারী অনুচরদের চোক-রাঙ্গাণী বড় ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, আমি তা গ্রাহ্যই কোল্লেম না। তারচেয়ে বড় বড় দায়, বড় বড় জখম নাকি ঘাড়ে ঝুলছিল, সেই জন্যে তাদের তর্জ্জন গর্জ্জনে আমি ভয় পেলেম না। বেগমের সহিত কতক্ষণে সাক্ষাৎ হবে, সেই জন্যে ভারি ব্যস্ত হোলেম, বিবেচনা কোল্লেম, আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তিনি কি বলেন শুনে, শেষে যাহয় একটা স্থির কোরব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

'যা ভেবেছ তা নয়।'

আজ আমখাসের দরবারের পর, বরকন্দাজ খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফ আপনা হোতে আমার সহিত সাক্ষাৎ কোরে বিস্তর অমায়িকতা, বিস্তর আত্মীয়তা কোত্তে লাগলেন; যেন তাঁদের সঙ্গে আমার কত কালেরি ভাব প্রণয়। আমারত চমৎকার জ্ঞান হল, ভাবলেম, এ আবার কি ভাব! কিন্তু তাঁদের এই ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হল, বেগম তাঁদের নিকট অবধারিত কোরে বোলেছেন, আমি নিশ্চয়ই দারার স্বপক্ষ হয়েছি। রাজবালার সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ কোত্তে ভয় হল, ভাবলেম, দেখা হলেই তাঁর চোক খুলে যাবে, তখন আর এ ভ্রম তাঁর থাকবে না। বেগমের মন রক্ষা কোরে চোলতে পাল্লে, আমার প্রেমময়ী দেলজানের পানিগ্রহণের পক্ষে সহজ হবে, অনেক সুবিধা হোয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে রাজবালার সঙ্গে বিবাদ কোল্লে সব আশা ভরসা পণ্ড হবে, তিনি আমার প্রতি কুপিতা বা বিদ্বেষ্টা হোলে উপকার না হোয়ে বরং অপকার হবারি সম্ভাবনা।

বেগমের সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখ্‌তে গেলে, বাদশাহের অবাধ্য আমায় হতেই হবে; বিশেষতঃ আমার উপর যে ধর্ম্মত ভার আছে, আমি যদি তার মত কার্য্য নাই করি, বেগমের ভয়ে যদি পেছিয়েই যাই, তা হলে সবে এই আমার প্রথম অধর্ম্মাচরণ করা হবে। তথাচ আমি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, যদি অধর্ম্মই করি, তবে লোকে যেন এ অপবাদ না কোত্তে পারে যে, বিলাস-সুখের অনুরোধেই আমি ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিইছি। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোত্তে হলে, আমার মনোময়ী দেলজানের আশা পরিত্যাগ কোত্তে হয়, তাঁরে তবে বিস্মৃত হতেই হবে, আর কখনই বিধুমুখীর মুখচন্দ্র অবলোকন কোত্তে পারব না, তা করাও উচিত নয়। বরং আবঙ্গজেবকে রক্ষা কোরে যদি পিতাকে বাঁচাতে পারি, তবে পিতার প্রাণদান দিইছি, তখন তাই স্মরণ কোরে মনেরও কতক প্রবোধ হবে, অন্তঃকরণও অনেক সুস্থির থাক্‌বে; যে ক দিন বাঁচব, নির্জ্জনে বোসে দিন রাত কেবল সেই চিন্তাই কব্‌ব,—সেই সন্তোষেই দিন কেটে যাবে।

এইরূপ সাত পাঁচ চিন্তা কোরে ঘোড়ার উপর সওয়ার হোলেম। সঙ্গে জন প্রাণীও নাই, একাকী সহরের মধ্য দিয়ে চোল্লেম। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই শির নোয়ায়। প্রহরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তারা মুখ ফিরিয়ে সেলাম কোত্তে লাগল, সকলেই মনে কোল্লে, আমি বড় কপালে-পুরুষ, আমার মত সুখী আর কেহই নাই। হায়! তারা কি অজ্ঞান! আমার অন্তঃকরণে যে কত বোঝা চেপে বোসে আছে, আমি যে কত দুর্ভার বহন কোচ্চি, তা তারা কিছুই অবগত নয়! আমার যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তা তারা স্বপ্নেও জান্‌ত না।

একটা বৃহৎ প্রশস্ত বাড়ীর বার দিক দিয়ে চোলে যাচ্চি, যেতে যেতে দেখ্‌লেম অনেক গুলি লোক তাড়াতাড়ি কোরে দ্রব্য সামগ্রি স্থানান্তর

কোচ্চে ; কেহ কেহ বড় বড় বালিস, বড় বড় লেপের ভারে কোঁকড় হয়ে চলেছে, কেহ কেহ বা অতি বৃহৎ পুরাতন সিন্দুক ঘাড়ে কোরে কুঁন্তে কুঁন্তে লোয়ে যাচ্চে। কতক গুলি পেতলের প্রদীপ, হুঁকো, লালরঙ্গের মলিন মশারি, রঙ্গীণ পর্দ্দা—কিন্তু রং চোটে গেছে, পুরাতন লপেটা, তলোওয়ারের গেলাপ ও খাপ ঝুড়িতে পুরে, স্ত্রীলোকেরা হাতে কোরে চোলে যাচ্ছে। সদর দরজার উপরেই একটি বারাণ্ডার দুটি বালক কাদোঁ কাদোঁ মুখ কোরে যে সকল সম্পত্তি তফাত হোচ্চে, তাই দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমি বালক দুটিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগ্‌লেম। কতকক্ষণের পরে চিন্তে পাল্লেম যে তারা ভীমকর্ম্মা মুক্তার খাঁর পুত্র। ঐ মুক্তার খাঁর পদে আমি সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছি। এখন আর আমার মনে কোন গোল রইল না ; আমি সব বুঝতে পাল্লেম। মুক্তারের স্ত্রী, সেই অবিরা মৃত স্বামীর দ্রব্যজাত বিক্রয় কোচ্চে। তার কস্টের একশেষ হয়েছে ; আজ খায়, এমন সঙ্গতি নাই। সে এখন দীনতা ও দরিদ্রতার কোপদৃষ্টিতে পোড়ে নাকানি চোবানি খাচ্চে! অথচ আমি তার স্বামীর সমুদায় বেতন ও সুখসম্পদ আত্মসাৎ কোরে মনের স্ফূর্ত্তিতে সুখভোগ কচ্চি! আমার পিতা যদি বক্র না হতেন, তবে আজ মুক্তার স্নেহবান স্নিগ্ধমুর্ত্তি পরিজনে পরিবেষ্টিত হোয়ে প্রফুল্ল চিত্তে কাল অতিপাত কোত্তে পাস্তেন।

আমি ঐ সকল দেখে শুনে ঘোড়া থেকে নাম্‌লেম, ভারবাহীদের বোল্লেম একটু অপেক্ষা কর, জিনিসপত্র সব রেখে, আমার এই ঘোড়াটি ধর, আমি উপরে গিয়ে বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, কোন কথা আছে, সেই কথা তাঁরে বোলে যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ তোমরা এ ঘোড়াটি ছেড়ে কোথাও যেও না। তারা তাতে সম্মত হলো। আমি সিড়ি দিয়ে বারাণ্ডায় উঠে একেবারে সেই দুটি বালকের কোলের

কাছেই উপস্থিত হোলেম। তারা হঠাৎ আমায় দেখে চমকে উঠল, আমি সেলাম কোল্লেম, তারাও প্রতি-সেলাম কোল্লে, তদ্ভিন্ন ভদ্র-বংশের ন্যায় অতি শিষ্ট শান্ত হয়ে, তারা আমার বিস্তর সমাদরও কোল্লে, তাই দেখে আমি মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হোলেম। আমি বলিলাম, আল্লা তোমাদের চিরজীবি করুন। বীর বালক! তোমাদের মা কোথায় গেছেন, ডেকে আন, তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোত্তে চাই, কোন কথা আছে বোল্‌ব?

বালকেরা আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে, পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি কোত্তে লাগল,শেষে আর থাকতে না পেরে কাঁদতে আরম্ভ কোল্লে। আমি বলিলাম এসো এসো, আমার কাছে এসো, দুঃখের সময় কি অমন কোরে কাঁদতে আছে, দুঃখ সোয়ে থাকতে হয়, শোক তাপ বরদাস্ত করা উচিত, দুঃখভার বহন কোত্তে শেখা আবশ্যক,তোমার পক্ষেও আবশ্যক, আমার পক্ষেও আবশ্যক, স্বধু তুমি আমি বোলে নয়, সকলের পক্ষেই আবশ্যক। কিন্তু তোমরা বালক, বিশেষত তোমাদের দুঃখের কারণ মনে হলে, তোমাদের যে অশ্রুপাত হবে, সে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়!

"কি বলেন মহাশয়! পিতা আমাদের কত স্নেহ, কত আদর, কত যত্ন কোত্তেন, আমরা তাঁরে কখনই ভুলতে পারব না। আমরা যে বড় হোয়ে মানুষের মত হয়েছি, সে তাঁরি প্রসাদাৎ। তিনি আমাদের খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, লেখা পড়া শিখিয়েছেন, আমাদের কত আবদার সয়েছেন। তিনি যতকাল বেঁচে ছিলেন, আমাদের কোন দুঃখই ছিল না, এখন পথের ভিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছি। তেমন পুত্র-বৎসল স্নেহবান পিতা কেহ কখন পাবে না, তাঁরে আমরা কখনই বিস্মৃত হতে পারব না, আমরা যতকাল বাঁচব, তাঁর গুণ, তাঁর স্নেহ স্মরণ কোরব।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই উত্তর করিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লে, "হায়! কি আক্ষেপ! সেই দিন থেকে তীর ধনু কেমন, একবার চক্ষে দেখি নি, একবার ছুঁইও নি। আমার পাখীগুলি—" এই কথা বোল্‌তেই ঝর ঝর কোরে চক্ষের জল পড়তে লাগ্‌ল, তাই দেখে আমি আর থাক্‌তে পাল্লেম না, পাখীগুলি কোথায়, কেমন আছে, কি হয়েছে, এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম, সে আর কোন উত্তর কোত্তে পাল্লে না, কথা কইতে গেলেই অমনি তার কান্না পায়, অমনি ফুলে ফুলে কেঁদে উঠে, অশ্রুজলে শ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তার জ্যেষ্ঠেরও দুই চক্ষু ছল ছল কোচ্ছিল, সে কিন্তু বোল্লে "অন্য অন্য জিনিসপত্র যেমন বিক্রয় হয়েছে, সেই সঙ্গে পাখীগুলিও বিকিয়ে গ্যাছে।"

আমি বলিলাম, বীরবালক! তোমাদের আর কাঁদতে হবে না, চক্ষের জল মুছে ফেল, তোমাদের বাজগুলি তোমরা ফিরে পাবে, তোমাদের তীরগুলি ময়দানে পূর্ব্বের মত উড়ে বেড়াবে, এমন দিন আবার হবে। আমার এমন ভরসা আছে, সে দিন আমি চক্ষে দেখ্‌তে পাব।

বালক হৃষ্টচিত্ত হয়ে বোল্লে, "কি বোল্লেন মহাশয়! আমাদের কি এমন দিন আবার হবে! সেই আকাশগামী বাজ, আমার সেই প্রাণের সমান শিকারী, আবার আমার আঙ্গুলের উপর এসে বোসবে? মহাশয়! তা আর কেমন কোরে হবে! তার উপায় কি?"

আমি বলিলাম, ভয় কি? তার উপায় আছে। তুমি গিয়ে তোমার মাতাকে সংবাদ কর যে, কে একটি বন্ধুলোক এসেছেন, তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন। তোমার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলে সব বিলি বন্দবস্ত হবে। ঐ কথা শুনেই বালক-শিকারী অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল, আবার নিমেষের মধ্যেই দুখিনী মাতার সঙ্গে ফিরে আসিল। দেখ্‌লেম, মুক্তারের স্ত্রীর আর সে শ্রী-ছাঁদ নাই! অতি মলিন, অতি বিষণ্ণ!

মুক চোক সেহা হয়ে বোসে গ্যাছে, সর্ব্বদা উদাস উদাস ভাব। আমারে দেখেই অমনি শিউরে উঠ্‌লেন। তার তাৎপর্য্য এই, আমি যে তাঁর বাড়ীতে যাব, এটি অভাবনীয়, তাই তাঁর বিস্ময় বোধ হয়ে চম্‌কে উঠ্‌লেন। আমি বোল্লেম, ওগো স্নেহময়ী মাতা! তোমার স্বর্গগত স্বামীর পদের উত্তরাধিকারীকে তোমার বাড়ী আস্‌তে দেখে তোমার বিস্ময় হল কেন?

মুক্তারের স্ত্রী বলিলেন, "ও সব কথা পরে হবে। আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনিই কি আমার স্বামীর নামে বাদশাহের কাছে চুকলি কোরে ছিলেন? আপনিই কি তাঁর দুর্নাম তুলে দিছ্‌লেন? আপনিই কি তাঁর পদ লইবার জন্যে তাঁরে টেনে হিঁছ্‌ড়ে মৃত্যু মুখে লয়ে গিছ্‌লেন?"

আমি বলিলাম, সুবহন আল্লা! তোবা!! তোবা!!! 'যা ভেবেছ তা নয়'! তাতে যে আমার কোন পাপ নাই, সেই সর্ব্বসাক্ষী জগদীশ্বরই তার সাক্ষী। আমি সেই নৃশংস ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলেম না। তাঁর কর্ম্মে আমার যত স্পৃহা ছিল, গুরুদেবই তা জানেন। সকলে ধোরে বেঁধে, জোর জবরদস্তি কোরে সম্প্রতি সেই কর্ম্মে আমায় বাহাল কোরেছেন। সে পদ মুক্তারের তুল্য লোকেরই শোভা পায়, তদ্ভিন্ন আর কারো সাজে না। আমি কোন প্রকারেই তাঁর পদের যোগ্য নই। আমি অজানিত হঠাৎ এখানে উপস্থিত হোয়ে দেখ্‌লেম, তোমার পুত্রেরা অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখে ইচ্ছা হল, বাটীর মধ্যে প্রবেশ কোরে জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি দ্রব্য সামগ্রী হস্তান্তর কোচ্চো?

"হায়! কি পরিতাপ! কারণ ত স্বতই ব্যক্ত হোয়েছে!— অর্থ নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, এ-ই কারণ! তা ভিন্ন আর কি কারণ!" মুক্তারের স্ত্রী এই উত্তর করিলেন।

আমি বলিলাম, আচ্ছা, তোমার দ্রব্য সামগ্রী সব ফিরিয়ে আন, তোমার পুত্রেরা বাজ, শীকারী, কি তীর ধনু লয়ে যেমন কেলি কৌতুক,

যেমন আমোদ আহ্লাদ কত্তো, তেমনি করুক, আমি যত কাল বাঁচ্ব, আর যত দিন আমার ক্ষমতা থাকবে, তোমায় কিছু ভাব্তে হবে না, কোন বিষয়ে তোমার অপ্রতুল হবে না।"

মুক্তারের স্ত্রী উচ্চরব কোরে বোল্লেন, "আঃ! যে দিন থেকে আমি স্বামিহীনা হোয়ে অনাথিনী হোয়েছি, এরূপ সান্ত্বনা বাক্য আমার কর্ণে কখন প্রবেশ করে নি, আজ শুনে আমার অন্তঃকরণ জুড়ালো, আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলেম। এতদিনের পর প্রাণ ধারণের উপায় হল; আপনি আমার পূর্ব্ব জন্মের সুহৃদ ছিলেন, তাই আজ আপনা হতেই এ হত-ভাগিনীর অবলম্বন হলেন। কিন্তু মহাশয়! আমি আর এ ভিটেতে বাস কোর্‌ব না। এ বৃহৎ বাড়ী, আমার অবস্থা মত নয়, বিশেষত এ বাড়ীতে বাস কোরে আপনার দান গ্রহণ কোল্লে লোকে কলঙ্ক রটিয়ে দেবে বোল্‌বে, 'যে এত বড় বাড়ীতে বাস করে, তার কিসের দুঃখ, তবে কেন সে পরের দান গ্রহণ করে'।"

তাঁর কথা গুলি অপ্রামাণ্য কোত্তে পাল্লেম না, কিন্তু আমি তারে বোল্লেম, তুমি এখানেই থাক, আমি কোন ফিকির কোরে চুপে চুপে কিছু কিছু খরচ দেব, তুমি তা মাসে মাসে পাবেই পাবে, তার অন্যথা হবে না। যা, দেব তাতে তোমার অন্নবস্ত্রের দুঃখ থাক্‌বে না তা ছাড়া, ছেলে দুটির লেখা পড়ারও খরচ চোলে যাবে।

মুক্তারের স্ত্রী অনেক আপত্তি কোল্লেন, এ বাড়ীতে থাক্‌তে কোন মতে সম্মত হতে চান্ নি, বোল্লেন, "বাড়ী বেচে যে অর্থ পাব, তাতে আমার অনেক সুসার হবে।" আমি অনেক বোলে কোয়ে অনেক বুঝিয়ে, শেষে তাঁরে কতক রাজি কোল্লেম, আপাতত তিনি ক্ষান্ত হলেন। ঘরের যাবতীয় তৈজসপত্র একটি দালালের বাড়ীতে লয়ে যাচ্ছিল, আমি সব আটক কোল্লেম। সেই সকল জিনিস বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হলো।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াস্‌মিনের বাজ, তার শীকারী পুনরায় যখন তার হাতের উপর এসে বোস্‌ল, তার মুখে আর হাসি ধরে না; সে তখন আনন্দে পুলকিত হয়ে তুড়ি দিয়ে নাচ্‌তে আরম্ভ কোল্লে। তাই দেখে আমিও মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হলেম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়ারমহম্মদও আহ্লাদে বগল বাজিয়ে উঠ্‌ল। সে হাস্‌তে হাসতে আপনার বড় যত্নের কলমদান্‌টি টেনে লোয়ে, তা থেকে একটি কলম বার কোরে কবিতে লিখ্‌তে বোস্‌ল। তার মাতার দিকে আড়চক্ষে চেয়ে বোল্লে, "মা! দরিদ্র-বান্ধব, আমাদের আশ্রয়দাতা সাদকের নামে এই কবিতা গুলি লেখ্‌ব, মনন কোরেছি"।

আমি বোল্লেম, আচ্ছা, লেখা হলে আমায় পাঠিয়ে দিও, তোমার স্বহস্তের রচনা পেয়ে আমি যত প্রফুল্লিত হব, কেহ যদি আমায় লক্ষ টাকা দেয়, তাতে আমার তার অর্দ্ধেকও আমোদ হবে না। বালক ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি একটা কলম কেটে কাগজ ভাঁজতে আরম্ভ কোল্লে। ইয়াস্‌মিন বোল্লে, "আমার বাজ প্রথম যে পাখী শীকার কোর্‌বে, সিটি আপনাকে নজর দেব"। ঐ কথা বোলে, পাখী গুলির গায়ে হাত বুলিয়ে চুমকুড়ি দিয়ে তাদের কত আদর কোচ্ছে, তাদের সঙ্গে কত কথা কইতে লাগ্‌ল। পাখী গুলি তখন গা ফুলিয়ে, তেড়া-ঘাড় কোরে, মহাগর্ব্বিত-ভাবে ইয়াসমিনের হাতের উপর বোসে ছিল।

ইয়াস্‌মিন বোল্‌তে লাগল, "ইয়া তেজপরোয়াজ! সাবাজ তোমারে পরাস্ত কোর্‌বে, আকাশগামী তাই দেখে তোমায় এত ঠাট্টা বিদ্রূপ, এত উপহাস কোর্‌বে যে, ময়দান থেকে তোমায় পালিয়ে যেতে হবে"। তার পর আমার দিকে চেয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "গরিবপরোয়ার! আমার দিব্বি, আপনি সত্যি বলুন, আকাশগামী কি দেখ্‌তে খুব সুন্দর নয়? এই দেখুন কেমন একটি ঝুঁটি, ঠোঁট্‌টি কেমন ধারাল, এই চেয়ে

দেখুন, পায়ের নখ গুলি কেমন সুদৃশ্য, একে কি পাখীর রাজার মত দেখায় না ?"

আমি বোল্লেম, তা মিথ্যা নয়, রাজার মতই দেখায় বটে। কিন্তু আমি দুটি বই পাখী দেখ্‌ছিনে, তার মধ্যে তেজ পরোয়াজ কে ?

"মোল্লার ছেলে, ছোট মোবারকী তেজ পরোয়াজ তারি। তার সঙ্গে আমার কথা হয়, একদিন পাখীর লড়াই দিয়ে, কৌতুক দেখ্‌ব, বাজিও রাখ্‌বার কথা ছিল, দেখি কে হারে, কে জেতে। ইতিমধ্যে সেই ভয়ঙ্কর কাল দিন উপস্থিত হয়ে সে আমোদ আহ্লাদ ঘুচিয়ে দিলে, সব গোল্লায় গেল।"

ঐ সকল দেখে শুনে আমার মন দুঃখে গলে গেল, অন্তঃকরণে দয়া উপস্থিত হল। সেই অনাথা স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বোল্লেম, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন, তোমার এ কষ্ট চিরদিন থাক্‌বে না"। তারে এই সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত কোরে আমি সেখান থেকে বিদায় হয়ে চোল্লেম। আমি নাকি কিছু কিছু সাহায্য কোর্‌ব বোলেছি, দুঃখিনী মুক্তারের স্ত্রী তাই শুনে তখন অনেক সুস্থ হয়েছে। আমি বোল্লেম তোমরা যখন এ বাড়ী ছেড়ে অন্য একটা ছোট বাড়ীতে উঠে যাবে, তার পূর্ব্বে আর একবার আমি এসে সাক্ষাৎ কোরে যাব।

এখন বাড়ীর দিকে চোলেছি, সন্ধ্যাও হয় হয় হয়েছে, পথে যেতে যেতে মনে কোল্লেম, হয়ত এতক্ষণ সেই বৃদ্ধা এসে বোসে আছে। যা মনে কোরেছিলেম তাই হল। ঘরে গিয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধা জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে বড় অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোরে থাক্‌তে হয়নি। সে আস্‌তেই আমি তখনি গিয়ে জুট্‌লেম। তারে দেখে বোল্লেম, তুমি আমারে আর একটিবার আমার প্রাণপ্রিয়ের ঘরে লয়ে চল। ঐ কথা শুনে সেই স্থবিরা নির্লজ্জের ন্যায় আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

সেই সময় আমি যেন অনুমান কোল্লেম, সে একবার একটু মুচ্‌কে হাস্‌লে, হাসির ভঙ্গীটুকু কেমন এক প্রকার বোধ হল, তাতে যেন প্রতারণার প্রতারণার গন্ধ ছিল। যাই হোক, আমি সংশয়ে দোলায়মান হয়ে বৃদ্ধার আগে আগে চোল্লেম। পথে যেতে যেতে মুহুর্মুহ তারে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। আমি যেরূপ আগ্রহ হয়ে তার দিকে ঘন ঘন চেয়ে দেখ্‌তে ছিলেম, তাতে বোধ হয়, স্থবিরা আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে ছিল, তাকে তা বুঝ্‌তেই হবে; তত আগ্রহ দেখে না বুঝে থাক্‌বার যোই ছিল না।

আমি যা ভেবেছিলেম।—আজ একটা নূতন কারখানা উপস্থিত না হোয়ে যায় না। অন্য অন্য দিন যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তেম, আজ সেই সিঁড়ির নীচে দিয়ে অন্য একটি গৃহে প্রবেশ কোত্তে হল। আমি গিয়ে কেবল বসেছি, এমন সময় একটি যুবতী অবগুণ্ঠিতা হয়ে, আর একটা দরজা দিয়ে ঐ কামরায় প্রবেশ কোল্লেন। যুবতী যেমন এসে বোস্‌লেন, বৃদ্ধা অমনি সেই দরজা দিয়ে সোরে পোড়ল। এই অভাবনীয় অভিনব সাক্ষাতের কি ফল দর্শে, তাই জান্‌বার জন্যে আমি মনে মনে মহাব্যস্ত হতে লাগ্‌লেম। যে রমণী আমার সম্মুখে উপস্থিত, তিনি যে বেগম নহেন, অথবা আমার প্রাণ-প্রতিমা দেলজানও নহেন, সিটি আমি স্পষ্টই জান্‌তে পেরে ছিলেম।

যুবতী বলিলেন, "সাদক! তুমি একজন অপরিচিতের কাছে উপস্থিত হয়েছ বোলে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে: বিশেষত ক্রমিক কয়েক দিবস বোরে উপর তালায় ভারি আমোদ প্রমোদের দেখা সাক্ষাৎ চোল্‌ছিল, তার কাছে এ দেখা সাক্ষাৎ অতি নীরস; এতে তোমার প্রাণ খুল্‌বে কেন? এ কাষ্ঠ-আলাপে তোমার মন উঠবে না আমি তা জানি। কিন্তু আমি তোমারে অবধারিত বোরে বোল্‌ছি, যে দেখা

সাক্ষাৎ যেরূপ চোল্‌ছিল, সেইরূপই চোল্‌বে, তার কোন ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু এর পর উত্তর কালে পাছে তোমার সেই আমোদ আহ্লাদের প্রতিবন্ধক জন্মে, তাই বিবেচনা কোল্লেম, তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হোয়ে থাকা ভাল। সে ব্যাঘাত যাতে না ঘোট্‌তে পারে, তার পূর্ব্বসূত্র, তার পূর্ব্বব্যবস্থা কোরে রাখ্‌লেম, তাতে হানি কিছু আছে তা নয়। আমার কথা শুনে যেন ভয় পেও না, চম্‌কেও যেও না। বেগম সাহেবের কথাগুলি যেমন ভয়ানক, তাঁর ভগ্নী রসীনারার কথা তার চেয়ে অধিক ভয়ানক নহে, আমার ত এই বিবেচনা হয়।"

যিনি আমার সঙ্গে অপ্রকাশ ভাবে চুপে চুপে সাক্ষাৎ কোল্লেন, তিনি রাজপুত্রী রসীনারা। রাজবালার পরিচয় পেয়ে আমার বিস্ময় গোপন কোত্তে পাল্লেম না। কিন্তু শাহাজাদী আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে মনে মনে বিরক্ত হলেন বোধ হল। আমি যে দরের লোক, আমি যে অবস্থার মানুষ, তাতে কোরে, রাজবালা যে ডেকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন, ইটি আমার পক্ষে মহা গৌরব ভারি শ্লাঘার বিষয়, সুতরাং আমায় বল্‌তে হল, "আর্য্যে! আমি আজ ধন্য, আমি আজ কৃতকৃতার্থ হলেম। আপনি যে উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন, আমি তার যোগ্য নই, সিটি অভাবনীয়, স্বপ্নের অগোচর; আপনার কি অভিপ্রায় আজ্ঞা করুন, আর তা কিরূপে সুসিদ্ধ হতে পারে, তাও বলুন; আমি আপনার হুকুম বরদারি কোত্তে প্রস্তুত আছি।

বাদশাজাদী বোল্লেন, "আমি অনেক ঝুঁকি ঘাড়ে কোরে নিইছি, আমি বিবাহিতা, আমার ভগ্নী অবিবাহিতা, সুতরাং আমার যতখানি লোক-লজ্জার ভয়, তাঁর তত নয়। কিন্তু কি করি, আজ কাল যে কাল পোড়েছে, তাতে কোরে যে বিপদই হোক, আমাকে তা পোয়াতে হবে। কোন সহোদয়ের অনুরোধে আমি কোন বিপদকে বিপদ জ্ঞান

কোর্ব না। পরম্পরায় শুন্‌তে পেলেম, রাজকুমারেরা ধৃত হবেন; আমার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে, সে কথাও আমি শুনেছি। কিন্তু সাদক! তুমি জেনো, তিনি অতি অল্পকালের নিমিত্তে বেগমের অধীন আছেন, তাঁর উপর অধিক কাল তাঁর আধিপত্য থাকবে না। তুমি যদি অকপট অথচ বলবান, প্রভুত্বশালী মিত্রের বাসনা রাখ, তবে আমি যে পরামর্শ দেব, তাতে কর্ণপাত কোল্লে তোমার বিজ্ঞের মত কার্য্য করা হবে।” আমি নীরব হয়ে রইলেম, তথাচ আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “যদি দেলজানের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা থাকে, তবে আরঙ্গজেব যেন ধৃত না হন, তাঁরে ছেড়ে দিতে হবে।”

আমি বলিলাম, ভদ্রে! আমার প্রতি অবধান করুন। বেগম সাহেব বোলেছেন, যদি দেলজানের প্রণয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকে, তবে রাজপুত্র দারাকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে, তাতে কোরে আমি এই স্থির কোরে ছিলেম, আপনি আর দেলজান দারার পক্ষ হয়েছেন, আপনারা ঐ দারারি মঙ্গল কামনা কোরে থাকেন। রাজবালা বোল্লেন, “সিটি তোমার ভুল, তুমি সে বিষয় তলিয়ে বুঝ্‌তে পার নি। আমরা উভয়ই আরঙ্গজেবের শুভানুধ্যায়িনী। কিন্তু আমাদের ভগ্নী বেগম মনে কোরে থাকেন, আমরা দারার পক্ষই আছি, মনে মনে তাঁরি মঙ্গল গেয়ে থাকি। কিন্তু তিনি ‘যা ভেবেছেন তা নয়’ তিনি এবিষয়ে যে অন্ধ আছেন, সেই অন্ধই থাকুন, এখন তার চোক্ খুলে দিলে ভারি প্রমাদ ঘোট্‌বে, তা হলে অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শীর ন্যায় কার্য্য করা হবে। এই রাত্রেই বেগম তোমারে ডেকে পাঠাবেন, তোমার সঙ্গে দেখা হলে তিনি এই কথা বোল্‌বেন্ ‘এবিষয়ে দেলজান যেমন যেমন বোল্‌বেন তুমি তাই কোর্‌বে এই কথা তুমি স্বীকার কর।’ তোমার তাতে আপত্তি কি? তুমি সচ্ছন্দে তাই স্বীকার কোরো। তিনি মনে কোরেছেন, দেলজান দারার জন্যেই

অনুরোধ কোর্‌বেন. সাদক ! তা নয়, আমি তোমারে একেবারে নির্দ্ধারিত কোরে বোল্‌ছি তা নয়, দেলজান তোমারে শুদ্ধ আরঙ্গজেবের উদ্ধারের কথাই বোল্‌বেন, তা ভিন্ন আর কারও জন্যে অনুরোধ কোরবেন না।"

আমি বলিলাম. ভাল, মনে করুন, আমিই যদি যুবরাজ দারার মিত্র হই ?

"তুমি যে তা হবে, আমি এমন বিবেচনা করি নে, যেহেতু তোমার পিতা আরঙ্গজেবের পক্ষে আছেন।" রসীনারা এই উত্তর করিলেন।

আমি বলিলাম, তা হলেও হতে পারে, কিন্তু তাই বোলে যে আমিও——

আমার কথায় চাপা দিয়ে, রসীনারা অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "আমায় ক্ষমা কর, 'তাই বলে যে' সে কথা রেখে দাও, তুমি যে আরঙ্গজেবের পক্ষ হবে, তার অনেক বলবৎ কারণ আছে, যে ব্যক্তি তোমার পিতার প্রাণ তার আপনার মুটের মধ্যে রেখেছে। আজ তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাৎ না কোল্লেও ক্ষতি ছিল না। পাছে তুমি অগ্র পশ্চাৎ না বিবেচনা কোরে বেগমের কথা মত চোল্‌তে হঠাৎ অস্বীকার করো, সেই ভয়ে আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। আমার ইচ্ছা যে, সেইটি না ঘটে, তা হলে বেগম তোমাদের উপর খড়্গ-হস্ত হোয়ে এই দুর্নাম রটিয়ে দেবে যে, তোমরা—তুমি আর দেলজান—গোপনে-গোপনে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ কোরে থাক। আমি যে সে বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেম না, তুমিত তা জানই, কিন্তু তুমি যদি তার অমতে চলো, তাহলে বেগম আমারেও ছাড়বেন না, আমায় সুদ্ধ জড়াবেন। আমার নামে বদনাম তুলে দিয়ে অখ্যাতি কোরে বেড়াবেন। তাহলে লোকের গঞ্জনায় আমি আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। আর কিছুদিন পরেই দেলজান আমার

সঙ্গে একত্রে বাস কোর্‌বেন, আমার অধীন হবেন, তখন আর তাঁর উপর আর কারো ক্ষমতা থাকুবে না। তাই জন্যে আমি যা বলি, তিনি তা শুনেন, আমার মন বুঝে চলেন, কিন্তু লোক-দেখান বেগমের আজ্ঞাকারী হোয়ে আছেন, তিনি যেন তাঁরি শরণাগত।' আমার ভগ্নীর বড় উগ্র স্বভাব, তাই তাঁরে ভয় কোরে চোল্‌তে হয়।”

“দেলজান এ কালের মত মেয়ে নয়, সে কারো প্রবঞ্চনা কোত্তে চায় না, তার সে স্বভাবই নয়। কপট ব্যবহারের প্রতি তার আন্তরিক বিতৃষ্ণা। আমি বড় পেঁচেই পোড়েছি, এত কোরে বুঝচ্ছি, এত চেষ্টা পাচ্ছি, তবু তারে এ পথে আনতে পাচ্ছিনে। তারে বলি তুই মনের কথা কারেও বলিস নে, ঢেকে ঢেকে নে বেড়াস কিন্তু মুখে খুব আত্মীয়তা করিস, বেগম যেন তোমার কথায় ভুলে যায়, তাঁর মনে বেশ প্রত্যয় হয় যে, তুমি তারি লোক, আর কারও নও, অথচ তোমার অন্তরে যা আছে তা আছেই। কিন্তু দেলজান তাতে বড বিরক্ত, ধূর্ত্তমি করা তার পক্ষে যেন বাঘ জ্ঞান হয়, তার নাম কোল্লে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে, তবু আমি না ছোড় হয়ে অনেক দুরস্ত কোরে তুলেছি।—আচ্ছা, তবে এখন আমি চোল্লেম, তুমিও বিদায় হও। আমি যে পরামর্শ দিইছি সেই মত চোলো। তুমি যারে ভালবাস মুখে বল তার সঙ্গে যাতে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। বেগম যে চোট্‌বেন, সে আশঙ্কা করো না, তিনি চোটিতে পারবেন না। তিনি যে আমাদের কুহকে পোড়েছেন, আমরা যে তাঁরে এপর্য্যন্ত কেবল দমসম দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছি, তিনি যখন তা জান্তে পারবেন, তখন আর তাঁর এ আধিপত্য থাকুবে না, তখন আমাদেরি রামরাজ্য হবে; তবে আর তাঁরে ভয় কি? তখন আর তিনি চোটে কি কোর্‌বেন? বরং আমার ভয়ে তাঁরে তখন কোঁকড় হয়ে থাকতে হবে। আমি যা বোল্‌ব, সেই মত তাঁকে চোল্‌তে হবে। সে সময় রাজপুরীর

মধ্যে কেবল আমিই এক-মুখ-রুদ্রাক্ষ হব, আমি যা করব তাই হবে, আমার কথার উপর কারো কথা কবার ক্ষমতা থাক্‌বে না।”

আমি শুনে খানিক ক্ষণ চুপ কোরে রইলেম, মনে মনে কত কি ভাবতে লাগ্‌লেম। পাঁচ রকম ভেবে চিন্তে শেষে বোল্লেম, রাজবালা! আমি যাঁর পক্ষ, আপনি আর সরুন্না দেলজানও যে তাঁরি পক্ষ, সে কথার প্রতি আর আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনারা যে আরঙ্গজেবের দিকে আছেন, সে কথা কারো কাছে অপ্রকাশ্য নাই। আমি শুনেছি, আপনারা তার পক্ষ আছেন বোলে বরকন্দাজখাঁ আপনাদের উপর ভারি বিরক্ত।

রাজপুত্রী বোল্লেন, “সে কথা মিথ্যা নয়, বিরক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু এখন নাই। দেখ্‌লেম্ যে আমায় কেউ কোন কথা বলে না, রাজ্যতন্ত্রের সম্বন্ধে যে কোন পরামর্শ, যে কোন মন্ত্রণা হয়, আমি তার কিছুই জান্‌তে পারি নে, আমার কাছে কেউ তা ভাঙ্গে না। তাই বিবেচনা কোরে দেখ্‌লেম, আমায় খোলস না বদলালে চল্লো না। আমি যদি মুখে বলি, ‘আমার স্বামী বলে কয়ে আমার মত ফিরিয়েছেন, এখন তাঁর মতেই আমার মত, তিনি যে পক্ষ, আমিও সেই পক্ষ।’ এ ছাড়া আমি যদি লোক-দেখান দারার প্রতি স্নেহ মমতা করি, কি আমি যদি মুখে জানাই, তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক টান, তা হলে সকলে মনে কোর্‌বে আমি সত্য সত্যই দারার পক্ষ হয়েছি; তবে আমায় কেউ কোন কথা ছাপাবে না। মনে যা ভেবে ছিলেম, কাজেও তাই গোড়াল; সেই অবধি আর আমার কাছে কেউ কোন কথা ভাঁড়াভাঁড়ি করে না, এখন আমায় সকলে সকল কথা খুলে বলে। আমি মুখে বোলে বোলে বেড়াই, ‘আমার মত ফিরে গেছে, এখন আর আমি আরঙ্গজেবের দুঃখে দুঃখিত নই।’ বরং কেউ তার নাম কোল্লে মুখ সেকট বিকট কোরে মহা বিরক্তিভাব

জানাই। কখন বা তার নাম শুনে কাণে হাত দি, তাদের বলি ও নাম আমার কাছে কেউ কোরো না। কখন বা তার নামে অগ্নি-অবতার হয়ে, দুই চক্ষু লাল কোরে তার উপর চোটে উঠি। যার তার কাছে বোলে বেড়াই, 'দারা জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসন সেই পাবে; আরঙ্গজেব কে?' যদি আরঙ্গজেবের হয়ে কেউ কোন কথা বলে, অমনি রায়বাঘিনীর মত তার ঘাড়ে পড়ি, খুব চোট্‌পাট্‌ কোরে দশ কথা শুনিয়ে দিই, সে অমনি মুখ-ছোপ পেয়ে থত মত খেয়ে চুপ কোরে থাকে। আমার কৌশল এপর্য্যন্ত কেহ বুঝ্‌তে পারে নি. দারার হয়ে যা করি, সব মৌখিক. লোক-দেখান, আন্তরিক কিছুই নয়। আমার ঐ লোক-দেখান মত ফিরে যাবার পর, দুই তিন বিষয়ে আমার চালচলন, আমার কার্য্যের প্রণালী দেখে আমার স্বামী আর বেগম, উভয়েই মুগ্ধ হয়ে পোড়েছেন, তাঁরা একেবারে এঁকে ঠিক দিয়ে বসে আছেন যে, আমি সত্যসত্যই দারার স্বাপক্ষ হয়েছি। সেই অবধি তাঁরা যখন যে পরামর্শ, যখন যে মন্ত্রণা করেন. আমায় সব খুলে বলেন। কিন্তু খবরদার সাদক! আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছে, বেগম যেন এ কথার বাষ্পও না জান্‌তে পারে। তোমার আকার ইঙ্গীতে কি ভঙ্গী দেখে যেন ও কথার আভাসও না পায়। সাবধান সতর্ক হয়ে যত চোল্‌তে পার, চোল্‌বে. মুখে খুব আত্মীয়তা কোরে মন ঢেকে রেখো, অন্তরের কথা কদাচ বার করো না, দমবাজি, জাল কথা কয়ে ফেরেব বাজি করে লোকের মন যত ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখ্‌তে পার, রেখো।" এই কথা বলে রাজবালা একটি অঙ্গুলী হেলিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন। সেই বৃদ্ধা আমারে বেগমের কাছে লয়ে যাবার জন্যে ঐ দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারে সঙ্গে কোরে আমি বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।

বেগম আমায় দেখে বল্লেন, "সাদক! আজ তোমার আসতে একটু বিলম্ব হয়েছে, তা হয়েছে হয়েছে। ফলে আমি তোমায় যে যে কথা শিখিয়ে দিইছি, সে গুলি স্মরণ আছে ত, বোধ করি, সেগুলি একবার মনে মনে তৌল কোরেও দেখে থাকবে। দেখো, শেষ যেন পাগলামি কোরে আমার অবাধ্য হয়ে চলো না, শুধু আমার কেন তোমার প্রাণপ্রতিমা দেলজানেরও বটে। আমাদের মতে না চোল্লে শেষে যে দুর্দশাগুলি ঘোট্‌বে,—ঘোট্‌বেই যে তার সন্দেহ নাই, —সে গুলিও তুমি মনে মনে তাওরিয়ে দেখেছ বোধ হয়।"

আমি বলিলাম, ভদ্রে! দেলজান আমার অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি মাল্লে মরি, রাখলে থাকি; আমার জীবন মরণের কর্ত্তাই তিনি। দেলজান আমার শুভাশুভর নির্দ্দেশ-কর্ত্রী, তিনি যে পথ দেখিয়ে দেবেন, আমি সেই পথ ধোরে চোল্‌বো; দেলজান আমার সংসার-যাত্রার পথ-প্রদর্শিকা; তাঁরও যে মত, আমারও সেই মত; আমি তিনি ছাড়া নই।

বেগম বলিলেন, "সাদক! তবে তুমি তিন সত্যি কোরে করার কর, কিরে দিব্যি কোরে, শপথ কোরে বল যে, দেলজান যা বোল্‌বে, তুমি তাই কোর্‌বে। আমি তোমায় তিন সত্যি কোরে বোল্‌ছি, তুমি যদি আমার মিত্র হও, আমিও তোমার মিত্র হব, তুমি যদি আমার উপকার কর, আমিও তোমার উপকার কোর্‌ব। যখন সময় হবে, যখন সুবিধা দেখ্‌বো, তখন দেলজানের সঙ্গে তোমার মিলন হবার চেষ্টা কোর্‌ব।"

আমি বলিলাম, রাজপুত্রী! আমি দিব্যি কোরে বোল্‌ছি আমি কশম খেয়ে বোলছি, দোহাই ধর্ম্মের, আমি যদি মিথ্যা বলি, আমার সর্ব্বনাশ হবে, আমার গায় যেন মহাব্যাধি হয়, আমি যেন খসে গলে মরি; আমি যদি দাগাবাজি করি, আমার যেন নরকে বাস হয়; এবিষয়ে দেলজানের অভিপ্রায়লয়ে চোলব, তা তাঁর যে অভিপ্রায়ই হোক।

বেগম বলিলেন, "বস্, ঢের হয়েছে, এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো।" আমি তাই কোল্লেম, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম। তিনি আমায় দেলজানের ঘরে লয়ে গেলেন। দেলজান যে অনেক ক্ষণ থোরে আমার আগমনের প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেন, তাঁর মুখ দেখে সিটি স্পষ্ট বোধ হল। বেগম একটু অগ্রসর হোয়ে বোল্লেন, "দেলজান! আমি যে লোকটিকে সঙ্গে কোরে এনেছি, ইনি একটি বিষয়ে তোমার মতের অনুগত হোয়ে চোল্‌বেন স্বীকার কোরেছেন। তোমাদের কথা বার্ত্তা শেষ হয়ে, উঠে যাবার সময় তোমার যা মনোগত অভিপ্রায়, তা তাঁকে অবগত করিও।" এই কথা বোলে বেগম চোলে গেলেন।

দেলজান অতি ম্লান হয়ে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, "হায়! প্রাচীরে ঘেরা এই ঘৃণিত পুরীর মধ্যে ছল প্রবঞ্চনা, চাতুরী প্রভৃতি কোন্ দুষ্কর্ম্ম, কোন্ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান না হয়! একি কম ঘৃণার কথা!" তার পর যুবতী বোল্লেন "সাদক! বোধ করি, আপনি রসীনারার সঙ্গে দেখা কোরেছেন তাঁর সঙ্গে আপনার কথা বার্ত্তাও হয়ে থাকবে।"

হাঁ, তা হয়েছে। এই উত্তর কোরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তুমিও কি উঁর ন্যায় আরঙ্গজেবের অনুকূল পক্ষ?

দেলজান একটু হেঁসে বল্লেন, "বাস্তবিক আমি কারো পক্ষই নই, কিন্তু আমাকে 'না বিইয়ে কানায়ের মা' হতে হয়েছে। আমার যেমন পোড়া কপাল! সম্প্রতি আমি বেগমের অধীনে আছি, এখন তাঁরি অভিপ্রায় মত আমায় চোল্‌তে হচ্ছে, এরপর আবার যত দিন বাঁচব, হয় ত রসীনারার অনুগত হয়ে থাকতে হবে, তখন আবার তাঁরি মন যুগিয়ে চোল্‌তে হবে। আমি কেবল পরাধীন হবার জন্যেই নারীদেহ ধারণ কোরে ছিলেম, চিরকাল পরের গোলামি কোরেই জন্মটা কেটে গেল। এমনি হতভাগিনী

আমি। সেই রসীনারার ভয়ে, তাঁরি কথা ক্রমে, আমি আজ ছলনা কোত্তে বোসেছি। সে এখন আমার ধোরে বসেছে 'তুমি সাদককে বল, তিনি আরঙ্গজেবের পক্ষ হোয়ে তাঁর সাহয়তা করেন, তোমার কথা তিনি ফেল্‌তে পারবেন না, তাঁকে অবশ্যই তা শুন্‌তে হবে।' আমার মত আট্‌কপালী, আমার মত চিরদুঃখিনী আর কে আছে বল! আমার আর কোথাও দাঁড়াবার স্থল নাই, মুখের দিকে চায়, আমার বোলে স্নেহ করে, এমন দরদের লোক আমার কেউই নাই! কাজেই লাচারে পোড়ে তাঁর কথা আমায় শুন্‌তে হয়েছে। সাদক! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, তুমি আমারে এই ভিক্ষা দেও, তোমার যদি কোন ক্ষমতা থাকে, তবে আরঙ্গজেবের সহায়তা কোত্তে সাধ্যমতে ত্রুটি করো না। কাজের গতিকে যদি দারার কাছে বাঁধা পড়ে থাক, আর সে বন্ধন ছিন্ন করা যদি উচিত বিবেচনা না হয়, তবে আমারে বিস্মৃত হইও, আর কখন ভুলেও আমায় মনে করো না। তখন যা মন চায়, তাই কোরো।"

আমি বোল্লেম, দেলজান! আজ কি সুপ্রভাত! আজ অবধি আমি তোমার হোলেম! আজ তুমি আমায় আপনার লোক বলে স্বীকার কোরেছ! তোমার ঐ প্রাণ-সঞ্জিবনী অনুরাগবাক্যে আমি সজীব হলেম, আমার পরমায়ু অক্ষয় হল, আমার মন প্রাণ নবীন মূর্ত্তি, নবীন শ্রী ধারণ কোল্লে। যে প্রণয়-বাসনা হৃদয়ান্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে দিন দিন মলিন হোচ্ছিল, তোমার মুখে অভিমানের কথা শুনে আমার সে প্রণয় এখন ফুল্লমুখী হয়ে সরাগে নিজ প্রভা দীপ্ত কোচ্চে, এখন সে প্রভা আর অপ্রকাশ থাকবার নয়। সুন্দরি! তথাচ মনের কেমনি সংশয়, এখনো আমার বিশ্বাস হচ্চে না যে, তুমি আমার অনুরাগিণী হয়েছ। রসময়ি! তবে কি সত্য সত্যই আমি তোমার হৃদয়ের কান্ত হয়েছি? তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমারে মনে মনে হৃদয়-দান কোরেছ? এখন কি আর

তোমার মন, তোমার প্রাণ তোমার নয়? এখন কি সে সকল আমার হল?

দেলজান বল্লেন, "এমন বিপদে পড়্‌বো, তা কে জানে ভাই, ইটি অভাবনীয়, অচিন্তনীয়; আমি যখন কথায় ধরা পোড়েছি, তখন আর মনের ভাব কি কোরে ঢাকি, আর কি তা ঢাকা যায়? ফলে তা যাই হোক, আমি যে বিষয়ের অনুরোধ কোচ্ছি, তার কি বিবেচনা কোল্লে বল?"

আমি বলিলাম, দেলজান! বসীনারার উপরোধে পড়ে তুমি যাঁর হয়ে অনুরোধ কোচ্চো, আমিও সেই ব্যক্তির কাছে আবদ্ধ আছি, তাঁর কাছে আপনার বাঁধনে আপনিই বাঁধা পোড়েছি। উপস্থিত বিষয়ে যে সূত্রধোরে আমায় চোল্‌তে হচ্চে, সেই সূত্রেই আমি তাঁর কাছে বাঁধা পোড়েছি। এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি আমার নিতান্ত সুভগ্রহ, তাই ওরূপ ঘটনা হয়েছে। একেত আমার নিজের গরজ, তার উপর আবার তোমার অনুরোধ, আমি আরঙ্গজেবের কেনা গোলাম হয়ে থাকুব, আজি অবধি আমি তাঁরি সেবায়, তাঁরি উপাসনায় নিযুক্ত রইলেম। যদি আমার নিজের গরজও না থাকৃত, তথাচ কি তোমার কথা ঠেল্‌তে পাত্তেম, তা কখনই পাত্তেম না।

দেলজান বল্লেন, "তুমি যে আমার মান রাখ্‌বে না, আমি তা কখনই মনে করি নি। তবে কথা কি, তুমি যদি মনে জাস্তে, আমি সাধ কোরে, কি আপনা হতেই অনুরোধ কোচ্ছি, কেহ মধ্যস্থ হয়ে আমায় শিখিয়ে দেয় নি, তবে তুমি আমার কথা ঠেল্‌তে পাত্বে না। তা যখন নয়, তখন তুমি আমার কথা না শুন্‌লেও না শুন্‌তে পার, তাতে আমি তোমার উপর অভিমান কোত্তে পারিনে, হিসাব মত তা করাও উচিত নয়। আমি যে, লোকের কথা শুনে কি কারো অনুরোধে পোড়ে, তোমায় ভুলিয়ে, কি ফুস্‌লিয়ে কুপথগামী কোর্‌ব, কেন কোর্‌ব? বিশেষ

গরজ ভিন্ন সেরূপ প্রবৃত্তি, বিশেষত আমার, কখনই হবার নয়। তত বড় বিশেষ গরজ যে কারো কখন হয় সিটি আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখ্‌চি তত বড় বিশেষ গরজ আমারই হয়েছে ; এখন তোমার বিবেচনা তোমার কাছে। তবে হয়, আমি তোমার কাছে মিথ্যা গরজ জানাচ্ছি, কি তোমায় প্রবঞ্চনা কোচ্চি, তুমি যদি এরূপ দেখ, আমায় যদি তুমি তেমন অধর্ম্মী, তেমন পাপী পাও, তখন নয় আমার কথায় তুমি কর্ণপাত করো না। যাতে তোমার অপযশ হয়, কি তোমার নামে কলঙ্ক হয়, তেমন কথা তুমি কেন শুনবে জগদীশ্বর করুন, তুমি যেন তত নির্ব্বোধ না হও।”

আমার হৃদয়বাসিনী দেলজানের মুখে ঐ কথা শুনে আমি আর মনোবেগ সম্বরণ কোর্ত্তে পাল্লেম না আমি আর থাকুতে না পেরে, উচ্চনাদে বলিলাম, সরলে! পবিত্রে! দেলজান! তুমি যখন আমার পরামর্শদাতা, তখন কি আমার ভ্রান্তি হতে পারে? তখন কেন আমি সুপথ ছেড়ে কুপথে যাব? এই কথা বলে রসময়ীর একখানি হাত কোলে টেনে এনে, অনুরাগে মত্ত হয়ে অধর দিয়ে চেপে ধোল্লেম, হাতখানি মনোরাগের চিহ্নে চিহ্নিত কোল্লেম। আঃ! যুবতী যখন আমার হবেন, তখন কার সাধ্য, কে আমাদের প্রেমসুখের প্রতিবাদী হয়! হায়! সে সময় কবে হবে সে দিন কত দিনে পাব! এই ভেবে মন তখন কতই ব্যাকুল, প্রাণ তখন কতই আকুল হল, এক্ষণে তার পরিমাণ বোলে উঠ্‌তে পারিনে। আমার এমনি জ্ঞান হোতে লাগল, সে দিন যেন এসেছে সে সময় যেন হাতে পেয়েছি, আমি যেন সেই প্রেমময় স্রখনীরে অবগাহন কোরে শরীর পবিত্র কোচ্চি, আমি যেন সেই কোমল প্রেমের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে মন প্রাণ সুশীতল কোচ্চি। এইরূপ কতক্ষণ প্রেম মদে-বিহ্বল থেকে শেষে বোল্লেম, দেলজান! আজ তোমায় এত ম্লান, এত বিমর্ষ দেখছি কেন?

প্রমোদিনী দেলজান আক্ষেপ কোরে বল্লেন,"হায়! আমি যে দুঃখিত হব, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোচ্চো কেন? আমার যে কত ভাবনা, তা বলে ফুরাতে পারিনে। আমি নিরুপায় হয়ে বেগমের সঙ্গে চাতুরী কোত্তে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু রাজবালার যখন চোক খুলে যাবে,তিনি যখন জান্তে পারবেন, আমি তাঁর সঙ্গে শঠতা কোরেছি; মনে কর দেখি, তখন আমাদের কি দশা হবে? তোমার সঙ্গে আর যে কখন দেখাসাক্ষাৎ হবে, সে পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে! আমার সেই ভয় বড় হোচ্চে। আমার খুল্লতাত একথা শুনলে রাগে গরগরে হবেন, আমাদের দুজনের উপরেই খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন। তিনি রাগত হলে আমার আর দাঁড়াবার স্থল থাকবে না, তখন কার দোহাই দিয়ে বাঁচব? হয় ত খুড়ী রসীনারাও তখন ভাল মুখে আলাপ কোরবেন না। তবে একমাত্র ইউসফের ভরসা, তিনি যদি বলে কয়ে পিতৃব্যকে নিরস্ত কোত্তে পারেন, তা হলে কতক মঙ্গল বটে, ইউসফ তোমার নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

আমি ইউসফের নাম শুনে বিস্ময় বোধে চেঁচিয়ে বোল্লেম, বটে! সত্যি নাকি! এমন! তাঁরে ত পরম শত্রু বলেই জ্ঞান ছিল!

দেলজান বল্লেন, তবে তুমি তাঁরে চেন না। আমারও যে দশা, তাঁরও নাকি সেই দশা। কি করেন, উড়তে না পেরে তাঁকে পোষমানতে হয়েছে। আমার এমনি মনে লচ্চে, তুমি যে পক্ষে আছ, হয় ত তিনিও সেই পক্ষ হবেন, একদিন যুদ্ধস্থলে হয় ত দুই সেনাপতিতে সেনাপতিতে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎও হবে। ইউসোফের অনেক মহৎ গুণ, অনেক মহৎ স্বভাব আছে, সংগ্রাম স্থলে আপনি সে গুলি লক্ষ্য কোত্তে পারবেন। তিনি যখন রাজদরবারে, কি রাজ-অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁরে দেখে বোধ হয়, তিনি সচ্চরিত্রের লোক নন, এ ইউসফ যেন সে ইউসফ নন, এ সকল স্থলে আপনার স্বভাবের মত চোলতে তাঁর সাহস হয় না।"

আমি বলিলাম, বল কি! তুমি যে আমায় অবাক কোল্লে! আচ্ছা বল দেখি, আমি যে তোমার এখানে যাই আসি, তিনি কি তা জানেন?

দেলজান বল্লেন, "স্পষ্ট জানুন বা নাই জানুন, কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছে। আমার সাক্ষাতে কখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি বটে, কিন্তু তিনি প্রতি কথায়, প্রতি কাজে আমায় সাবধান হয়ে চোল্‌তে বলেন। সুধু একবার বলে ক্ষান্ত হলেন যে, তা নয়, সাবধান হয়ে চল্‌বার জন্যে খুব পেড়াপীড়িও করেন। সাদক! এখানে যে রোজ রোজ যাতায়াত কোচ্চো, তুমি যদি ধরা পড়ো, তবে ভেবে দেখ দেখি লোকে আমায় কত গঞ্জনা দেবে, কত লাঞ্ছনা কোর্‌বে, আমার তখন কতকষ্ট হবে, কত জ্বালা পোয়াতে হবে। ভাল, আমার যেন যা হয়, তাই হবে, তখন তোমার নিজের দশাটা কি হবে, তা একবার মনে করে দেখ দেখি। তাই বলি—দেখো ভাই রাগ করো না, রাজপুত্রদের ধরাপাকড়া শেষ হয়ে গেলে, তুমি আর আমার ঘরে এসো না, তখন এ আসা যাওয়া এককালে রহিত কোরে দিও। আমি তোমার হাতে ধোরে বোল্‌ছি, দেখো ভাই, আর এখানে যেন এসোনা। তুমি যে এখানে যাতায়াত কর, আমার মনে লয়, আমার খুড়ো তা জান্‌তে পেরেছেন, কিন্তু এখন তিনি জেনেও জান্‌ছেন না। তার তাৎপর্য্য আর কিছু নয়, তিনি এই মনে কোরেছেন, আমি তোমায় লোইয়ে, প্রবৃত্তি দিয়ে দারার স্বাপক্ষ কোরব। কিন্তু আমাদের চাতুরী যখন প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে,—পোড়্‌বেই যে তার সন্দেহ নাই,—তখন তিনি তোমায় অম্‌নি ছেড়ে দেবেন না, তুমি যেখানে যাবে, তাঁর নির্দ্দয় ক্রোধ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। হয় ত তোমারে প্রাণে নষ্ট কর্‌বার নিমিত্ত বেগমের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, জেনানামহলের কোন একটা স্থানে ওৎ কোরে লুকিয়েও থাক্‌বেন।"

কথাগুলি যুক্তি সঙ্গত বটে, দেলজান আমায় চেতনা কোরে দিয়ে

ভালই কোল্লেন, ইটি তাঁর অন্যায কার্য্য হয় নি। আমি তাঁরে প্রতিশ্রুত হয়ে বল্লেম, চারুনেত্রে! তুমি যেরূপ উপদেশ দেবে আমি সেই মত চোল্‌ব। তার পর আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ভাল দেলজান! রাজ-বাড়ী ছাড়া আর কারো সঙ্গে কি তোমার জানা শুনা আছে? সেখানে কি কখন গিয়ে থাক? না কখন ঘরের বার হও না?

"সে দুঃখের কথা আর কেন তোলো! আমি বড় হতভাগিনী। আমি যে বিধাতার কাছে কতই অপরাধ কোরেচি, তিনি যে আমার অদৃষ্টে কতই কষ্ট লিখেছেন, তা বল্‌তে পারি নে! সহরের মধ্যে ভদ্র ঘরের একটি সুমনা, সরলা স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, সুধু আলাপ কেন, বেশ প্রীত-প্রণয়ও ছিল। সে আমার সুখের সুখী, আমি তার দুখের দুঃখী ছিলেম। আমার এমনি কপাল! সম্প্রতি সেও আমার ন্যায় চিরদুঃখিনী হয়েছে। এখন যে তার ওখানে গিয়ে দুদিন থেকে মনের ভার দূর কোর্‌ব, কি অন্তঃকরণ সুস্থির কর্‌ব, সে পথ ঘুচে গেছে। আমার বাতাস তারও গায়ে লেগেছে। এক্ষণে হয় ত সে নিরাশ্রয় হয়ে কোথায় চোলে গেছে! কি যদি সহরেই থাকে, হয় ত সে এই মনে কোরেছে, 'আমার এখন অতি দুঃখের সময়, আমি আর কারো সঙ্গে দেখা কোর্‌ব না, দেখা কোরে ফল কি। কেবল তার দুঃখ বাড়ান বই ত নয়! তা না করাই ভাল।' নিতান্ত নৈরাশ হয়েই সে আর আমার সঙ্গে দেখা কোচ্চে না। ফলে অনেক দিন থেকে তার আর কোন খবর পাই নে।" কমলাক্ষি দেলজান এই উত্তর করিলেন।

আমি বলিলাম, কে সে ব্যক্তি? তাঁর নাম কি, কোথায় থাকেন তিনি?

দেলজান বলিলেন, "সে স্ত্রীলোকটি দুর্ভাগা মুক্তারের স্ত্রী।"

'মুক্তারের স্ত্রী!' এ কথা শুনে আমি অমনি বলে উঠলেম, বটে! তাঁরে

যে আমি বেশ চিনি, তিনি আগরাতেই আছেন। তোমারে যে তিনি আদর কোরে বাড়ীতে রাখেন, এমন অবস্থা তাঁর শীঘ্রই হবে।

চারুলোচনা দেলজান বল্লেন, "সাদক! তুমি সে দুঃখিনী অবিরার এত খবর কোথা থেকে পেলে?"

সেই শোকাহত পরিবারগুলির সহিত যেরূপে আমার হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়, তাদের দুরবস্থা দেখে আমার অন্তঃকরণে যে প্রকার করুণার সঞ্চার হয়, তত্তাবৎ দেলজানকে সংক্ষেপে বোল্লেম।

দেলজান তাই শুনে, আমায় সাধুবাদ দিয়ে বল্লেন, "সাদক! তুমি অতি মহাশয় ব্যক্তি, তোমার চরিত্র অতি মহৎ। তুমি কি সেই অনাথা স্ত্রীলোকটিকে আশ্বস্ত কোরেছ? তুমি তার সাহায্য কোর্‌বে বলে স্বীকার কোরেছ কি? তা যদি কোরে থাক, তবে জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন, তোমার মানস সফল হবে, সেই করুণাময় অখিলনাথ তোমার মনস্কামনা, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোর্‌বেন।"

আমি বলিলাম, আহা দেলজান! আমার মনে কেবল একটিমাত্র বাসনা আছে, সেটি আমার বড় সাধের, বড় আদরের বাসনা। সে বাসনাটি আমার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা। করুণানিধি জগদীশ্বর যদি আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তবে তাঁর এ কৃপা আমি কখনই বিস্মৃত হব না। সুবদনে! আমি যে বাসনার প্রসঙ্গ কোল্লেম, আমার দেহ, মন ও প্রাণের সঙ্গে তার জন্ম হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে দিন দিন তার পরিবর্দ্ধনও হচ্চে।

দেলজান মস্তক অবনত কোল্লেন। তাঁর মনের ভাব উথলে উঠ্‌ল,—হৃদয়-বাঁধ ভেঙ্গে তার স্রোত চলিল, বিধুমুখী তা আট্‌কিয়ে রাখ্‌তে পাল্লেন না। তাঁর ঐ মনোবেগ সম্বরণের নিমিত্ত হাত দুখানি লম্বা কোরে ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। মুক্তারের স্ত্রীর অবস্থা স্মরণ কোরে শশিমুখীর চক্ষু দিয়ে দরদর কোরে জল পড়তে লাগলো।

তাঁরে দয়ায় আর্দ্র, পর দুঃখে দুঃখিত হতে দেখে আমি তাঁর ভাবে একেবারে মোহিত হয়ে গেলেম। কথায় কথায় রাত অনেক হয়ে গেল। চারুহাসিনী দেলজান যেমন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, ঐ কথা বোলে আমায় সতর্ক কোর্‌বেন, আমি অমনি আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে, নির্ভয়ে তাঁর জ্যোতিপ্রবাহিণী উজ্জ্বল কপোলে মনোরাগের সহিত চুম্বন কোল্লেম।

আমি বলিলাম, "কালরাত্রে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়ে, হয় ত সেই আমাদের শেষ দেখাসাক্ষাৎ হবে। দেলজান! আমার মুহুর্মুহু ভয় হচ্চে, না জানি বাদশাহ কতক্ষণে পরওয়ানা পাঠিয়ে দেন। রাজাজ্ঞা পেয়ে আর ত আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার্‌ব না।

প্রাণময়ী দেলজান ঐ কথা শুনে বল্লেন "আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। কাল রাত্রে আবার আমরা একত্র বসে কথাবার্ত্তা কব। তবে এখন তুমি বিদায় হও, নতুবা বেগম কি মনে কোর্‌বেন, আজ আমাদের এত দেরি হচ্চে দেখে হয় ত ভাব্‌বেন, তাঁর সঙ্গে কোন চাতুরি কোর্‌ব, তারি পরামর্শ কোচ্চি, এ সন্দেহ তিনি কোল্লেও কোত্তে পারেন। তবে এখন আমি উঠলেম, তুমি যে কথা স্বীকার কোরেছ, তা যেন মনে থাকে।" বেগমকে শোনাবার নিমিত্ত এই কথা গুলি দেলজান খুব বড় বড় কোরে বল্লেন। তার তাৎপর্য্য এই, আমরা কি বলাবলি কোচ্চি, তাই শোন্‌বার নিমিত্ত সাহাজাদী যদি আড়ে আবডালে লুকিয়ে থাকেন, তা হলে ঐ কথা গুলি তার কর্ণগোচর হবে।

বেগমের স্বভাব দেলজান বেশ জান্‌তেন বোধ হল, কেননা আমি ঘরে থেকে বেরিয়েই দরজার কাছে তাঁরে দেখ্‌তে পেলেম। আমারে দেখে, অপ্রস্তুতের মত হয়ে বল্লেন "রাত অনেক হয়েছে, দুই প্রহর ছাড়িয়ে গেছে, তাই মনে কোল্লেম, 'রাত ঢের হয়েছে', ঐ কথা বলে তোমায় সাবধান কোরে দেই, তাড়াতাড়ি বার কোরে দেবারও

চেষ্টা করি।” ঐ কথা বলে বেগম আমার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন, যেতে যেতে বোল্লেন, “দেলজান তার অভিপ্রায় তোমায় বোলেছেনি তার সন্দেহ নাই।” আমি বলিলাম হাঁ, তিনি তা বলেছেন। আমি বাদশাহের আদেশ লঙ্ঘন কোর্‌ব বটে, কিন্তু দেলজানের কথা নিষ্ফল হবে না।

বেগম বলিলেন, “সাদক! সেই কথাই ভাল। কালরাত্রে আবার ঐ বিষয়ের কথোপকথন হবে,—তুমি ত এ পথ চেন,দেখে চোলে যাও, তবে এসো গিয়ে, আমি বিদায় হলেম।” বেগমের গলার স্বরে যেন কিছু সন্দেহ সন্দেহ জ্ঞান হল, আমার ত ভারি ভয় হল, বড় দুর্ভাবনাতেই পোড়্‌লেম বেগম কি লুকিয়ে আমাদের কথোপকথন শুনেছেন? না আমার ভ্রম হল,—মনের অগোচর পাপ নাই—আমারা যে প্রবঞ্চনা কোর্ত্তে বোসেছি, সেইটিই কি মনে উদয় হয়ে, ভয়ে অনুভব কোচ্চি, বেগম আমাদের প্রতি সন্দেহ কোরেছেন? যাই হোক, যে পথ দিয়ে আমায় চলে যেতে বল্লেন, সে পথটি দেখে সন্দেহ না জন্মে গেল না,—আমার মনে ভারি খট্‌কা হল। অন্য অন্য দিন যে পথ দিয়ে যেতেম, এ—সে পথ নয়। তদ্ভিন্ন বৃদ্ধাকে ডাক্‌বার নিমিত্ত বেগম যে আজ করতালির শব্দ করেন নি, সিটিও আমি লক্ষ কোল্লেম। আজ তিনি স্বয়ং দ্বার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে বল্লেন “পথ ত তোমার জানাই আছে, তবে এস গিয়ে।” অদৃষ্টের বড় জোর তাই আমার সে পথ জানা ছিল না। আবার একেবারে চোটপায়ে চোলে না গিয়ে একটু থেমে থেমে চোল্‌ছিলেম, সিটিও আমার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। কেননা গোটা কয়েক ধাপ না পার হতেই মনুষ্যের গলার শব্দ শোনা গেল, তারা কখন ফিসফিস্, কখন বিড়্‌বিড় কোরে আপনাদের মধ্যে বলাবলি কোচ্ছিল, সেই অস্পষ্ট শব্দটি আমি স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেম। একটু থেমে কি ভাব্‌লেম, গাটা আমার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, অমনি

ফিল্লেম। বেগমের ঘরের অতি নিকটেই, অর্থাৎ তিনি আমায় সঙ্গে কোরে যে ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত স্থানে পৌঁছে দিছ্‌লেন, আমি ফিরে সেই স্থানে যাচ্ছিলেম, এমন সময় ক্যাঁ কোঁ শব্দ স্পষ্ট অনুভব কোল্লেম। বেগমের নিশ্চয়ই জানা ছিল, আজ একটা খুনখারাবৎ উপস্থিত হবে; সিঁড়ির উপর কাটাকাটি মারামারি হোচ্চে কি না, তাই শোন্‌বার নিমিত্তে চুপে চুপে ঘরের দরজাটি খুলে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে রাজবালা পুনরায় দরজাটি বন্ধ কোল্লেন, তারি শব্দ হলো। আমি এখন বিষম ফাঁফরে পোড়্‌লেম, এগুই কি পেছুই, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। আমার নিকটেই যে প্রতারণা ঘাটি আগ্‌লিয়ে আছে, সেটি প্রত্যক্ষ বোধ হল। এক্ষণে আমার চতুর্দ্দিক বিপদে ঘেরেছে, সে শঙ্কট থেকে যে উত্তীর্ণ হব, তার কোন আকার দেখি না। সেই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত স্থানটিতে একটি আল জ্বল ছিল, তার তেলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সুতরাং আলটি মিড়-মিড়ে হয়ে পড়েছে, তাতে কোরে উপকার হওয়া দূরে থাকুক; বরং আল আঁধারের দোষে, আমার ধাঁধা লেগে গেল। আমি ফুক্ক-কাণা হলেম, আমার যেন দিকভুল হতে লাগ্‌ল। তবে আমি নাকি রাজপুরীর মধ্যে অনেকদিনাবধি যাতায়াত কোচ্চি, পথ ঘাট ভাল রূপ জানা ছিল, তাই রক্ষা। আমার হটাৎ মনে পোড়্‌ল, যেখানে আলটি মিটমিট্‌ কোরে জ্বল ছিল, তার পাশেই, বেগমের ঘরের দরজায় নিকটেই একটি জানালা আছে, ঐ জানালার বার্‌দিকে আমখাসের উঠান। ঐ পথটিই এখন আমার পালাবার এক মাত্র অবলম্বন। তদ্ভিন্ন উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় ছিল না; এখন ভাব্‌তে লাগ্‌লেম জানালার কাছে যাই কেমন কোরে। আমার মনে বেশ সন্দেহ হল, বেগম এখনো পর্য্যন্ত কপাটের আড়ালে লুকিয়ে আছেন, কোথায় কোন গোল হচ্চে কি না তাই শুন্‌ছেন।

জানালার কাছে যেতে গেলেই তাঁর নজরে পোড়ে যাব, তা হলে আমায় আর ফিরে বাড়ী যেতে হবে না, প্রাণটি এই খানেই যাবে। যাতে বেগমের দৃষ্টিপথে না পড়ি তার উপায় কি? এতদ্ভিন্ন ঐ জান্‌লা বার মাস ত্রিশ দিন বন্ধই থাকে, কি রূপ কোরে তা খুল্‌তে হয়, কোথায় তার আগড়, কোথায় খিল, সে সকল সন্ধান আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি ত ভারি পেঁচে পোড়্‌লেম। কেমন করে প্রাণটা রক্ষা হবে, কতই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। এই ত ব্যাপার, বিপদের এক শেষ বল্লে হয়। কোথায় কি, কিছুই জানি নে, ঘোর দায় উপস্থিত। আঁধারে ঢিলমারার ন্যায় সকলি অনিশ্চিত। কিন্তু এত কঠিন ব্যাপারেও, এত সন্দেহের স্থলেও মনে বেশ সাহস হতে লাগল যে ঐ জানালা দিয়েই আমি প্রস্থান করবো, ঐ জানালা হতেই আমি উদ্ধারের পথ কোরে লব। সিঁড়ির নীচে যে সকল খুনে জটলা কোরে বসে আছে, তাদের হাত থেকে অনায়াসে পালিয়ে বাঁচ্‌তে পারব। তারা যে ছোরা উঁছিয়ে আছে, কাযদায় পেলেই অমনি বুকে বসিয়ে দেবে, দয়া করে ছেড়ে দেবে না, সেটি আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছিল।

পাঠক! কিঞ্চিৎ কালের জন্য আমায় বিস্মৃত হও, আমার নয়নের পুতল দেলজানের কি দুর্দ্দশা হল, তাই একবার মনে কর; আমার ত এই দশা হল, আমার দেলজানের দশা না জানি কি হয়েছে, তিনি এতক্ষণ আছেন কি নাই, তাই মনে কোরে আমি ব্যাকুল হলেম, পালাবার প্রতি আর আমার তাদৃশ যত্ন রহিল না। ভাবলেম, আমার প্রাণ যায় যাক, আমার প্রাণপ্রতিমা দেলজানের কোন মন্দ খবর না শুন্‌তে হয়, তা হলে আমি মরেও জীবন পেলেম জ্ঞান করব। একবার মনে কোল্লেম ফিরে বেগমের কাছে যাই, আমাদের মধ্যে যে সকল কথা হয়েছে তাঁকে গিয়ে সব বলি, আমি আর

দেলজান তাঁর পা দুখানি ধোরে কাঁদাকাটা করি, তাতে যদি দয়া করে আমাদের ছেড়ে দেন। এই কথা বল্‌ব, এখন আমরা আপনার শরণাগত হলেম, চাই মারুন, চাই রাখুন, আপনার যেমন অভিপ্রায় হয় করুন। আবার ভাব্‌লেম বেগমের কাছে কাঁদাকাটা কোরে লাভ কি। দয়া যে একটা কথা আছে, তা তিনি জানেন না। তবে আর তাঁর কাছে যেয়ে ফল কি? কোন ফলই নাই। যে, জোন্মে পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর, তার শরীরে যে দয়া হবে, তার চিহ্ন কি? বিশেষত রাজবালা এক্ষণে ক্রোধে ফেটে যাচ্চেন, আমরা যে তাঁর সঙ্গে ছলনা কর্‌বার চেষ্টা পেইছি, তাতে কোরেও আমাদের উপর তাঁর বিজাতীয় কোপ জন্মেছে। তা যা হোক্, আমার এক রকম কিছু না হয়ে গেলে, দেলজানের প্রতি যে তিনি আক্রোশ প্রকাশ কোরবেন, তা কখনই কোর্‌বেন না। এইরূপ সাত রকম ভেবে চিন্তে সেই অর্দ্ধ-নির্ব্বাণ প্রদীপটি হাতে কোরে নিলেম। বেগমের ঘরের দরজা তখন বন্ধ হয়েছে। প্রদীপটি হাতে কোরে লয়ে আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে এক ঝোঁকেই জানালার কাছে গেলেম। যেখানে যত বাঁধন ছিল, খুল্লেম; হাত তখন থর থর কোরে কাঁপচে, কপাট দুপাল বার্ দিকে ঠেলে দিয়ে খুলে ফেল্লেম। সেই সময় তাজা হাওয়া মুখে এসে লাগ্‌তে লাগ্‌ল, তাতে কোরে শরীরে অনেক বলও পেলেম। বাতাসের জোরে প্রদীপটি নিবে গেল, এখন ঘোর অন্ধকার, এই সময় বেগমের ঘরের দরজার ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ শুন্‌তে পেলেম। তাই শুনে আমার মহাপ্রাণি উড়ে গেল, ভয়ে আড়ষ্ট হতে লাগ্‌লেম। কি করি না করি, কি কোল্লে ভাল হয়, এখন আর সে সব বিবেচনার সময় নাই। আমি অমনি হামাগুড়ি দিয়ে জানালা গলে বারদিকে ঝুল্‌তে লাগলেম। জানালাটি যেমন ছোট তেমনি সরু। তার মধ্য দিয়ে গলে যেতে অল্প কষ্ট হয়নি। চৌকাট ধরে লহমাকালমাত্র ঝুলে ছিলেম। তার পরেই হাত ছেড়ে

দিয়ে টিপকরে উঠানে গিয়ে পোড়্‌লেম। যেখান থেকে পোড়্‌লেম, সে স্থান বড় উচ্চ নয়, অতি সামান্য উচ্চ বল্লেই হয়। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি ফের, পোড়্‌লেম ত একটা বৃহৎ, আবড়োখাবড়ো পাথরের উপরেই পোড়্‌লেম। ভারি চোট খেলেম, পায়ের সন্ধিস্থানটি মচ্‌কে গেল। স্থানটা ছড়েও গেল। আমি এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে উঠান পার হয়ে আপনার ঘরে গেলেম, গেলেম বটে কিন্তু ভারি কষ্ট হল। দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতে দেখলেম, সামনের বাড়ীতে কারা আলো লয়ে এদিক সেদিক কোরে ফিচ্চে। যে জানালা দিয়ে আমি প্রস্থান কোরেছি, তার কবাট দুবাল ধড়াস কোরে পড়ে বন্ধ হল শুন্‌তে পেলেম। কেহ কারো জব্দ কর্‌বার, কি প্রতিফল দেবার আশা কোরে, সে আশা সফল না হলে, সে যেমন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে, কেউটে সাপের মত ফুল্‌তে থাকে, তার আর দিগ্‌ বিদিগ্‌ জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ ঘোর প্রচণ্ড ক্রোধবেগে কেহ যেন সেই জানালাটি রুদ্ধ কল্লে, শব্দ শুনে এইরূপ বোধ হল।

কি বাঁচাই বেঁচেগেলম, কি পরিত্রাণই হল! কোন অপরাধ নাই, অথচ একটি, রাগোন্মত্ত, ক্রোধান্ধ নারীর কোপে পড়ে প্রাণটা যাচ্ছিল আর কি!! তা ত যা হবার তা হয়েছে, সম্প্রতি আমার একি দুর্দ্দশা হল। বিধাতা আমায় কি বিড়ম্বনায় ফেল্লেন! চল্‌বার শক্তি নাই, খোঁড়া হয়ে পোড়েছি। না আজ রাত্রে পিতার কাছেই যেতে পারব, না কাল প্রাতে অধীশ্বরের সম্মুখে হাজির হতে পার্‌ব। এ বিপদ কেমন করে ঘট্‌ল জিজ্ঞাসা কোল্লে কি উত্তর কোর্‌ব? কি বলেই বা বোঝাব? কোঁচের উপর গিয়ে শোব, তার উদ্যোগ কোচ্ছি, এমন সময় চেয়ে দেখি পেসকবজ নেই। আমি যখন জানালা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ি,সেই সময় বোধ হয় কোমর থেকে খসে পড়ে গেছে। তা যদি হয়, তবে কাল প্রাতেই তা পাওয়া

যাবে, এইটি মনে করে আমি আর তার জন্য উৎকণ্ঠিত হলেম না। এখন দেলজানের অদৃষ্ট মনে হয়ে, তাঁর চিন্তা আমার অন্তঃকরণে এসে চেপে বস্‌ল, বোধ হল, কেহ যেন আমার অন্তরে পাথর চাপিয়ে দিলে, এমনি দুর্ভার জ্ঞান হতে লাগ্‌ল। আমার ত যাহোক কোন রূপে পরিত্রাণ হল, দেলজানের নিস্তারের পথ নাই, তিনি আর বেগমের কোপ থেকে বাঁচ্‌তে পাব্‌বেন না। কুকথা তুলে দিয়ে দশজনের কাছে তাঁর অখ্যাতি কোরে বেড়াবেন, আমার সঙ্গে যোগ করে সে তাঁর সঙ্গে দাগাবাজি কোরেছে, এই কথা বলে রাগও প্রকাশ কোর্‌বেন।

আজ আমরা বেপরোয়া হয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেম, সিটি করা ভাল হয় নি। নিতান্তই পাগলামি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজপুরীর প্রাচীরগুলিরও কাণ আছে, বিশেষত আমাদের চারিদিকে শত্রু বেড়ে আছে, চারিদিকে চর ফিরে বেড়াচ্চে, এসকল জেনেও আমরা সাবধান হই নি, কেউ যে শুন্‌বে, সে ভয় না কোরে, নির্ভয়ে, নির্ভাবনায়, কথা বার্ত্তা কইতে ছিলেম। আমার বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শিকা, সেই বৃদ্ধার দশা কি হল! সে কোথায় গেল! তারে কেন সেখান থেকে তফাৎ কোল্লে? আমরা যে তাঁর সঙ্গে চাতুরী কোরেছি, রাজবালা তা কি কোরে জান্‌তে পাল্লেন? কে তাঁর চোক ফুটিয়ে দিলে? আমি যে অসম সাহস কোরে রাজপুরীর মধ্যে যাতায়াত কোল্লেম, তারি বা কি ফল হল? মনে মনে এই সকল আন্দোলন কোরে, মহা অসুখী হলেম, বাকী রাতটুকু কেবল বসে কাটালেম। একে ত ঐ চিন্তা, তার উপর আবার আহত পায়ের অসহ্য যাতনা, এই দুই কারণে স্পষ্ট জ্বর উপস্থিত হল, তার এত তেজ, যে চিকিৎসা ভিন্ন শান্তিলাভ কোত্তে পাল্লেম না।

বাকী যে কয়েক ঘণ্টা রাত ছিল, এমনি বিরক্ত বোধ হল, বিবেচনা কোল্লেম আর বুঝি প্রভাত হবে না। অবশেষে মৃদু মৃদু আলোর অস্পষ্ট

রেখা জানালার ছিদ্র দিয়ে দেখা যেতে লাগ্‌ল। আমি অমনি উঠে বোস্‌লেম, সলিমানকে ডাকবার উদ্যোগ কোল্লেম। কিন্তু চেয়ে দেখি যে, আমার পা বে-আড়া ফুলে পোড়েছে, বেদনাও এত হয়েছে, আমি দুপা চোলে গিয়ে যে সলিমানকে ডাকব, সে ক্ষমতা ছিল না, তারে ডাকা হল না। আমি এখন নিরুপায় হয়ে পোড়লেম, ভাব্‌লেম, সলিমান যে সময় এসে থাকে, সে সেই সময় আস্‌বে, তাই ভেবে কোঁচের উপর পোড়ে রইলেম।

বেলা ক্রমে বেড়ে গেল, রৌদ্রের তেজ দেখে বোধ হল আমার উঠবার সময় অনেকক্ষণ অতীত হয়েছে, কিন্তু সলিমান এখনো এলো না। বিবেচনা কোল্লেম বেটা আজ ভারি ঘুমচ্চে। বেলা ক্রমে অধিক হোল, ঘরের মধ্যে রৌদ্রের তেজ অগ্নির ন্যায় বোধ হতে লাগ্‌ল, তথাচ সলিমানের সঙ্গে দেখা নাই। আমার সন্দেহ হল, মনে কোল্লেম অবশ্যই তার মৃত্যু হয়েছে, নচেৎ এখনও আশ্চে না কেন? আবার ভাব্‌লেম, ভাল, সেই যেন মরেছে, আমার চোপদার, জমাদার, হরকরা, ধাউড়ে, তারা সব কোথায়, তারাই বা আশ্চে না কেন? আর কোন কারণেই না হোক, আমার কি হল, আমি আছি কি মরেছি, একবার ত এসে তাদের দেখে যাওয়াও উচিত। কই! কেউ কোথাও নাই যে! সূর্য্যোদয়ের পর, অন্যূন দু ঘণ্টা পর্য্যন্ত, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, কি করি, কোঁচের উপর পড়েই আছি। ভারি জ্বর, ভারি দাহ, গায়ের আগুণে সিদ্ধ হোচ্চি, গাত্রদাহে অস্থির হয়ে এপাশ ওপাশ কোচ্চি, কিছুতেই স্বয়াস্তি পাচ্চিনে। বেদনার যাতনায় এক একবার চীৎকার কোরে উঠ্‌ছি, না কেউ খবর করে, না কেউ একবার উঁকি মেরে দেখে। কতক্ষণের পর ধূর্ত্ত সলিমান এসে দর্শন দিলে, সে যেমন দরজাটি ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরবে, আমি অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বস্‌লেম, মনে যত রাগ ছিল, তার উপর ঝাড়্‌তে আরম্ভ কোল্লেম,

বে-আড়া গাল্ দিতে লাগ্‌লেম। সলিমান পুরাতন পাপী, বহুকালাবধি রাজবাটীর ভৃত্য, রাজারাজড়াদিগের সংসর্গে বাস কোরে তাঁদের স্বভাব চরিত্র ভালরূপ অবগত আছে। সে বিষয়ে সলিমান একজন প্রকৃত ওস্তাদ। সে অধোবদনে, নীরব হয়ে, এক মন এক চিত্তে, আমার ক্রোধবাক্য গুলি সমুদায় শুন্‌লে, না রাম না গঙ্গা, কোন কথাই কইলে না। আমি যখন ক্ষান্ত হলেম, সলিমান আহ্লাদে আস্ফালন কোরে, উঠে দাঁড়াল। যে সকল ধূর্ত্ত ফকীর, লোক ঠকিয়ে বেড়ায়, ভণ্ডামি কোরে কোরে যাদের হাড় পেকে গেছে, অথবা প্রবঞ্চনা করা যাদের সিদ্ধবিদ্যা, সলিমান তাদের ন্যায় ভঙ্গী কোরে, দেবচক্ষুর ন্যায় দুই চোক আকাশে তুলে, ঊর্দ্ধবাহুর মত হাত দুখানি উপরে উঠিয়ে, চীৎকার শব্দে বোল্লে, "হে জগদীশ্বর! তুমিই সত্য, তুমিই ধন্য, তোমার মহিমা বাড়ুক।"

আমি রেগে লাল হযে বোল্লেম, তোরে এ ভাঁড়ামি কোত্তে কে বোল্লে? তুই এখন চুপ কোরে থাক। বজ্জাৎ বেটা, তোর আজ আস্‌তে এত দেরি হয়েছে কেন, এ কথার জবাব কর্।

"ধর্ম্মাবতার! আপনার সঙ্গে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হবে, এ যদি আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম, তবে, এখন কি, তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে এসে হাজির হোতেম।" সলিমান এই উত্তর কোল্লে।

আমি বলিলাম, বেটা! কি বল্লি? পুনরায় সাক্ষাৎ! কেন! ও কথা কেন বল্লি? আমায় খুলে বল্।

"হুজুর! কাল রাত্রে শুন্‌লেম, আমায় কেউ বোল্লে, আপনি অতি নির্দ্দয় রূপে খুন হয়েছেন।"

আমি ঐ কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বোল্লেম, বটে! সত্যি নাকি, তোরে এ কথা কে বল্লে? না, যা মনে এলো তাই বল্লি? বিলম্ব হয়েছে বোলে,

তাই একটা মিথ্যা ওজর কোরে দোষ কাটাচ্ছিস্ বুঝি ? তুই বেটা ভারি হারামজাদা।

"না, না, ধর্ম্মাবতার ! তা নয়, মিথ্যা কেন হবে, আর কি কোন ওজর ছিল না, এমন ওজর কেন কোরব। কাল তামাম রাত কেবল কেঁদে পুইয়েছি। আমায় বোল্লে, আপনার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়েছে। যার মুখে শুন্লেম, সে যে মিথ্যা বল্বে, তা কখনই নয়, আমি তার কথার প্রতি মুহূর্ত্ত কালও সন্দেহ কোত্তে পারিনে।"

আমি বলিলাম, কে তোরে একথা বল্লে ? কে সে ব্যক্তি, বল ?

"ধর্ম্মাবতার ! আমি একটি আত্মীয়ের বাড়ী হয়ে, ফিরে ঘরে যাচ্চি, পথে জীনার সঙ্গে দেখা, জীনাকে আপনি বেশ জানেন, আপনার সাম্নেই ঐ অন্দর মহলে সে থাকে।"

হাঁ ! এই শব্দ কোরে, বোল্লেম, সলিমান ! সে তত রাত্রে ও গলিতে কেন গিছ্ল ?

সলিমান বলিল, "সে বড় দুঃখের কথা, অনেক কথার কথা সে। বেগম তারে যত পেরেছেন, মুখে তাঁর যত এসেছে, গালাগালি কোরেছেন, শেষে তারে মেরে বেদম কোরে বাড়ীথেকে বার কোরে দিয়েছেন। অপরাধের মধ্যে এই, সে টাকা খেয়ে আপনারে সঙ্গে কোরে রমীনারার ঘরে লয়ে গিছ্ল। সে এই কথা বল্লে, আপনি নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন। কারণ বেগম দুজন খোজাকে সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে থাক্তে বলেন, আপনি যেমন নেবে যাবেন, অমনি যেন বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়। জীনা বোল্লে, সে এ কথা স্বকর্ণে শুনেছে। তার পর এ কথাও বোল্লে, তাঁর আর বাঁচ্বার কোন উপায় নাই। ঐ সিঁড়িদিয়ে তাঁকে যেতেই হবে, বিশেষত তিনি ত জানেন না যে বেগম তলে তলে এত কাণ্ড কোরেছে, সুতরাং তাঁর আর কোনমতেই রক্ষা নাই। কি যদি তিনি জান্তেও পাত্তেন যে,

বেগম এই কারখানা কোরেছে, তা হলেও তাঁর নিস্তার ছিল না, কেননা আর ত পথ নেই যে পালাবেন। তদ্ভিন্ন ঐ স্থবিরা আরো বল্লে 'তোমার মুনিব ও দেলজান বড় অসাবধানী। তাঁরা বেহুঁস, বেখবর হয়ে, বড় বড় কোরে কথা কচ্ছিলেন, বেগম তা শুন্‌তে পেয়েছেন। তার প্রমাণ এই। তাঁরা কেবল গিয়ে বসেছেন, কথাবার্ত্তাও চলেচে, এমন সময় বেগম ব্যাঘ্রবাঘিনীর মত ফুল্‌তে ফুল্‌তে, ধেয়ে আমার কাছে এসেছে। বেগমের আস্ফালন, তাঁর হাত নাড়া, তাঁর চোক মুখ ঘুরণী দেখে, আমি তখনি বুঝেছি কাজ পেকে উঠেছে। আমি তখন বোসে আছি, আবার কখন তলব হবে তাই ভাবছি। সাহাজাদি এসেই বাবু বাবু কোরে ডাক্‌লেন, খোজা এসে হাজির হল, তারে বল্লেন, মার বেটীকে, আচ্ছা কোরে চাব্‌কিয়ে দে। বাবু খোজা যত পাল্লে, আমায় নির্দ্দয় মাল্লে; হাতে, মুখে, চোকে, যেখানে পেলে, পটাপট্‌ চাব্‌কাতে লাগ্‌ল। বেগম সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। আমি কত কেঁদে কোকিয়ে তাঁর পায় ধোল্লেম, তিনি তা ভ্রূক্ষেপও কোল্লেন না। তাঁর মুখে অন্য কথা ছিল না, কেবল বিশ্বাসঘাতিনী বিশ্বাসঘাতিনী কোচ্ছিলেন। তাঁর ভগ্নী রসীনারার ঘরে সাদককে লয়ে গিছ্‌লেম, সেই জন্যে আমি তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছি। আচ্ছা কোরে মেরে থেতলিয়ে, শেষে হুকুম কোল্লেন 'বেটীকে গলাধাক্কা দিতে দিতে বার কোরে দে, গলীপথে ছেড়ে দিয়ে আয়।' আমায় যখন বার কোরে দেয়, আমি শুন্‌লেম বেগম বাবু খোজাকে এই হুকুম কোল্লেন, 'তোর ভাইকে ডেকে আন, খবরদার দেরি না হয়, তারে শীঘ্র ডেকে আন। বেইমান বজ্জাৎ সাদকের নিমিত্ত তোরা ছোরা লয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক, সে যেমন নেবে যাবে, ঐ ছোরা অমনি তার বুকে বসিয়ে দিবি, সে যেন প্রাণ লয়ে ঘরে ফিরে না যেতে পারে। খবরদার, দেখিস, আমি এই হুকুম কোচ্চি, মনে

থাকে যেন!' জীনা এই কথা বোলে বোল্লে, 'সলিমান! তুমি নিশ্চয় জেনো, সাদক নাই, তিনি এতক্ষণ মৃতের দলে মিশে গেছেন।' হতভাগিনী জীনার দুরবস্থা দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হতে লাগ্‌ল, আমি তারে সঙ্গে কোরে সেই রাত্রে স্ত্রীর কাছে লয়ে, তার হাতে হাতে সমর্পণ কোল্লেম। আমার স্ত্রী বড় মায়াশীলা, সে ঐ রাত্রে নানা প্রকার সেবাশুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌ল, আমি ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম। আমার শরীরটে বড় স্বচ্ছন্দ ছিল না, ভারি ক্লান্ত হয়েছিলেম। শয়ন কোল্লেম বটে, কিন্তু নিদ্রা কারে বলে, তার নামও একবার মনে উদয় হল না। ধর্ম্মাবতার! আমি কেবল আপনার অকাল-মৃত্যুর বিষয় ভাবতে লাগ্‌লেম। প্রাণটা থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আজ সকালে সকালে উঠে এদিক ওদিক কোরে বেড়াচ্ছি, মনে কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসে উপস্থিত হলেম. কেন যে এদিকে এলেম, তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু হুজুর! আপনাকে যথার্থই বোল্‌ছি, আমার মনে বড় বিস্ময় জন্মেছে, কিন্তু তেমনি আবার খুসীও হয়েছি। আপনি অতি আশ্চর্য্য বাঁচা বেঁচেছেন, জগদীশ্বর আপনাকে স্বয়ং রক্ষা কোরেছেন। তাঁর অপার করুণা মনে করে আমার অন্তঃকরণ তাঁর ভাবে মগ্ন হচ্চে, আমি আল্লার নামে আর একটিবার সাধুবাদ দেই, আমি তা না দিয়ে ক্ষান্ত হতে পাচ্চিনে, আল্লা! তুমি সত্য! তুমি ধন্য! তোমার কুদ্‌রত্ বাড়ুক, তোমার কেরদানি সকলে জানুক!" এই বলে সলিমান পুনরায় চীৎকার কোরে উঠ্‌ল।

সলিমান এত উল্লাস প্রকাশ কোত্তে লাগল, তা দেখে আমি আর তার উপর রাগত কি বিরক্ত হতে পাল্লেম না। গত রাত্রে যা যা ঘটেছিল, সলিমানকে অল্পের মধ্যে সে সকল বৃত্তান্ত বোলে, বল্লেম 'তুই এখন ছোরাখানা তল্লাস করে নিয়ে আয়, যা দেখ্‌গে, যেখানথেকে আমি

লাফিয়ে পোড়েছিলেম, হয় ত সেই জানালার নীচে,উঠানে পড়ে আছে। সলিমান ঐ কথা শুনে চলে গেল। কিন্তু আবার তখনি ফিরে এসে আমায় বল্লে, " অনেক তল্লাস কোল্লেম, কিন্তু পাওয়া গেল না, আমার পরিশ্রমই বৃথা হল।" আমি আর সে বিষয়ের কোন উচ্চবাচ্য না কোরে,তারে বল্লেম, তুই শীঘ্র একজন হাকিম ডেকে আন,আমার পায়ের বেদনা বড় বেড়েছে, অসহ্য হয়েছে, আমি আর যাতনা বরদাস্ত কোত্তে পাচ্চি নে ; জ্বরও ক্রমিক বৃদ্ধি হচ্চে, তুই শীঘ্র যা, হাকিম খামুসাকে ডেকে নিয়ে আয়। সলিমান তখন ঘরের বার হতে পারে নি, আবার তারে ডেকে বল্লেম, লেখবার সরঞ্জাম এনে দে, আর একজন হরকরা যেন দরজায় খাড়া থাকে, যখন যে দরকার হবে, সে তার আঞ্জাম কোরবে। যত সংক্ষেপে পাল্লেম, পিতাকে এই মর্ম্মে লিখে জানালেম, "হঠাৎ একটা দৈব ব্যাঘাত ঘটাতে, গত রাত্রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পারি নাই, আপাতত জ্বরে ও বেদনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি, চিকিৎসা ভিন্ন আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমখাসে হাজির হতে পাল্লেম না, আমার হয়ে বাদশাহের নিকট অনুগ্রহ কোরে মাপ চাইবেন।" এই কটি কথা লিখে পত্র সমাপ্ত কল্লেন। পত্রখানি রওনা কোরে দিয়ে, সলিমান হাকিম খামুসাকে সঙ্গে কোরে কতক্ষণে ফিরে আস্‌বে, এখন বসে তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, ব্যস্তও হতে লাগ্‌লেম। হাকিম খামুসা চিকিৎসাবিদ্যায় অতি সুপণ্ডিত, তাঁর হাতে আমি সত্বর আরোগ্য হব, সে প্রত্যাশা বেশ ছিল।

একটু পরে হাকিম উপস্থিত হলেন, পায়ের সন্ধিস্থলটি (গুল্ফ) বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেন,দেখে বল্লেন,"পায়ের অবস্থা অতি ভয়ানক, অন্যূন দেড় মাস বিছানায় পোড়ে থাকতে হবে, যারপর নাই অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, সেবাশুশ্রূষা করা আবশ্যক।" ঐ কথা বলে আবার বল্লেন, ভয় নাই, আপনি নিঃসন্দেহ আরোগ্য হবেন। প্রতিকারের কথা

শুনে আমার অনেক সাহস হল। কিন্তু আমার জ্বর দেখে হাকিমের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বল্লেন, আমার এ জ্বর, পায়ের অপেক্ষা আরো ভয়ানক। জিহ্বার অবস্থা, নাড়ীর বেগ দেখে পূর্ব্বেই স্থির কোল্লেন, আমায় দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী হয়ে রোগভোগ কোত্তে হবে। কি ভজকটতেই পোড়্লেম—এখন আমার উপর সকলের দৃষ্টি, বাদশাহ আমার মুখ চেয়ে আছেন, আমার সাহায্য তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, আমার প্রভূত যত্নের উপর পিতার জীবন অবলম্বন কোচ্চে, এমন গুরুতর সময়ে হাকিমের ঐ কথাগুলি কদাচ সুখকর হবার নহে। বরং তা শুনে অন্তঃকরণে কত প্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হতে লাগ্ল, তাতে কোরে আমার রোগের দমন হওয়া দূরে থাক, বরং বৃদ্ধি হবারি সম্ভাবনা হল।

হাকিম খামুসা প্রতিশ্রুত হয়ে বল্লেন, আমার ভয়ানক অবস্থার বিষয় মোগলরাজকে জ্ঞাপন করিবেন, তা হলে আর কোন চিন্তা নাই, সিটি সপ্রমাণ হবে। আরো বল্লেন, আমার যাতে সত্বর আরোগ্য লাভ হয়, তার জন্যে তিনি বিদ্যা বুদ্ধি কি যত্নের ত্রুটি কোর্বেন না, কিন্তু তাঁর ও কথায় আমি তৃপ্ত হলেম না, আমার চক্ষের উপর যে অনর্থপাতের সম্ভাবনা হয়ে আছে, তাই স্মরণ কোরে, ভারি উদ্‌বিগ্ন হতে লাগ্‌লেম।

আমার একটু ঘুম, স্পষ্ট ঘুম নয়, তন্দ্রার ন্যায় গোলমেলে রকম একটু নিদ্রার আবেশ হয়েছিল, তাতে কোরে শরীরে কতক আরামও পেয়েছিলেম, এমন সময় ধড়াস কোরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল, সেই গোলে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি পিতা দাঁড়িয়ে, কতক আশাভঙ্গ হবার হুতাসে, কতক বা দেকসেক হয়ে, মুখখানি আঁধার কোরে আছেন। পিতারে অতিশয় ম্লান, অতিশয় বিষণ্ণ দেখ্‌লেম। মহা উৎকণ্ঠিত হয়ে পালঙ্কের এক পাশে এসে বোস্‌লেন। আমার পানে চেয়ে বোল্লেন, "সাদক! এ সকল কি কারখানা? কেন তুমি আপনার

কর্ম্মে ঔদাস্য কোল্লে? কি ভাব তোমার? রে অকৃতজ্ঞ বালক! ওঠ্, আলস্য ঝেড়ে ফেল্, আমি যা বলি তা শোন্।” আমি ওঠবার চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু পাল্লেম না। উঠ্‌তে গিয়ে বোধ হল সমস্ত সংসার যেন ফোঁস ফোঁস শব্দ কোরে আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্চে। কত আলাৎ পালাৎ বক্‌তে লাগ্‌লেম; দুই চোক কট্‌মট কোরে পিতার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেম, মুখে কেবল থেকে থেকে ‘দেলজান দেলজান’ কোচ্ছিলেম। উন্মাদের ন্যায় বলবান হোয়ে পিতার একখান হাত ঝাপ্‌টে ধোল্লেম। জ্বরের যাতনায় কখন চীৎকার কোচ্চি, কখন বা বিড়বিড় কোরে কত বিস্তুলের কথা বল্‌ছি, আর নিরবচ্ছিন্ন ছট্‌ফট্ কোচ্চি। এই সকল বিভীষিকে দেখাচ্চি, এমন সময় হাকিম এসে উপস্থিত। তিনি আফিন ব্যবস্থা কোল্লেন, তাতে কোরে আমি অনেক সুস্থ ও সুস্থির হলেম। একটু পরেই গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়্‌লেম, কিন্তু বেদনার যাতনায় তখনি আবার চেতনা হল। নিদ্রা হল বটে, কিন্তু তৃপ্তি কি স্বয়াস্তি বোধ হল না। ঘুমভেঙ্গে দেখি, আমি একেলা আছি, পিতা চলে গেছেন। তাঁর মনে অবশ্যই বিশ্বাস হয়ে থাকবে যে, আমি যথার্থই পীড়িত, তাই তিনি হাকিমের হস্তে আমায় সমর্পণ কোরে বাড়ী চলে গেছেন। হাকিম আমার জ্বর খাট করবার জন্যে, দিন রাত উঠেপড়ে লাগ্‌লেন, সময় অসময় বিবেচনা ছিল না, যখনি দরকার হয়েছে, তখনি এসে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা কোরেছেন, কোন রকমে কোন বিষয়ের ত্রুটি করেন নি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"প্রণয় কি জোরের কাজ?"

ঐ দুর্ঘটনার তৃতীয় দিবসে, জ্বরের তেজ অনেক লাঘব হয়ে এল। পিতা আমায় দেখে যাবার পর, সবে আজ আমি একটু উপশম পেয়ে সহজ মানুষের মত কথাবার্ত্তা কইতে পাচ্চি। এর পূর্ব্বে আমার জ্ঞান চৈতন্যও ছিল না, শরীরের গ্লানিও যায় নি। হাকিমের চিকিৎসার প্রভাবে, পায়ের ফুলও অনেক কমে এসেছে, বেদনারও অনেক প্রতিকার হয়েছে। প্রতিকার হয়েও তবু আমি এত দুর্ব্বল, হাত একখানি উঠিয়ে যে মুখের কাছে লয়ে যাব, সে ক্ষমতা ছিল না। হাকিমের আসা যাওয়া, কি সেবাশুশ্রূষার জন্য লোকজনের প্রয়োজন, সে সকল যেমন, তেমনিই ছিল, প্রতিনিয়ত এক ভাবেই চল্‌তে লাগ্‌ল।

সলিমান মনে মনে আমায় যেরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা কত্তো, সেটি এইবার প্রকাশ পেলে। আমায় ফেলে সে তিলার্দ্ধও কোথাও যেত না। পালঙ্কের এক পাশে বসেই আছে, কখন গায় হাত বুলচ্চে, কখন বাতাস কোচ্চে, কখন পা দাব্‌চে, তাতে তার বিরক্তি ছিল না। তবে আমার যখন একটু ঘুমের আবেশ হত, সে সেই অবকাশে একটু এ দিক সেদিক ফিরেঘুরে আস্‌ত, কি তখন খেতে যেতো, কি হাত পা ধুতে যেতো, নচেৎ এক পাও নড়িত না। যে দিন আমার একটু জ্ঞানের উদ্রেক হল, ঐ দিন প্রাতে এক খানি চিঠী এসে ছিল, প্রভুবৎসল সলিমান সে চিঠীও দেখায় নি, মুখেও সে কথা আমায় জানায় নি। তার মনে এই ভয় হল, কি জানি, পত্রের মর্ম্মাবগত হয়ে পাছে উৎকণ্ঠিত হই, তা হলে ত আরোগ্যের পক্ষে ভারি ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এই ভেবে সে পত্র খানি দেবে রেখেছিল।

এখন আমি একটু সবল হয়েছি, তাই দেখে সলিমান সেই চিঠিখানি এনে আমার হাতের উপর ধোরে দিলে। পত্রখানি খুলে পড়ে দেখি, অন্য কোন বিষয় নয়, ইয়ার মহম্মদ যে পূর্ব্বে অঙ্গীকার করে ছিল, তাই সে কতকগুলি কবিত রচনা কোরে পাঠিয়েছে। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হয়েছি বটে, কিন্তু এখনও খুব ক্ষীণ, খুব দুর্ব্বল আছি, কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট কোত্তে পারিনে, বিরক্ত বোধ হয়। একটু যদি পড়ি, কি যদি উপরোপরি দুই কথা কই, অমনি অন্ধকার দেখি, মাথা যেন ঘুরে পড়ে। এ অবস্থায় আমি যে, কবিদিগের অদ্ভুত কল্পনার ভাব তরঙ্গের মর্ম্মাবগত হই, আমার সে সাধ্য ছিল না। ততদূর সমাধান এখনও হয়নি। আমি পত্রখানি হাতে কোরে লয়ে, একবার একটু তাতে চোক বুলিয়ে, যেমন এক পাশে ফেলে রাখব, এমন সময় চেয়ে দেখি কবিতাগুলির সব শেষে কয়েক পাঁতি গদ্যে লেখা রয়েছে। সে লেখা এই,

"আপনার মনের বাসনানুরূপ গোলাবের অঙ্কুর উত্তপ্ত টবে থেকে, তার কান্তি দিন দিন মলিন হোচ্ছিল, এক্ষণে আমাদের সন্তোষ উদ্যানে স্থানান্তর হইবায়, সে পুনরায় নবীন তেজ, নবীন মূর্ত্তি ধারণ কোরেছে।" বালক কোন্ বিষয় লক্ষ্য কোরে এই কথাগুলি লিখেছে? দেলজানের আর একটি নাম গোলাব, গোলাব কি মুক্তারখাঁর স্ত্রীর গৃহে অবস্থিতি কোচ্চেন? বালক কি সেই আভাস দিয়ে লিখেছে? তাই হবে, বরকন্দাজখাঁর কুৎসিত অন্তঃপুর উত্তপ্ত টবের সঙ্গে, আর তার মাতার গৃহ সন্তোষ রূপ উদ্যানের সহিত তুলনা দিয়েছে। আমার এই অনুমান ঠিক হল কি না, তাই জান্‌বার নিমিত্ত সলিমানকে তখনি পাঠালেম। তারে বিশেষ রূপে সতর্ক কোরে দিলেম, সে যেন সহসা অবিরার অন্তঃপুরে প্রবেশ না করে, বরং তারে বলে দিলেম যে, জীনার দ্বারা সন্ধান জেনে আমায় এসে বলে। এই কথা বলে তারে কেবল বিদায় কোরে দিইছি,

সে তখন ঘরের বার হয়েছে কি না সন্দেহ, এমন সময় পিতা এসে উপস্থিত।

বাবা বলিলেন, মাহেব ! তুমি পাপিষ্ঠ হয়েছ যথার্থ, তা না বল্‌তে পারিনে, কিন্তু তোমার উপরে আমাদের কত আশা ভরসা রয়েছে, তা জেনেও তুমি তোমার জীবনের প্রতি যত্ন করো নি, এ একটি মহা পাপ বল্‌তে হবে। বিশেষত গুরু লোকের কথা অবহেলা কোল্লে, অনেক কষ্ট পেতে হয়, অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল ধরাই আছে, সেই পাপেই তোমার এত শাস্তি হল। তা ভালই হয়েছে, যেমন কর্ম্ম, তার মত ফল হাতে হাতে পেলে। আমরা তোমায় মানুষমনুষ কোল্লেম, লেখাপড়া শেখালেম, বড় পায়ার চাকুরি নিয়ে দিলেম, তার কি এই দক্ষিণে ! আমাদের একটা কথাও রক্ষা কোল্লে না—এই কি তোমার ধর্ম্ম ! আমি কি পূর্ব্বে তোমায় সাবধান কোরে দিই নি, না তোমায় নিষেধ করিনি আমি যে তোমায় কতবার বারণ কোরে দিইছি যে, যবনের স্ত্রীলোকদের কোন কথায় তুমি থেকো না, তাদের ছায়াও মাড়িও না। তথাচ সে কথা তুমি শুন্‌লে না. এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার কেন হল ? আপনার দোষ কেউ দেখ্‌তে পায় না, তোমার অপরাধ কি !

আমি বলিলাম, কি জ্বালা ! তবে কি সর্ব্বত্রে জানাজানি হয়ে গেছে ? আমার সম্বন্ধে যা যা ঘটেছে, সে সকল কি প্রকাশ হয়ে পড়েছে ? কে তা এর মধ্যে ঢোল মেরে দিলে ?

পিতা বলিলেন, "তা কি কারো জান্তে আর বাকি আছে ? হাটের দোরে কবাট কি ! বরকতাজখাঁ বেগমের সহায় পেয়ে বাদশাহের নিকট সরাসর এই দরখাস্ত কোরেছে যে খুন করবার অভিপ্রায়ে তুমি তার অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ কোরেছ. সত্যি মিথ্যা ওই দেখুন আমারা তা ছোঁয়া কোরে রেখেছি। হয় সিড়ির উপর, নয় স্ত্রীলোকেরা

যেখানে বসে, তারি কোন স্থানে ঐ ছোরা পোড়েছিল, তারা তা কুড়িয়ে পেয়েছে।"

আমি বলিলাম, বেগম হদ্দমুদ্দ পাজী, বেটী বজ্জাতের এক শেষ। কেবল আকারটি তার মানুষের মত, নচেৎ সে একটি ডাকিনী! ডাইনী সে! সেই ত আমায় ফুসলিয়ে নিয়ে যায়। আমি ত আগে যেতেই চাই নি, বেগমি ত আমায় মজালে, সে আপনিই লোক পাঠ্যে ডেকে নিয়ে যায়। আপনি যা শুনেছেন, সে সকলি মিথ্যা, বেগমও তা মনে মনে বেশ জানে। এই কথা কয়ে যা যা ঘটেছিল, বাবাকে সব বোল্লেম, শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বাবা! যা হবার তা ত হয়ে গেছে, এক্ষণে উপায় কি? আপনার যুক্তিতে যা ভাল হয় বলুন।

বাবা বলিলেন। তোমার মুখে যা শুন্‌লেম, সেইটিই ঘটেছে সত্য, আমারও মনে তা লয়। কিন্তু বেগম তোমায় ফাঁসাবার নিমিত্ত, তার নচ্ছার কৌশল জালে তোমার চারিদিক বেড় দিয়েছে, তুমি কি এখনও তা জান্তে পারো নি? বেগমি যে নষ্টের গোড়া, তারি কথা ক্রমে তুমি যে অন্দরে গেছিলে, এ কথা কিন্তু বাদশাহের কাছে বল্‌তে তোমার সাহস হবে না, বেগমও তা মনে মনে বেশ জেনেছে, তদ্ভিন্ন ঐ রাজবালারি দমে পড়ে, তুমি যে বাদশাহের হুকুম অমান্য কোত্তে চেয়েছিলে, সে কথাও স্বীকার কোত্তে তোমার ভরসা হবে না, তাও বেগম বেশ বুঝেছে। ভিতরে ভিতরে যে এত কাণ্ড হয়েছে, সে গুলি ভেঙ্গে না বোল্লে, তোমারে যে তারা মেরেফেল্‌বার চেষ্টা কোরেছিল, সে কথা লোকে বিশ্বাস কোর্‌বে কেন? তুমি পীড়িত আছ বলে মৃগয়া কৌতুকের দিন পেছিয়ে গেছে, নচেৎ গত পরশু হবার কথা ছিল। হলে, তার আয়োজনের কতই ধূম পড়ে যেত। এ আন, তা কর, একে ডাক, তাকে পাঠা আন্ নে, দে, এতেই ব্যস্ত থাকতে হত। জানত বাদশাহ আমাদের চিরকালই ব্যস্তবাগীশ—

আর বল্লে, টান সয় না। তোমার উপর তিনি ভারি নারাজ হয়েছেন। তোমার কাজের ঢিলেমি দেখে মনে মনে চটে গেছেন। দিন নেই, রাত নেই, দেখা হলেই কেবল তোমারি নিন্দা মন্দ করেন, আমায় বিরক্ত কোরে মারেন। আজ তুমি, এ কোল্লে, কাল তা কোল্লে, আজও হল না, কাল তা হল না, এইরূপ নিত্যই একটা না একটা তোমার গ্লানির কথা উপস্থিত কোরে আমায় দেকশোক করেন। রাজপুত্রদের হস্তে পরিত্রাণ পাবার নিমিত্ত তিনি যে কৌশল কোরেছেন, তাতে নাকি তোমার সহায়তা বড় দরকার কোচ্চে, তুমি না হলে সিটি নাকি নির্ব্বাহ হতে পারে না, তাই তুমি বেচে যাচ্চ, নচেৎ তোমার যে আচরণ, এত দিনে তুমি ভাল রূপ প্রতিফল পেতে, বাদশাহ তোমায় আচ্ছা আক্কেল দিয়ে দিতেন, দিতেনি দিতেন, তার সন্দেহ নেই। বিশেষত তুমি রাজান্তঃপুরের পবিত্রতার অনাদর কোরেছ। বেগম ঐ কথা নিয়ে বাদ-শাহকে তেক্তবিরক্ত কোরে মাচ্চেন, তাঁরে যেন ছিঁড়ে খাচ্চেন। ও দিকে বরকন্দাজ খাঁ গিয়ে জানাচ্চে তার প্রতি যেন অবিচার না হয়। এই ত তোমার অবস্থা। এক্ষণে তোমারে দূর কোরে দিয়ে ঐ কর্ম্মে অপর কেউ বাহাল না হন বাদশাহকে সেই অভিপ্রায় হতে ক্ষান্ত করবার নিমিত্ত আমার কাল ঘাম ছুটে যাচ্চে। মগলরাজের জানত কোন ব্যক্তি ওমে-দার আছে, যে তোমার মত উপযুক্ত, তোমার মত বিশ্বাস পাত্র। বিশেষত বাদশাহ বল্লেন, তারে যখন প্রয়োজন হবে, সে ব্যক্তি তখন কদাচ আপনার জীবনের প্রতি অযত্ন কোরবে না কিম্বা মুনিবের কর্ম্ম ফেলে রেখে, স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানেও ফিরবে না, অথবা জোর করে কারও অন্দরে ঢকে, ধূমধামও কোরবে না, তার সেরূপ প্রকৃতি নয়।

ঐ কথা শুনে, আমি একটু হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে ব্যক্তি কে? তার বাড়ী কোথায়? এমন উপযুক্ত লোক মহারাজ কোথায় পেলেন?

সম্প্রতি আপনারা যে কল্পনা কোরেছেন, সে তা প্রতুল কোরে তুল্‌তে পারবে তো ?

বাবার সব আষাড়ে বন্দবস্ত, আমি আপনি গেলেম ঘোল খেয়ে, এক ব্যক্তি উটী লোক এসে তাঁর প্রতুল কোরে দেবে ! কামারের কুমোর বুদ্ধি, কি আশ্চর্য্য। অতি বুদ্ধির হাতে দড়ি, সে কথা মিথ্যা নয়। বাবার কাছে মুড়ী মুড়কির এক দর, কাঁচ কাঞ্চনের সমান আদর। আমি বোল্লেম বাবা! তা ভালই হয়েছে, আমার তাতে কোন ওজর আপত্তি নাই। সে ব্যক্তি সেই লোক, আল্লার দিব্যি, আমি তার উপর না রাগই কোরব, না দ্বেষই কোরব। আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম, আমি এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পাল্লে বাঁচি। মুখে এই আঁটনি কোরে, শেষে সুলতান সুজার অস্ত্রধারী লোকেরা আমায় যে, পথে পেয়ে জোরজোরে ধোরে নিয়ে যায়, সেই বৃত্তান্তটি সমুদায় বাবাকে বোল্লেম। তা ছাড়া, তাঁর নিজের প্রাণ রক্ষা কোরে দেব কথা দিইছি, সিটিও বড় কম হাঙ্গামা নয়, তাতে বিস্তর ফিকির বিস্তর ফন্দি দরকার করে, সুধু তাতেও কোন্ পার পাওয়া যায়, আবার ভূপ বুকও চাই, কিন্তু তা বল্লে চলে কই, পিতার অনুরোধ, ফেল্‌তে পারিনে। এতেও কোন শেষ হল—আবার বাদশাহের হুকুম— যুবরাজকে ধোর্ত্তে পারব না —তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে, সে কথাও না শুনলে নয়, নচেৎ মাথা বাঁচে কই। রাজদরবারের বিস্তর লোক দারার পক্ষ, তাদের অনুরোধও রক্ষা করা চাই, না কোল্লে আমার নিস্তার নাই। এর মধ্যে এত মারপেঁচ এত ফেরঘোর রয়েছে, কিন্তু বাবা তার অনেক খবরই জান্‌তেন না। ঐ সকল মর্ম্মকথা বোলে তাঁর মনের ধাঁধাঁ ভেঙ্গে দিলেম। শেষে বোল্লেম বাবা ! আমি আকাশ পাতাল ভাব্‌ছি, ভাবনার কূল কিনারা দেখিনে, আমার এ চাকুরিতে নমস্কার, এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। আমার যে জ্বাল, তা আমিই জানি, আর গুরুদেবেই

জানেন। সহস্র বিছে কামড়ালে বোধ হয় তত জ্বালা হয় না যত জ্বালা আমি পেয়েছি। আমার কর্ম্মে যিনি বাহাল হবেন, হোন, কিন্তু যে বিপদে আমি পোড়েছি, তার অর্দ্ধেকও যদি তাঁকে ভোগ্ বোত্তে হয়, তথাচ লোকে যে তাঁরে সুখী মনে কোরবে, তা কোর্বে না, না কেউ তাঁর হিংসক হয়ে তাঁর পদের অভিলাষী হবে, তাও কেউ হবে না। কেবল পিতার মুখ চেয়েই না এত দিন ক্ষান্ত হয়ে আছি, নচেৎ কবে এ নাকমাটি চাকরীতে এস্তফা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেম। এ, ত, চাকরী করা নয়, কুকুরী করা। তবে করি কি, আমি যেন খোয়ে বন্ধনে পোড়েছি পিতার প্রাণ ক্ষুণ্ন না চাই, তাই নিরস্ত হয়ে আছি।

পিতা বলিলেন, সে কথা মিথ্যা নয়, তুমি যে ভারি ফেসাতে পোড়েচ, সেটি আমি স্বীকার করি। ফল এক্ষণে কথা এই, যে কাণ্ডকারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কোরে তুমি দাবার স্বপক্ষ কোনমতেই হতে পার না। তার সঙ্গে যে তোমার আনুরক্তি হবে, তার অনুরোধ কই? দাবার সঙ্গে তোমায় একেত্রে বাঁধে, এমন সূত্রই নেই। আব সুজেবের সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা নয়। সে স্থলে একটি ছেড়ে দুটি অনুরোধ উপস্থিত, তার পক্ষ তোমায় হতেই হবে, তুমি তা না হয়ে পারো কই। তবে সুজার পক্ষের লোকেরা তোমায় শাসিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে, তা হলোই বা, সেটা বড় ভারি কথা নয়। তুমি তাদের আঁকে আমলে এনো না, গ্রাহ্যই কোরো না। তারা বদমাস বইত নয়, তোমায় তাঁরা কি কোত্তে পারে, কি ক্ষমতা আছে। অজাব যুদ্ধে আটনি সার—তারা কেবল মুখে একবার তোমায় কোড়কে নিলে, তোমার সঙ্গে বিবাদ করে, এত হেস্মাৎ তাদের কখনই হবে না, পেরে উঠবে কেন। বিশেষতঃ যেখানে বড় বড় দায়, বড় বড় ঝুঁকি ঘাড়ে ঝুলছে, সেখানে ক্ষুদ্র প্রাণি, সামান্য বদমাসদের কথায় কাণ দিতে নেই, তা ভুলেও মনে কোত্তে নেই, হেসে উড়িয়ে দিতে হয়।

পিতার এ কথা বল্‌বার তাৎপর্য্য আর কিছু নয়, যখন তাঁর নিজের প্রাণ লয়ে টানাটানি, তখন আমার প্রাণ থাকে থাক যায় যাক, সে বড় ভারি কথা নয়; পরের ধনে কলুর নাটি,—বাবা আমার তাই কোল্লেন।

আমি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বোল্লেম, আচ্ছা, আমারি প্রাণ যেন অতি সৎসামান্য, থাকে ভাল, যায় ভাল, সেটা যেন বড় ধর্ত্তব্যের নয়। তা হোলেও আপনাদের কাজ গোচান কই। রাজপুত্রেরা যে, এ খবর না শুনে অমনি আছেন, তা কখনই সম্ভব নয়, যে কথা কেউ না কেউ অবশ্যই তাদের কানে তুলে দেছে, তাঁরাও তবে সাবধান হয়েছেন, তার সন্দেহ নেই। এ কথা শুনে তাঁরা কি বাঁচবার পথ না কোরে নিশ্চিন্ত আছেন?

পিতা বলিলেন, "সেটা সম্ভব বটে, কিন্তু তার মধ্যে কথা আছে। তাঁরা যদি শুনে থাকেন, তবে এই কথা শুন্‌ছেন আমরা তাঁদের হত করবার নিমিত্ত কোন কৌশল কোচ্চি, এর বেশী যে কিছু শুনেছেন, তা আমার বোধ হয় না, কিন্তু কি কৌশল কোচ্চি, তা আর তাঁরা শুনেননি, জানেন্‌ও না। তবে আর তাঁরা উপস্থিত ব্যাপারে সাবধান হবেন কেন? তবে যদি দু'দিন দেরি না কোরে, তোমার আরোগ্যের পরেই মৃগয়া কৌতুকের আড়ম্বর করা হয়, তা হলে এক দিন সন্দেহ কোল্লেও কোত্তে পারেন। ভাল, সে বিবেচনা পরে হবে সম্প্রতি তোমায় একটি ঘর ও কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বে চাই, তুমি যেন শুনে অন্য হইওনা।"

"নবকন্যার খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর সম্বন্ধে তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি, আমায় তা ভেঙে বল্‌তে হবে। তুমি কি একটা কলঙ্ক কোরে দিয়ে, জন্মের মত তার মাথা খেয়ে দেবে, তাকি পাকচক্র কোচ্চো? তা হলে ত ভারি বিপদ, তুমি আপনার ফাঁদে আপনি জড়িয়ে পোড়্‌বে, তাতে হয় ত তোমারও প্রাণ যাবে, আমারও যাবে, তুমি কি তাই মনন কোরেছ?

না তারে বিবাহ কোর্‌বে স্থির কোরেছ? তোমার মনের কথা কি তা বল। যদি তার পাণিগ্রহণ করবার মানস থাকে, তবে সদর হয়ে, লোক জানা জানি কোরে আমাদের যে শক্র, তার হাতে পায় ধোত্তে হবে, কেননা তার অমতে এ বিবাহ ত হতেঁ পাব্‌বে না। তুমি কি তার হাতে পায় ধোত্তে রাজি আছ”?

আমি বলিলাম, আমার মনে কোন অসৎ অভিপ্রায় নেই, তবে তা প্রকাশ কোরে বল্‌তে, লজ্জাই বা কি, বাধাই বা কি? দেলজানের প্রতি আমার প্রণয় জন্মেছে, তার কতক গুলি স্বভাব বড় চমৎ—

এই পর্য্যন্ত বোল্‌তেই, বাবা অমনি রাগে ফুল্‌তে লাগলেন, আমায় আর কথা কইতে দিলেন না। তিনি বোল্লেন, তুমি বালক বইত নও, চুপ কোরে থাক, তোমায় আর বেহুদো বক্‌তে হবে না, আমার যেন আর যেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই বসে বসে তোমার প্রলাপের কথা শুনব। তুমি দেলজানের সকলি আশ্চর্য্য দেখে থাক, আমি তা বুঝ্‌তে পেরিছি, তোমায় আর তা বলে কষ্ট পেতে হবে না, আমারাও এককালে তোমার মত ‘সকলি আশ্চর্য্য দেখ্‌তেম’! কিন্তু তুমি যে ভেবেছ তারে বিবাহ কোর্‌বে, তা মনেও করো না, সে খেয়াল পরিত্যাগ করো, সেটি হবে না। অন্য কোন স্থানে তোমার বিবাহের কথা স্থির হয়ে আছে। বিবেচনা কর, তাও যদি না হত, অন্য আশা যদি নাই থাকৃত, তথাচ দেলজানের সঙ্গে তোমার পরিণয় হওয়া কোন ক্রমেই ঘটে উঠত না। বরকন্দাজ খাঁ কখনই তাতে মত দিত না। আমি যা বোল্‌ছি, আমার কথা গুলি তুমি ব্রহ্মজ্ঞান কোরে মেনে নিও। আর এক কথা এই, এ বিবাহে আমারও মত নেই, কেন না বিবাহের প্রস্তাব কোত্তে আমাকেই হবে, তা হলে বরকন্দাজ খাঁর কাছে আমার ন্যূনতা স্বীকার কোত্তে হয়, আমি যে তার কাছে খাঁট হই, সেটা তোমার অভিপ্রায় নয় বোধ হয়, কেমন, নয় ত বটে?

আমি বলিলাম, "হাঁ, তা নয় বটে, কিন্তু কি কিকিরে বরকন্দাজ খাঁকে হস্তগত কোর্‌ব, আমি এ পর্য্যন্ত তা স্থির কোরে উঠ্‌তে প্যারি নি। তবে আমার পণ এই, দেলজানের সঙ্গে হয় ত বিবাহ কর্‌ব, নচেৎ আমি বিবাহই কোর্‌ব না।

পিতা বলিলেন, তুই বড় পাগল, তোর কি এরূপ পণ করা উচিৎ? না তোরে তা সাজে? তুই কি এখন আসল সোণা ফেলে দিয়ে, নকল সোণা ধরবি।

আমি বলিলাম, বাবা! আপনি বেশ কথা বোল্লেন, আমার বিবেচনায় রাজ্যসম্পদ নকল সোণার সদৃশ, লোকে নির্ম্মল, নিষ্পাপ চরিত্র রূপ আসল সোণা বদল দিয়ে ঐ নকল সোণা গ্রহণ কোর্ত্তে চায়।

ইষ! ফুস! বালক! তোমার জ্বরের যে তেজ দেখেছি, তার ধমক এখনও সাম্‌লাতে পার নি। ঐ জ্বরই তোমায় হুবহু মেয়েমানুষ কোরে তুলেছে। তুমি এখন আমার পা ছুঁয়ে কিরে দিব্বি কোরে বল, দেলজানের সঙ্গে আর কখন সাক্ষাৎ কোরবে না।

আমি বলিলাম, "আর কখনই না"? দোহাই আল্লার! এ প্রতিজ্ঞা আমি কোর্ত্তে পারব না। দেলজান যেখানেই থাকুন, অবকাশ পেলে, আমি উড়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কোর্‌ব, কারও কথা শুনব না, কেউ আমায় ধোরে রাখ্‌তে পারিবে না।

পিতা মহাগরম হয়ে বোল্লেন, তুই ভারি এক রোখা, তোর আপনার মতেই মত, তোর মতন অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ বালক কেউ কখন দেখেও নি, শোনেও নি। আমি তোর বাপ, কিন্তু তুই আমার মান রেখে, বা মান্যমান কোরে কথা কস্‌নে, আমার সঙ্গে তুই মুখবরাবরি করিস্‌, আর যা মুখে এসে তাই বলিস্‌, এই কি উচিৎ? তোর কি একটু হায়া নেই? অরে মূর্খ! তবে শোন্‌। নুরুজ্জামী খাঁ আরঙ্গজেবের বড় বিশ্বাসপাত্র,

তাঁর কন্যা নুরমহল। ঐ নুরমহলের সঙ্গে তোমার পরিণয় হলে আমার সেই গূঢ় অভিসন্ধিটি সুসিদ্ধ হয়। এ কথাগুলি তুমি কাণে শুনে রাখ।

আমি বল্লেম, আপনি যদি কথা দিয়ে থাকেন, তবে এই বেলা তা খণ্ডিয়ে দিন. আমায় যদি কেউ বলে, দেলজান্‌কে পরিত্যাগ কর, তুমি সসাগরা পৃথিবীর একছত্রা রাজা হবে, তথাচ আমি তারে পরিত্যাগ কোত্তে পারবো না। আরো এই কথা বল্লেম, আপনি যখন দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষার কথা আমার প্রকাশ কোরে বোল্লেন, মনে কোরে দেখুন, তখন আপনার সঙ্গে আমার কি কথা হয়। কেবল উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার করবার নিমিত্ত আমি আপনার সহায় হব, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কথায় থাকব না। আপনি সে কথাটি নিঃসন্দেহ স্বীকার কোরে, আপনার উত্তর কালের উন্নতির পথ পরিষ্কার কোরে দেন. সে কথার প্রতি আমি কিছু ভরসা দিই নি. সত্য কি না, মনে কোরে দেখুন, স্মরণ হবে। আমি যখন ঐ কথাগুলি বোলছিলেম, বাবা তখন ঘরের মধ্যে পায়চারি কোরে বেড়াচ্ছিলেন আর আড়ে আড়ে আমার দিকে চেয়ে এক একবার রেগে রেগে উঠছিলেন, আর একবার মুখ ভেঙ্‌চিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোচ্ছিলেন। এই বোলতে বোলতে সটকোরে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন যাবার সময় আমায় একবার বোলেও গেলেন না।

সলিমান এতক্ষণ বাহিরে বোসে ছিল, পিতা ছিলেন বলে ঘরে আসতে পাচ্ছিল না। তিনি যেমন চলে গেলেন, সে অমনি হাসতে হাসতে এসে সামনে দাঁড়াল। আমায় বোল্লে, হুজুর! আপনি যাঁর বিষয় জানতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সরদার মুক্তা-খাঁর স্ত্রীর আবাসেই বাস কোচ্ছেন, শারীরগতিক বেশ আছেন।

ঐ কথা শুনে আমি আহ্লাদে ফুলে উঠে, চেঁচিয়ে বোল্লেম, আল্লা! তোমার কুদরত বাড়ুক! তবে আর চিন্তা কি. তার সঙ্গে এখন চোকেরও

দেখা হবে, মুখেরও আলাপ হবে। সলিমান্‌কে বল্লেম, তুমি বিবিকে গিয়ে বল, ভীনাকে যেন মাহিনে কোরে চাকর রাখা হয়, আর ভীনাকেও এই কথা বলো "তার কেবল স্থানের অদল বদল হল এই মাত্র, তাতে তার লাভালাভের হানি হবে না।" সলিমান্‌ যে আজ্ঞা বলে, একটা লম্বা সেলাম কোরে প্রস্থান কল্লে।

আজ তিন হপ্তা হল মগলরাজের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পারি নি। এখন তাঁর সম্মুখে যেতে যে, কত প্রকার ত্রাস উপস্থিত হোচ্চে, পাঠক তা বুঝ্‌তেই পাচ্চ। আমি আর মুখে বলে কি জানাব এত কালের পর, কি বলে তাঁরে মুখ দেখাব, এই ভেবে লজ্জার হাতে পোড়ে মনে মনে মহাকুণ্ঠিত হতে লাগ্‌লেম। ভাব্‌লেম বাদশাহ নিঃসন্দেহ এই মনে কোরেছেন, আমি প্রণয় চক্রে পোড়েই সব মাটি কোরে দিলেম, নচেৎ তিনি যে মনন কোরেছিলেন, তা সফল হবার বাধা ছিল না। আরো এই আশঙ্কা হতে [illegible] শাহ্‌ যে মনস্থ কোরেছিলেন, হয় ত আমার আলস্যে বিরক্ত [illegible] তিনি পরিত্যাগ কোরেছেন। তা যদি হয়, তবে আর আমায় তাঁর দরকার কি? আমি আর তাঁর কোন্‌ কাজে লাগব? মহারাজ সচ্ছন্দে জবাব দিয়ে বিদায় কোরে দেবেন, একবার ভাব্‌বেনও না। হয় ত একটা কলঙ্ক রটিয়ে, দাগ দিয়ে ছেড়ে দেবেন। আমার পা আজও তেমন শক্ত হয় নি, তার অনেক বিলম্ব আছে। তথাচ বাবাকে লিখে পাঠালেম, "আজকাল আমি একটু সবল হয়েছি, সকের মৃগয়া কৌতুকে উপস্থিত থাক্‌তে পারব, সে সাহস বেশ হয়েছে, এক্ষণে বাদশাহকে বোলে একটা দিন অবধারিত করুন।"

বাবা আমার চিটিখানা ভাল কোরে পোড়্‌লেনও না, একবার দেখে অমনি ফেলে রাখ্‌লেন। আমি আর এখন কি করি, আমখাসে চলে গেলেম।

গিয়ে দেখি বাদশাহ নাই, তাঁর পরিবর্ত্তে দারা সিংহাসনে বসেছেন। তাই দেখে আমার ত চক্ষু স্থির, হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। শুন্‌লেম বাদশাহ অন্দর মহলে শয্যাগত হয়ে আছেন; ঘোর শঙ্কটাপন্ন. এখন তখন, এই রূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন। এই সময় একটা ভারি গোল উঠ্‌ল, মুখে কোন কথা কেউ ফোটে না, কিন্তু এ ওরে চোক ঠেরে ইশারা করে, কি, সে তারে কাণে কাণে বলে. কেবল "চুপ চুপ" এই শব্দ সকলের মুখে শোনা যেতে লাগ্‌ল। তাও আবার গলা চেপে চেপে আস্তে আস্তে বলা হচ্ছিল। "গত রাত্রে জাঁহাপনা লীলা সম্বরণ কোরেছেন" এই খবর এসেছে। এ সংবাদ নগর মধ্যে সর্ব্বত্রে প্রচার হয়ে প্রজার মনে অল্প আশঙ্কা, অল্প উদ্বেগ জন্মে নি, নগরময় মহা হুলুস্থুলু ব্যাপারের উপক্রম হয়ে উঠ্‌ল।

দারা স্বতন্ত্র, চিকিৎসকেরা স্বতন্ত্র, এঁরা সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন "না, না, বাদশাহের কোন অমঙ্গল ঘটে নি, জগদীশ্বর তা না করুন। শাজাহান বেঁচে আছেন, কিন্তু বড় পীড়িত, তোমরা উতলা হইও না, আমরা সত্যই বোল্‌ছি তিনি জীবিত আছেন।" তাঁরা অনেক বুঝিয়ে বল্‌তে লাগলেন, লোকে কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস গেল না, কেউ তা কাণেও ঠাঁই দিলে না। ভিড়ও এখন বেজায় বেড়ে গেল, লোকের আমদানিতে আমখাস থৈ থৈ কোত্তে লাগ্‌ল। আর ত উপায় নেই, রাজ পরিবারেরা লাচার হয়ে, ঐ ভিড়ের মধ্যে, সেই পীড়িত অবস্থায় বাদশাহকে উপস্থিত কোল্লেন, তাঁরে স্বচক্ষে দর্শন কোরে, সকলে তবে নিরস্ত হয়।

যে কথা রটে, সে কথা বটে। দেখ্‌লেম বাদশাহের গায় রক্তের নামও নেই, একেবারে সাদা পাণ্ডাস হয়ে গেছেন অতিশয় শীর্ণ, কেবল অস্থি কখানি জিল্‌জিল্ কোচ্চে। মাথাটা নিচু হয়ে বুকের উপর ঝুলে

পোড়েছে,এই অবস্থায় কতক গুল সালে আর রেসমী বস্ত্রে জড়িয়ে, মোগল রাজকে অন্তঃপুর থেকে সভায় এনে হাজির করা হল। তাঁরে স্বচক্ষে দর্শন কোরে লোকের তখন প্রত্যয় হল যে জাহাঁপনা বেঁচে আছেন, মরেণ নি। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। দারা এখন মহা পুলকিত হয়ে, হাস্‌তে হাসতে পুনরায় সিংহাসনে গিয়ে বসলেন, ওমরাওরা এসে কায়দা মত আদব বাজাতে লাগল, দারাও তাঁদের যথোচিৎ সম্মান সমাদর কোত্তে লাগলেন। আমি বড় ফাঁপরে পোড়্‌লেম। তাঁদের মত,আমিও একটু এগিয়ে পেস হই কি না ভাবতে লাগলেম। পিতার সঙ্গে একবার চকোচোকি হয় এই জন্যে তাঁকে অনেক খুঁজে বেড়ালেম, কিন্তু তাঁর দেখা পেলেম না। দারার কাছে শির নত করি কি না, সে বিষয়ে তাঁর কি অভি-প্রায়, তাঁর মুখ দেখলেই বুঝতে পাত্তেম। দারার চোকে না পড়্‌তে হয়, এই জন্যে আমি একটু পাশ কাটিয়ে এক কোণে দাড়িয়ে আছি, এমন সময় একটি লোক, একটুকরা কাগজ চুপে চুপে আমার হাতে গুঁজে দিয়েই তখনি সরে পোড়্‌ল। চিঠি খানি আমার পিতাই পাঠান, তাতে এই কটি কথা লেখা ছিল। "এখান থেকে চলে যাও, বাড়ীতে গিয়ে বসো, আমি যাচ্চি।" আমি তাই কোল্লেম, সরাসর বাড়ীতে এলেম। ভাবলেম ভালই হল, আমায় আর গর্ব্বিত দারার কাছে মাতা হেঁট কোত্তে হল না, একটা দায় এড়ালেম, নচেৎ বড় অসুখীই হতে হত। দরবারও যেমন শেষ হয়েছে, দারাও উঠে যেমন চলে গেছেন, অমনি পিতা এসে আমার বাড়ীতে উপস্থিত। বাবা বল্লেন "সাদক! আমার বিবেচনায় আমখাস থেকে তোমার সরে পড়া ভালই হয়েছে, তুমি আর দারার দরবারে যাতায়াত করো না, দিন কয়েক আমখাসে যাওয়া রহিত কোরে দাও, তুমি যেন আজও পীড়িত আছ, সেই ওজর কোরে ঘরে বসে থাক। কেমন? এই পরামর্শই ভাল। যে কদিন বাদশাহ্‌ পীড়িত

থাকেন, দরবারে বস্‌তে সক্ষম না হন, সেই ক দিন এই রূপ টাল্‌মাটাল্ কোরেই কাটাতে হবে। আজ কি, মহারাজ যখন পীড়িত হন নি, তখন আমি তাঁরে জানিয়ে রেখিছি যে "আপনার কৃপা বলে সাদক বেশ সেরে উঠেছে, আমাদের মানস পূর্ণ হবার পক্ষে আর কোন বাধা দেখিনে। এখন মৃগয়া কৌতুকের একটা দিন অবধারিত করুন আমরা তার উদ্যোগ করি।" আমার মুখে ঐ কথা শুনে, মহারাজ যে দিন অবধারিত করেন, সে হিসাবে মৃগয়া কৌতুক কাল হবার কথা। কিন্তু বাদশাহের উত্থান শক্তি রহিত, তাই আপাতত সে দিন স্থগিৎ রাখতে হয়েছে। তার কারন এই তুমি যে সেই উপলক্ষে ফৌজ জড়ো কোরবে, তা ত একটা ওজর চাই, নচেৎ তুমি কার নাম কোরে, কার দোহাই দিয়ে সৈন্য সংগ্রহ কোর্ত্তে চাও। বাদশাহ সেখানে উপস্থিত থাকলে, তখন এই কথা বলা যাবে, "মহারাজের সম্মানের নিমিত্তেই এই সমারোহ করা যাচ্চে।" কিন্তু আমি যে, দিন রাত লেগে পড়ে এত যোগাড় কোল্লেম, শেষে বা ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়, আমার পরিশ্রমটা বা পণ্ড হয়ে যায়, যাবে যে, সেই লক্ষণই হয়ে উঠেছে। কেন না, বাদশাহ হাতীর উপর বস্‌তে সক্ষম হন এত দুর বল সামর্থ হলে, তবে ত তিনি সেই কৌতুক স্থলে উপস্থিত থাকবেন। তাঁর ততদূর বলাধান হতে যদি মাসাবধির উপর হয়, তবে বর্ষা এসে পড়্‌ল, সে সময় জলে জলে দেশ জলাপ হয়ে যাবে, পথ ঘাটও স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে পোড়্‌বে তখন মৃগয়া কৌতুকের প্রস্তাব করবার সময়ই নয়।

তা ছাড়া আর একটি ভারি বিপদ দেখ্‌ছি। হয়ত এই বারেই আমার সকল বল বুদ্ধি ফুরিয়ে যাবে। "যখন যার কপাল বাঁকে, দুর্ব্বনে বাঘ ঝাঁকে।" দেলারাম হাকিম বাদশাহকে চিকিৎসা কোচ্চে, এখন তার কথা মোগল রাজের ব্রহ্মজ্ঞান হবে। সে বুড় বড় মাথা পাগলা, হয় ত সে

পরামর্শ দিয়ে আমার এত যত্নের কৌশল গুলি মাটি কোরে দেবে। বাদশাহ ত আগে আমার অভিপ্রায় মতন চোল্‌তে স্বীকারি করেন্ নি, আমি বিস্তর বলে কয়ে, অনেক ভয় দেখিয়ে, তবে তাঁরে রাজি করি। এত কোরে বেয়ে চেয়ে, শেষে বা আমায় উলুবনে সাঁতার দিতে হয়।

একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ, একেত আমি রাজপুত্রদিগকে ধরা পাক্‌ড়া কোত্তে ভারি নারাজ ছিলেম, বাবার মুখে আবার ঐ কথা শুনে একেবারে আহ্লাদে নেচে উঠ্‌লেম। মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেম রাজপুত্রদের ধোত্তে হল না, ভালই হয়েছে, বেঁচে গেলেম, আমার হাড় জুড়ল। এখন দেলারাম আর বাদশাহ্ যা ভাল বোঝেন করুন, আমি হাত ধুয়ে খালাস। বাবার ত আর খেয়ে কাজ ছিল না, ভাল একটা গলগ্রহ কোরে, আমায় মেরে ছিলেন আর কি। যা হোক, পরমেশ্বর রক্ষা কোল্লেন। কথাই আছে, নিরাপালের খোদা রাখাল। আমি বল্লেম, বাবা! বাদশাহ যদি দেলারামের কথানুসারে চলেন, সে ত আপনার পক্ষে ভালই হয়েছে, আপনি এখন নির্ভাবনায় বসে থাকুন, আর ভয় ভয় কোরে চল্‌তে হবে না।

বাবা বলিলেন, "বাপু! তা নয়, দারা বেঁচে থাকৃতে আমাদের ভদ্রস্থ নেই, সে আমাদের উঠে ধানের পত্তি কোত্তে দেবে না, ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল কোর্‌বে। ভিটে ঘুঘু চরাবে, তবে ছাড়্‌বে। দারা যতকাল জীবিত থেকে রাজকার্য্য কোর্‌বেন, তত দিন আমাদের বিলক্ষণ আশঙ্কা রয়েছে, তত দিন সব বিষয়ে ভয় কোরে চোল্‌তে হবে।"

আমি বল্লেম, তবে উপায় ? কি করা কর্ত্তব্য এখন ?

পিতা বলিলেন। "দারা যাতে নিপাত হয়, তা কোত্তেই হবে। শাস্ত্রেই আছে, আত্ম রেখে ধর্ম্ম।"

যেমন তাঁর মুখ দিয়ে ঐ কটি কথা বেরিয়েছে, অমনি দারার একজন

চোপদার দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে, আমরা বিস্মৃতি ক্রমে দরজায় খিল দিয়ে বসি নি। সে এসে আমায় বল্লে, আপনার তলব, আপনাকে এখনিই উঠ্‌তে হবে। তারে দেখে যেমন না জোঁকের মুখে চুন পড়ে, বাবা অমনি ভয়ে কেঁচো হয়ে গেলেন, বালকের মতন থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। চোপদার ঘরের মধ্যে ঢুকেই তাঁর দিকে একবার একটু চেয়ে দেখেছিল, সেই চাউনির ভঙ্গীতেই, বাবার মনে ধ্রুব বিশ্বাস হল, সে তাঁর কথাগুলি শুন্‌তে পেয়েছে। বাবার ত ঐ দশা হল, আমি নিজেও হতবুদ্ধি হয়ে, হবুজবুর মত হয়ে পোড়্‌লেম। কোথায় বসে আছি, কে আমায় ডেকে পাঠালে, সে জ্ঞান তখন ছিল কি না সন্দেহ। চোপদার যখন বল্লে, "হুজুর! দেরি কোচ্ছেন কেন? চলুন, আপনি যাবেন বলে রাজকুমার বসে আছেন, আপনার প্রতীক্ষা কোচ্ছেন" আমার তখন চৈতন্য হল, যেন ঘুমে থেকে উঠ্‌লেম। তখন "আচ্ছা, চল যাই" বলে উঠে দাঁড়ালেম। দুঃখের দোসর নেই। পিতা পোড়ে ত্রাহি ত্রাহি কোত্তে লাগ্‌লেন, তাঁরে ঐ অবস্থায় রেখে, আমি দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেম। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বল্লেম, 'বাবা! আমি ফিরে না এলে আপনি এখান থেকে যাবেন না, আমার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরে থাকবেন'। চোপদার আগে আগে, আমি তার পেছনে পেছনে চল্লেম। ভাব্‌তে লাগ্‌লেম আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলেম, অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না, যাই ত, কপাল ছাড়া পথ নেই, ভাব্‌লে কি হবে। গিয়ে দেখি আমার যেতে বিলম্ব হয়েছে বলে, দারা ব্যস্ত হয়ে ঘরবার কোরে বেড়াচ্ছেন। ইতিপূর্ব্বে যে খাস কামরায় বসে বাদশাহ এক দিন আমায় ডেকে পাঠান, দারাকেও দেখ্‌লেম সেই কামরায় বসে আছেন। আমরা এখন নিরিবিলি হলেম। মনে মনে বড় আনন্দ হল, ভাব্‌লেম, চোপদার যদি সত্যি সত্যিই পিতার কথাগুলি শুনে থাকে,

কিন্তু দারার কাণে সেগুলি তুলে দিয়ে, সে চুকুলি কর্‌বার অবকাশ পাই নি। বাবা ত দারারি কথা বল্‌ছিলেন, দারা যদি তা শুন্‌তেন ত ভারি প্রমাদ পোড়্‌ত। আমি হাত যোড় কোরে, যে আজ্ঞার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে, রাজপুত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মূর্ত্তিমানভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেম। "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ"—বোধ হয় ঐ প্রবাদ-কথাটি তখন মনে পোড়ে, দারা দুই চোক পাকিয়ে আমার আপাদ মস্তক ঠাওরে ঠাওরে, বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে লাগলেন ভালই, আমি তা দৃক্‌-পাতও কোল্লেম না, অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। পূর্ব্বে জান্‌তেম না যে, আমার তত সাহস ছিল।

দারা আমার মুখপানে চেয়ে, বোল্লেন, "সাদক! তুমি আমার বিপক্ষ হলে কেন?"

"বিপক্ষ আমি কারুরই নই। মহারাজের বিশ্বস্থ পাত্র হব, ঠিক পথে থাকুব, এই আমার মানস। হুজুর যদি কাল তক্তে বসেন, আর আমি যদি হুজুরের অধীন হই, তখন যদি আপনার জন্যে আমার প্রাণ দিতে হয়, তাও দিয়ে আপনাকে রক্ষা কোর্‌বো, এই আমার প্রতিজ্ঞা।" আমি এই উত্তর করিলাম।

দারা বলিলেন, "তুমি যা বোল্‌চ সে কথা মিথ্যা নয়, আমি তা অবি-শ্বাসও করি না। কিন্তু আবার একথাও শুন্‌তে পাই, তুমিই বাদী হয়ে, যাতে আমি তক্তে না বস্‌তে পারি, তার চেষ্টা কোচ্চো, সে কথা কি সত্যি?

আমি বলিলাম, "আমি আপনার পক্ষ না হয়ে আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়েছি সত্যি, কিন্তু তার অনেক কারণ আছে। অনেক গুলি প্রতিবন্ধক আছে বলেই আমি আপনার দলভুক্ত হতে পাচ্চি না। আপনি যদি সেই সকল প্রতিবন্ধকের প্রতিকার করেন, তবে আমি এই দণ্ডেই আপনার দলে মিশে যেতে প্রস্তুত আছি।"

দারা বলিলেন, "তোমার কি আপত্তি আছে, আমি ত তা জানিনে, তোমার মনের কথা আমি কি কোরে জান্‌ব? আগে আমায় তা বল, তবে ত তার প্রতিকার কোরব।"

আমি বলিলাম "হুজুর! আমি যোড় হাত কোচ্চি, আমায় মাপ করুন, সে কথা আমি মুখের বার কোত্তে পারব না। আমি যে তা ব্যক্ত করি, সে সাধ্য আমার নেই, না থাক্‌বার বিশেষ কারণ আছে।"

ঐ কথা শুনে দারা একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাব্‌লেন, তার পর বোল্লেন "সাদক! তুমি যে দরের লোক, তোমার মত আমার যদি হাজার লোক থাক্‌ত, তবে কি রাজসিংহাসন আর কেউ পায়? সে আমারি হতো। তা হলে তোমারে আমি এই দণ্ডেই আমার কোলে টেনে নিতেম। সাদক! তোমার মনের কথা আমায় বল্লে না, না বল্লে, নাই নাই, আমি কিন্তু তা আন্দাজেই বুঝ্‌তে পেরেছি, কামারের কাছে ইস্‌পাত চুরি করা যায় না। যাই হোক, সে বাধা বা ক দিনের নিমিত্তে? অল্পে অল্পেই তা কেটে যেতে পারে। তার পর থেকে নয় তুমি আমার স্বাপক্ষ হবে।"

আমি মুখে কোন উত্তর না দিয়ে, হাত এক খানি এমনি ভঙ্গীতে রাখ্‌লেম, আমি যেন তাঁর কথায় সম্মত হয়েছি, এই ভাবটি তাতে বোধ হল।

আমার ঐ ভঙ্গী দেখে, দারা বল্লেন, "আচ্ছা, তবে সেই কথাই ভাল। সাদক! তোমারে আমি বন্ধুর মতন ভাবি, তুমি আমার প্রাণের দোসর বোল্লে হয়, আমার সুখ দুঃখের ভাগী তোমায় হতে হবে। তুমি যেমন উপযুক্ত পাত্র, তার মত তোমার সম্মানও করা যাবে। তবে এখন তুমি বিদায় হও, আমি অনুমতি কোল্লেম।"

পিতা উৎকণ্ঠিত আছেন জানি, আমি বিদায় হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলেম। বাবা আমায় দেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "দারা

তোমায় কেন ডেকে ছিল, ? তোমাদের কি কথা হল ? কি বল্লে সে" ? দারার সঙ্গে যে যে কথা হয়েছিল, তাঁরে সব বোল্লেম। বাবা শুনে একটু হেসে বল্লেন,"সাবধান, সে কাল সর্প ! তার এক ছোবলেই তোমার প্রাণ যাবে। হায় ! একবার তারে কায়দায় পেলে হয়, তখন আমি কে, কেমন ব্যক্তি, তারে শিখি।"

আমি অমনি বলে উঠ্‌লেম, "কি করেন আপনি ! চুপ করুন। সেই ত একবার এক কথা বলে, এখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, না জানি কি প্রমাদই ঘটে। আবার ঐ কথা ! আপনি অত অধীর, অত অবিবেচক হবেন না, একটু স্থির হউন।"

পিতা বলিলেন,"সাদক ! তুমি বড় পাকা কথা বোলেছ। জিহ্বা আর হাত, এদের বেশ কোরে বেঁধে,আটক কোরে না রাখ্‌লে অসার লোকের কাছে পারপাবার যো নাই। কাল রাত্রে আমার বাটীতে গিয়ে দেখা করো, আমি এখন চল্লেম।" পিতা এই কথা বলে, নূতন নূতন ফিকির, নূতন নূতন মতলব বার কোত্তে বাটী চল্লেন। কাল আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে যাব, তখন সেই গুলি আমাকে বল্‌বেন।

পিতার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছিল, তিনি যা বলেছিলেন, শেষে তাই ঘট্‌ল। সেই রাজবৈদ্য দেলারাম, আপনার ক্ষমতা বলে বাদশাহকে আরোগ্য কোরে তুলে, বাবার সমুদয় কৌশল গুলি একেবারে উল্‌টে দিলে ! সে বাদশাহকে এই পরামর্শ দিলে "শাজাদারা যেন গয়ার পাপ হয়ে উঠেছেন, এখন অল্পে অল্পে তাঁদের বিদায় কোরে দেওয়াই শ্রেয়, কিন্তু যা কোর্‌বেন, সদর হয়ে করাই ভাল, ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কিছু নয়। রাজপুত্রদের আর যত গুণ থাক বা নাই থাক, অভিমানটি ষোল আনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, খাট হতে চান না। নির্গুণ পুরুষের তিন গুণ বিক্রম। তাঁদের সেই অভিমানের অনাদর না হয়, সেইরূপ চল্‌তে না

পাল্লে, কুরুক্ষেত্র বেধে উঠ্‌বে, শেষে পস্তাতে হবে, হায় হায় কোর্‌বেন! তার চেয়ে তাঁদের মানে মানে বিদায় কোরে দেওয়াই ভাল। তাতে তাঁদেরও মান থাকবে, আপনারও মান বাঁচবে। এখন যাঁরা আপনার আত্মীয় বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে কালী-ঘাটের চণ্ডীপাঠ কোরে থাকেন। তাঁদের কি, ভাঙ্গে না মচ্‌কে? কাটে না চটে? এক খানা বেধে উঠ্‌লে, "মামার জয়" বলে দাঁড়াবেন। জয়কেতে লোকের কোন কথায় থাক্‌বেন না, তাঁদের আত্মীয়তা, আর ইচ্ছা পুত্রের মায়ের আদর এক সমান। প্রাণের টান নেই, দরদ নেই, কিন্তু মুখে মায়া জানান আছে। যদি আমার কথা মত চল্‌তে চান, তবে এক কাজ করুন্‌, রাজপুত্রদিগকে দশজনের সাক্ষাতে সম্মানপূর্ব্বক স্বতন্ত্র কোরে দিন। এক এক রাজপুত্রকে একটি একটি রাজত্বের ভার দিয়ে দূর প্রদেশে প্রেরণ করুন্‌। যে কারখানা বেধে উঠেছে, তাতে আপনার বিপদ হবার বড় দেরি নেই, আগত প্রায়। এক্ষণে এই উপায় ভিন্ন আর পথ নেই যে, তা নিবারণ করে।" দেলারামের কথা বাদশাহের মনে বেশ লেগে গেল, তাঁর পরামর্শ মত চল্‌তে মোগলরাজ সম্মতও হলেন। এ পরামর্শ মন্দ নয়, গঙ্গার জল গঙ্গায় রইল, পিতৃলোক উদ্ধার হল। পিতা পুত্রের স্নেহ মমতাও বজায় থাকল, পৃথক্‌ও হওয়া হল। বাবার বল বুদ্ধি ফুরিয়ে গেল, তাঁর যেন বোবা মার কান্না হল, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, সব দাঁত কস্‌কে গেল।

বাবা আপনার বুদ্ধির দোষে আপনি ঠক্‌লেন, কিন্তু ঝাল ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন আমার উপর, আমি যেন তাঁর ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো। আমি কিন্তু তাতে বিরক্ত হলেম না, আমি জানি সংসারের দশাই ঐ। তার সাক্ষী দেখুন, একটা অভিলষিত উদ্দেশ্য সফল কর্‌বার নিমিত্ত, লোকে কত রূপ কৌশল, কত রূপ কল্পনা করে। তারা কত কি

ভাঙ্গে, কত কি গড়ে। হয় ত কখন সাগর পার হচ্চে, কখন বা পর্ব্বত অতিক্রম কোচ্চে, কখন বাঘের মুখে যাচ্চে, কখন সাপের মুখে পোড়ছে। কখন আগুনে ঝাঁপ দিচ্চে, কখন আত্ম বিচ্ছেদ, কখন সুহৃদ ভেদ কোচ্চে। কখন কারো সঙ্গে প্রণয় কোরে, হয় ত আবার তারি সঙ্গে বিচ্ছেদও কোচ্চে। কখন চোর হয়ে গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, কখন বা সাধু হয়ে উপদেশ দেয়, কখন বীর হয়ে যুদ্ধ করে, কখন দাস হয়ে পায় ধরে। এইরূপ নানা উপায়, নানা কৌশল অবলম্বন কোরে, কত শত বিঘ্ন, ব্যাঘাৎ, বিরোধ, বিপক্ষতা থেকে উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে সকল দিক সুপ্রতুল, সকল দিক সুপ্রসন্ন হয়ে, যখন সেই বহু যত্নের মনস্কামনাটি পূর্ণসিদ্ধ হবার সকল লক্ষণই হয়, কোথাও কোন চাক্ষুষ প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না, মনোভিলাষ সফল হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মনে কোরে, যখন সেই অভিলাষী পুরুষ আহ্লাদে উন্মত্ত হয়, সেই সময়, ঠিক সেই সময়, একটি যৎসামান্য তুচ্ছ ঘটনা অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে, সে সমুদয় কৌশল, সে সমুদয় মতলব, উল্‌টে দেয়, সে সমুদয় পরিশ্রম রসাতল কোরে ফেলে। সেই অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব যৎসামান্য তুচ্ছ ঘটনা ভিতরে ভিতরে যে এত শক্তি ধরে, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে তা বুঝে উঠে সিটি আমাদের জ্ঞান গোচরের বার। সংসারের গতিকই এইরূপ, তার নৈসর্গিক গতিস্রোতঃ অনিবার্য্য, কার সাধ্য তা নিবারন করে? আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাব যতই হোক না কেন, আমারা ভেবে চিন্তে, কি দেখে শুনে, নিশ্চয় অবধারিত কোরে যতই রাখি না কেন, মনে মনে যতই মতলব, যতই ফিকির করি না কেন, যে এইরূপ কোর্‌ব, তার ফল এই হবে, শেষে গিয়ে এই দাঁড়াবে। কিন্তু সে অদৃষ্টচর তুচ্ছ ঘটনাটি ত হাত দিয়ে ঠেলে রাখা যায় না, সিটি ঘোট্‌বেই ঘোট্‌বে, তার মাহাত্ম্য, তার প্রভাব সে দেখাবেই দেখাবে। এইরূপে কত শত বড়

বড় বিষয়-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অতি সুপরিপক্ক কৌশল গুলি একেবারে সমূলে উচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অতএব সংসারের বিচিত্র গতি !!!

ঈশ্বরেচ্ছায় বাদশাহ এ যাত্রা রক্ষা পেলেন, তিনি নিরাময় হয়েছেন, এক্ষণে আর কোন অসুখ নেই, কিন্তু খুব কাহিল আছেন। আজ মোগল-রাজ আমখাসে বার দিয়ে বসেছেন। পুত্রেরা এসে তাঁরে প্রণাম কোরে, আপনার আপনার কর্তৃত্বভার গ্রহণ কোল্লেন। সুলতান সুজা বঙ্গদেশের, আরঙ্গজেব ডেকানের (দক্ষিণ),মুরাদ বাকী গুজরাটের,দারা মুলতান আর কাবলের কর্তৃত্ব ভার পেলেন। কিন্তু দারা জ্যেষ্ঠপুত্র, সাজাহানের অবর্ত্ত-মানে রাজকীরিট তাঁরি হবার সম্ভাবনা; তিনি পিতার সঙ্গে একত্রে আগ্রায় বাস কোর্‌বেন, এই অভিপ্রায় স্থির কোল্লেন। অপর অপর রাজ-কুমারেরা বিদায় হয়ে বিদেশ যাত্রা কোল্লেন, দারা আগরাতেই রইলেন। বাদশাহ রোগথেকে মুক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু ভারি দুর্ব্বল. তার উপর দর্‌বারের পরিশ্রম, তিনি একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়্‌লেন, চোকে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগলেন। আমি তাঁরে অভিবাদন কর্‌বার অবসর পেলেম না, এখনও তার সময় হয় নি, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি উঠে চলে গেলেন।

আজকার দরবারে পিতা উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরে দেখ্‌তে না পেয়ে আমার বড় বিস্ময় জ্ঞান হল, মনে সংশয়ও হতে লাগ্‌ল। কেন তিনি এলেন না, কারণ কি, ভাব্‌তে লাগলেম। মনে কোচ্ছিলেম. যাই, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি "আজ তিনি কেন আমখাসে উপস্থিত ছিলেন না।" এমন সময় দারার এক জন চোপদার এসে বল্লে,"রাজকুমার হুকুম কোরে পাঠিয়েছেন, আপনি আজ খাস দরবারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন।" রাজপুত্র নিয়ম কোরেছেন তিনি প্রত্যহ একটি খাস দরবার কোর্‌বেন। ঐ কথা শুনে আমার আর পিতার কাছে যাওয়া হলো না, সময়োচিত পরিচ্ছদ কর্‌বার জন্যে সরাসর্ বাড়ী চলে গেলেম।

ঘরে এসে বারাণ্ডায় পায়চারি কোচ্চি, আর ভাব্‌ছি, "বাবা আজ আমখাসে কেন এলেন না ?" এই সময় একটা শব্দ হল, পেছন দিকে কি খট কোরে উঠ্‌ল, বোধ হল যেন এক টুকরো পাথর আয়নার উপর পড়্‌ল। অমনি ফিরে দাঁড়ালেম, চেয়ে দেখি একটা তীর, গ্লাসে সংলগ্ন রয়েছে, গ্লাসখানা এমুড়ওমুড় ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তীরের বাগ বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, আমায় লক্ষ্য কোরে সন্ধান করা হয় নি, সেটা বেশ বোধ হল, তার প্রতি কোন সন্দেহ নেই। তীরখানা হাতে কোরে নিলেম, মনে মনে মহাবিরক্ত হতে লাগ্‌লেম, কেন সাধে সাধে আয়নাখানা ভেঙ্গে চুরমার কোল্লে, এ ক্ষতি কোরে তার কি লাভ হল ? ভারি রেগেছি, মনে কোচ্চি, তীরখানা এক দিকে ছুড়ে ফেলে দি, এমন সময় দেখি পালকের মধ্যে জড়ান, ভাঁজ করা কাগজ রয়েছে। তাই দেখে ঘরের মধ্যে গিয়ে কাগজখানি খুলে পোড়লেম। তাতে এই কথা গুলি লেখা ছিল—" সাবধান দারার দরবারে রাজপ্রসাদস্বরূপ যে পান পাবে, তা কদাচ মুখে দিও না, তোমার আপনার পান সঙ্গে নিও, কেউ যেন তা জান্‌তে না পারে। প্রসাদ স্বরূপ যে পান পাবে, তার পরিবর্ত্তে আপনার পান খেও, এম্‌নি চালাকি কোরে খাবে, কেউ যেন টের না পায়। আরঙ্গজেব ডেকানে যাবার উদ্যোগ কোচ্চেন, তোমাকে এই দণ্ডেই সেখানে যেতে হবে, তোমার ঘোড়া তয়ের কোত্তে বল। বাদশাহ এক্ষণে স্বয়ং সিদ্ধ নন, বেগম আর দারা তাঁর মন্ত্রি হয়েছে। তারা তাঁর রূপোরকাটি সোণারকাটি। তারা তাঁকে যেদিকে ফেরাচ্চে, তিনি সেই দিকে ফিচ্চেন। এই বেলা প্রস্থান কর, নচেৎ তোমার জীবন সংশয়। কিন্তু দারার দরবারে একবার যেও, এই তোমার শেষ যাত্রা, আর সেখানে যেতে হবে না।" ইতি।

শ্রীমতী রসীনারা।

আহা! রসীনারার এই মিত্রবৎ প্রিয়ম্বদ ব্যবহারে আমি কতই চরিতার্থ, কতই কৃতকৃতার্থ হলেম। পূর্ব্বে এরূপ সাবধান কোরে না দিলে, আজ আমি প্রাণটি হারাতেম। আল্লা! তুমি দয়াময়! যা হোক, রাজপুত্র কি পূর্ব্বে স্থির কোরে রেখেছিলেন যে, আধিপত্য হলে, সবপ্রথম আমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কোরবেন? বাবা ত ঠিক কথাই বোলেছিলেন! "কুমার কেবল সময়ের মুখ চেয়ে আছেন, অবসর পেলেই আমাদের চেপে মারবেন।" কিন্তু ধন্য মেয়ে রসীনারা! তাঁর গুণের কথা বলে ফুরুতে পারিনে, তাঁরে শত শত ধন্যবাদ দি। তাঁর কাছে রাজপুত্রের দুষ্টাভিপ্রায় খাটিবে না। রসীনারার কথা মত পান প্রস্তুত কোরে সঙ্গে নিলেম, ঘোড়া তয়ের কোরে রাখতে হুকুম দিলেম। সলিমানকে বোল্লেম, "আবশ্যকমত কতক কতক তৈজস পত্র তফাৎ কোরে মুক্তারের স্ত্রী, সেই অবিরার বাড়ীতে নিয়ে যা, আমায় না বলে, কি আমার মুখে কোন কথা না শুনে, কোথাও যাস্‌নে, ঐখানেই থাকিস্।

নিয়মিত সময়ে দারার দরবারে উপস্থিত হলেম। রাজপুত্রকে সেলাম কোরে কেবল গিয়ে বসেছি, কি বস্‌তে পেরিছি কি না সন্দেহ, এমন সময় হুকুম হল "আমার সম্মানার্থ পান প্রদান করা হয়।" হেঁট হয়ে, মাটির দিকে শির ঝুঁকিয়ে, অতি নত ভাবে রাজপ্রসাদ গ্রহণ কোল্লেম। কিন্তু আবার যেমন ঘাড় উচু কোরে, উঠে বসলেম ঐ সুযোগে রাজদত্ত বিষময় সম্মান আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, আপনার পান মুখে ফেলে দিলেম। এম্‌নি চালাকি কোরে কাজটি নিকেশ কোল্লেম, আমার হস্ত চাতুরী কেউ ধোত্তে পাল্লে না, মহা চৌকশদৃষ্টি হলেও আমার এ চাতুরী কারো চাক্ষুষ হবার বিষয় ছিল না। তার পরেই দরবার ভেঙ্গে গেল, আমি এখন ঘোড়সোয়ার হয়ে পিতার নিকট চল্লেম। মান, গৌরব, ধন, দৌলত, ঐশ্বর্য্য আদি আমার যে কিছু সুখসম্পদ ছিল, আমার মনে যত

কিছু বিনোদ সুখের বাসনা ছিল, এক্ষণে সে সমুদায় বিদায় করে দিলেম, আমিও তাদের নিকট রোকসৎ নিলেম। আমার রাজস্বামী সাজা-হানের অবস্থা অতি মন্দ, এ দুঃসময়ে আমি তাঁর উপকারে লাগ্-লেম না, আমার এখন সে ক্ষমতা নেই যে, তাঁর উপকার করি, পথে যেতে যেতে এই দুঃখ মনে উদয় হয়ে, আমার অন্তঃকরণ ফেটে যেতে লাগ্‌ল, প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগল। দারা অধঃপাতে যাক্, গোল্লায় যাক্, তার সর্ব্বনাশ হোক, তার যেন নরকে বাস হয়, জগদীশ্বর করুন, সে যেন বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে শীঘ্র নিপাত হয়, তার যেন কোন কুলে কেউ বাতি দিতে না থাকে। রাজকুমারকে এইরূপ অভিসম্পাৎ কোর্ত্তে কোর্ত্তে চোলেছি, আর একবার একবার বোল্‌ছি, "দারার শরীরে দয়া মায়া নেই, আমার অপরাধ কি, আমি তার পক্ষ হইনি বলে, সে আমায় ইতর কারসাজি কোরে খুন কোর্ত্তে উদ্যত হয়েছিল। এই কোর্ত্তে কোর্ত্তে পিতার আবাসে পৌঁছিলেম। তাঁর কতকগুলি অস্ত্রধারী পারিষদ-লোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন, উজীর সাহেব কি বাড়ীতে আছেন বল্‌তে পার"? "তিনি আজ কোথাও যান্‌নি বাড়ীতেই আছেন" তারা এই উত্তর কোল্লে। ঐ কথা শুনে বুকটা ধড়াস্ কোরে উঠ্‌লো, অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লেম, যেন উড়ে চল্লেম, পড়ি কি মরি, সে জ্ঞান ছিল না। হায়! তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, জনপ্রাণিও নাই, ঘর খালি পড়ে রয়েছে, খাঁ খাঁ কোচ্চে। কোচ, কেদারা, আর আর তৈজসপত্র ছড়াছড়ি হয়ে, ছত্রা-কার হয়ে রয়েছে। আমি একবার এদিকে চাই, একবার সেদিকে চাই, একবার একোণে উঁকি মারি, একবার সে কোণে চেয়ে দেখি, কখন এ জিনিসটে নেড়ে দেখি, কখন সে জিনিসটে সরিয়ে রাখি, এইরূপ অনুসন্ধান কোরে দেখতে দেখ্‌তে অন্দরের দিকে একটা কামরার মধ্যে ঢুক্‌লেম। ঐ ঘরের পেছন দিকে একটা চোরা সিঁড়ি আছে।

এই ঘরের মধ্যে শাঁর মাল, আর একখানি লপেটা জুতা পাওয়া গেল। মনের আরো সন্দেহ হল। এদিক, সেদিক খুব তদন্ত কোরে দেখতে দেখতে, ঘরের মেজেতে রক্তগুলির রাঙের দাগ দেখতে পেলেম। তাই দেখেই দাসি চীৎকার কোরে উঠলেন, "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! খুন! খুন! পিতা মারা পড়েছেন। হত্যা হয়েছেন! হা আল্লা কি কোল্লে!"

আমার তো তো শুনে প্রাণ উড়ে গেল। মূর্চ্ছিত প্রায় হলেম, চিত্র-পুত্তলের ন্যায় নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। সব অন্ধকার, সব শূন্য দেখতে লাগিলেম। তার পর একটু সামলে পুনরায় অনুসন্ধান কোত্তে লাগলেম। রক্তের দাগ লক্ষ্য কোরে যেতে যেতে, সেই পশ্চাৎ দিকের চোর খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে, একটা বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেখানে আর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। আমি কেঁদে কেঁদে চেঁচাতে লাগলেম "উজীর নাই, তাঁকে খুন করা হয়েছে" এই ভয়ধ্বনি কোরে, পরিজনবর্গকে সজাগ কোল্লেম। পরিজনেরা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে, চারিদিকে ছুটোছুটি কোত্তে লাগল। ভ্রান্ত পথিকেরা ব্যাকুল হয়ে, যেমন চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে, কোন্ পথে যাবে তা নির্ণয় কোত্তে পারে না, এদেরও ঠিক সেই দশা হল। তারা হতজ্ঞান হতবুদ্ধি হয়ে, একবার একদিকে দৌড়ে যায়, খানিক দূর গিয়ে, আবার ফিরে, পুনরায় অন্য দিকে ছুটে যায়, আবার সে দিকে না গিয়ে অন্য দিকে যায়, এইরূপ ব্যাকুল হয়ে বাড়ীময় দাপাদাপি কোত্তে লাগল। কি কোরবে, কোথায় যাবে, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছিল না। উজীর যদি খুনই হলেন, তবে তাঁরে এখন দেখিনে কেন? কোথায় গেলেন? কি হলেন, এ রহস্য ভেদ কেহই বোঝতে পাল্লে না, কেউ তা জানেও না— আমার মনে বেশ সন্দেহ হল, হয় দাদা, নয় তার পারিষদ বরকন্দাজ খাঁর হাতে পোড়ে তিনি মারা পড়েছেন। শোকে অধীর হয়ে পোড়ে [illegible] আমি রাগে আগুন, তাই বোলে দাদারে গালাগালি দিতে

লাগ্‌লেন। শেষে ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে নক্ষত্রবেগে আরঙ্গজেবের ছাউনিতে চল্লেন। মনে মনে স্থির কোল্লেন "আজ অবধি ঐ রাজপুত্রের পিছে ধোরে থাকব, পড়েহোড়ে, নাখেয়ে নাদেয়ে, তাঁর খোষামোদ কোর্‌বো, তাঁর কেনাবেচার মধ্যে হয়ে রবো। দারা রাজক্ষমতা পেলে, সে রক্তপিশাচের সঙ্গে একদিন ভাল কোরে' দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে হবে। তখন সে যতই কাঁদাকাটা করুক, আমি কখন তারে দয়া কোরে ছেড়ে দেব না। সে যখন আমার হতভাগ্য পিতাকে অল্পে ছাড়ে নি, তখন আমি যে তারে দয়া কোর্‌ব, সে তার বৃথা আশা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"দেখে শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল।"

আমি আর কালবিলম্ব না কোরে, ধাওয়াধাযি আরঙ্গজেবের দরবারে চলে গেলেম। রাজপুত্র আমার তেমন খাতির যত্ন কোল্লেন না, বরং চোট্‌পাট্‌ কোরে দেমাগের কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন। আমার লজ্জায় যেন মাথা কেটে ফেল্লে। কিন্তু কি করি, "উছটে পোড়ে সঙ্কটে প্রণাম", একটা কিছু ত চাই, নচেৎ এ সিকস্ত অবস্থায় যাই কোথায়? দাঁড়াই কার্‌ কাছে? আমি তাঁর সরকারে বাহাল হলেম, হলেম বটে, কিন্তু রাজকুমার তাতে আহ্লাদ প্রকাশ কোল্লেন না, আমার হাতে কোন কাজ কর্ম্মও দিলেন না। পিতার কোন খবরি পাইনি, তাঁর বরাতে কি ঘটল? কোথায় গেলেন? কি হলেন? কেউ কিছু বল্‌তে পারে না। যারে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে "আমি তার কিছুই জানিনে"। সহরে গিয়ে শুন্‌লেম, "বিষ খেয়ে আমার কোন অহিত হয় নি, আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে

প্রস্থান কোরেছি" দারা এই সংবাদ শুনে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে, হুকুম দিয়েছেন, "যার উপর পান প্রস্তুত করবার ভার ছিল, তার গরদানটা ছিঁড়ে, ধড় আলাহিদা, মাথা আলাহিদা করা হয়।" রাজপুত্রের মনে স্থির বিশ্বাস হয়েছে, সে ব্যক্তি গাফিলি ক্রমে পানে বিষ যোগ কোত্তে ভুলেছে। দারা হুকুম দেন বটে, কিন্তু তাঁর ঐ নৃশংস হুকুম আমলে আনা হয়েছিল কি না, সে কথা আমি বলতে পারিনে, আমি তা শুনিনি। কিন্তু সেই দিনাবধি যে, সেই দুর্ভাগাকে রাজদরবারে কেউ দেখতে পায় নি, সে কথা সত্যি।

এক্ষণে আমি বীরপ্রতাপ মুক্তারের সহধর্ম্মিণীর আবাসে চল্লেম। সলিমানকে পূর্ব্বেই বোলে রাখা হয়, সে আমার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকে। গিয়ে দেখি সেই বিশ্বস্ত কিঙ্করটি নিরনন হয়ে বসে আছে, আমি কতক্ষণে পৌঁছব, তাই ভাবছে। আমার কোন অনিষ্ট হয় নি, সমুদয় জিনিসপত্র সেই অবীরার হেপাজতে রয়েছে। সুমতি পরিবারেরা কে কেমন আছেন, সকলেইত প্রাণে প্রাণে কুশলে আছেন, এই সকল আত্মীয়তার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। সলিমান উত্তর কোল্লে "হাঁ, তাঁরা সকলেই ভাল আছেন। আমার প্রেমময়ী দেলজান এ পর্য্যন্ত সেই অবীরার সঙ্গে একত্রেই বাস কোচ্চেন। ঐ কথা শুনে, আর আর কাজকথা ফেলে, অমনি তাড়াতাড়ি অন্দরের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা যেখানে থাকেন, একেবারে সটান সেইখানে চলে গেলেম। সেই অবীরা, আর তাঁর পুত্র দুটি আমায় দেখে আহ্লাদে ভাসতে লাগলেন। তারা আমার বিস্তর আদর, বিস্তর সমাদর কোল্লেন। শেষে মুক্তারের স্ত্রী জিজ্ঞাসা কোল্লেন" "আপনার কাজ কর্ম্মের অবস্থা কিরূপ?" আমি বল্লেম, "আমার অদৃষ্ট টলেছে, সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, এক্ষণে পথের ভিকারী।" ঐ কথা শুনে আমার দুঃখে দুঃখিত

হয়ে, অতিশয় খেদ কোত্তে লাগ্‌লেন, এত কাতর হলেন যে, চোক দিয়ে দর্‌দর্‌ কোরে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। বালক দুটিও ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমরা বসে দুঃখের সুখের কথা বোল্‌ছি, এমন সময় দেলজান সেখানে উপস্থিত হলেন। বিধুমুখী অন্যমনস্ক হয়ে আস্‌ছিলেন, আমায় দেখেই চম্‌কে উঠ্‌লেন, থতমত খেয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায়, স্তব্ধ হয়ে খাড়া রইলেন। দেখ্‌লেম দেলজান যে মনোমোহিনী, সেই মনোমোহিনীই আছেন, তাঁর চারুযৌবনের ছটা মলিন হয় নি, তাঁরে দেখে লোকের মন তখনও মোহিত হত, এখনও হয়। তাঁর নয়নরাগ তেমনিই আছে, কিছুমাত্র উদাস হয় নি। আমার প্রতি তাঁর প্রেমানুরাগ পূর্ব্বের মতই বলবৎ আছে। তাই দেখে আমার আনন্দের স্থলকূল ছিল না। যাতে শীঘ্র শীঘ্র দুই হাত একত্র হয়, সে অভিলাষ, সে অভিপ্রায় আমি তাঁরে কতকালে জানাব, কতদিনেই বা তা জানাবার সুবিধা হবে? কবেই বা তা জানাবার অবসর পাব? তাই ভেবে মনে মনে লালায়িত হতে লাগ্‌লেম। সেই অবীরা, আর তাঁর দুটি পুত্র তৎকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোলে, আমাদের মুখ, বেঁধে রাখতে হল। তাঁদের সম্মুখে কোন কথাই হল না। না হল, নাই নাই; মুখই যেন বেঁধে রাখ্‌লেম, চোক ত খোলা ছিল, তারে ত আর বেঁধে কি ধরে রাখা গেল না। দেলজান এখন মুখ বন্ধ কোরে চোকের ভাষায় কথা কইতে লাগ্‌লেন। যখন অপর তিনজন কথায় কথায় অন্যমনস্ক হলেন, সেই অবসরে প্রণয়িনী আঁখির ভঙ্গিতে, কখন তাঁর কোমল হস্তদ্বারা মৃদু মৃদু আমার গাত্রস্পর্শ কোরে, তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত কোল্লেন। বিধুমুখী উদার মনে স্পষ্ট বল্লেন "তুমি আমায় যতখানি ভাল বেসেছ, আমিও তোমায় ততখানি ভাল বেসেছি। আমার জন্যে যেমন তোমার মন অনুরাগে দগ্ধ হোচ্চে, তোমার জন্যেও তেমনি আমার অন্তঃকরণ প্রেমরাগে পুড়ে যাচ্চে,

আমাদের উভয়েরি প্রণয়রাগ সমান।” সে দিন ঐ অবীরার বাড়ীতে সাক্ষাৎ কোত্তে গিয়ে, আমার মনে যে উল্লাস-তরঙ্গের কোলাহল হয়, আমার আজও তা স্মরণ আছে, বুকের মধ্যে আনন্দের নৃত্য হতে লাগল, আহ্লাদ যেন হৃদয় বেড়ে নেচেনেচে বেড়াচ্ছিল। আমার বেশ মনে হোচ্চে, আমি যখন বিদায় হয়ে, ফিরে বাড়ী যাই, পথে যেতে যেতে, মনে মনে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে যাচ্ছিলেম, “কথা মিছে নয়, সত্যি বটে, দেলজান আমায় নিতান্তই ভাল বাসেন, চন্দ্রমুখী আমার একান্তই প্রণয়াভিলাষিণী। দেলজান অতি সুশীলা, তাঁর স্বভাব অতি মধুর, তিনি অতি সাধ্বী, যেন স্বয়ং সাবিত্রী দেবী। রূপেরি বা কি প্রভা। দেহেরি বা কি ছটা! দেবকন্যা বল্লেই হয়। হৃদয় অতি সরল, মনে কোন চাতুরী নেই, রীত প্রকৃতির গুণে তাঁর দেহকান্তির আরো অধিক গৌরব হয়েছে। বিধুমুখীর চিত্তহারিণী মৃদুমন্দ হাসি, তাঁর মধুর কোমল ভাবভঙ্গী, তাঁর সরল প্রকৃতি, তাঁর নিরুপম উদার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি কোরে কার অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত না হয়? আজ আমার সঙ্গে তিনি যেরূপ আমোদ আহ্লাদ, যেরূপ হাস্যকৌতুক কোল্লেন, আমি তাঁর যেরূপ ভাব ভঙ্গী দেখ্‌লেম, তাঁর কথাবার্ত্তাও যেরূপ শুনলেম, তাতে কোরে তিনি যে আমার অনুরাগিণী হয়েছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, আমি বই তাঁর আর কেউ স্নেহের পাত্র নেই।”

পর দিনও আবার তাড়াতাড়ি সেই অবীরার বাড়ীতে চলে গেলেম। সে দিনও দেলজানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার কথা অবধারিত হয়ে থাকে। সেই কল্যাণী আর তাঁর পুত্র দুটি এবারও আমায় যথেষ্ট সমাদর কোল্লেন। দেলজানকে তাঁদের মধ্যে দেখ্‌তে না পেয়ে, আমি ফুল্‌কো চোকো হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কই দেলজান কোথায়? তাঁকে দেখ্‌ছিনে কেন? তিনি কোথায় গেলেন?” অবীরা কি একটা ওজর

কোল্লেন,—কোথায় গেছেন, কি, কাজে ব্যস্ত আছেন, কি, কি হয়েছে, এই ভাবের কি একটা কথা বোল্লেন, আমার মনে কিন্তু সে কথা লাগল না, আমার তা বিশ্বাস হল না। কি করি, শুনে চুপ কোরে থাকতে হল। তীর্থের কাকের ন্যায় বসেই আছি, কতক্ষণে আস্‌বেন, তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। একটু পরে দেলজান এলেন, কি আশ্চর্য্য! কাল যে চেহারা ছিল, আজ তার কিছুই নেই, সব উল্‌টে গেছে। তিনি আস্‌তেই আমি তাঁরে সেলাম কোল্লেম। তিনি কিন্তু পূর্ব্বের মত আমায় আদর যত্ন কোল্লেন না। অমনি এক রকম কপালতোলা গোচ কোরে সেরে নিলেন, যেন বিরক্ত বিরক্ত ভাব জানালেন। আমি যে, ভাব্‌নায় ভাবনায় শুকিয়ে গেছি, আমার মুখ দেখে তা বুঝতে পেরেও, একবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন না, "আমার কি হয়েছে, কি আমি এত ম্লান কেন?" আমার জীবনের জ্যোতি, যার মধ্যে আমার প্রাণ, যার বলে আমি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি, সেই দুটি উজ্জ্বল আঁখি অবনত কোরে দেলজান অধোবদনে রইলেন, কখন বা মুখ ফিরিয়ে আনপাশ চেয়ে দেখতে লাগলেন, কিন্তু ভুলেও আমায় একবার ফিরে দেখ্‌লেন না। দেখে শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল, মনে বড় বিস্ময় হল। নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। যার আদরে আদর, যার মানে মান, সে আমার প্রতি আজ হঠাৎ বাম হল, এ বর্ণচোরা ভাব আমি বুঝে উঠ্‌তে পাল্লেম না, ক্ষনতা হল না যে বুঝি—হার মান্‌তে হল। সেই অবীরা, আর তাঁর পুত্র দুটি উঠে আর একটা ঘরে গেলেন আমরা এখন দুজনে নির্জ্জন হলেম। এই অবসরে আমি মানিনী দেলজানকে জিজ্ঞাসা কোর্‌ব, "আজ তোমার হঠাৎ এরূপ মর্ম্মান্তিক ভাবান্তর হবার কারণ কি? কেন তোমার অভিমান হল? তোমার চন্দ্রমুখে হাসি না দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পাচ্ছি।" কথাগুলি ভালকোরে বল্‌তে পাচ্চিনে, তো তো কোচ্চি, জিব আড়িয়ে আড়িয়ে আস্‌চে, কথা ঠেকে ঠেকে যাচ্চে, এমন সময়

দেলজান অঙ্গুলি হেলিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—"সাম্নের ঘরে পরিবারেরা আছেন, আহার কোত্তে বোস্‌বেন, তার উদ্যোগ হচ্ছে।"

ঐ কথা শুনে আমি মরিয়ে হয়ে বোল্লেম, "দেলজান এসকল কি কারখানা? আমি কি অপরাধ কোরেছি? কেন আজ আমি তোমার বিষ-নয়নে পোড়্‌লেম। কেন তুমি আমার প্রতি বাম হলে?"

দেলজান বোল্লেন,ধর্ম্মাবতার! আমি আপনার প্রতি ক্ষুন্ন হয় নি, কিন্তু এরূপ যাতায়াত, কি এরূপ দেখা সাক্ষাৎ করা আর হবে না, সিটি আজ থেকে রহিত কোত্তে হবে। এখন অনুমতি করেন ত আমি বিদায় হই। আপনার মঙ্গল হোক,এই আমার বাসনা। সম্প্রতি রাজ দরবারে যে গোল-মাল হয়েগেছে, তার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। ঐ কথা বলে দেল-জান সাম্‌নের ঘরের দরজার দিকে সরে গেলেন। আজ তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলে, যে অযত্ন, যে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন, সেই অযত্ন, সেই অশ্র-দ্ধার ভঙ্গীতে চন্দ্রাননী ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। আমায় অনাদর,আমায় হতশ্রদ্ধা করা দেলজানের যেন স্পষ্ট মনোগত অভিপ্রায় ছিল বোধ হল। যাবার সময় আমার দিকে একবার একটু আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌লেন। সিটি যে তাঁর অনুরাগের,কি স্নেহের চাউনি, তা বড় বোধ হল না, আমার দুঃখে যেন তিনি দুঃখিত হয়েছেন, অথচ নিরুপায়,—প্রতিকার কর্‌বার ক্ষমতা নেই, তাঁর সে চাউনিতে এই ভাবটিই অধিক বোধ হলো।

দেলজানের এই আচরণ দেখে আমি ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছি, আমার জ্ঞান চৈতন্য ছিল না। সে অবস্থা কেটে গেলে, একটু সুস্থ হয়ে, দৌড়ে, হুড়মুড় কোরে, সেই সামনের কাম্‌রার ভিতর উপস্থিত হলেম। অধীরাকে অনেক ধোরে কোরে, বিস্তর বিনয় কোরে বোল্লেম, "আজ যে কারখানা স্বচক্ষে দেখ্‌লেম, তাতে মনে বড় ব্যথা পেয়েছি, অন্তঃকরণ হুহু কোচ্চে,প্রাণ ফেটে যাচ্চে,ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে,এরূপ ঘটনা হবার কারণ কি?

কালও ত আমি এসেছিলেম, কই, তখন ত এ ভাব দেখি নি, এর মধ্যে হঠাৎ কি হল? এক রাত্রের মধ্যেই যে, সব উল্‌টে গেল, এর তাৎপর্য্য কি? কেউ কি আমার নামে ঠকানি কোরে কাণ ভারি কোরে দিয়েছে? তা যদি না হয়, তবে আমি কি কোরে মনেরে প্রবোধ দিব? কি বোলে তাবে বুঝোবো? কাল যে আমায় প্রাণের সমান ভাল বেসেছে, আজ যেন সে, সে নয়, এরূপ অকস্মাৎ বিসদৃশ ভাবান্তর হবার কোন কারণ দেখিনে। অধিক নয়, পাঁচ সাত ঘণ্টা পূর্ব্বে দেলজান যে আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাস্‌তেন, এ কথা আমি দিব্বি কোরে বল্‌তে পারি।

অবীরা বল্লেন, "সে কথা মিছে নয়, এর পূর্ব্বে আপনার দিব্যি কর্‌বার কোন বাধা ছিল না, তা অনায়াসেই পাত্তেন, তাতে আপনি মিথ্যাবাদী হতেন না। এখনও কি দেলজান আপনাকে স্নেহ করেন না? তা করেন বৈকি। আমি ত জানি আপনার প্রতি এখনও তাঁর বেশ মন আছে। তবে কথা কি, আপনি যখন প্রধান সেনাপতি, আর রাজশরীর রক্ষকের প্রধান স্বামী ছিলেন, সেই সময় আপনাদের প্রথম দেখাসাক্ষাৎ হয়। মনে কোরে দেখুন, তখন এক সময় ছিল, আর এখন এক সময়। এর মধ্যে কত কাণ্ড, কত সৃষ্টি হয়ে গেল। সাবেক বন্দোবস্ত সব উল্‌টে গেছে। দেলজান সন্ধানে সন্ধানে জান্‌তে পেরেছেন, আপনি এক্ষণে রাজপরিবারের প্রিয়পাত্র নহেন, বাদশাহের প্রধান আমীরও নহেন, একথা কিছু আপনি অস্বীকার কোত্তে পারেন না।"

ঐ কথা শুনে ভারি চোটে গেলেম, তাঁরে বল্লেম, "রও! রও! চুপ কর, আর ও কথা বল্‌তে হবে না, আমি এখন সব বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি যা বোল্‌বে, আমি যেন চক্ষের উপর তা দেখ্‌তে পাচ্চি। তবে আর দেলজান আমায় ভাল বাস্‌তেন না? তবে আর আমার প্রতি তাঁর প্রণয়-টান ছিল না? যুবতী তবে মুখে কেবল অনুরাগ জানাতেন, ভাব মনে মনে অন্য

ভাব ছিল। উঃ! হায়! হায়! কামিনী! তোমার কি কঠিন প্রাণ! তুমি আমার সঙ্গে কি চাতুরীই খেলেছো! তবে যে দেলজানের কৃষ্ণোজ্জ্বল আঁখি দুটি বিকশিত কমল-দলের ন্যায় প্রফুল্লছটায় আমোদিত করে, সে কি শুদ্ধ ভোগতৃষ্ণা তৃপ্তি কর্‌বার মানসে? তিনি যে তাঁর কমনীয় করপল্লব, আমার অনুরাগাসক্ত হস্তের উপর রেখে, মৃদু মৃদু কমলস্পর্শ কোত্তেন, সে কি শুদ্ধ অর্থেরই লালসায়? প্রণয়ের কি কোন অনুরোধই নাই। সরল প্রণয় দেব আরাধ্য, সুরাসুর প্রভৃতি সকলেই তা বাঞ্ছা করেন। সুবাস-বাহি কুসুম-আঘ্রাণে, প্রাতঃকালের মলয়া-হিল্লোলে, শরদের শশি কিরণে, উষার স্নিগ্ধ প্রভায়, অন্তঃকরণ যেমন প্রফুল্লিত হয়, পবিত্র প্রণয়েতেও মন তেমনি বিমল সুখে আমোদিত হয়। পবিত্র প্রণয় কারে বলে, সে পরিচয় কি দেলজান জানেন না? বিমল প্রণয়ের মাধুরী, তার স্নিগ্ধমূর্ত্তি, তার অনুগ্র কোমল স্বভাব, তার উদার গুণ তিনি কি জন্মেও কখন অনুভব করেননি? আহ! আমাদের উভয় হস্ত এক হয়ে, চিরকাল আবদ্ধ থাক্‌বার কথা ছিল, তা হলে আজ কি প্রমাদ পড়ত।"

আমি এখন শোকে আর মনস্তাপে অধীর হয়ে পড়েছি, হায়! আমার এতদিনের আশা, একদিনেই ফুরিয়ে গেল। তাই ভেবে প্রাণে দারুণ ব্যথা পেলেম, ভারি কাতর হলেম,জ্ঞান হল কেউ যেন আমার প্রণয়-পল্লব মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। অন্তঃকরণ ভহু কোত্তে লাগ্‌ল। সংসারের সকল সুখই যেন এককালে উঠে গেল,মরুভূমের ন্যায় কেবল ধূ ধূময় দেখ্‌তে লাগলেম। চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল, কেবল লজ্জায় ফুকুরে কাঁদ্‌তে পাল্লেম না। ইচ্ছা হতে লাগ্‌ল, আগুণে ঝাপ দিই, কি রসাতল-শায়ী হই, কি এক দিকে চলে যাই, দেশান্তরী হই, লোকালয়ে আর মুখ দেখাব না, বনে গিয়ে বাস করি। তাতে আমার তত কষ্ট বোধ হবে না, দেলজানের বিচ্ছেদ যাতনা বিষম যাতনা, আমার প্রাণে তা

সহ্য হয় না। সেই অবীরা আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে বল্লেন, “এক্ষণে এখানে যাতায়াত রহিত করাই আবশ্যক,” কেন আবশ্যক, সে কথাও বুঝিয়ে বল্লেন। কিন্তু আমি যে এক্ষণে কেবল সাদক নামে একজন মোগল মাত্র, আমার নামের সঙ্গে “আমীর” বা “ওমরা” ইত্যাদি কোন সম্মানের উপাধী সংযুক্ত নেই, সে কথাও আমায় স্মরণ কোরে দিতে যুবতী বিস্মৃত হলেন না। ঐ কথা শুনে আমি বোল্লেম, “দেলজান আমায় অসার জ্ঞান কোরেছেন, অথচ আবার আমার জন্যে তাঁর দুঃখও জানান হয়, তা হোক, ফলে আমার সঙ্গে আর কখন তাঁর দেখাসাক্ষাৎ না হয়, এইটিই তাঁর বাসনা।”

দেলজানের হয়ে অবীরা কত কথাই বোল্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর বিচারে আমার সঙ্গে দেলজানের অপ্রণয় করা অন্যায় কাজ হয় নি, বরং ভালই হয়েছে। তিনি বল্লেন, “দরিদ্রতা একটি সাংঘাতিক পীড়ার স্বরূপ, তাই দেলজানের মনে বড় ভয়, পাছে তাঁকে সেই দারিদ্র-পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হয়। তদ্ভিন্ন——”

আমি তাঁরে আর কোন কথা কইতে না দিয়ে, বল্লেম, “আপনি একটু ক্ষান্ত হোন। দেলজানের অনুরাগ মৌখিক না হয়ে, অকপট, অকৃত্রিম প্রণয়ে যেরূপ হয়ে থাকে, সেইরূপ যদি আন্তরিক হত, তবে কি তিনি মনে কোল্লেই অপ্রণয় কোত্তে পাত্তেন? তা কখনই পাত্তেন না। প্রণয় কি খেলা করবার পুতুল, যে তা নিয়ে কখন রঙ্গভঙ্গ কোল্লেম, আবার ইচ্ছা হল ত একপাশে ফেলে রাখ্‌লেম। প্রণয় অনাদরের বা উপহাসের বিষয় নয়, না ত বিস্মৃত হবার বস্তু, তাও নয়। রাজ্য সম্পদের ভাবনাই হোক, অথবা কিসে মান সম্ভ্রম হবে, সেই ভাবনাই হোক, অন্য অন্য ভাবনা যতই থাক না কেন, আর যত বড়ই হোক না কেন, প্রেম চিন্তা সকলের প্রধান—সকলের উপর। প্রণয় একবার হৃদয় অধিকার

কোল্লে, কার সাধ্য তারে উচ্ছেদ করে? ফাল্গুনদীর অন্তঃসলিলের ন্যায়, যার অন্তরে অন্তরে প্রণয় প্রবাহ চলেছে, সে প্রেমস্রোত কি কখন অবরুদ্ধ হয়? তা কখনই হয় না। বলত প্রেম এক প্রকার দ্বিতীয় প্রাণ-পুরুষ, দেহ, মন, আর প্রাণের সহিত অভেদ বা একাত্মা হয়ে তার জন্ম হয়, আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে তার পুষ্টিও হয়। শরীরের মর্ম্মে মর্ম্মে তার শিরে শিরে প্রণয়ের সঞ্চার আছে, তার প্রভাবে দেহের তাবৎ ইন্দ্রিয় সবল, মনের তাবৎ শক্তি সতেজ হয়। দেলজান আমার যে ছিদ্র পেয়েছেন, তাতে কি অকৃত্রিম প্রণয়ের অনাদর হয়? না, তার আরো গৌরব বাড়ে। দুরবস্থার সময় যে প্রণয় ক্ষুদ্ধ না হয়, এক অবস্থায়ই থাকে, সেই প্রণয়ই প্রণয়, তার মধুর প্রভাবে দিক উজ্জ্বল, মন পবিত্র, প্রাণ স্নিগ্ধ, স্বভাব বিমল হয়। আচ্ছা, তবে এখন আমি আসি বিদায় হলেম। এক্ষণে আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়ে লড়াই কোত্তে চোল্লেম। আজ অবধি জান্‌লেম, "নারীর প্রণয় স্বপ্নের তুল্য, ইচ্ছামত হয়, আবার যায়ও ইচ্ছামত।" আমার প্রতি দেলজানের অকৃপা হয়েছে, হোক, তবু তিনি সুখে থাকুলে সুখী হব। ভদ্রে! জগদীশ্বর করুন তোমরা যেন দাদার অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাও। আমায় যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে এখান থেকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান কর ইতি বিধি।"

"হায়! পালিয়ে আমি যাব কোথা, দাঁড়াই কার কাছে, কে আছে আমার যে, আমারে বলে কোলে টানবে? আমার পুত্রেরা এক্ষণে অস্ত্র ধোত্তে শিখেছে। যে পক্ষ বিচার আর ধর্ম্ম আছে, সেই পক্ষ হয়ে তারা লড়াই কোত্তে প্রস্তুত। একজনের ইচ্ছা আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়, আর একটির ইচ্ছা সুলতান সুজার সরকারে বাহাল হয়। এস্থলে আপনার কি মত? কি অনুমতি করেন আপনি?" অবীরা এই উত্তর কোল্লো।

এই সময় আমি শিরঃপীড়ায় অস্থির হয়ে পোড়েছি, এত বাতের

হয়েছি যে,তাঁর ও কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা হল না। মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুট্‌তে লাগ্‌ল, হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে অমনি উঠ্‌লেম, আর তিলার্দ্ধও দেরি কোল্লেম না, ছুটে বাহিরে এলেম। সদর রাস্তায় পোড়ে, একটু ঘুরে যেমন একটা গলির মধ্যে যাব,চেয়ে দেখি না দেলজান, একটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর অধর বেড়ে মৃদু মৃদু হাসি নৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে। আমায় দেখে তিনি সরে গেলেন, গাঢাকা দিলেন। আমার মতন লোক তাঁর স্মরণ পথে উদয় না হয়, মনে থেকে একেবারে তারে নির্ব্বাসিত করেন, এই তাঁর বাসনা।

আমি পায় পায় আমার অভিনব স্বামীর ছাউনিতে চোল্লেম। পথে যেতে যেতে ভাবলেম, দেলজান প্রণয় ভঙ্গ কোরে মন্দ কাজ করেন নি। যেস্থলে মিলনের কোন আশাই নেই, সেখানে প্রণয়, রেখে কি ফল। লাভের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অনুরাগ অনলে নিরবচ্ছিন্ন দগ্ধ হতে থাকে, তার বিরাম নেই, তিলার্দ্ধও বিচ্ছেদ নেই। ছিন্ন তরুর ন্যায় উভয়েই দিন দিন শুষ্ক, দিন দিন শীর্ণ হয়ে যায়। তার চেয়ে অপ্রণয় করাই ভাল। মুখে ঐ কথা বল্লেম বটে, কিন্তু পোড়া মন কি তা বোঝে, অন্তঃকরন ফেটে যেতে লাগ্‌ল। দেলজান আর আমার অনুরাগিণী নহেন, আমি আর তাঁর প্রণয়ের ভাজন নই, এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ আমায় যেন উন্মাদ কোরে তুল্লে। কিন্তু দেলজান মুখে যেরূপ প্রণয় জানাতেন,তত দূর অনুরাগিণী হয়ে, তিনি যে আবার অবলীলাক্রমে সেই প্রণয় ভঙ্গ কোল্লেন, তাতে যে তাঁর মনে একটুও কষ্ট হল না, অনায়াসেই তা ঝেড়ে ফেলে দিলেন, তাঁর ঐ নির্গুণ, পান্‌সে ব্যবহারটি স্মরণ হয়ে, আমার মন অনেক সুস্থির হল। দেলজানের সেই উদারায়ত্ত বিরাগতাই আমার পক্ষে বর হল। আমি তাঁর প্রণয়ে নৈরাশ হয়েও তাদৃশ ক্লেশ বোধ কোল্লেম না। তাই আমি এখন, নিরুদ্বেগে, নির্ভাবনায় ছাউনিতে উপস্থিত

হয়ে সৈন্যদের সঙ্গে ধুমধামে ব্যস্ত রইলেম, সেখানকার তাবৎ কর্ম্ম প্রণালি পূর্ব্বক নির্ব্বাহও কোত্তে লাগ্‌লেম। নানা বরাতে নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থেকে, দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল সত্য, কিন্তু দেলজানের কোমল মূর্ত্তি আমার অন্তরে বিরাজ কোত্তে লাগ্‌ল প্রণয়িনীকে একখানি অনুরাগ-আসন দিয়ে হৃদয় মধ্যে বসিয়ে রাখ্‌লেম।

ছাউনির মধ্যে ভারি গোল, গোলে কাণ পাতা যায় না। কত দিকে কত লোকে কল বল করে কথা কোচ্চে, কেউ কোন দিকে হাঁকাহাঁকি কোচ্চে, কেউ কারে মাচ্চে, কেউ কারে ধম্‌কাচ্চে, কেউ আশ্চে, কেউ যাচ্চে, কেউ হাস্‌চে, কেউ কাঁদ্‌চে, কোথাও কেউ নাচ্‌ছে কোথাও কেউ গাচ্ছে। আমি কিন্তু তা ভ্রূক্ষেপও না কোরে, একটা তাঁবুর মধ্যে গিয়ে শয়ন কোল্লেম, শুয়ে নিরবচ্ছিন্ন দেলজানের বিষয় ধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেম। আমি এই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, হয় ত দেলজানের প্রতি আমি অবিচার কোরেচি, তিনি যে দেলজান, সেই দেলজানই আছেন। বিধুমুখী অতি সরলহৃদয়া, তাঁর অতি উদার মন, তাঁর প্রণয়ও উদার। রমনী আমার প্রাণের জ্যোতি। আমার সাধনের ধন। দেলজান যেন নববিকশিত অরুণকমল, যেন অবিকল সুকোমল কুসুমলতিকা! তাঁর অন্তঃকরণ স্নেহভারে অবনত। তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে, বোধ হয় যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ হোচ্চে, তাঁর রসনা যেন সুধার ভাণ্ডার। তাঁর স্নিগ্ধ মূর্ত্তির কোমল রাগে, তাঁর বদন চন্দ্রিমার বিনোদ ছটায় মন মেতে উঠে, প্রাণ আকুল হয়। দেখ্‌লে বোধ হয় যেন যুবতীর ওষ্ঠাধর অনল-প্রভার লোহিত রাগে রঞ্জিত। তাঁর হাব ভাব, তাঁর বিলাস ভঙ্গী, তাঁর নয়ন কটাক্ষ মদনের শর হয়ে পুরুষের প্রাণ বধ করে। তাঁর পরিমল বাহি যৌবন কুসুমের আঘ্রাণে মন মুগ্ধ হয়। এমনতর ভুবন মোহিনীমূর্ত্তি যে একবার দর্শন কোরেছে, সে আর জীবনসত্ত্বে সে মাধুরী ভুল্‌তে পার্‌বে না। শরতের জোৎস্নারাত্রে নদীজলে শশিকিরণের ছটা পোড়েছে,

বায়ুর মন্দ মন্দ হিল্লোলে, অল্প অল্প ঢেউ হোচ্চে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি ঝকমক ঝকমক কোচ্চে, যেন মণিমাণিক্যে খচিত হয়ে নাচতে নাচ্‌তে চলেছে। তখন নদীর কি মনোহর শোভাই হয়, যত দেখি, ততই দেখ্‌তে বাসনা যায়, চক্ষের পলক ফেল্‌তে ইচ্ছা করে না। আজ আমি দেলজানকে দেখে সেইরূপ প্রফুল্লিত হয়েছিলেম। নিলাম্বরী বস্ত্রখানিতে তাঁর লাবণ্যের ছটা পড়েছে। বাতাসে যখন বস্ত্রখানি এক একবার আন্দোলিত হোচ্চে, অমনি ঝলকে ঝলকে চারু কান্তির আভা বেরুচ্চে, সুন্দরী যখন একটু হেল্‌চেন, কি যখন একটু তুল্‌ছেন, তাঁর নিলাম্বরী যুড়ে রূপের তরঙ্গ দেখা দিচ্ছে। বিধাতা দেলজানের অধরে কি মধুর হাসিরই সৃষ্টি কোরেছেন! তাঁর সে ভুবনমোহিনী হাসিতে প্রাণের অশ্রুপাত হয়,—হৃদয় গলে যায়। দেলজান! সুন্দরী! তোমার মধুর মূর্ত্তির কতই মনোহারিণী শক্তি! তার স্নিগ্ধ প্রভাবে রণের উগ্রমূর্ত্তি মধুর জ্ঞান হয়। প্রাণে ভয় না হয়ে বরং মন প্রফুল্লরসে ভাস্‌তে থাকে। আমি যে সম্প্রতি আবঙ্গজেবের সঙ্গে রণমদে মেতেছি, সে শুদ্ধ তোমারই অনুগ্রহে. তোমার যৌবন-তরঙ্গের বিনোদ ছটা মনে কোরে আমার মনে দ্বিগুণ উৎসাহ, দ্বিগুণ সাহস হয়েছে। চারুনয়নে! তোমার দর্শন মাত্রেই আমি সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ হতে অবসর পাই, তখন আহ্লাদে জ্ঞান হয় যেন, আমার হৃদয়গগনে একটি সুখসূর্য্যের নবোদয় হয়েছে। প্রিয়ে! সাগর যেমন নদ নদীর জল আকর্ষণ করে, তুমি তেমনি আমার মন প্রাণ আকর্ষণ কোরেছে। পবিত্রে! লোকে যেমন একটি সুবাসবাহি চারুপুষ্প দর্শন কোরে মনে বড় প্রফুল্লিত হয়, ইচ্ছা হয় যে তারে আদরে যত্ন করে, তোমায় দর্শন কোরে আমি সেইরূপ পুলকিত হই, মন আপনা হতেই তোমায় প্রেমাদরে ভালবাস্‌তে চায়। বাস্তবিক তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমি সব দুঃখ ভুলে যাই।

আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হয় তার ত কোন আকারই নেই, প্রণয় রেখে

লাভ এই হবে, কেবল ক্ষোভে আর মনস্তাপে চিরকালটা কেঁদে মত্তে হবে। তাই বুঝি দেলজান মনোযোগ বাড়াতে ভয় কোচ্চেন। দেলজান প্রণয়-মোহিতা, অপ্রণয়িনী নহেন। আমি অতি মূঢ়, অতি পামর, তাই তাঁরে পাষাণী, তাই তাঁরে অননুরাগিণী বলি, বাস্তবিক তিনি তা নন, সিটি তবে আমারি দোষ, তাঁর দোষ নয়। বল্‌তে কি, দেলজান অতি ধীর, অতি বুদ্ধিমতি, আমিই নির্ব্বোধ, আমারি বিবেচনা শূন্য, আমি একটুতে অধৈর্য্য হয়ে পড়ি! মদনরাগে মত্ত হয়ে আমি একেবারে অসার হয়ে পোড়েছি, আমাতে আর কোন পদার্থ নেই। আমার "এই বাহু" এক দিন সমুদয় কণ্টক ছেদন কোরে অতুল সম্পদের পথ পরিষ্কার কোর্‌বে। যে দিন থেকে সেই শুভদিন সুপ্রভাত হবে, সেই দিনাবধি দেলজানের মৃণাল তুল্য কোমল পার্শ্বের অধীশ্বর হব। সেই দিনাবধি রসময়ীর মধুর প্রসঙ্গ অহরহ আমার রাগাসক্ত রসনায় নৃত্য কোর্‌বে। সেই দিনাবধি প্রমদাকে প্রেমের প্রতিমা কোরে হৃদয়ে বরণ কোর্‌ব। তাঁর কোমল মহিমা, কোমল গুণ, কোমল গৌরব, তাঁর কোমল স্বভাব হৃদয়পটে, রাজ-পথে, বৃক্ষশাখায়, গিরিগাত্রে, লিখে রাখব। বিহঙ্গমকুলকে শিখিয়ে এই কথা বলে ছেড়ে দেব, "তোরা উড়ে উড়ে, দেশে দেশে গুণময়ী প্রণয়িনীর গুণ গেয়ে গেয়ে বেড়া।" আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে এক মন এক চিত্তে দেলজানের বিনোদ মূর্ত্তি, তাঁর মুখকান্তির কোমল তরঙ্গ, তাঁর নির্ম্মল চরিত্র চিত্রপটে চিত্র কোচ্চি, এমন সময় আবঙ্গজেবের লোক এসে আমায় বাধা দিলে। রাজপুত্র আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এমন অসময় রাজকুমার কেন ডাক্‌লেন? তবে বুঝি কি আবশ্যক হয়েছে, এই ভেবে আমি উঠে দাঁড়ালেম। হরকরার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম, সত্বরেই তাঁর তেজোজ্জ্বল মনোহর বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হলেম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"যার যেমন মতি, তার তেমনি গতি।"

আরঙ্গজেবের সভায় এসে দেখি, কুমার ভাক্ত ধার্ম্মিক হয়ে ভণ্ড প্রবঞ্চনা কোচ্চে বসেছেন। মোল্লা, মৌলবী, দরবেশ, ফকির, নবী, বুজরগ—এই সকল পুণ্যাত্মা মহাপুরুষেরা তাঁরে ঘেরে বসে আছেন। কুমার কেন তাঁদের আহ্বান কোরেছেন? ধর্ম্মনীতি শিক্ষা কোরবেন বোলে? না পরমার্থ বিষয় চিন্তা কর্‌বার মানসে? সে সকল কিছুই নয়। কুমারের আগাগোড়া হারামজাদ্‌গি, তাঁর সব কারসাজি, সব বজ্জাতি। কেবল একটা ভেক সেজে ভেল্‌কি দেখিয়ে সকল লোককে, বিশেষত তাঁর ভ্রাতাদের অন্ধ কোরবেন এই তার অভিপ্রায়। আরঙ্গজেবের পেটে পেটে নষ্টামি, তাঁর মনের কথা এই, লোকে মনে করুক "আরঙ্গজেব উদাসীন, আরঙ্গজেব বিবেকী, আরঙ্গজেব সংসারত্যাগী, বিষয় বৈভবের প্রতি তাঁর লোভ নেই, অহিকের সুখে তিনি আসক্ত নহেন। তা হলে তাঁর সহোদরেরা মনে কোর্‌বেন, আরঙ্গজেব রাজপদের অভিলাষী নন, সেই খাতিরজমায় তাঁরা অসাবধান হবেন, কুমার তখন সুযোগ পেয়ে রাজসিংহাসন আস্‌-টপ্‌পায় আপনার হস্তগত কোচ্চে পার্‌বেন—এই তাঁর সার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমিত তাঁর নাড়ীনক্ষত্রের সব খবরি রাখ্‌তেম, আমিত জান্‌তেম আরঙ্গজেব দুরন্ত বিষয় অভিলাষী, সংসার সুখের প্রতি তাঁর যতখানি নজর, ততখানি তাঁর ভ্রাতাদের নয়। হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসনের উপরেই তাঁর লক্ষ্য, ফকিরের ছেঁড়া ফাটা টুপির উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তিনি যে রাজপদের সুখভোগ পরিত্যাগ কোরে, তার পরিবর্ত্তে জগদীশ্বরের চিন্তায় সন্তুষ্ট হবেন, তিনি সে ধাতের, সে প্রকৃতির লোক ছিলেন

না। রাজকুমারের কপট উদাসীনতার প্রতি দৃষ্টি কোরে, আমি একটু না হেঁসে থাকৃতে পাল্লেম না।

আমি এক কোণে দাঁড়িয়েই আছি, রাজপুত্র একবার ফিরেও দেখ্‌লেন না। কতক্ষণ পরে সাধুরা বিদায় হয়ে, যার যে স্থানে চলে গেলেন। তখন আরঙ্গজেব তাঁর দুটি তীক্ষ্ণ চক্ষু ঘুরুতে ঘুরুতে আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন "যুবা! তোমার তস্‌বি কোথায়? আমি মুখে কোন উত্তর না দিয়ে, আমার এক খানি হাত তলোয়ারের মুটের উপর রাখ্‌লেম। তাই দেখে রাজকুমার ইশারা কোরে বোল্লেন, "একটু এগিয়ে এস। একদিন সে সময় হবে, তখন তোমার ঐ অস্ত্রের ভারি গুমর হয়ে দাঁড়াবে। এই তস্‌বি লও, আপাতত ফকিরদের চেলা হয়ে থাক।" আমি হাঁটুগেড়ে, নিচু হয়ে ঘাড় বাড়িয়ে দিলেম, রাজপুত্র আমার গলায় তস্‌বি পরিয়ে দিলেন, আর বল্লেন, "চারিদিকে নজর রেখে, সাবধান হয়ে চলো। বিবাদকলহের দিকেও যেও না। তুমি যদি আমার অনুগত হয়ে থাক, আমি ফকিরিই হই, আর রাজাই হই, আমার সুসময় হলে, আমি তোমারে ভুলব না। এক্ষণে তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে, বল, সাধ্য হয়ত পূর্ণ কোর্‌ব।"

আমি বোল্লেম, "কুমার বাহাদুর! কেবল পিতার জন্যেই আমার দুর্ভাবনা!"

"তোমার পিতা! কোথা তিনি?"

"তা আমি জানিনে, ধর্ম্মাবতার! বোধ হয় তিনি দারার গ্রাসে পোড়েছেন, আমার সেই ভয় বড় হোচ্চে।"

আরঙ্গজেব বোল্লেন, "তবে তাঁরে কালে ধরেছে, এখন ভগবানের হাত, তিনি ভিন্ন আর কারও রক্ষা করবার ক্ষমতা নাই। তাঁর দশা নিকেশ হয়েছে, তাঁর বরাতে শীলমোহর পোড়েছে, তাঁর অদৃষ্টের দ্বার

রুদ্ধ হয়ে গেছে। দেখো সাবধান! আবার তুমি যেন তাঁর বেড়াজালে পোড়ে ধরা দিও না। সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত যেমন অভ্রান্ত সত্য, দারার খপ্পরে পোড়লে তোমার মৃত্যুও তেমনি অবধারিত সত্য। তখন জগৎস্বামী সাজাহানেরও সাধ্য নাই যে তোমারে বাঁচান্।"

আমি ঐ কথা শুনে, চোক কান বুঝে, মরি মরি কোরে, ভঙ্গী ক্রমে এই কথা বোল্লেম, "আরঙ্গজেব যদি মনে করেন; তিনি যদি মধ্যবর্ত্তি হয়ে প্রাণদান দেন, তবে আমার হতভাগ্য পিতা রক্ষা পেলেও পেতে পারেন।"

ঐ কথা শুনে আরঙ্গজেব বোল্লেন"আমি তোমারে নিশ্চয় বল্‌ছি, আমি তার মধ্যে থেকে কিছুই কোত্তে পারব না, তাতে কোন ফলই হবে না। বিশেষত তোমার পিতাকে যখন ধোরে নিয়ে যায়, তখন কিছু তিনি আমার কারপরদাজ ছিলেন না, তবে আমার দোহাই দারা শুনবে কেন, আমার কি অধিকার আছে যে, এবিষয়ে হস্তপ্রদান করি. কোল্লে অনধিকার চর্চ্চা করা হয়।" আমার আর অধিক কথা বোল্‌তে ভরসা হল না। তার পর রাজকুমার আমায় ডেকে বোল্লেন, "ডেকানে যেতে হবে, প্রস্তুত হয়ে থাক. যখনি হুকুম করবো, তখনি উঠ্‌তে হবে।" ঐ কথা বোলে হস্ত দুলিয়ে ঈঙ্গীৎ কোল্লেন, আমি সে সঙ্কেতের অর্থ জান্‌তেম, তাই বিদায় হয়ে আপনার ডেরায় এলেম, এসে দেখি সলিমান আমার প্রতীক্ষায় বোসে আছে।

সলিমানের ভাব ভঙ্গি, তার চোক মুখের চেহারা ভারি ভারি দেখে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, সে আমায় কোন বিশেষ কথা বোল্‌বে। তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন, কোন খবর আছে নাকি?" সলিমান তার বুকের ভিতর থেকে একখানি চিটি বারকোরে আমার হাতে দিলে। আমার আর দেরি সইল না, পত্রখানি তাড়াতাড়ি খুল্লেম, খুলে দেখি, দেল-

জানের হস্তাক্ষর। আমি অমনি আহ্লাদে নেচে উঠ্লেম। আমার আমোদিনী এই কথাগুলি লিখেছেন।

"সখে! যে দিন থেকে রাজপুরে গোলমাল বেধেছে, সেই দিনাবধি তোমার ন্যায় আমার মনেও দারুণ কষ্ট হোচ্চে, আমরা উভয়েই বিচ্ছেদ হলাহল আস্বাদন কোচ্চি। আমি আপনাকে অনাদর, অযত্ন কোরেছি, আপনি তাতে দুঃখিত হয়েছেন, হতে পারেন, কিন্তু আপনি কি মনে কোরেছেন, সত্য সত্যই আমার মনের ভাবান্তর হয়েছে, আপনি কি বিবেচনা করেন নি, অবস্থা কি! সেই অবস্থার দোষেই যে আমায় মুখ বন্ধ কোত্তে হয়েছে। নচেৎ তোমার মনে কষ্ট দিয়ে আমি কি কখন সুখী হতে পারি? যে অবধি তুমি আমার অভিমানে অপমান বোধ কোরে ফিরে গেছ, সেই দিন থেকে আমি অত্যন্ত অসুখী, খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কারও সঙ্গে কথা কয়ে ও সুখ হয় না, মন হুহু কোচ্চে, প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে। সখে! সে দিন তুমি এখান থেকে চলে গেলে, মুক্তারের স্ত্রী তোমার হয়ে আমায় বিস্তর প্রণয় ভৎর্সনা কোল্লেন, কিন্তু আমি তাঁরে পাঁচরকম বুঝিয়ে বোল্লেম, শুনে কতক নিরস্ত হলেন। অবীরা বোল্লেন, 'দেলজান! তোমার কি কঠিন প্রাণ! কি কোরে উজীর পুত্রকে অমন নিষ্ঠুর কথাগুলি বোল্লে ভাই? তোমার কি একটু দয়া হল না, প্রাণে কি একটু দুঃখও হল না। সাদক অতি সুজন, তিনি তোমারে এত ভাল বাসেন যে, তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, একে ত তিনি পুরুষ, তায় আবার তোমা বই জানেন না, ছি! তাঁরে কি অমন নিষ্ঠুর বাক্যে, আরক্ত নয়নে বিদায় কোত্তে হয়'?

আমি বোল্লেম "সখি! ঐ জন্যেই ত তাঁকে তত অনুযোগ কোল্লেম, ভাল বাসেন বলেই ত তাঁর উপর তত অভিমানিনী হলেম। তাঁর সুকোমল কুসুম সদৃশ নবীন আকৃতি, তাঁর মধুর স্বভাব, তাঁর সরল হৃদয়, তাঁর

অকপট অনুরাগ, এবং সকলে চক্রান্ত কোরে আমারে তাঁর প্রণয়ের পক্ষপাতিনী কোরেছে। সখি! উজীর পুত্র যখন আমার নয়ন পথের পথিক হন, আমি তখন আহ্লাদে দিগান্ধ হয়ে আপনাকে হারাই, কোথায় আছি, কি কোচ্ছি, কিছুই জ্ঞান থাকে না।"

অবীরা বল্লেন, "সখি! উজীর পুত্রের প্রতি তুমি যদি এতই অনুরাগিণী, তবে মৌখিক ছলনা কোরে সে সুধাময় প্রণয়রাগ গোপন কর কেন? কেনই বা সেই মনোময় চিত্তচোরের নিকট তোমার প্রেমোদিত হৃদয়ের পরিচয় না দাও?"

আমি বলিলাম, "সখি! সে কি কথা, সাদকের এই ঘোর বিপদ, আমিও যে কষ্টে পোড়েছি, তাও তুমি স্বচক্ষে দেখ্তে পাচ্ছো, এখন কি আমার প্রণয়সুখে আমোদিনী হবার সময়? তাতেও কি কখন চিত্তের বিনোদ জন্মে? না হৃদয় বিকসিত, না মন প্রফুল্লিত হয়? সে প্রণয় ত আর সুখের প্রণয় নয়, আমার পক্ষে তা এখন সুখের ছলনা মাত্র। লোকে যেমন স্বপ্নে কত প্রকার সুখে আমোদী হয়, অথচ সকলই প্রতারণা; সখি! এও ঠিক তাই আর কি।"

"তাই বলি, সখে! সে দিন তোমার সঙ্গে ভাল কোরে কথা কই নি বোলে, তুমি কি মনে কোরেছ সত্যি সত্যিই আমার মনের ভাবান্তর হয়েছে? সময় গুণে যে সব সইতে হয়, সব কোত্তে হয়, তা কি তুমি জান না। আমাদের অবস্থার দোষেই যে আমাকে মুখবন্ধ কোরে থাকতে হয়েছে, সিটি কি তুমি বিবেচনা কোত্তে পার নি। তুমি ত অজ্ঞান নও, জান ত, লোকের কিরূপ স্বভাব, তিল হয় ত তাল কোরে তোলে, একটু কিছুর গন্ধ পেলে, অমনি নেচে ওঠে। লোকে যদি একটা কুকথা রটিয়ে দেয়, তখন তুমি কার মুখ হাত দিয়ে চেপে রাখ্বে? তোমায় না দেখ্তে পেয়ে, প্রাণে যে কি হোচ্চে, তা প্রাণই জানে, মুখে তা কত বোল্‌ব,

বল্লেও তুমি তা বিশ্বাস কোরবে কেন। মুখ যেমন দেখা যায়, তেমনি যদি অন্তঃকরণ দেখা যেত, তবে আমি তোমারে বুক চিরে দেখাতেম। তোমার অদর্শনে আমার অন্তঃকরণ পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্চে কি না তুমি তা স্বচক্ষে দেখ্‌তে পেতে। তা হোক, পুড়ছে পুড়ুক, তবু আমি সয়ে আছি, লোকের কুস্বর হাত থেকে যে বেঁচে গেছি, সেই আমার পরম লাভ—সেইটিই আমার প্রবোধের সম্বল হয়েছে। কিন্তু সখে! অনুরাগের কেমনই প্রভাব, এত যে লোকলজ্জার ভয়, তবু অবোধ মন তা বোঝেনা. পোড়া আঁখি একবার তোমায় দেখ্‌তে বাসনা করে। ও সখে! যে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোয়ে মনের বোঝা খালাস কোত্তে না পারি, সে পর্য্যন্ত মনের দুঃখ মনেই থাক্‌বে। অদ্য রাত্রে, যে সময় আমার সাবধান, সজাগ প্রহরীরা নিদ্রা যাবে, সেই সময় হিরাবাগে এসে এ অধিনীকে একবার দেখা দিয়ে চরিতার্থ করো। আমার সেখানে যাওয়া বড় দুঃসাহসের কাজ সত্য, তথাচ আমি অভিসারে বুক বেঁধেছি, তোমার পাদপদ্ম স্মরণ কোরে আমি ঘরের বাহির হব। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, আমার সব কষ্ট দূর হবে—আমি সুখী হব। এক্ষণে আমার কোন কর্ম্ম কাজ নেই, কেবল বসে বসে দিন গুন্‌ছি, আর একাকিনী থাক্‌তে পারিনে, নিষ্কর্ম্মে থেকে থেকে বিরক্ত হয়েছি। ইতি

আশ্রিতা

শ্রীমতী দেলজান।

পত্রখানি পোড়্‌তে পোড়্‌তে আনন্দের তুফান উঠ্‌ল, আমি সেই তরঙ্গে ভেসে চোল্লেম। একবার, দুবার, তিনবার পোড়্‌লেম, তাতেও তৃপ্ত হলেম না। শেষে ফিরে ফিরে পোড়্‌তে লাগ্‌লেম, যত পড়ি, ততই পড়বার তৃষ্ণা বাড়ে। তবে দেলজান অধর্ম্মী নন, আমারই অন্যায় সন্দেহ। তাঁর এ মনান্তর কেবল মৌখিক, লোক দেখান, আন্তরিক নয়।

যুবতী বড় চতুরা, লোকের মুখ থেকে তরবার নিমিত্তে, কাজে কাজেই তাঁকে মৌনব্রত অবলম্বন কোত্তে হয়েছে। মুক্তারের স্ত্রী আমাদের পর নন, পরমাত্মীয় বটেন, কিন্তু তাঁকেও বিশ্বাস করা উচিত হয় না। তাঁরও ত আত্মীয় বন্ধু আছে, কি জানি যদি কথায় কথায় তাদের কাছে প্রকাশ কোরে ফেলেন, দেলজানের মনে মনে সেই ভয়। পত্রখানি বাঁহাত দিয়ে ধরে, তাতে বারম্বার চুম্বন কোরে, বোল্লেম, “সলিমান! দেখেছ, দেলজানের বুদ্ধির কত দৌড়, তিনি কুত-বিবেচনা, কত হিসেব কোরে চলেন।

সলিমান বল্লে “হুজুর! দেলজান ভারি তুখোড় দরের লোক, সে ভারি চেলে চলে। আমি তারে অনেক দিন থেকে জানি, সে ভারি ঘাঘি, ভারি ব্যান্‌ মেয়ে সে, আচ্ছা লেফাফা দোরস্ত। দেখ্‌তেও দিব্বিটি, দেখে চোক টাটায়, কথাগুলিও পাকা পাকা, রসাল রসাল। তার চাতরে পোড়ে কত হুজুর হিম সিম খেয়ে গেলেন। হুজুর! আর ও আগুণ তুলে কাজ নেই, তার সকের প্রাণ, সকের প্রীত। তার মন কেউ আঁকড়ে পায় না। হুজুর! গোস্তাকি মাপ কোরবেন, সেটা যেন হানা মেয়ে, তার সঙ্গে প্রীত কোরে কেউ ফবে আস্‌তে পারে না। আমি অনেক মাথাল মাথাল, সারাল সারাল যুবতী দেখেছি; কিন্তু দেলজান একলা এক শ যুবতীর মহড়া নিতে পারে। যত বয়স হোচ্চে, তার যৌবন যেন আরো গজিয়ে উঠ্‌ছে। দেহখানি আরো জমাট বাঁধছে। কত শত বড় বড় আমীর, বড় বড় ওমরা সেধে সেধে হালাক হয়ে গেল, তবু তার মন হাত্‌ছিনে পায় না। দেলজান বড় পীরিত ছেঁচ্‌ড়া, ঐটিই তার ভারি রোগ, নচেৎ তার আর সব গুণ ভাল। লোকে বলে তার সঙ্গে প্রণয় কোল্লে ছাঁকা আমোদ হয় না। আর একবার যদি আস্কারা পায়, অমনি মাথায় চড়ে বসে।

তার ঐ ভাড়ামির কথা শুনে আমি চোটে একটা তাড়া দিলেম, বেটা! তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা! তুই সকল কথাতেই ঠোকর

মারিস্ ! আমার সঙ্গে তোর ঠাট্টা তামাসা ! চুপ কোরে থাক ! সলিমান ঐ তাড়া খেয়ে. কোঁকড় সোঁকড় হয়ে চুপ কোরে রইল ।

আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেম । কখন রাত হবে, কতক্ষণে হিরাবাগে গিয়ে দেলজানের মুখচন্দ্রিমা দর্শন কোর্‌ব, তাই বসে বসে, এক দুই কোরে, কেবল সময় গুন্‌তে লাগ্‌লেম । আজ বড় অপ্রসন্ন দিন, মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আকাশ ঘোর ঘোর হয়ে আছে । বর্ষাকাল উপস্থিত, বৃষ্টি আরম্ভের বড় দেরি নেই, আজ না হয় কাল হবে, এইরূপ সম্ভাবনা । এখন সন্ধ্যা, তার প্রাক্কালেই ঘোরতর অন্ধকার হয়ে প্রকৃতির তমময়ী ভীষণমূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিক ঢেকে ফেলেছে । যেরূপ আড়ম্বর, যেরূপ মেঘের ঘটা, একটা ভারি ঝড় বৃষ্টি হবে তার আকার বটে । কিন্তু তবু আমি মনে কোচ্চি, "এখনি হচ্চে না, এখনও বিলম্ব আছে । ঝড়ের পূর্ব্বেই হিরাবাগে পৌঁছিতে পারব, আমাদের সাধের দেখা সাক্ষাৎও হতে পারবে, তার কোন ব্যাঘাৎ হবে না ।" আমার নিজের জন্যে বড় চিন্তা ছিল না, দেলজানের নিমিত্তেই আমার ভাবনা । সাঙ্কেতিক স্থানে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, পাছে পথের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হয়ে দেলজানের কাপড় চোপড় ভিজে যায় । তা হলে ত ভারি পেঁচাপেঁচি, তখন কোথায় গেছিলে, কেন ভিজ্‌লে, এইরূপ কত কথা লোকে উপস্থিত কোর্‌বে ।

আজ কাল আরঙ্গজেবের সঙ্গে দুই শত অনুচর । তারা যে যেখানে সুবিধা পেয়েছে, যার যেখানে ইচ্ছা হয়েছে, তামাম মাঠে ছড়াছড়ি হয়ে কানাত বিছিয়ে আছে । স্বয়ং রাজকুমারের তাঁবু মহা সমারোহ কোরে, শতমধ্যস্থলে খাটান হয়েছে । তাঁবুর সামনে একটা ঝণ্ডা গাড়া, তার মাথায় একটা পতাকা উড়ছে । ঝাণ্ডাটি এত লম্বা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে । এই নিশানটি বাজতাঁবুর পরিচয় । রাত্রিকালে একটা আলো জ্বেলে, ঐ ঝাণ্ডার মাথায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । লণ্ঠনের উজ্জ্বল

আলো দেখে লোক মনে কোত্তো, ঐ ঝণ্ডার নীচে ছাউনির সেনাপতি কুমার বাহাদুর সুখে অবস্থান কোচ্চেন।

রাজপুত্রের যে তাঁবু, তার চারি দিকে পাহারাওয়ালারা খাড়া পাহারা দিত। তোষাখানার, দপ্তরখানার, বাবুরচিখানার, এরূপ আরো অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁবু রাজ তাঁবুর আসেপাশে ছড়াছড়ি হয়ে খাটান থাকৃত। ভারি রোখাল রোখাল, যমদূতের ন্যায় মূর্ত্তি, দুটো কুকুর তামাম রাত্রি ঘেউ ঘেউ কত্তো, তাদের ডাকের দাপটে কাণে তালা লেগে যেতো। খণ্ড প্রলয়ের ন্যায় আজ একটা ভারি দুর্য্যোগের আশঙ্কা। এখন সন্ধ্যা, অরুণ সারথি পশ্চিমাচলে চলেগেছেন। ধার্ম্মিক মুসলমানেরা দঙ্গল বেঁধে সায়ংকালের নেমাজ কোল্লেন। সকলে সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে, যে যার স্থানে গিয়ে শুয়েছে। সংসার নির্জ্জন, কোন দিকে শব্দটি নাই, সব নীরব, সব নিস্তব্ধ। কেবল পশ্চিম উত্তর কোণ্‌থেকে একটা হাওয়া উঠে, হু হু কোচ্চে, এক একটা দম্‌কা খুব জোরে জোরে আশ্চে। বাতাস ক্রমে প্রবল হল, ঝড়ের আকার হয়ে উঠ্‌ল। জাহাজের মাস্তুলের ন্যায়, তাঁবুর খুঁটিগুলি নুয়ে নুয়ে পোড়্‌চে, যেন শুয়ে যাচ্চে, আর এক একবার চড়্‌চড়্ কোরে উঠ্‌ছে যেন ভেঙ্গে গেল। তাঁবুতে তাঁবুতে বেধে বাতাস ঘুরে ফিরে ছাউনিময় যেন মাতিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল, আর কেবল সাঁ সাঁ, গোঁ গোঁ, ভোঁ ভোঁ শব্দ হোচ্চে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘের আড়ম্বর দেখে পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হওয়া হয়। ঝড়ে কোন অনিষ্ট না কোত্তে পারে, তাঁবুগুলি যাতে টেঁকে থাকে, তার উপায়ও করা হয়েছিল। রাত ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে, এখন কেউই জেগে নাই, সকলেই নিদ্রায় অভিভূত। কেবল আমারি চক্ষে ঘুম নেই, আমিই কেবল জেগে, ঘুমোবার চেষ্টাও করি নি।

দিন যায় রাত হয়, রাত যায় দিন হয়, সংসার চক্রের ন্যায় ফিচ্চে। আমার আশাবায়ুও একবার যাচ্চে একবার আশ্চে, কুলালচক্রের

ন্যায় ফিরে ফিরে গতায়াত কোচ্চে। দিন যায় থাকে না, রাতও যায় থাকে না—সময় কারও বাধ্য নয়, কারও মুখচেয়ে থাকে না, আমি কিন্তু ভাব্‌ছি আমার আশা এবার যাবে না, আমার বাধ্য হয়ে থাক্‌বে। এক, দুই, তিন, ঠন্ ঠন্ কোরে বারোটা বাজ্‌ল, প্রকৃতি ঘোষণা কোল্লেন রাত দুই প্রহর হল, আমি অমনি গাঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেম। আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে, চুপি সাড়ে তাঁবুর বাহিরে এলেম। কেউ কি আমায় দেখ্‌তে পেলে না? রাত ঢের হয়েছে, সকলেই ঘুমে অচেতন, এখন কে জেগে আছে যে দেখ্‌বে? যদিও কেউ থাকে, যে অন্ধকার, কোলের মানুষ চেনা যায় না, আমায় চিন্‌বে কেমন কোরে। তবে সকলেই কি ঘুমিয়েছে? না। একজন জেগে আছে, সে অন্ধকারে দেখতেও পায়, চিন্‌তেও পারে। কে সে?„ মন্দভাগ্য।" হা মন্দ ভাগ্য! তোমার কি প্রতাপ! তুমি বড়কে ছোট কোচ্চো, সুখীকে দুঃখী কচ্চো, আশস্তকে নিরাশ কোচ্চো, তোমার অসাধ্য কি? এই গভীর রাত, এখনও তুমি জেগে আছ? আমার জন্যেই বুঝি? এই ঘোর অন্ধকার, তবু আমায় চিনতে পেরেছ!—বাহিরে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেম, একটু দম নিলেম। গাটা একবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, মনটা দমকে গেল। দূরে মেঘগর্জ্জন হোচ্চে তার শব্দ শোনা যাচ্চে, কড় কড়, গড় গড় গড় গড় কোরে দেবতা ডাকুচে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, প্রলয়ের ঘোষণা হোচ্চে বুঝ্‌তে পাল্লেম, দৃকপাতও কোল্লেম না। এই মনে কোল্লেম, ঝড়-তুফানের পূর্ব্বেই দেলআরামের সঙ্গে দেখা কোরে ফিরে আস্‌তে পারব। এখন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, আমি সেই অন্ধকারে চোলেছি, গম্‌গম্ কোরে চলেছি। যেতে যেতে কানাতের দড়ি বেধে, ঠোকর খেয়ে, এক দিকে ঠিক্‌রে পোড়্‌লেম। এক জন তাঁবুর মধ্যে থেকে "কে ও" বোলে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল, আমি উত্তর দিলেম না, চুপ কোরে রইলেম। আর

পা বাড়াতে সাহস হোচ্চে না, কি জানি, যদি আবার ঠোকর খাই। এই সময় এক ঝলক তড়িৎ আলো ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ কোরে উঠ্‌ল, তাতে আমার অনেকখানি উপকার হল—একটি চলাপথ দেখে নিলেম। ঐ পথ ধোরে চল্‌তে চল্‌তে, কানাৎ, তাঁবু, ঘোড়াশালা, হাতীশালা পার হয়ে, ক্রমে ছাউনি ছাড়িয়ে পোড়্‌লেম।

এখন মেঘের ডাক তত কঠোর নয়, তত চড়াও নয়, কেবল ঘন ঘন গুড়্ গুড়্ হুড়্ হুড়্ শব্দ হোচ্চে, তাও তত জোরে নয়। বৃষ্টি পোড়্‌তে সুরু হয়েছে, খুব মোটা মোটা ধারে পড়্‌ছে। পূর্ব্বে হাওয়া গরম ছিল, জল পড়াতে অনেক ঠাণ্ডা হল—বসুমতী স্নিগ্ধ হলেন। আমার দেলজান এখন কোথায়? পাঠক! আমার দেলজান কোথায় বল্‌তে পার? তিনি কি রাস্তায় পড়ে ভিজ্‌চে? দুর্য্যোগ দেখে কি তিনি ঘরের বার হয়েছেন? জগদীশ্বর! আমার প্রাণের প্রতিমা, আমার নয়নের পুত্তলী দেলজানকে রক্ষা করো, তাঁরে একটা আশ্রয় দেখিয়ে দিও, তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয়, তিনি যেন একটা দাঁড়াবার স্থান পান। আমাকে পশ্চিম দক্ষিণ কোণাকুণি যেতে হবে, হিরা-বাগ সেই দিকে। বাতাসের ভারি জোর, দমকার উপর দমকা, তুফানের উপর তুফান হয়ে মাঠময় তোল্‌পাড় কোত্তে লাগ্‌ল। পৃথিবী যেন উল্‌টিয়ে ফেল্লে, সব যেন রসাতলে শুইয়ে দিলে। চতুর্দ্দিকে কেবল গাঁ গাঁ, শাঁ শাঁ, গোঁ গোঁ, ভোঁ ভোঁ এই ঘোর শব্দ নিরবচ্ছিন্ন একটানা শোনা যেতে লাগল। আমি যে দুপা এগোব সে ক্ষমতা নেই, পা বাড়ালেই বাতাসে ধাক্কা মেরে উল্‌টিয়ে ফেলে দেয়। একবার একটু ঘাড় উঁচু কোরে ছাউনির দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। রাজকুমারের তাঁবুর সম্মুখে ঝণ্ডার মাথায় সেই লণ্ঠনটি জ্বল্‌চে দেখা গেল, বাতাসে দুলে দুলে পোড়্‌ছে, যেন দোল খাচ্চে। ঘোড়াগুলো চিঁহিঁহি কোচ্চে শুন্‌তে পেলেম। তার পর ফিরে চেয়ে দেখি, আর সে আলো দেখা যায় না, লণ্ঠনটা হয় ত ছিঁড়ে পড়ে

গেছে। অনেক গুলি লোক এককালে বিপদাপন্ন হলে যেমন গোল-মাল কোরে চেঁচিয়ে উঠে, সেইরূপ চীৎকারধ্বনি অল্প অল্প শোনা গেল। গেলেম রে, মলেম রে, আয়, নে, ধর, সামলা, এইরূপ হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি কোচ্ছিল। অশ্বগুলি আতঙ্কে উন্মত্ত হয়ে,তত ঝড়ে কখন চিঁহিঁহিঁ কোরে, কখন চীৎকার কোরে, পায়ের ঘুঁটি মাত্তে মাত্তে, লাফাতে লাফাতে, আমার সুমুখ দিয়ে ছুটে যেতে লাগল। এরূপ ঘোররূপা তিমির-ময়ী তমস্বিনী আমার জ্ঞানেও কখন দেখি নি। আমি এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম, ছাউনির তাঁবু, কাণাত, ঘর দ্বার উড়ে, পড়ে, ছিঁড়ে সমভূম হয়েছে। অশ্বগুলি পায়ের দাপটে আস্তাবল ভেঙ্গে চারিদিকে ছুটে পালি-য়েছে। আমার নিজের কিছুই ছিল না যে নোকশান হবে, তবে ছাউনিতে বড় বিভ্রাট বটে, তাতে আমার কি ক্ষতি, আমি তা মনেও কোল্লেম না। যত পাল্লেম, বাতাস ঠেলে ঠেলে চোটপায় চলে, তাড়াতাড়ি সেই মনোরথ স্থানে পৌঁছিলেম, সেখানে পোঁছে, একটা বাগানে গিয়ে গাছের তলায় আশ্রয় নিলেম। আশ্রয় পেলেম বটে, কিন্তু অনেক বিলম্বে, পোষাকের ত কথাই নেই, তখন শরীর পর্য্যন্ত ভিজে চব্‌চবে হয়েছে। সে রাত্রে যে দেলজানের সঙ্গে দেখা হবে, সেটা কাজের কথা নয়, সে আশা করাই বৃথা। তবে যদি আমার বেরোবার অনেক পূর্ব্বে তিনি বেরিয়ে থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা, তবে সাক্ষাৎ হলেও হতে পারে। ঐ বাগানের এক পাশে, তার শেষ সীমায় একটা পড়ো বাড়ী ছিল, সেইটি মনে পড়ে, তাড়াতাড়ি সেইখানে চোল্লেম। যেতে যেতে বোধ হল যেন একটা চেহারা আমার সুমুখ দিয়ে দৌড়ে গেল, আমি ভাব্‌লেম দেলজান গেলেন। আমার এখন বল হল, সাহস হল। সেই বলে, সেই সাহসে আরো চোট পায়ে চল্‌তে লাগ্‌লেম। ঘন ঘন বিজলীর হিল্লোল হচ্ছিল, সেই আলোয়ে দেখ্‌লেম, সেই ভগ্ন বাড়িটি এখনও দূরে আছে।

একেত এ স্থানে সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল না, প্রায় অচেনা, তাতে আবার ঘুট্-ঘুটে অন্ধকার, কে জানে বন, কে জানে জঙ্গল, যে দিকে সুবিধা পেলেম, সেই দিক দিয়ে চল্লেম। যেতে যেতে আমার পায়ে কি ঠেক্‌ল, নিকটেই কি খড়্‌খড়্‌ কোরে উঠ্‌ল, আমি অমনি শিউরে উঠ্‌লেম। ভাব্‌লেম আর কি, এই বার আসন্নমৃত্যু, একটা সাপ পায়ের নীচে চাপা পড়ে একেঁ বেকেঁ ছট্‌ফট্ কোচ্ছিল, তার চেষ্টা যে পালায়। আমি একটু পশ্চাতে সরে দাঁড়ালেম সেই অবসরে সর্পটি শাঁ শাঁ কোরে, তীরের ন্যায় ছুটে, ঘাসবন দিয়ে ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে, আমি তার শব্দ শুনতে পেলেম। এই সময় একবার তড়িৎ ছটা চক্‌মক্ চক্‌মক্ কোরে উঠ্‌ল, মনুষ্যের মত একটি মূর্ত্তি একটা গাছ ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌তে পেলেম। আমি তা খবরে আন্‌লেম না, মনে কোল্লেম দেলজান অতি বুদ্ধিমতি, তিনি একাকিনী না এসে, কোন বিশ্বস্ত অনুচর তাঁর সঙ্গে এসেছে, হয় ত সেই লোকটি ঐ দাঁড়িয়ে আছে। সে যে আমায় দেখ্‌তে পেয়েছিল, তার সন্দেহ নেই, কেননা পুনরায় আর একবার যখন বিদ্যুৎ আলো প্রকাশ হল, তখন দেখ্‌লেম সে সেখানে নাই, সোরে গেছে। পক্ষান্তরে যেমন আমি সেই ভগ্ন বাড়ীতে প্রবেশ কোর্‌ব, ঐ বাড়ীর পশ্চাৎ দিক থেকে এক দল অস্ত্রধারী লোক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আমায় এসে ধোল্লে। দেখে আমি ত একেবারে স্পন্দহীন! কিছুই জানিনে, স্বপ্নেও মনে করি নি আমি এরূপ প্রতারণা ফাঁদে পড়ব, আমি যে তাদের হাত থেকে বাঁচি, তার মত আমার কোন সম্ভাও ছিল না। প্রথমতঃ আমার ভয় না হয়ে "এ কি অদ্ভূত ব্যাপার!" এই ভেবেই আমি প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিৎ হয়ে দাঁড়িয়ে রই-লেম। তারা আমায় পিচ্‌মোড়া কোরে বাঁধ্‌লে, বাঁধে বাঁধুক আমি তাদের বাঁধ্‌তে দিলেম, হাঁ হুঁ কিছুই কোল্লেম না! আমি কি তখন আমাতে ছিলেম যে হাঁ হুঁ করব? খানিক পরে আমার চৈতন্য হল, কিঞ্চিৎ সাহসও হল,

আমি দস্যুদের জিজ্ঞাসা কোল্লেম "তোরা আমায় কার্ হুকুমে বাঁধ্‌লি? আর কেনই বা বাঁধিস তা বল্? তোরা আমায় কোথায় নে যাবি? কোথা আমায় যেতে হবে।"

"আমরা তোরে রাজার হুকুমে বেঁধেছি, আর যে স্থানে তোকে নিয়ে যাব, সেখান থেকে বিশ্বাসঘাতিরা কখন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে না।" দস্যুরা এই উত্তর কোল্লে। ঐ কথা শুনে আমি মরিবক্তে চেঁচিয়ে বোল্লেম "হা জগদীশ্বর! অবশ্যই এদের ভ্রম হয়েছে, কারে বাঁধ্‌তে কারে——"

যারে এই দলের সরদার ব'ল জ্ঞান হল, সে অমনি বোলে উঠ্‌ল, "চুপ্ চুপ্, ভুল তোরি হয়েছে, আমাদের হয় নি।"

আমি বল্লেম "আচ্ছা, বল দেখি, এবার কি বরকন্দাজখাঁই আমার সঙ্গে বাধ সাধ্‌লে? তাঁর হুকুমেই কি আমি ধৃত হলেম?

দলের এক ব্যক্তি বোল্লে "কার কোপে পড়ে বন্দী হলে, সে কথায় এখন দরকার কি। তোকে মত্তে হবে, এখন মর্ত্তে চলো, আর কথায় কাজ কি, এখন চুপ কোরে থাক্। এই ডুলির মধ্যে প্রবেশ কর্ দেখিস্ খবরদার, তুই যদি ঘুণাক্ষরে পালাবার চেষ্টা করিস্, তবে তখনিই প্রাণটি যাবে। আমি যা বলি তা শোন্—নড়িস্ চড়িস্ নে, অমনি জড়সড় হয়ে পড়ে থাক্, তা হলে সুখে মত্তে পার্‌বি।

এই নির্দ্দয় বাক্য গুলির পর, হা হা, হো হো, শব্দে একটি হাসির গোর্‌রা উঠ্‌ল। ডুলিখানি জমি থেকে উঠিয়ে যেমন আমায় লয়ে যাবে, সেই সময় দস্যুদলের কতকগুলি লোক আমার যশঃ বর্ণনা, আমার গুণ কীর্ত্তন কোরে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে লাগ্‌ল, আমার নাম উচ্চারণ কোরে স্তব স্তুতিও কোত্তে লাগ্‌ল, আবার যেন আমার সম্পদের সময় ফিরে এলো। কিন্তু সরদার তাদের একটা তাড়া দিয়ে নিষেধ কোরে দিলে। বাহকেরা

আমারে নিঃসাড়ে, নিঃশব্দে নিয়ে চল্লো, খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে চল্লো। কেবল মাঝে মাঝে এক এক স্থানে ডুলি নামিয়ে, তারা হয় গায়ের ভিজে কাপড়গুল একবার নিংড়িয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে নিলে, নয় একবার তামাক্ খেলে। অশ্বের পায়ের শব্দে জান্‌লেম, এদের মধ্যে অনেকেই সোয়ার, কিন্তু আমার এমন সাহস হল না যে, একবার উঁকিমেরে দেখি তারা কে, কি বৃত্তান্ত। কি জানি আমার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে না পেরে পাছে সেই নিষ্ঠুরঘাতকদের মধ্যে কেউ মনে করে আমি পালাবার পন্থা দেখ্‌ছি, আমার তখন সেই ভয় হল।

আমি এখন প্রচুর সময় পেয়েছি, এই অবসরে আপনার অবস্থাটি, আর তার ফলাফল যা হবে, আর কি কোরেই বা এবিপদ ঘট্‌ল, মনে মনে তারি তোলাপাড়া কোত্তে লাগ্‌লেম। আমি এখন সঙ্কিযোগে পড়েছি, অদৃষ্টে কি লেখা আছে বল্‌তে পারি নে। যমে ধরেছে, এ যাত্রা যে রক্ষা পাই তার সম্ভাবনা নাই। এরা কি কোরে জান্‌তে পাল্লে আমি আজ এই দুর্য্যোগে হিরাবাগে আস্‌ব? দেলজান কি চক্রান্ত কোরে আমায় ধোরিয়ে দিলেন? তিনি কি তত দূর বিশ্বাসঘাতিনীর কাজ কোর্‌বেন? না তিনি যে পত্র খানি আমায় লেখেন, তাঁর খুল্লতাৎ জোর কোরে তাঁরে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে? না প্রণয়িনী অবলা বালা কোথায় কখন যান আসেন, কি করেন, কারে কি লেখেন, বরকন্দাজখাঁর লোকেরা তারি সন্ধান নিত? হয়ত তারা দেলজানের চাকরের সঙ্গে যড় কোরে কথা বার কোরে নিয়েছে, ঐ চাকরি হয়ত পেটের ছুরী হয়ে পত্রের কথা বলে দিয়েছে। তাই হবে, চাকর হতেই একাজ হয়েছে। কি সে চিঠি লয়ে আশ্চিল, বরকন্দাজখাঁর লোক টের পেয়ে তার হাত থেকে পত্রখানি ছিনিয়ে নিয়েছে। গোয়েন্দার ত অপ্রতুল নাই, গোয়েন্দায় গোয়েন্দায় দেলজান্‌কে ছেয়ে ফেলেছে, তাঁরে আর দম নিতে দেয় না।

পাল্কী থামল, সদর গেটে দুম্ দুম্ করে ঘা পোড়্ছে তার শব্দ শুন্‌তে পেলেম। দ্বারটি কেউ খুলে দিলে, আমরা ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম। এখন সহরে এলেম, কি সহরের নিকট কোন পুরাতন বাটী, কি কোনপুরাতনছাউনির মধ্যে এলেম, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। ডুলি থেকে নামাবার পুর্ব্বে একখান কাপড় দিয়ে আমার চোক দুটি বাঁধলে, তার পর একটা সঙ্কীর্ণ পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে, পিটে একটা ধাক্কা মেরে, একটা এঁধো, জলা, স্যাতস্যাঁতে কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। সেই ঘরে আমায় ফেলে রেখে তারা চলে গেল। তখন মনে কোল্লেম, এঘরে আর কেউ নেই, আমি একলাই থাক্‌লেম। "এই মেরে ফেল্‌তে আশ্চে, এই মেরে ফেল্‌তে আশ্চে," এইরূপ প্রতিমুহূর্ত্ত মৃত্যুর আশঙ্কা হতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে একটি লোক আলো হাতে কোরে উপস্থিত হল। আলোটি ধ্বকধ্বক কোরে জ্বলছিল, তাতেই দেখা গেল আমারন্যায় হতভাগ্য আরো একটি লোক এই ঘরে বন্দী আছেন, একটু দূরে এককোণে বসে হাপুষ নয়নে কাঁদ্‌ছিলেন। আমি তাঁর ত্রিসীমানায়ও গেলেম না, গিয়ে হবে কি? সান্ত্বনা ত কোত্তে পার্‌ব না। খানিক পরে জেলখানার দারগা কতকগুলি শুকনশুকন মোটা রুটি, চার্‌টি ভাত, আর এক পাত্র জল এনে উপস্থিত কোল্লে, কোন কথাবার্ত্তা না কয়ে, সেই গুলি আমার সাম্‌নে রেখে সে চলে গেল। যে কোণে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষটি বসে আছেন, সেইদিকে গিয়ে বল্লে, "বাবা! কাল প্রভাত হতে না হতে তোমায় প্রস্থান কোত্তে হবে, প্রস্তুত হয়ে থাক, আমাদের করুণানিধান স্বামীর ইচ্ছাই যে তোমাকে ছেড়ে দেন। বন্দী কোন উত্তর কোল্লেন না, কারামোচনের কথা শুনে তাঁর মনে আহ্লাদ হল না—তাঁর সুখের দিন অবসান হয়েছে—তিনি কেবল ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে গভীরনাদে গোঁ গোঁ কোচ্চেন। তাঁর সেই কাতরাণি দেখে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হতে লাগ্‌ল।

আমি ভারি কাতর হলেম,চোকের কাপড় খুলে,আলোটি হাতে কোরে তাঁর কাছে গেলেম, মনে কোল্লেম যদি বোলে বুঝিয়ে সান্ত্বনা কোত্তে পারি, একবার চেষ্টা পেয়ে দেখি। নিকটে গিয়ে দেখি আমার সহবন্দী যিনি,তিনি আমার পিতা সাদুল্লা!! আমি তাঁরে চিন্তে পেরেই অমনি চম্‌কে গেলেম, আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল, কণ্ঠ রোধ হল, মুখদিয়ে আর কথা সরে না, নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে, ভেবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে থাকলেম। হায়! একি অধর্ম্মেরভোগ! একি দুর্দ্দশা! এ পাপচক্ষে কি দেখ্‌লেম! একি অদ্ভুত লাঞ্ছনা! ভয়ে আর বিস্ময়ে আত্মপুরুষ কেঁপে গেল। পিতার দুরবস্থা দেখে, অন্তঃকরণ ফুলে ফুলে,কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল, দম্‌ফেটে প্রাণ বেরোয় বেরোয় হল। উজীরের অদৃষ্টে এত দুর্গতি ছিল, স্বপ্নের অগোচর। কারাবাসের যে যন্ত্রণা, তার ত কথাই নেই, কিন্তু এ কি ভগবানের খেলা! উঃ! এ কি ঘোর দুর্গতি! এ কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা! বাবা অনাথা হয়ে, বাবা নিরুপায় হয়ে, আপনার ললাটের লেখা সপ্রমাণ কোচ্ছেন!!—ইনিই সেই দুর্দ্দান্ত দুরভিলাষী সাদুল্লা খাঁ বাহাদুর! ইনি সেই তিনিই বটেন! এঁহারি আকাশ পাতাল খাঁই ছিল! এঁহারি ঘোর সন্নিপাতের তৃষ্ণা ছিল! ইনিই হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসন ফাঁকতালে সাত করবার চেষ্টায় ছিলেন! সম্প্রতি সেই সাদুল্লা খাঁ অনাথার ন্যায় আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে!—বাক্যরোধ!! দৃষ্টি রোধ!! এক্ষণে তাঁর পক্ষে মরণই মঙ্গল, এক্ষণে তাঁর পক্ষে মৃত্যুই প্রার্থনীয়। রে দুরদৃষ্ট! রে পাপিষ্ঠ! তোর একি অদ্ভূত লীলা! তোর একি অদ্ভূত চরিত্র! কাল যে ব্যক্তি অট্টালিকায় বসে সুগন্ধি রসের আঘ্রাণে আত্মপ্রফুল্লিত কোরেছে, আজ তুই তারে নেগোব কোরে টাটি সাফ করাচ্ছিস্! কাল যে তেজঃপুঞ্জ খরতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে নিজ আধিপত্যের বিঘ্ন নিবারণ কোরেছে,আজ তুই তারে নেত্রহীন কোরে অন্ধকূপে ফেলে রাখ্‌ছিস্! কাল যে যুক্তি বলে,

বাক্‌শক্তির প্রতাপে সর্ব্বত্রে জয়ী হয়ে, সকল প্রয়োজন সফল কোরেছে, আজ কি না তুই তারে হাবা আর বোবা কোরে, তার মস্তকে পদাঘাত কোচ্চিস্! রে দুর্দ্দয়! তোর অসাধ্য, তোর অকর্ত্তব্য কিছুই নাই !!

আমি পিতাকে দেখে, বাবা বাবা বোলে ডাকুলেম,বাবা আমার গলার সাড়া পেয়ে, আমার দিকে চেয়েদেখ্‌বার ভঙ্গী কোরে, মুখ তুলে ভ্রূ সঙ্কোচ কোত্তে লাগ্‌লেন। দেখলেম চক্ষুঃকোটরে চক্ষু নাই !! বাবা কথা কবার জন্যে ব্যগ্র হলেন, কিন্তু পাল্লেন না! মুখের ভিতর জীব নেই !! কেবল হাঁ কোরে খাবি খাবার মত ঘনঘন ঠোঁট্ মুখ নাড়্‌তে লাগ্‌লেন !! আমি বাবা বাবা বলে আবার ডাকুলেম, বাবা আমার হাতের উপর একখানি হাত রেখে দেবে ধল্লেন, আর একখানি হাত দিয়ে মুখের দিকে দেখিয়ে দিলেন। দেখ্‌লেম পশুবৎ নিষ্ঠুরের ন্যায়, মুখের ভিতর থেকে জিব্‌টে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে !! সেই হাতখানি দিয়ে আবার চোক্ দেখিয়ে দিলেন। যে স্থানে তাঁর তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটি চক্রের ন্যায় ঘূর্ত্তো-ফিত্তো, সে খানে সে চক্ষু নাই, খুঁড়ে বার কোরে লয়েছে !! কেবল দীনের মত শূন্য গহ্বর পড়ে রয়েছে !! বাবা গভীররবে আর্ত্তনাদ কোরে গোঙ্গাতে লাগ্‌লেন। তাঁর তেজপুঞ্জ, তাঁর অভিমানপূর্ণ অন্তঃকরণ ফুলে ফুলে, গুম্‌রে গুম্‌রে,উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শিকারের মুখ্‌থেকে বঞ্চিৎ কোরে, সিংহকে কয়েদ কোল্লে, সে যেমন করাল ক্রোধে ফুলে দ্বিগুণ হয়ে, ঘন ঘন গর্জ্জন, ঘন ঘন আস্ফালন করে, বাবাও সেই রূপ ক্রোধে অধীর হয়ে, গাঁ গাঁ, গোঁ গোঁ করে ঘন ঘন গর্জ্জাতে লাগ্‌লেন, ফুলে ফুলে, ফোঁস ফোঁস্ কোরে নিশ্বাসের উপর নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, বড়বড় ঘর্ম্মবিন্দু গাল বেয়ে স্রোতের ন্যায় গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল !!

কি ভয়ঙ্কর লাঞ্ছনাই আমায় স্বচক্ষে দর্শন কোত্তে হল! আমি একে-কালে কি অক্ষমই হয়ে পড়্‌লেম! সর্ব্বপ্রকারেই অক্ষম! আমা হতে কোনো

প্রতিকার, কোনো উপকার হল না! বাবা গাঁ গাঁ কোরে গোঙ্‌রাতে লাগ্‌লেন, আমি ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম।

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাবা! আপনার এ দুর্গতি কে কোল্লে? ইটি কি দারারি নির্দ্দয় ব্যবহার?" বাবা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

আমি রেগে লাল হয়ে গেলেম। বড় বড় কোরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লেম, "হে লোকপাল! আপনারা শুনে রাথুন, আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, আমি যদি এই ভয়ঙ্কর কারাবাস থেকে মুক্ত হতে পারি, তবে দারার এই দুরন্ত নিষ্ঠুরতার প্রতিফল দেবই দেব! পিতৃবৈরির শাস্তি কর্‌বই কর্‌ব!!" পিতারও ইচ্ছা যে কিছু বলেন, কিন্তু কথা কবার শক্তি নেই, সে পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি যেন কিছু লিখ্‌বেন, ইশারায় এই অভি-প্রায়টি জানালেন। লেখবার সরঞ্জাম কিছুই ছিল না। করুণানিধান কৃপাময় দারা তাঁরে জেলমুক্ত কোরে, গলা ধাক্কা দিতে দিতে লোকালয়ে ছেড়ে দেবেন, বাবা এখন বোবা আর অন্ধ হয়ে অনাথার ন্যায় পথে পথে ভেসে বেড়াবেন—তারও সময় হয়ে এলো, আর বড় বিলম্ব নেই।

এর মধ্যে আমরা একটা কৌশল কোল্লেম। যে কথা বল্‌বার জন্যে বাবার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কোচ্ছিল, যে কথা না প্রকাশ কোত্তে পেরে তাঁর অন্তঃকরণ বিষাদে বিদীর্ণ হোচ্ছিল, সে কথা লিখে জানাবার উপায় হল। যে ঘরে আমরা বন্দী হয়ে ছিলেম, তার্ মেজে কাঁচা। এই সময় লোহার গরাদের ছিদ্র দিয়ে প্রভাতের ঈষদুজ্জ্বল শ্বেত ছবি অল্প অল্প দেখা যেতে লাগ্‌ল! এই সুযোগে বাবা একটা চেঁয়াড়ি লয়ে, মেজের মাটিতে আঁচ্‌ড়ে আঁচ্‌ড়ে এই কটি কথা লিখ্‌লেন "আমি তোমার পিতা না," ঘরের মধ্যে তখন তেমন আলো যায় নি, অনেক কষ্টে কথা কটি পড়্‌লেম।

"আপনি আমার পিতা না" "তবে আমি কে? এতকাল এ প্রবঞ্চনা, এ চাতুরী কেন কোল্লেন?" আমি বড় বড় কোরে এই উত্তর কোল্লেম।

যে পুরুষটি আমার অগ্রে দাঁড়িয়ে, যাঁর চক্ষু নেই, জিহ্বা নেই—তিনি আমার মুখে ঐ কথা শুনে,মাথা নেড়ে কেবল গোঁ গোঁ কোত্তে লাগলেন,ভাবে বোধ হল, " না না, আমি তোমার পিতা না," এই কটি কথা তিনি যেন পুনরায় আমায় বল্লেন। তার পর দরজা দেখিয়ে দিয়ে, আপনার গায়ের পরিচ্ছদ খুলে ফেলে, আমায় ইশারা কোরে ডাকুলেন, আমি তাঁর ইঙ্গীতের অভিপ্রায় বুঝ্তে পাল্লেম—" আমি তাঁর বেশ কোরে তাঁর স্থানে বসি, তিনি আমার পরিচ্ছদ পরে আমার স্থানে বসেন" এই তাঁর মনের কথা—এই ফিকির কোল্লে আমার উদ্ধারের পথ হবে।

আমি বল্লেম "তবে আপনার দশা কি হবে ? ঐ কথা শুনে বুকের উপর দুটি হাত বেঁধে, ঘাড় উচু করে, আকাশের দিকে মুখ কোল্লেন। তার পরে একটি অঙ্গুলী দিয়ে শূন্য অক্ষিকোটর, শূন্য বদন কোটর দেখিয়ে দিলেন। তার তাৎপর্য্য এই "আর তাঁর বেঁচে সুখ কি ? জীবন ভারের স্বরূপ হয়েছে, এখন মৃত্যু হলেই বাঁচেন।

যিনি আমার নিকটে বসে, তিনি আমার পিতা নন, নাই হোন তাই বলে যে আমার ঘাড়ের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে, আমার অদৃষ্টের ভোগা-ভোগ তাঁকে ভোগ কোত্তে দিয়ে, আমি চুপে চুপে সরে পড়্ব,—পালিয়ে প্রস্থান কো'র্ব, তা পার্ব না, সে কাজ আমা হতে হবে না, আমি তত নরাধম, তত কাপুরুষ নই। আমি বল্লেম "না তা হবে না, আপনার বোঝা পরের মাথায় রেখে জেলখানা থেকে বেঁচে এসেছি,—একথা যেন কারও মুখে শুন্তে না হয়, যেমন আছি এমনিই থাকব, এইখানেই মরব।"

ঐ কথা শুনে, সেই দীনহীন অনাথা সাদুল্লা খাঁ গোঁ গোঁ কোরে আরো কাত্রাতে লাগ্লেন, আমার পায়ের উপর পড়ে হাঁটু জড়িয়ে ধোল্লেন। শেষে গায়থেকে চাপ্কানটা খুলে, আঙ্গুল দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অস্ফুট নীরব প্রার্থনা আমি কাণেও স্থান দিলেম

না, আমি তা শুনেও শুন্‌লেম না, তাঁর কথা মত চল্‌তে কোন মতেই রাজি হলেম না। আমায় অবাধ্য দেখে অভাগা সাদুল্লা একেবারে শোকে গা ঢেলে দিলেন, তাঁর যাতনা আরো বাড়্‌ল, মাথামুড় কুটে খুনোখুনি হতে লাগ্‌লেন। শেষে আকারইঙ্গীতে বল্লেন "আমি যদি তাঁর কথার অবাধ্য হই, তিনি আত্মঘাতি হবেন।"

আমি বল্লেম, "তবে আপনার প্রাণটিকে বিসর্জ্জন দিতে হবে, সেটা বিবেচনা করুন।"

তিনি মাথা নাড়্‌লেন "না, তা হবে না" এই ভাবটি বোধ হল। পুনরায় পায়ের নীচে পড়ে লুট্‌তে লাগ্‌লেন, ইঙ্গীৎ কোরে বল্লেন, তাঁর একান্ত ইচ্ছা আমি পালিয়ে প্রস্থান করি। অগত্যা তাঁর কথা মত চল্‌তে আমি সম্মত হলেম। সাদুল্লা খাঁ এখন নিবস্ত হলেন, তার মন সুস্থির হল। পুর্ব্বদিক কেবল ফর্সা হয়ে আশ্চে। বর্ষাকালের প্রভাত, ঘোর ঘোর ছাড়ায় না। আকাশে কাণামেঘ কোরে আছে, চারিদিকে কাকুডিমে কাকুডিমে রকম অতি অল্প অল্প মাত্র আলো দেখা যাচ্চে। মনে কোল্লেম, এ দায় থেকে অনায়াসে পার পাব, এ অন্ধকারে আমাদের চাতুরী প্রকাশ হতে পার্‌বে না, সে পক্ষে কোন শঙ্কা নেই।

বাস্তবিক আমি কে, কোথায়, কবে, কার ঔরসে, কার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি, জন্মে অবধি কোথায় ছিলেম, কি কি কাজ কোরেছি, আমার এই সকল জন্মবৃত্তান্ত—আর যে ব্যক্তিকে আমি অবধারিত মৃত্যুমুখে ছেড়ে যাচ্চি বোধ হল, সেই বর্ণচোরা লোকটাই বা কে, তার পুর্ব্বাপর বৃত্তান্ত যে কেহ আমায় বল্‌তে পার্‌বে, আমি তার কেনাবেচার মধ্যে হয়ে থাকব, প্রাণপর্য্যন্ত দিয়ে এ উপকারের প্রত্যুপকার কোর্‌ব। আর ত সময় নাই যে, কাষ্ঠের লেখনী দিয়ে পুনরায় মেজেতে বর্ণপাত করা হবে, মুখে ত বলবারি ক্ষমতা ছিল না, তার ত কথাই নেই, তবে আমার

এ আক্ষেপ, এ উদ্বেগ কি কোরে যাবে? আমি যাঁরে পিতা বলে ডাকৃতেম, সেই অনাথা দীন দরিদ্র লোকটিকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম,কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হল না। তিনি প্রত্যুত্তর কোর্‌বেন কি, শুনে কেবল গোঁ গোঁ কোরে গেঙ্গাতে লাগ্‌লেন, তাঁর সেই গেঙ্গানিই প্রত্যুত্তর হল। সাদুল্লা আমার পিতা না, এখন তাঁর প্রতি স্নেহ নাই যে তাঁর দুঃখে দুঃখিত হয়ে কাঁদব, কিন্তু তথাচ তাঁর সেই গেঙ্গানি, তাঁর সেই কাতরাণি দেখে আমার চক্ষে জল এল—টস টস কোরে অশ্রুপাত হতে লাগ্‌ল।

সাদুল্লার কথা কবার ক্ষমতা নাই যে আমার প্রশ্নের সদুত্তর কোর্‌বেন। তিনি হাতছানি দিয়ে নিকটে ডাকৃলেন,আমি তাঁর কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালেম। একটী চুনীর অঙ্গুরী তিনি আমায় প্রদান কোল্লেন। আমার হাতে সেইটি পরিয়ে দিয়ে হাতখানি সজোরে চেপে ধোল্লেন, তাৎপর্য্য এই—কথা কবার ক্ষমতা থাকৃলে, তিনি যেন এই কথা বল্‌তেন "এই আংটিটি যত্ন কোরে রেখো। আমার জিহ্বা নেই বোলে যে কথা আমি তোমায় মুখে বল্‌তে পাচ্ছিনে, এই আংটিটি এক দিন সেই কথা তোমায় অবগত করাবে।

আমি বোল্লেম, "এই অঙ্গুরী হতেই কি সেই নিগূঢ় কথাটি প্রকাশ পাবে?" তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। চেহারা দেখে বোধ হল সাদুল্লা এখন অনেক সচ্ছন্দ হলেন।

আমি সাদুল্লার বেশ কোরে, তাঁর সেই কোণে গিয়ে কেবল বসেছি, এমন সময় জেলের দরজা খুলে গেল। একটি লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে, আমার হাত ধোরে টেনে বল্লে, "আয়, বাহিরে আয়, এখন তোরে লোকালয়ে ছেড়ে দিতে কোন আশঙ্কা নেই—এখন চোক নেই যে লোকের ভাল দেখে টাটাবে, জিবও নেই যে কারও নামে ঠকামি কোর্‌বি, কি কারও পেটের কথা হাটে বাজারে বলে বলে বেড়াবি।"

আমি হুবহু কাণা আর বোবা সাজ্‌লেম, এমনি ভাণ কোত্তে লাগ্‌লেম, যেন সত্য সত্যই আমার চোক নেই, যেন সত্যসত্যই আমার জিব নেই। চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, থপ্‌ থপ্‌ কোরে চল্‌ছি, এক একবার হেলে হেলে, টলে টলে পোড়্‌ছি, বেদনায় আর জ্বালায় যেন কোঁ কোঁ গোঁ গোঁ কোচ্চি, এইরূপে কোঁকাতে কোঁকাতে, গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে, আর এক একবার সাধ-কোরে টক্কর খেতে খেতে চল্‌তে লাগ্‌লেম। যখন সেই এঁধো গলীতে এসে পড়্‌লেম, তখন নিশ্চিন্ত হলেম, এখন আর সে ভয় নেই যে ধরা পোড়্‌ব, কি আমার ধূর্ত্তমি তারা বুঝ্‌তে পারবে। আমার পশ্চাতে ঝনাৎ-কোরে কবাট পোড়্‌ল শোনা গেল, দুর্ভাগা সাদুল্লার অদৃষ্ট শিলমোহর পড়ে রুদ্ধ হল, তিনি আমার প্রতিনিধি হয়ে আমার ললাটের ভোগাভোগ ভোগ কোত্তে থাকুলেন। দরজাটি ধড়াস কোরে পড়্‌ল, শব্দটি খুব সজোরে হল। কিন্তু সে শব্দ যতই উচ্চ হোক, সাদুল্লার গোঙ্গরানির শব্দ সে শব্দ ছাপিয়ে উঠ্‌ল। সাদুল্লা খাঁ সকল প্রকার ঘৃণিত রিপুর মূর্ত্তিমান প্রতিমূর্ত্তি, সন্তোষচিত্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল না, চিত্তপ্রসাদ কি পদার্থ তা তিনি চিন্তেন না, লোভই তাঁর কাল হল, অতি আকিঞ্চনার দোষেই তিনি বিপদগ্রস্ত হলেন।

আমার পথবাহক কতকগুলি ছোট ছোট ধাপ পার হয়ে,একটা লম্বা ঝুলি পথ দিয়ে অতি সাবধানে আমায় লয়ে চল্লো,আমি যেন আন্দাজে আন্দাজে চলেছি, চক্ষে যেন কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, প্রতি ধাপেই, প্রতিপদেই থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছি, চকে কাপড় বাঁধা ছিল, তাতে কোরে কাণার মত চল্‌তে বড় কষ্টও হল না। একবার আমি ধরা পড়ি পড়ি হয়েছিলেম, ঈশ্বরেচ্ছায় সে ধাক্কা কেটে গেল—একবার বিস্মৃতি ক্রমে পথবাহকের কোন কথার উত্তর দিয়ে ফেলিছি! কিসে আমারে ঠিক অন্ধের মত দেখাবে তাতেই মন নিবিষ্ট থাকে, কাণা হওয়া যেমন আবশ্যক, বোবা হওয়াও যে

তেমনি আবশ্যক ছিল,সে কথাটা প্রায় ভুলেই গেছিলেম। তাতেই হোক, আর যাতেই যা হোক, বাস্তবিক একবার একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় এক দিক্‌কার একটা দরজা ঝন্‌ঝন্‌ কোরে বেজে উঠ্‌ল, দরজাটা কেউ বন্ধ কোল্লে, তার ঝঞ্ঝনায় আমার গলার আওয়াজ ঢেকে গেল, তাতেই বেঁচে গেলেম, নচেৎ আমাকে ভারি বিপদেই পড়্‌তে হত। ভাব্‌লেম কি কুকর্ম্মই কোরেছি! ভাগ্যিস্‌ পথ বাহক শুন্‌তে পায় নি, তাই রক্ষা। উঃ! মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল! সব শেষে গলির এক টেরে একটা ছোট চোরা দরজা খুলে পথদর্শক আমায় বল্লে "যা, এখন চলে যা, যদি কথা কইতে না পারিস্‌, আকারে ইঙ্গীতে লোক্‌কে জানাস্‌ যে, পাপীষ্ঠদিগ্‌কে দারা এইরূপ লাঞ্ছনা করেন।"

এখন তাজা হাওয়া আমার মুখে লাগ্‌তে লাগ্‌ল। পাছে আমি ধরা পড়ি, পাছে পথবাহক আমার কারসাজি বুঝ্‌তে পারে, কি জানি সে যদি দরজার কাছে দাঁড়িয়েই থাকে, কাণারা কিরূপ কোরে চলে সেই কৌতুক দেখ্‌তে তার যদি ইচ্ছাই হয়ে থাকে, তা হলে ত বড় পেঁচাপেঁচি, সেই ভয়েতে রাস্তায় এসেও কিছুদূর পর্য্যন্ত কাণার মত থেমে থেমে, হেলে দুলে চল্‌তে লাগ্‌লেম।

একটু পরেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমি বন্দী হয়ে সহরের মধ্যেই ছিলেম, কিন্তু কোন্‌ বাড়ীতে ছিলেম, সেটা আর চেয়ে দেখ্‌লেম না। একটা মোড় ফিরে যেমন সদর রাস্তায় পড়ব, সে বাড়ীটী অমনি অদৃশ্য হল, আর তার চিহ্নও দেখ্‌তে পেলেম না। যে কাপড় দিয়ে মাথা আর চোক বাধা ছিল, টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেম, সালখানা কাঁধের উপর ফেলে তীরের ন্যায় ছুট্‌লেম,একদমে আরঙ্গজেবের ছাউনিতে এসে উপস্থিত। আমার "ন ভূত ন ভবিষ্যত" এই অপূর্ব্ব উদ্ধারের নিমিত্ত জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম।

দেখ্‌লেম, গত রাত্রের ঝড়ের দৌরাত্ম্যে ছাউনিটি লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, তাঁবুর খোঁটাগুলি ভেঙ্গে গেছে, ঘোড়াগুলো ভয়ে ভড়্‌কে গিয়ে কে কোন্‌-দিকে ছুটে পালিয়েছে, বাবুরচিখানার তৈজসপত্রগুলি মাঠময় ছড়াছড়ি হয়ে আছে, পুরুষেরা অর্দ্ধ উলঙ্গ হয়ে রসুই কোচ্চে, স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কোরে সেই সকল নানাস্থানে-ছড়াছড়ি-জিনিসপত্রগুলি কুড়িয়ে এক স্থানে জমা কোচ্চে। এক একবার ঝনাৎ ঝনাৎ কোরে ঘটিবাটীগুলি ফেল্‌ছে, মাঝে মাঝে চোক মুখ ঘূরিয়ে, মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে পরস্পর ঝক্‌ড়া কোচ্চে। আমার নিজের তাঁবুটি কাদায় পোড়ে লিট্‌পিট্‌ হোচ্চিল, কেউ তা উঠবার চেষ্টাও করে নি, ভিজে চব্‌চবে হয়ে গেছে। ধূর্ত্ত সলিমান আমার একটা সিন্ধুকের উপর বসে, পায়ের উপর পা রেখে, ভড়র ভড়র কোরে তামাক খাচ্চে আর ধোঁয়া বৃষ্টি কোচ্চে, মাঝে মাঝে পা নাচাচ্ছে, আর গুন্‌গুন্‌ কোরে গান গাচ্ছে "বাব্‌লার ফুল্‌ লো কানে দোলালি ধনী" আমায় দেখে চম্‌কে উঠে বল্লে "আল্লার কি কের্‌দানি!" আমি মনে কোরেছিলেম, কাল্‌কের ঝড়ে আপনাকে কোন্‌ দেশে উড়িয়ে নে ফেলেছে।"

আমি বল্লেম, "আমি যদি উড়েই যেতেম ত যেতেম, তাই বলে আমার তাঁবুটি কেন কাদায় পড়ে গড়াগড়ি যাবে? তাঁবুটা খাটান হয় নি কেন? তোর নিজের জন্যেও ত দর্‌কার ছিল।"

সলিমান বল্লে, "হুজুর! সে কথা সত্য, কিন্তু লোকের একটা এমনি আচম্‌কা ত্রাস হয়েছিল, কারও বুদ্ধির ঠিক ছিল না, তাঁবু বোলে কেউ মনেও করে নি।"

আমি বল্লেম, "আচ্ছা, তখনি যেন মনে ছিল না, এখন ত সকলেই আপনার আপনার কানাৎগুলি খাড়া কোরেছে, কেবল আমারি তাঁবুটি পড়ে আছে, আমি এখানে ছিলেম না, তাই বলে বুঝি? তোরা ত সকলেই

ছিলি।" সলিমান অপ্রতিভ হল, আর কথা কাটাকাটি না কোরে, লোক যোটাবার জন্যে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কোত্তে লাগ্‌ল।

খবর, ভালই হোক, আর মন্দই হোক, বাতাসের আগে দৌড়ে। ছাউনিময় জনরব হয়েছে, দারা আরঙ্গজেবের কোন আমীর কারপরদাজকে ধরে নিয়ে কয়েদ কোরেছে, কে সে ব্যক্তি, কেউ ঠিক কোত্তে পাল্লে না। আজ প্রাতে অন্য অন্য আমীরেরা যখন রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যান, সেই সঙ্গে নাকি আমিও ছিলেম, তাই আর কেউ স্থির কোরে উঠ্‌তে পাল্লে না যে, কার্ কপাল ভেঙ্গেছে, দারা কারে কয়েদ কোরেছে। গত রাত্রের ঘটনাগুলি প্রকাশ করা পরামর্শের কাজ নয়, এইটি স্থির কোরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, এবার অবধি খুব সাবধান, খুব সতর্ক হয়ে চল্‌বো, আর যেন ওরূপ প্রতারণাফাঁদে না পড়্‌তে হয়। এবার যেন মা-বাপের পুণ্যপ্রতাপে কোনরূপে বেঁচে গেলেম, আবার যদি কারও দমে পড়ি, তাতে যে নিষ্কৃতি পাব, সে কথা হিসেবের বার। আমার ত যা হোক এক রকম চুকে বুকে গেল, দুর্ভাগা সাদুল্লার নিমিত্তেই মনে বড় কষ্ট হতে লাগ্‌ল। হয় ত সে এতক্ষণে মৃতের সামিল হয়েছে, আমার জন্যে যে বিষ প্রস্তুত হয়, সে বিষ হয় ত তাঁরি উদরে পড়েছে। আবার ভাবলেম, তাদের যে ভ্রম হয়েছে, সেটি যদি তারা জান্‌তে পেরে থাকে, তবে আর তাঁরে প্রাণে নষ্ট কর্‌বে না, যে নৃশংস হস্ত উচাঁন রয়েছে, তাঁর উপর না ঝোঁকে, হয় ত তারা ক্ষান্ত হয়ে, আপনাদের কোলের দিকেই টেনে নেবে, সেই অনাথ অন্ধকে না মেরে ফেলে, তাড়িয়ে লোকালয় বার কোরে দেবে। পূর্ব্বে তাদের ঐ মনস্থই ছিল, গোড়াতেই সেই পরামর্শই স্থির হয়।

সাদুল্লা খাঁ মনে কোরেছিলেন, হয় ত পরিণামে রাজ সিংহাসন তাঁরি ভোগে হবে। বাগে বাগে, তাকে তাকে ফিস্তেন, টোপের উপর টোপ,

চারের উপর চার ফেলে ফেলে বেড়াতেন। অদৃষ্টে নাই বলেই মাছটি বড়্‌সিতে গাঁথ্‌তে পারেন নি, নচেৎ তাঁর যত্নের ত্রুটি ছিল না। সাদুল্লা জান্‌তেন না যে মনুষ্যের কল কৌশল, মনুষ্যের বল বুদ্ধি, মনুষ্যের যত্ন কোন কাজেরি নয়, ঈশ্বরের মনে যিটি থাকে, তাই হয়। অবশেষে কোথায় "রাম রাজা, কোথায় রাম বনে।" সাদুল্লার আশা-চাঁদ নৈরাশ-মেঘে ঢেকে ফেল্লে, খাঁ বাহাদুর আপনার পাপে জড়িয়ে পোড়্‌লেন।

সাদুল্লা আর যে অধিককাল বাঁচেন, এমন বোধ হয় না। তাঁর পরমায়ু যে শেষ হয়ে এসেছে, কেবল যে, এক খেই সুতোর উপর ঝুল্‌ছে, সেটা অসম্ভব নয়, হলেও হতে পারে। দারা তাঁকে লাঞ্ছনা কোত্তে, কষ্ট দিতে ত্রুটি করেন নি, মনঃক্ষোভ, মনঃপীড়া মনুষ্যের যত পেতে হয়, সাদুল্লা তা পেয়েছেন, পাচ্চেনও। বিশেষত পূর্ব্বকৃত ঘোর দুষ্কর্ম্মগুলি স্মরণ হয়ে তাঁর জীবাত্মা কম্পিত হোচ্চে, সেই পাপত্রাস তাঁর হৃদয়ে শেল প্রহার কোচ্চে, শকুনীর ন্যায় মজ্জা পর্য্যন্ত খুঁড়ে খুঁড়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্চে। এতগুলি ঘোর উপসর্গ একত্র যুটেছে, তারা যে পাকচক্র কোরে, তাড়াতে তাড়াতে তাঁরে কদরে নিয়ে ফেল্‌বে, সেটা বড় বিচিত্র নয়।

আমি বড় উদ্বিগ্ন হলেম।—দারা কেন আমার মরণ প্রার্থনা করে? আমি তার কি কোরেছি যে, সে আমার তত মৃত্যু বাঞ্ছা করে? বড় গুরুবল ছিল তাই একবার তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেম। পুনরায় পাকচক্র কোরে সে আমারে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করে, তাতেই যে তার মনের ভাব স্পষ্ট জানা যাচ্চে। আগ্‌রা পরিত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বেই শুন্‌তে পেলেম, সাদুল্লাখাঁর প্রতি ভয়ানক নির্দ্দয় ব্যবহার হয়েছে বলে সাজাহান মহা কুপিত হয়েছেন। পুত্রের ঐ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনে মোগল রাজের প্রাণ কেঁপে গেছে, মনে মনে মহা আতঙ্ক হয়েছে, ঘৃণা আর রাগে দারার প্রতি তাঁর ভারি হতশ্রদ্ধা জন্মেছে। সম্রাট ক্ষমা কোর্‌বেন

না, দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দেবেন বলেছেন। সাদুল্লা খাঁ একজন সম্ভ্রান্ত লোক, রাজকার্য্যে, রাজধর্ম্মে অতিশয় কুশল। তাঁর প্রতি বাদশাহের আন্তরিক শ্রদ্ধা থাক বা নাই থাক, কিন্তু মুখে কখন তাঁর অনাদর কোত্তেন না, বরং ভালবাসাই জানাতেন। উজীরের প্রকৃত অপরাধ কি? দারা কেন তাঁরে এরূপ ঘোর শাস্তি দিলেন? রাজকুমার কিসে তাঁরে ঐ নিদারুণ নিষ্ঠুর শাস্তির যোগ্য বিবেচনা কোল্লেন? কোন্ অপরাধে অপরাধী তিনি? কেউই এ কথার সদুত্তর কোত্তে পাল্লেন না, কেউই তা নিশ্চয় কোরে বল্‌তে পারেন না। কিন্তু আমি এই বিবেচনা কোল্লেম, দারার চোপদার যে দিন আমার বাড়ীতে আমায় ডাক্‌তে যায়, "দারা অবশ্যই নিপাত হবে" সাদুল্লার মুখনিঃসৃত এই কথাগুলি সে শুন্‌তে পেয়েছিল, সেই জন্যেই হোক, কি দারার মনে মনে ভয় ছিল, উজীরের যেরূপ একাধিপত্য, তাঁর যেরূপ একচ্ছত্রা ক্ষমতা, সাজাহানের মৃত্যুর পর, তিনি যারে সিংহাসনে বসাবেন, সেই বস্‌তে পাবে, সাদুল্লা আর যাঁরে রাজ্য করুন আর না করুন, দারাকে ত কখনই রাজতক্তে বস্‌তে দিতেন না। তাই হোক, কি উজীর জোর কোরে, বাহুবলে স্বয়ং বাদশাহ হবেন, কি আমি তাঁর পালিত পুত্র, আমায় সিংহাসন দিয়ে দেবেন, এইই হোক, যাতে যা হোক, দারার মনে বড় ভয় হয়েছিল যে, উজীর স্বপদে থাকতে তাঁর ভদ্রস্থ নাই। শেষে যে কথাটি বোল্লেম, সেইটিই কাজের কথা। আমি ত বেশ জান্‌তেম, উজীরের নিতান্ত বাসনা ছিল রাজসিংহাসন তাঁরি হয়, তিনিই একেশ্বর হয়ে একাধিপত্য করেন। বাদশাহ হবার নিমিত্তে তিনি লালায়িত ছিলেন, সেই জন্যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে ভাব প্রণয়ও রাখ্‌তেন। কিন্তু শেষকালে আপনিই রসাতলে তলিয়ে গেলেন, আর তাঁরে উঠ্‌তে হল না, আর যে মাথা উঁচু কোরবেন সে পথ ঘুচে গেল।

এক্ষণে আমি একজন প্রকৃত উদাসীন পথিক, কেবল অদৃষ্ট পরীক্ষা কোরে এদেশ সেদেশ টো টো করে বেড়াব, দেশ পর্য্যটন করাই আমার ব্যবসা হল। আমি কে তা জানিনে!—আপনার কাছে আপনি অপরিচিত!! আমার কেউই নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ভাই নেই, ভগ্নী নেই, আমার কেউই নেই! আমি অনাথা! আমি নির্ব্বান্ধব! একটা নাম পর্য্যন্ত আমার নাই। উদরান্নের যে সমস্থান আছে, তার প্রতি বিশ্বাস নাই,—চাকুরী তালপাতার ছায়া, আজ আছে, কাল নেই, তার ভরসা কি? রাজকৃপারূপ রবির চিরোদয়ের আশা করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তা আমি নিজে ভুক্তভোগী হয়ে জানি, ঠিক পথে থেকে, সরল সদ্ব্যবহার কল্লেও সে উদয় চিরদিন এক সমান থাকে না, একভাবে যায় না, আমি আপনা দিয়েই তা পরখ কোরেছি। এত অল্পক্ষণের মধ্যেই যে তত অদ্ভুত অদ্ভুত গুপ্ত কথাগুলি বেরিয়ে পড়্লো, তাই পড়ে পড়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, সেই চিন্তাতেই আজ আমার সমস্ত দিন কেটে গেল। "সাদুল্লা আমার পিতা না," টৌলে টৌলে বেড়াচ্চি, আর বল্‌চি "সাদুল্লা আমার পিতা না" যেখানে যেখানে পা ফেল্‌ছি, আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি পায়ের নীচে মৃত্তিকার উপর লেখা রয়েছে—সাদুল্লা আমার পিতা না,—আমার তখন এইরূপ জ্ঞান হতে লাগ্‌ল। তবে আমি কে? তবে আমি কে? দিনের মধ্যে অতি কম একশত বার কেবল ঐ কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেম, কেউ কোথাও নেই, আপনি আপনিই বলি, আর আপনি আপনিই শুনি। তবে আমি কে? একবার মুখে ঐ কথা বলি, একবার আংটিটির দিকে চেয়ে দেখি, এইরূপে যতবার ঐ কথা মুখে বল্লেম, ততবার আংটিটিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম। মনে কোল্লেম, দাতা রসনাভাবে যে কথা আমায় বল্‌তে পাল্লেন না, এই আংটি তাঁর রসনা হয়ে সেই কথাটি আমায় বলে দেবে। আংটিটির পাথরখানি বহুমূল্যের

বটে, কিন্তু বসাবার দোষে সুশ্রী দেখাচ্ছিল না। তার এমন গুণ কিছুই ছিল না, কি তাতে এমন কোন বস্তু নাই যে, দেখে লোকের ভক্তি হয়, কি হাতে কোরে দুদণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখে। আমি যারে তারে আংটিটি দেখাতেম, কিন্তু কেউই তা আদর কোরে দেখ্‌ত না। ভাব্‌লেম তবে যেমন আছে, তেমনিই থাক। যে বিষয় জান্‌বার নিমিত্তে মন ব্যাকুল হয়েছে, দেখি যদি কালেকে দৈবাৎ কোন দিন তার দ্বারা সেই কথার সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলি ভেবে চিন্তে আমি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম কোত্তে লাগ্‌লেম। সলিমান আমার ঐ স্বগত চিন্তার অবকাশে তাঁবুটি খাটিয়ে ঠিকঠাক কোরে রেখেছিল।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত।



Calcutta: Printed by S. P. Chatterjee, at the New Bengal Press.

উজীর পুত্র

OR

THE ADVENTURES

OF

A MOGUL.

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

শিবজীর অভিনয় প্রণেতা

শ্রীফকিরচাঁদ বসু প্রণীত।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

কালিদাস।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।

সম্বৎ ১৯২৯।

সূচীপত্র।

বৃত্তান্ত। পৃষ্ঠা।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উজীর পুত্র

দ্বিতীয় পর্ব।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমার ভরাভাতে দাগা দিতে চায়।

পরদিন শুনলেম দারা বেআড়া রেগেছেন, রাগে কালমূর্ত্তি হয়ে রাজপুরী তোলপাড় কোচ্ছেন। কারণ কি কেউ ভালরূপ অনুভব কোত্তে পাচ্চে না। আমি কিন্তু সাফ বুঝতে পাল্লেম যে কেন তিনি তত রেগেছেন।

কাল রাত্রে ঝড়ের সময় আমি কোথায় ছিলেম, কি কোচ্ছিলেম, আরঙ্গজেব আমায় খুঁটে খুঁটে, একটি একটি কোরে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেন। আমার ত ভারি বিস্ময় জ্ঞান হল যে এ সকল সন্ধান রাজকুমার কেন জিজ্ঞাসা করেন। যাই হোক, যিনি এক্ষণে আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশাভরসার স্থল, তাঁর কাছে ঘোরফেরের কথা বলতে সাহস হলো না, কি আসল কথা চেপে রেখে একটা মনগড়া মিথ্যা বলে যে বুঝিয়ে দেব, সে ভরসা ও হল না। যেরূপে যা হয়েছিল, যা যা ঘটেছিল, আমি তাঁরে সকল কথাই ভেঙ্গে বল্লেম, মনে কোন কোরকার রাখলেম না। সাদুল্লার দুর্দ্দশার কথা, শোনবার সময় আরঙ্গজেবের মনে যেন

কষ্ট হতে লাগ্‌ল এইরূপ অনুমান হল। আমি বিলাপ কোত্তে লাগ্‌লেম, আমার সঙ্গে রাজকুমারও আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন। সাদুল্লার সঙ্গে যে নিসম্পর্ক হয়েছি, সে কথা রাজপুত্রের নিকট আমি প্রকাশ কোল্লেম না, অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লেম, প্রকাশ করাতে কোন লাভ নেই।

আরঙ্গজেব ক্ষণেককাল অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাব্‌লেন, তার পর আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "তোমার সহোদর কেউ আছে?"

"আমার জানত ত কেউই নেই, পিতার মুখেও কখন শুনি নি যে আমার সহোদর আছে, তিনি আমায় সে কথা কখন বলেন্‌ নি। আমি জানি আমার আর কেহই নেই, কেবল এক পিতাই আছেন, তিনি ভিন্ন আমারে আপনার বলে স্নেহ করে এমন লোক নাই।" আমি এই উত্তর করিলাম।

রাজকুমার বল্লেন "সে রাত্রে তোমার পিতা কি তোমায় বলেছেন তোমার সহোদর কেউ নেই? ও! হাঁ ত বটে! আমার ভুল হয়েছে, তুমি না বোল্লে তাঁর জিব ছিঁড়ে নিয়েছে, সাদুল্লা কথা কইতে পাল্লেন না?—সেটা মঙ্গল—না, না, তা নয়, তোমার পক্ষে অমঙ্গল বল্‌তে হবে। আহা! কি দুর্ভাগ্য! গরিব বেচারাকে দারা হক্‌নাহক্‌ যৎপরোনাস্তি পীড়ন করেছেন। তুমি না বোল্‌ছ তোমারেও নষ্ট কর্‌বার তাঁর অভিপ্রায় ছিল?

"জেলের পাহারাওয়ালারা আমায় ত ঐ কথা বল্লে" আমি এই উত্তর করিলাম।

হাঁ, "হাঁ! বটে! আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু তোমার স্থানে তোমার পিতাকে রেখে তুমি সরে পোড়েছ, মারা যান তিনি যাবেন, তুমি না মরে তিনি মর্‌বেন। কেমন? এই না কথা?"

আমি কি উত্তর কোরব তাই ভাব্‌ছি, দেখ্‌লেম আরঙ্গজেব তাঁর

ঘোরোজ্জ্বল চক্ষু দুটি স্থির কোরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি বল্লেম "আমি নিষ্কৃতি পাই, সেইটিই পিতার মানস, সেইটিই তাঁর বাসনা ছিল। তাঁর শত্রুদের অভিপ্রায় নয় যে তাঁরে প্রাণে নষ্ট করে, বোবা আর কাণা কোরে লোকালয়ে বিদায় কোরে দেয়, এই তাদের মনন। বিশেষত তারা যখন আমায় কিছু কোত্তে পাল্লে না, তখন যে পিতাকে প্রাণে নষ্ট কোরবে, আমার তা বিবেচনা হয় না।"

আরঙ্গজেব বল্লেন, "তা যাই হোক, কিন্তু আমার মনে এই হোচ্চে, তোমার পিতার জন্যে তুমি দুঃখিত নও, তাঁর উদ্ধারেব নিমিত্ত তোমার মনোযোগ নেই। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারুক্, এই তোমার মনের কথা কেমন, এই ত?"

আমি বোল্লেম, পিতা যদি বেঁচে ফিরে এসেন, আমি তাতে দুঃখিত হব না, বরং আহ্লাদিত হব, কিন্তু তাঁর আর বেঁচে থাকায় কোন সুখ নেই, জীবন এখন তাঁর পক্ষে অসহ্য ভারের স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আরঙ্গজেব আর দ্বিরুক্তি কোল্লেন না, চুপ কোরে থাকলেন। কিন্তু তাঁর শ্রীমুখে ঈষৎ আড় হাসির ছটা দেখ্‌তে পেলেম। সে হাসি টুকুর অগাধ অর্থ। তাই দেখে আমার স্পষ্ট বোধ হল সাদুল্লা যে আমার পিতা না, সে কথা আরঙ্গজেব ভালরূপ অবগত আছেন, আমিও যে তা স্পষ্ট জান্‌তে পেরেছি, রাজপুত্রের মনে সে সন্দেহও হয়েছে। রাজকুমার বল্লেন, "আচ্ছা, তুমি এখন বিদায় হলে হতে পার, তোমার উপর আমাদের চোক থাকবে। আরঙ্গজেবের দুই গুণ আছে, অবিচলিত মিত্রও হতে পারেন, আবার অবাধ্য শত্রুও হতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "হুজুরের বিষদৃষ্টে পোড়্‌ব, কি অকৃপার পাত্র হব, এমন কর্ম্ম কখনই কোরব না, কিছুতেই আমার সে প্রবৃত্তি হবে না, আমি তেমন অভাজন নই।"

"সাদক! ঐ কথাই ভাল, কথাগুলি যেন স্মরণ থাকে। তবে এখন তুমি বিদায় হও!"

রাজকুমারকে প্রণাম কোরে আমি আপনার ডেরায় এলেম। তার পরেই হুকুম এলো আমাদের ডেকানে কুঁচ কোর্ত্তে হবে, আমরা তার উদ্যোগ কোর্ত্তে লাগলেম। দক্ষিণ দেশের শাসন-ভার আরঙ্গজেবের উপর সমর্পণ করা হয়, সে কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে।

আগরা ত্যাগ কোর্ত্তে হল বলে আমি দুঃখিত হলেম না। দেলজানের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হল না, তাতেই প্রাণে বড় ব্যথা পেলেম, আমার বুকে যেন শেল বিঁধে লাগ্‌ল। আমার এখন এই দুর্ভাবনা হল তাঁরে খুড় না জানি তাঁরে কত যন্ত্রণাই দিচ্চেন, কত লাঞ্ছনাই কোচ্চেন। প্রাণেশ্বরী আমায় যে পত্র লেখেন, সে পত্র তাঁর খুড়ই ত পথে আটক কোরে, খুলে পড়ে দেখে, তাতে কি লেখা ছিল, সে কথা আমি পরম্পরা শুন্‌তে পেয়েছি। সেই জন্যে আমি মনে মনে স্থির কোল্লেম, একখানি পত্র লিখে সলিমানের জিম্মে কোরে দিয়ে তাবে আগরায় রেখে যাই, সলিমান যেরূপ চতুর, সে অনায়াসে পত্রখানি দেলজানকে পৌঁছে দেবে, কেউ জান্‌তেও পারবে না। পত্রের প্রত্যুত্তর লয়ে সে শেষে ছাউনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসবে। তবে আর দেরি করা নয়, আগে পত্রখানি লিখি, আর আর কাজ কথা পরে হবে, এই ভেবে পত্রখানি লিখে সমাপ্ত কোল্লেম।

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকৃতে পারে, যাঁরে আমি পূর্ব্বে পিতা বোলে জান্‌তেম, সেই সাদুল্লা এক দিবস নজফালী খাঁর নাম উল্লেখ করেন। নজফালী আরঙ্গজেবের সচিব, তাঁর কন্যা নূরমহলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবার নিমিত্ত সাদুল্লা ভাবি ব্যগ্র হন। নজফালী এখানে ছিলেন না বোলেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা হয় নি। আজ তিনি এসেছেন শুনে, আমি আর দেরি কোল্লেম না, অমনি তাড়াতাড়ি তাঁর

ডেরায় চোলে গেলেম। দেখ্‌লেম তাঁবুটি শোভা সৌন্দর্য্যে রাজপুত্রের তাঁবুর চেয়ে ন্যূন নয়, প্রায় তুল্যানুতুল্য। নজফালী বয়েসে পঞ্চাশ গত কোরেছেন, দীর্ঘাকার, প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, মরদানা চেহারা, সরদারি মেজাজ্, কাকেও দৃক্‌পাত নেই, তাঁর উপরপায়ার লোক্‌কেও তুচ্ছ তাচ্ছল্য করেন। ভারি দাবরব, রাগ বড় ভারি। রাজপুত্রকেও তাঁর কথার উপর কথা কইতে দেন না। তাঁর ঐ সরদারি মেজাজের জন্যে দেক্‌সেক্ হয়ে আরঙ্গজেব কখন কখন রেগে জ্বলে পুড়ে উঠেন। বল বীর্য্য সাহসে কি পরিণাম দৃষ্টিতে নজফালী একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি, তাতেই রাজকুমার সচিবের আস্পর্দ্ধা সয়ে আছেন, আপনার কাজ উদ্ধার করবার জন্যে তাঁরে হাতে রেখেছেন। নজফালীতে আর প্রয়োজন নাই, সে দিন যখন রাজকুমারের হবে, তখন তাঁরে হয় বিদায় দিয়ে দূর কোরে দেবেন, নয় তাঁর মাথাটা কেটে দু টুক্‌রো কোরবেন।

এই ব্যক্তি আর সাদুল্লা, এরা নিঃসন্দেহ কোন মতলবে কিম্বা, এরা অবশ্যই আপনাদের মধ্যে একটা কোন অন্তরা বন্দোবস্ত করেছিল। উভয়েরি এক চেষ্টা, এক উদ্দেশ্য, হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসনের প্রতিই তাদের লক্ষ্য ছিল, আমার ত এই অনুমান হয়। সাদুল্লার চেষ্টা যে নজফালীকে বঞ্চিত কোরে সমুদায় সাম্রাজ্য তিনি আপনি ভোগ করেন, আবার নজফালীর চেষ্টা যে সাদুল্লাকে নৈরাশ কোরে রাজসিংহাসন তিনি একলা গ্রাস করেন। সিয়ানায় সিয়ানায় কোলাকুলির ন্যায়, মুখে প্রীত প্রণয় রেখে, এ তারে ফাকি, সে তারে ভোগা দেবার নিমিত্ত পরস্পর দাঁও পেঁচ খেলে বেড়াতেন, কেহ কারে মনের কথা ভাঙ্‌তেন না। কিন্তু সে যাই হোক, এক্ষনে নজফালী আমার কিরূপ খাতির যত্ন কোরবেন, আমি তা ঠাওরে উঠ্‌তে পাল্লেম না। যখন দরবার কেবল সুরু হয়েছে, সেই সময় আমি ত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উপস্থিত হলেম, কায়দা মত, আদাব

তস্‌লিম কোরে আদব বাজালেম। নকীব আমার নাম ডেকে বল্লে। নজফালী দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে আমার দিকে কট্‌মট্‌ কোরে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন, আমি যেন তাঁর সুখের কণ্টক হলেম, সচিব যেন সুখশয্যায় অবস্থান কোরেও অসুখী হলেন। হাঁ হুঁ কিছুই কোল্লেন না, কেবল একবার চেয়ে দেখে, আবার পূর্ব্বের মতন মেজাজ ভারি কোরে দেমাগের উপর চুপ কোরে রইলেন, কিন্তু তখনি একটি পারিষদের কাণে কাণে কি ফিস্‌-ফিস্‌ কোল্লেন, আমায় নির্জ্জনে ডেকে কথাবার্ত্তা কইবেন সেই কথাই বল্লেন, আমার যেন তখন এই জ্ঞান হল। আমার অনুমান কিন্তু নিষ্ফল হয় নি কেননা সেই ব্যক্তি তখনি এসে আমায় বল্লে "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, দরবার ভেঙ্গে গেলে, নজফালী আপনাকে নির্জ্জনে ডেকে আলাপ কোরবেন" দরবার শেষ হল, ডেরা ক্রমে খালি হয়ে পড়ল, আমায় ডাকিয়ে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে আর জনপ্রাণিও ছিল না, কেবল একলা নজফালী বসে আল্‌বোলা টান্‌ছিলেন।

দাম্ভিক সচিব আমায় দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "বালক! তোমার পিতা কোথায়?" আমি বোল্লেম, "হুজুর! সে দুঃখের কথা কি বল্‌ব, তাঁর দফা শেষ হয়েছে, তিন জন্মের মত গেছেন।"

"কি! তাঁর কাল হয়েছে?" সচিব হটাৎ এই কথা বোলে উঠ্‌লেন।

আমি বল্লেম "সে কথা আমি বল্‌তে পারি নে, তাঁর চক্ষু বার্‌কোরে লয়েছে, তাঁর জিব্‌ গোড়াসুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।"

"কি সর্ব্বনাশ! তবে!"—এই বলে কি বিজির বিজির কোল্লেন, আমি তার কতক শুন্‌তে পেলেম, কতক পেলেম না। দেখ্‌লেম সচিব সন্তুষ্ট হয়ে অল্প একটু হাস্‌লেন, সে হাসিটুক কিন্তু মুহূর্ত্তকাল বই স্থায়ী ছিলনা। তার পরেই তিনি যে সেই হলেন—সেই পূর্ব্বের মত অহঙ্কারপূর্ণ নীরস নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন।

সচিব বল্লেন, " যুবা! এখন তুমি কি কোচ্চো। "

" সৌভাগ্য ক্রমে আরঙ্গজেবের পরিচারক হয়েছি।" আমি এই উত্তর কোল্লেম।

নজফালী বোল্লেন " বটে! রাজপুত্রের বড় ব্যস্ত স্বভাব, ভাল মন্দ বিচার না কোরে যারে তারে চাকর রাখেন,—কার সুপারিসে হল, ? "

" আজ্ঞা, সুপারিস আমায় কেউ কোরেন্ নি, আমি আপনিই এসে রাজকুমারের পা জড়িয়ে ধোল্লেম, তাতেই—"

" থাক্ থাক্, আর বোল্‌তে হবে না। তুমি কি শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছ, রাজপুত্রের একান্ত অনুগত হয়ে থাক্‌বে, অবিশ্বাসের কাজ কোরবে না ? "। দুর্মুখ নিষ্ঠুর সচিব এই প্রস্তাব কোল্লেন।

আমি বোল্লেম " আজ্ঞা, তা কোরেছি।"

" হুঁ! বটে! তোমার পিতাও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা কোত্তেন, আবার তখনিই কিন্তু সে সমস্ত উল্‌টে যেতো। তোমারও বুঝি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করা।"

"আল্লার দোহাই, আমার সেরূপ নয়।"

"ভাল, সে কথা পরে দেখা যাবে। আচ্ছা বল দেখি, কোন কথার প্রসঙ্গে তোমার পিতা কখন আমার নাম কোত্তেন,কি কখনকোরেছেন ?" সচিব এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

"আজ্ঞা হাঁ কোরেছেন বৈকি, আমায় বলে দিয়েছেন আমি যেন আপনার কখন অগৌরব না করি, আপনার একটি কন্যা আছে, সে কথাও বলেছেন।"

"তোমার সঙ্গে তার বিবাহ হবে—এই কথা বলেছেন বুঝি ?"—আমি আর ও কথার কোন উত্তর দিলেম না।"

সচিব বল্লেন "আমারও সে মনন ছিল বটে, কিন্তু সাদক! সে সব

দিন উল্‌টে গেছে। তুমি আর নূরমহলের বিষয় মনে করোনা, তার আশা পরিত্যাগ করো।"

আমি বল্লেম "আজ্ঞা, এ বিবাহ আমার পক্ষে সৌভাগ্য, তাতে আমার সম্মান বাড়বে। তত উচ্চ গৌরবের সম্পর্ক মনে উদয়ও হলে আমার মাথা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকে।" কথাগুলি বল্‌বার সময় জিব জড়িয়ে জড়িয়ে আস্‌ছিল, আমাকে তোতলার মতন তো তো কোত্তে হয়েছিল।

ঐ স্তুতি বাক্য গুলি শুনে নজফালী সন্তুষ্ট হলেন। সাদুল্লা খাঁর সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি সাদুল্লাকে বরাবর পিতা বলে সম্বোধন কোরে আস্‌চি, তাঁরে পিতা বলবার সময় আমার মনের মধ্যে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, সচিব সেইটি অবগত হবার চেষ্টা কোচ্ছিলেন। আর এই একটি তামাসা দেখ্‌লেম, সাদুল্লাকে পিতা বলে উক্তি করবার সময়, কোন একটা গুরুতর কথা নজফালীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পড়ে হচ্ছিল, তিনি তা জোর কোরে চেপে চেপে রাখছিলেন, একবার বলে নয়, কতবার সে কথাটি তাঁকে চেপে রাখ্‌তে হয়েছিল। আমি কিন্তু তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম, আরঙ্গজেবের ন্যায় সচিবও অবগত ছিলেন যে, "সাদুল্লা আমার পিতা না।" তিনি সেই কথাটি বলেন বলেন কোরে বোল্লেন না, আমার ত এই অনুমান হল, তবে তাঁর মনে যদি আর কিছু থাকে ত আছে। সাদুল্লা আমার পিতা না—একথা আমি অবগত আছি কি না, তাই জানবার জন্যে নজফালী শশব্যস্ত হন। তিনি এত ব্যস্ত কেন? কৌতূহল তৃপ্তির জন্যেই হোক, কি তাঁর মনে অন্য কোন অভিপ্রায়ই থাক, তা আমি বল্‌তে পারিনে, ফলে সাদুল্লা যে আমার পিতা না, সে বিষয় আমি অবগত আছি কি না, সেই সন্ধান জান্‌বার নিমিত্তে নজফালীকে ভারি ব্যগ্র দেখ্‌লেম। সাদুল্লা ঘটিত কত কথাই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমি বাজে

কথা কয়ে কাটিয়ে দিলেম, আসল কথার গায়েও গেলেম না। আমার মনে মনে স্থির ছিল, "আমি যে জেনেছি সাদুল্লা আমার পিতা না" সে কথা আমি প্রাণান্তেও প্রকাশ কোরব না। আমি তখন ভাব্‌লেম, কেন ভাব্‌লেম তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি তখন ভাবলেম, এ কথা গোপন রাখ্‌লে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল হবে। আমায় কেউ জিজ্ঞাসা কোল্লে, আমি যদি বল্‌তে পাত্তেম "অমুক আমার পিতা" তবে বোধ হয় সাদুল্লা যে আমার কেউ নয়, তাঁর সঙ্গে যে আমার কোন সম্পর্কই নাই, একথা স্পষ্ট স্বীকার কোত্তে আমি সংশয় জ্ঞান কোত্তেম না। আমার জন্মদাতা কে, সে সন্ধান আমি যত দিন না জান্‌তে পারব, তত দিন শিলমোহর কোরে আমার মুখবন্ধ রাখ্‌ব—এই প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, আর তত দিন কি কার্য্যেতে, কি কথাতে, এমনি ভাবভক্তি দেখাব যে, দেখে লোকে অনুভব করুক শাজাহান বাদশাহের প্রিয়পাত্র, সম্প্রতি যিনি উজীরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই সাদুল্লা খাঁ সত্য সত্যই আমার পিতা, সত্যসত্যই আমি তাঁরে পিতা বলেই জ্ঞান কোরে থাকি। তার পর নজফালী আমায় বিদায় লতে অনুমতি কোল্লেন, আমি উঠে আসবার সময় তাঁরে অতিশয় বিমর্শ, অতিশয় নিরানন্দ দেখ্‌লেম। কতকগুলি তাঁবু পার হয়ে আপনার আড্ডায় আশ্চি, সে সকল তাঁবুতে নজফালীর পরিজনেরাই বাস কোত্তেন। আস্‌তে আস্‌তে। দেখলেম, একটি চট্‌পটে চালাক মেয়ে, দেখ্‌তেও দিব্বি সুরূপা সুশ্রী, পর্দা তুলে চুল্ বুল্ কোরে উঁকি মাচ্চে, আর ফিক্ ফিক্ কোরে হাস্‌চে। একটি লোক—গলার আওয়াজে বোধ হল অর্দ্ধ বয়সী স্ত্রীলোকের বামাস্বর, ডেকে বল্লে, "নূরমহল! এই দিকে"। আমি অমনি মনে মনে বলে উঠ্‌লেম, "নূরমহল" তবে কি ইনিই নজফালীর কন্যা? এঁহারি সঙ্গে কি আমার পরিণয় হবার কথা হয়? ইনি ত পরমাসুন্দরী! সেই সময় দেলজানকে মনে পড়ে বল্লেম। দেলজান! তুমি আমার প্রাণের তুল্য; তোমায় কি

আমি বিস্মৃত হতে পারি? কখনিই না। আমি যেমন ঘুরে সুমুখে আসব, দেখি না নুরমহল পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি চলে যাচ্চি, সুন্দরী আমায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু যেমন আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দেখব, অমনি তিনি সরে আড়ালে গিয়ে অদৃশ্য হলেন।

আমি ডেরায় এসে দেখি দেলজানের সহোদর ইউসোফ আমার প্রতীক্ষা কোচ্ছেন, তাঁরে দেখে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হল।

আমি বল্লেম, "আরে কও ইউসোফ যে! কি মনে কোরে, তুমি যে এখানে? আজ আমি কোন্ ঘাটে মুখ্ ধুয়েছি বল্‌তে পারিনে।"

ইউসোফ বল্লেন। "সাদক! আমারে সহসা এখানে আসতে দেখে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হতেই পারে, কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি, আমার খুড় বরকন্দাজ খাঁ শুন্‌তে পেলে, তেলে বেগুনে জ্বলে যাবেন, তাঁর যে বেআড়া রাগ স্মরণ কোত্তেও ভয় হয়। কেন আমি এসেছি, সিটি তুমি মনে ঠাওরে দেখো, দেলজান আমায় পাঠিয়েছেন। এবার আর পত্র লিখ্‌তে তাঁর ভরসা হল না। দেলজান এখন খুড়োর বাড়ীতেই আছেন। তিনি যে পত্র তোমারে লেখেন, ঐ পত্র লয়ে পত্রবাহক যেমন বাড়ীর বার হয়েছে, অমনি সে বরকন্দাজ খাঁর চোকে পড়ে গেল। বরকন্দাজ খাঁর মনে অনেক দিন থেকে সন্দেহ জন্মেছে। তিনি তারে দেখ্‌তে পেয়ে ভারি পেড়াপিড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন, তারে বল্লেন, "তুই কোথায় যাচ্ছিস্, কি কাজে যাচ্ছিস্ বল, তোকে তা বল্‌তেই হবে"। সে বেটা ভয়ে জড়সড় হয়ে পত্রখানি বার কোরে দিলে। পত্রের মর্ম্মাবগত হলে তোমারে ফাঁদে ফেল্‌বার নিমিত্ত লোভের ছলনা করা হয়। দাদা ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করেন তোমার প্রাণের উপর আঘাত কোর্‌বেন না, খুড় মশায় তাতেই ভুলে গেলেন। কিন্তু সাদক! তোমার বড় পুণ্যবল, তাই দাদার হাত থেকে

বেঁচে এসেছ। দারা অভয় বাক্য দিছিলেন বটে যে তোমার প্রাণ নষ্ট কোর্‌বেন না, কিন্তু তাঁর মনে মনে ছিল যে তোমায় মেরে ফেলেন, তুমি কখনই প্রাণ লয়ে ফিরে আস্‌তে পাত্তে না। দারা যে তোমারে প্রাণে নষ্ট কোত্তেন, তাঁর যে সে অভিপ্রায় ছিল, এ কথা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে আমি শুনেছি, বিবেচনা কর, তাঁর মুখে যদি নাই শুন্‌তেম, তথাচ সে কথা বিশ্বাস হতো, কেননা তুমি পালিয়ে প্রস্থান কোরেছ শুনে দারা একেবারে ক্রোধে কালাগ্নি হলেন, রাগে থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর যদি দুষ্ট অভিপ্রায়ই না থাকুবে, তবে তুমি পলায়ন কোরেছ শুনে তিনি তত অগ্নি অবতার হবেন কেন? তাতেই যে বেশ বোঝা যাচ্চে তাঁর মনে অসদ্ অভিপ্রায় ছিল।”

আমি বল্লেম, তুমি ত আবার সেই লোকেরি চাকুরি কচ্ছো?

ইউসোফ বল্লেন। “চুপ! চুপ্! স্থির হও, আমি তার চাকুরি করি না। আমার খুড় রাগত হন্ হবেন, আমার যথা সর্ব্বস্ব ক্ষতি হয় হবে, তবু তার চাকুরি কোরব না। আমি আর্ কোনো লোকের অনুগত হয়ে—’

আমি অমনি বোল্লেম, কার্ আরঙ্গজেবের?

‘আরঙ্গজেবের না, সুলতান সুজার। তাঁর সাথে আমি বঙ্গে চলেছি”।

আমি বল্লেম, আহা! তা কোল্লে কেন? তাঁর চেয়ে আর কোন রকম কল্লে ভাল হতো, সিটি হলে দুই বন্ধু একত্রে থেকে পাশাপাশি যুদ্ধ কোত্তে পাত্তেম। এখন তার উল্‌টো হয়ে দাঁড়ালো, এখন হয় ত বিপক্ষের স্বরূপ রণক্ষেত্রে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হবে।

ইউসোফ বল্লেন, “শেষে হয় ত তাই ঘট্‌বে। কিন্তু সিটি হলে আমারি পক্ষে অধিক মন্দ। আমাদের যদি তলোয়ারে তলোয়ারে সাক্ষাৎ হয়, তোমারে আমি পেরে উঠব না, আমার চেয়ে তোমার বল বিক্রম, তোমার তৎ-পরতা অনেক শ্রেষ্ঠ, তোমার হাতের সাফাই আমার চেয়ে অনেক ভাল, সে

কথা আমি আপনিই স্বীকার কোচ্চি। আপনার আপনার স্বামীর মঙ্গল হয় এ প্রার্থনা উভয়েরি বটে তবে যে তুমি আমাবে বন্ধু বলে রেয়াত কোরবে, তা কোরবে না। অপরাপর রাজপুত্রের অপেক্ষা সুজার চরিত্রে আমি অধিক সন্তুষ্ট। আপনি আরঙ্গজেব ভক্ত, কিন্তু দেখো যেন সাবধানে থাকা হয়, তুমি যে রাজপুত্রের চাকুরি কোত্তে কোমর বেঁধেছ, যে সকল লোক তাঁকে অষ্ট প্রহর ঘেরে থাকে, তাদের যেন বিশ্বাস কোরে চলো না, ফাঁদে পা দিও না, কারও কুকথায়, কুমন্ত্রণায় থেকো না, কারও চাতরে পড়ে কুকাজ করো না, তোমারে যেন কেউ ফুস্‌লিয়ে, গায় হাত বুলিয়ে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে নাচিয়ে তোলে না। তারা যদি বলে তোমারে "রাজা দেব, রাজা কোরব," তথাচ তুমি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে চলো না। আমি সুজার পক্ষ হয়েছি বটে, কিন্তু মনে মনে জানি সুজা তাদৃশ বলবান কি ক্ষমতাবান নন। আরঙ্গজেবের সদৃশ বুদ্ধিমান কি বলবান কেউই নহেন, রাজকীরিট তাঁরি কপালে নৃত্য কোচ্চে, অপরাপর সহোদরদের পরাস্ত কোরে শেষকালে তিনিই রাজতক্তে বস্‌বেন। সাদক! আমার এই বাক্যগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখো, সত্য মিথ্যা শেষে টের পাবে। আরঙ্গজেব মুখে জানিয়ে থাকেন যে, ফকিরের ছেঁড়া টুপি পেলেই তিনি সন্তুষ্ট, ফলে সেটা কাজের কথা নয়, সিংহাসনের প্রতিই তাঁর লোভ।"

আমি বলিলাম "তুমি যদি তাই মনে নিশ্চয় জেনেছ, তবে আরঙ্গজেবের পক্ষে না হয়ে সুজার পক্ষ হয়েছ কেন?"

ইউসোফ বোল্লেন "তাঁর কারণ এই, আরঙ্গজেবের চরিত্র দেখে আমার মনে বড় ঘৃণা জন্মেছে, তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা নাই, বিশেষত তিনি যে বিড়াল তপস্বীর ন্যায়, মনে একভাব, মুখে আর এক ভাব জানান, তাঁর সেই বিট্‌লেমি আমার সহ্য হয় না, তোমার সঙ্গে যদি পূর্ব্বে দেখা হতো, তুমি যখন এ চাকুরি স্বীকার করোনি, তখন যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা

হতো, তবে তোমায় নিষেধ কোত্তেম যে এমন কুকর্ম্ম করোনা, আরঙ্গজেবেরপদনত হইও না।"

আমি বোল্লেম, "সে ত হয়ে গেছে, এখন তার চারা কি, এখন সে আক্ষেপ কোল্লে কি হবে। অভাগা সাহুল্লা খাঁর কি দশা হয়েছে বলতে পার? তাঁর কি কোন খবর রাখ?"

ইউসোফ বল্লেন "গোড়ায় যে পরামর্শ স্থির হয়, তারা তাই কোরেছে, তাঁরে দুর্গতি আর লাঞ্ছিৎ কোরে সেই দীনহীন অনাথা অবস্থায় বিদায় কোরে দিয়েছে। তোমার পিতাকে ঐরূপ নিষ্ঠুর পীড়ন কোরেছে বলে শাজাহান অগ্নি অবতার হয়েছেন. দারার উপর তাঁর ভারি ক্রোধ জন্মেছে, সেই অনাথাকে আপনার কাছে রেখে বাদশাহ লালন পালন কোচ্ছেন।"

"আহা! বাবা! আপনার কি দুরদৃষ্ট! এ যাত্রা আর যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সে সম্ভাবনা নাই, তার আশাও করি না" আমি এই কথাগুলি বলিলাম।

ইউসোফ বোল্লেন। "তাঁর জন্যে আমারও ভারি দুঃখ হয়। সাদক! আর সময় নেই, পিঠে চাবুক পোড়ছে, দেরি কোত্তে পারিনে। ভগ্নি যে জন্যে আমায় পাঠিয়েছেন, তা বলি শুনো। তাঁর সেই চিটি ধরা পড়াতে যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তিনি তাহা শুনে একেবারে মুর্চ্ছাপন্ন হলেন, সে ত হবারি কথা, তুমিও কোন্ তা না বুঝতে পাচ্ছো। আমার খুড়োর শরীরে দয়ামায়া নেই, দেলজানের সর্ব্বদা ত্রাস, কবে তাঁর প্রতি নির্দ্দয় হন। রমীনাও তাঁর প্রতি পাষাণ হয়েছেন। যেন যমদণ্ড হাতে কোরে আছেন, কেবল শাসাচ্ছেন, আর চোক রাঙ্গাচ্ছেন। এই ত তাঁর অবস্থা। দেলজান স্থির সঙ্কল্প কোরেছেন আমার সঙ্গে বঙ্গদেশে যাত্রা কোরবেন" শুনে আমি শিউরে উঠলেম। "সাদক! সত্যিই বোলছি, ঐ

কথাই তাঁর স্থির বটে, তিনি যে দিকে যাচ্ছেন, তুমি ঠিক তারি উল্ট দিকে, কি ঠিক তার বিপরীত অভিমুখে গমন কোচ্চো। দেলজান যদি বঙ্গে যান্, তুমি তবে সুজার পক্ষ হয়ে বঙ্গে যাবে কি না বল।”

আমি বলিলাম “ইউসোফ! দেলজানকে আমি প্রাণের সমান ভাল-বাসি, তাঁর প্রতি আমার বড় স্নেহ, সে সকলই সত্য বটে, কিন্তু তাঁর অপেক্ষাও আমার কথা বড়, অতএব তুমি আর ও কথা মুখে এনো না. আমারে আর ও প্রবৃত্তি দিও না। যখন এক রাজপুত্রের কাছে শপথ কোরে বলেছি তাঁর অনুগত হয়ে থাকব, তখন আমি প্রাণান্তেও তাঁকে পরিত্যাগ কোত্তে পারব না। তবে যদি তিনি এমন কোন কার্য্য করেন যে আমার প্রাণের উপর আঘাৎ পড়ে, সে কথা স্বতন্ত্র। যে স্থলে প্রাণ বাঁচান আবশ্যক, সেখানে কোন কথাই নেই। তদ্ভিন্ন অন্য কোন ছলনায় আমি রাজপুত্রের আশ্রয় অনাদর কোত্তে পারব না, দেলজান যদি আমায় আদর কোরে পতিত্বে বরণ কোত্তে চান, তথাচ না।”

ইউসোফ বলিলেন। সাদক! তোমার এ সাধু প্রতিজ্ঞা বটে, এর উপর আর আমার কথা নেই। আচ্ছা, তবে এখন আমি চল্লেম, হয় ত আরো একবার দেখা সাক্ষাৎ হবে।”

“তবে এসো ভাই, কিছু মনে করো না। ইউসোফ! দেলজানকে এই কথা বলো. যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আরঙ্গজেবের দাস সত্য, কিন্তু তাঁর কাছে আমি প্রেমের দাস।”

“ঢের হয়েছে, আর বল্‌তে হবে না। আরঙ্গজেবের প্রতি তোমার যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি দেখ্‌ছি, দেলজানের প্রতি তোমার যদি সেইরূপ মন, সেইরূপ নিষ্ঠাভাব থাকে, তবে তুমি ভিন্ন যোগ্যপাত্র আর কে আছে যে, তারে ভ্রাতা বলে সম্বোধন কোর্‌ব।—তবে আমি চল্লেম, পরমেশ্বর তোমায় নির্ব্বিঘ্নে রাখুন।” আমি বোল্লেম।“আমারও ভাই ঐ কথা।

জগদীশ্বর তোমায় চিরজীবি কোরে স্বচ্ছন্দে রাখুন"। এই শিষ্টাচারের পর আমরা বিদায় হলেম, এই আমাদের যা দেখা সাক্ষাৎ হল, আর যে আমাদের কখন দেখা হবে, এমন বোধ হয় না।

ডেকানে যাত্রা কোত্তে হবে, তাই পরদিন সকলে একস্থানে সমবেত হওয়া গেছে। এমন সময় মুক্তাবের পুত্র ইয়াস্‌মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সে আরঙ্গজেবের প্রধান শরীর রক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছে। ইয়াস্‌মিনও আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে, দেখ্‌তে পেয়েই আস্তে আস্তে আমার নিকটে এল। সে আমার মুখের দিকে চায়, আমি তার মুখের দিকে চাই, আমরা উভয়েই বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি কোত্তে লাগ্‌লেম। ইয়াস্‌মিন অতি ভক্তির সহিত একটি সেলাম কোরে বোল্লে "হুজুর! আপনি যে পক্ষ, আমিও সেই পক্ষ, এতে আমি যে কত আনন্দিত হলেম তা বলে উঠ্‌তে পারিনে" আমি বল্লেম "ইয়াসমিন! তুমি উচ্চপদ পেয়েছ দেখে আমার বিস্ময় হয়েছে বটে কিন্তু তোমার যে তত বড় পদ হয়েছে, তাতেই আমি মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হয়েছি।"

ইয়াসমিন বল্লে, "হুজুর! ক দিনের জন্যেই বা! আমার এ পদ অতি অল্পকালের নিমিত্তে, পথে যেতে যে ক দিন হয়, সেই ক দিন মাত্র। ডেকানে পৌঁছে যখন সৈন্যসংগ্রহ হবে, তখন যে এ পদ থাকে এমন বোধ হয় না।" আমি বলিলাম, সে কথা আমি বল্‌তে পারিনে, তুমি যদি রাজপুত্রকে সন্তুষ্ট কোত্তে পার, তবে কেনই বা না থাকবে।"

ইয়াসমিন বলিল "বল বীর্য্য সাহসের ত্রুটি হবে না, যে ভাব পেয়েছি, তারও অন্যত্র কোর্‌বো না, তাতে তাঁকে যতদূর খুসি কোত্তে পারি তা কোর্‌ব কিন্তু আরঙ্গজেবের শুধু তা চান্‌ না, তাঁর আরো কিছু দরকার—তিনি চান আমরা যত ব্যক্তি আছি, সকলকেই এক একখানি তলোয়ার সঙ্গে আন্‌তে হবে, তদ্ভিন্ন ইটি ধর্ম্ম, ইটি অধর্ম্ম, কি ইটি ন্যায়, ইটি অন্যায়, এ

বিচার কেউ কোর্ত্তে পারবেন না, যখন যেমন আবশ্যক হবে, তখন সকলকেই সেইরূপ চোলতে হবে, কেউ ওজর কোর্ত্তে পারবেন না।"

আমি বোল্লেম "ইয়াসমিন, তুমি যা বলছো সত্য, আমি তা মানি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঐ নিয়ম স্বীকার কোরে অনেকেই তাঁর অধীনতা কোর্ত্তে প্রস্তুত আছে।" ইয়াসমিন বল্লেন, "আরঙ্গজেব যদি মনে কোরে থাকেন, আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই, আমি অতি পামর, সেটি তাঁর ভুল। আমি কেবল দুঃখের খাতিরেই, কেবল পেটের জ্বালাতেই তাঁর দাস হয়েছি, কিন্তু তাই বলে যে আমি অধর্ম্মের দাস হব, তা কখনিই হব না।"

আমি বোল্লেন, "ইয়াসমিন তুমি বেশ কথা বলেছ, আমিও তাই মনে মনে স্থির কোরে রেখিছি।"

সৈন্যেরা কুচ কোর্ত্তে আরম্ভ কোরেছে, দুপা এক পা অগ্রসরও হয়েছে, আমাদের আর সময় নাই যে আরো দুদণ্ড আলাপ করি। বিজয় যাত্রা কোরে, আগরা থেকে দশ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে পৌঁছিয়ে সন্ধ্যা হল। সে রাত্রে সেই খানেই তাঁবু ফেলে আড্ডা করা গেল। পথকষ্ট নিবারণের নিমিত্তে ব্যয়ভূষণ কোর্ত্তে ত্রুটি হয় নি, তথাচ বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হয়ে, সমস্ত দিনের পর আমরা যেন ভূত সাজ্‌তেম, চেহারা বদলে যেত, অতিশয় কদাকার দেখাতো—শুকনো, রোগা, টিকটিকে, পেটেপেট লেগে যেত, যেন কতকাল খাইনি। তৎকালিন আরঙ্গজেবের লোকজনকে যেমন কুৎসিৎ কদাকার দেখাত, জঙ্গলী চোয়াড়দেরও তেমন দেখায় না। কষ্ট হত বলে যে, কেউ কোনো কথা বলবেন, আরঙ্গজেব সে পথ রাখেন নি। কেননা বর্ষাকালে বিদেশযাত্রার সময় দ্বিগুণ বেতন অবধারিত ছিল। নজফালী খাঁ আরঙ্গজেবের প্রধান মিত্র, আর প্রধান সেনানী, তাঁর কন্যা নুরমহল তাঁর সঙ্গেই ছিলেন, কোন গতিকে ঐ নুরমহলের

তাঁবুর ২০ হাত অন্তরে মাত্র আমার ডেরা পড়ে। নজফালী খাঁর তাঁবুর পশ্চাতেই নূরমহলের তাঁবু। যখন আমরা কুঁচে ছিলেম, পথে যেতে যেতে যুবতী পাল্‌কির ঝিলিমিলি তুলে এদিক সেদিক উকিমেরে উকিমেরে দেখ্‌ছিলেন, সেই সময় একবার চোকোচোকি হয়ে আমাদের চারি চক্ষে চাক্ষুষ হয়। তাঁরে দেখে মাটির দিকে ঝুঁকে, সরস মনোহর ভঙ্গীতে একবার একটা মস্ত লম্বাচৌড় সেলাম কোরেছিলেম, সেই সময় যেন বোধ হল যুবতী একটু ফিক্‌কোরে হাস্‌লেন। আমি কিন্তু মনে মনে ভাব্‌লেম, আমার ভ্রম হয়েছে, সুন্দরী হাসেন্‌ নি। যদি নিশ্চয় জান্‌তেম যে, যুবতী আমায় দেখে হেসেছেন, অমনি অহঙ্কারে পাঁচ হাত ফুলে উঠ্‌তেম। শুধু আমি বলেও নয়, একবার বলেও নয়, যুবতীদের হাসি দেখে কত লোকের কতবার ঐরূপ অসার অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষকালে যা যা ঘটেছে, পাঠক তাতে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আমার সে ভ্রম ভ্রম নয়। বরং আমি এখন একথাও বল্‌তে পারি, নূরমহলের সে হাসি রহিত হয় নি, মুখে লেগেই ছিল, সিটি আমি বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখিছি। অত কথাই বা কাজ কি, একটা সামান্য মোটা কথা বল্লেই সকল সন্দেহ ফুরিয়ে যাবে,—নূরমহল গোপনে গোপনে আমার চাল্‌ চলন গুলির প্রতি নজর রাখ্‌তে লাগ্‌লেন—কোথায় যাই, কোথায় বসি, কোথায় শুই, এই সকলের সন্ধান নিতেন—কানাতের দোরে যেন প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃতেন। আমি যে দিকে ফিত্তেম, সেই দিকেই তাঁর মনোহারিনী হাসি চক্ষে দর্শন কোত্তেম।

আজ এই স্থানে আড্ডা কোরে দিনরাত অবস্থিতি করা হল। বৃষ্টিপড়া ক্ষান্ত হয়েছে, এখন রাক্ষসী বেলা। আমি গ্রামটি প্রদক্ষিণ কোরে একটা পুষ্করিণীর ধারে এলেম। পুষ্করিণীটি প্রকাণ্ড, বর্ষাকাল, কুলে কুলে জল, থৈ কোচ্চে, এক দিকে একটি বাঁধা ঘাট, আমি সেই ঘাটে গিয়ে বস্‌লেম,

আর একদিকে একটি অম্রের বাগান। পক্ষিরা সারিবেঁধে, কাতার দিয়ে, উড়ে উড়ে সেই বাগানে গিয়ে জমা হচ্চে, অনেক গুলি একত্র হয়েছে, কিচিরমিচির কোরে ডাকচে, এক একবার ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ কোরে উড়ে, এ ডাল থেকে সে ডালে যাচ্চে, এক একবার গাছের তলায় জমিতে এসে উড়ে পড়ছে, আবার উড়ে গিয়ে ডালে বসছে। কোনোটি ঠোঁটে কোরে আধার লয়ে শিশু শাবকের মুখে তুলে দিচ্ছে, কোনোটি বা পক্ষপুটে চঞ্চু ঢেকে নীরব হয়ে রয়েছে। কোনোটা ধুলার উপর পড়ে লিটপিট্ কোচ্চে, যেন স্নান কোচ্চে, আবার উলটি পালটি পাখা নাড়া দিয়ে সেই ধুলো ঝেড়ে ফেলছে। কোনোটা কোনোটা ডালের একবার এ পাশে, একবার সে পাশে ঘন ঘন ঠোঁট পুঁচছে, যেন আহার কোরে আঁচমন কোচ্চে। কোনোটা বা আপনার চঞ্চু দিয়ে আর একটার গা চুলকিয়ে দিচ্চে। হিন্দুরা সিঁড়ির ধাপে বসে বিড় বিড় কোরে মন্ত্র পড়ছে, তারা সায়ং সন্ধ্যা কোচ্চে। স্ত্রীলোকেরা কলসী কাঁকে কোরে ঘরকন্নার কথা বলতে বলতে চলেছে। কেহ বলছে, দিদি! আমার মাথা চুলকোবার অবকাশ নেই, এই কেবল দুটো ভাত মুখে দে, কলসী কাঁকে কোরে অমনি ছুটেছি। কেহ বলিল, ওদের বড় বউয়ের বড় ঠেকার, ভাতার ভালবাসে বলে অহঙ্কারে ভাল কোরে কথা কয় না। কেহ বলিল, ভাই! পোড়া যম আমারে ভুলে গেছে, আমার আর বাঁচবার সাধ নেই, মেসেটার দশা ঐ হল, মিন্সে একটা মাগি নিয়ে রাত্রদিন সেখানে পড়ে আছে, ঘর সংসারের দিকে একবার ফিরেও চায় না। দিদি! মাগি কি গুণ জানে, মিন্সেকে ভেড়া কোরে রেখেছে। আর এক জন বল্লে, আমার মার কি পোড়া কপাল, বউ ছুঁড়ি, দুপা দিয়ে থেতলায়, ছোঁড়া কিছুই বলে না। কেউ বোল্লে, পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় হাড় ভাজা ভাজা হল, দুদণ্ড বসে যে কারও সঙ্গে দুটো কথা কব, সে যো নেই,

অমনি যেন রায়বাঘিনী এসে পড়ে। আর একজন বল্লে, শত্রুর মুখে ছাই দে, ষেটের কোলে আমার কামিনী এই দশ বছরে পোড়েছে, তুমি আর কি কথা বল, এখন কি আর বিয়ে না দিলে ভাল দেখায়, লোকে যে মুখে চুনকালী দেবে। আর একজন বল্লে, ওলো সেজো বউ! বেলাটা যে গেছে একেবারে, তুই এত বেলা গেলে খাস্ কেন? সে বল্লে, ভাই। সে দুঃখের কথা আর বলো না। আমার কি আর চারটে হাত, চারটে পা, সেই ঝুঁজকোর বেলায় উঠব, বাসি পাঠ গুলি সারব, ঘর নিকোতে, আর উঠান ঝাঁট্ দিতেই বেলা হয়ে পড়ে, তার পর নাব, ধোব, কুট্‌নো কোট্‌ব, বাট্‌না বাট্‌বো, এর পর রান্নাবাড়া আছে, এই কোত্তে কোত্তেই বেলা থাকে না, বেলা ত আর আমার হাতধরা নয়। মিন্‌সেকে যদি বলি ছেলেটাকে একটু ধরো, তার জ্বালায় কোন কাজের খা পাইনে, সে অমনি বলে উঠে, "আমি কি তোর ছেলে ধরা ভাতার?" কথা শুনে গায় জ্বর আসে, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। আর একজন বল্লে, পোড়া সতিনের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মলেম, আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, আর দুবেলা নেথোয়। দিদি! সতিন মাগি তারে কি কোরেছে। আর একজন বল্লে, শামার মা! রামার মা বড় বউকাঁট্‌কি, বউ ছুঁড়ির সঙ্গে রাতদিন খিরখির্ ঝিরঝির্ করে। শামার মা বল্লে, বউটোও ভাল না, অমনি কট্‌কট্ কোরে মুখের উপর জবাব করে, একটু লাজলজ্জা নেই, শাশুড়িকে একটু মান্যমান কোরে কথা কয় না। আর একজন বোল্লে, শামীর চোপার জ্বালায় পাড়ায় আর তিষ্ঠন যায় না।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো, একে একে সকলেই চলে গেল, কেবল আমি আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, এই দুটি মাত্র সেখানে বসে আছি। স্ত্রী লোকটা আমায় এক দৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌ছিল, বোধ হল সে কোন কথা বোল্‌বে। সে কি বলে তাই শোন্‌বার নিমিত্তে আমি আগেই তারে

ডাক্‌লেম, অনেক পথ চল্‌তে হয়েছে, বৃষ্টিতে বড় কষ্ট দিয়েছে, এই সকল ফাস্‌ত কথা নিয়ে তার সঙ্গে গল্প ফেঁদে দিলেম।

বৃদ্ধা বলিল "হ্যাঁ, সে কথা সত্যি বটে, কিন্তু আরঙ্গাবাদে পৌঁছিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, আরো যে কত দিন আমাদের বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হতে হয়, তারি বা ঠিকানা কি ?

"আমাদের"-এ কথা, বাছা, কেন বোল্লে ? তবে কি আপনিও ছাউনির সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন ? এই কথা আমি বড় বড় কোরে বোল্লেম।

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, আমিও চলেছি। বড় দূর নয়, আপনার তাঁবুর নিকটেই আমি আছি"। আপনি ত আর বুড়ীদের চেয়ে দেখেন না, কেবল ছুঁড়ির উপরেই আপনার চোক, সেটা আমি বেশ জেনেছি। আমি আরো একটি লোক্‌কে জানি, তুমি তারে সেলামের উপর সেলাম করো, সে যেন তার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে না। আমি কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়ই বল্‌ছি. নজফালীর কন্যা নুরমহলকে সামান্য হেজিপেজি মেয়ে জ্ঞান কোর্‌বেন না। যা হোক, ধন্নি তোমার ছাতি ! তোমার সাহস, তোমার ভরসা দেখে, অবাক হয়ে গেছি।

"হে ভগবান্‌! তবে কি আমি তাঁর কাছে অপরাধী হয়েছি" আমার মুখ দিয়ে এই কথা বেরিয়ে পড়্‌ল।

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, তা হয়েছেন ত বটে, অবশ্যই হয়েছেন, এখন সেধে পেড়ে তাঁকে ঠাণ্ডা কোত্তে হয়" আমি বোল্লেম, "তবে তুমি আমার হয়ে তাঁরে পাঁচ্‌কথা বুঝিয়ে বলো।"

"বৃদ্ধা বলিল, সাধ্‌তে হয় তুমি আপনি গিয়ে সাধো, আমার গরজ কি ? আমি কারও সাধ্‌তে পারিনে। একবার তোমার কথা তাঁরে গিয়ে বলি, আবার তাঁর কথা তোমায় এসে বলি, এত কি কাট্‌না কাটা দায় পড়েছে ?

আমি বল্লেম, কি বালাই, আমি কি কোরে তাঁকে সাধব ? এ কি একটা

কথা! তাও কি কখন হতে পারে? বুড়ী বল্লে,? "তামাম রাত পুকুরের ধারে পোড়ে গড়াগড়ি দিলে, তাতে সাধাসাধা চলে না, তবে যদি তিনি দেবকন্যার ন্যায় জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ দেখা দেন, তা হলে হতে পারে। তুমি যদি বল, "আমার অপরাধ হয়েছে, তাঁর পায় ধোত্তে রাজি আছি" তবে আমি গিয়ে নূরমহলকে ঐ কথা বলি, তা হলে তোমারে তিনি ডেকে পাঠাবেন।"

"ডেকে পাঠাবেন! সে কি? আমার প্রতি তিনি কি এত কৃপা কোরবেন? আমার যে তত সৌভাগ্য হবে, তা কি কোরে বিশ্বাস কোত্তে পারি?" আমি এই কথা বল্লেম?

"হুঁ, তা বটে, আপনি সে কথা বলতে পারেন। নূরমহল আপনারে কখন দেখেন্ নি সত্য, কিন্তু আপনার নাম শুনেছেন, একবার তাঁরে বলা হয়, আপনি তাঁর স্বামি হবেন।" বৃদ্ধা এই উত্তর করিল।

"তা যদি হয়, তবে বাছা! আমায় সেখানে লয়ে চল, আমি তোমার পায় পড়ি।" বৃদ্ধা বলিল। "আমি তা কি কোরে পারি, কত আঘাবিঘে, কত বাধা ব্যাঘাৎ রয়েছে, শেষ ভোগাভোগও কত আছে, শেষে আমার দশাই বা কি হবে, তুমি ছেলে মানুষ, সে গুলি আগে বিবেচনা কোরে দেখতে হয়"। আমি বলিলাম "ভয় কি? কি হবে? নয় শেষে যা থাকে অদৃষ্টে ঘট্‌বে, তাতে ভয় কি? আমা হতে তোমার যে প্রত্যুপকার হবে, —এই ধরো তার প্রথম নমুন (বৃদ্ধার হস্তে কাঞ্চন মূল্যের স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিলাম) যদিস্যাৎ"—এই সময় আমার পশ্চাতে বাগান থেকে একটা আকৃতি বেরিয়ে এলো দেখতে পেলেম। তাই দেখে, বৃদ্ধা একটা ভাণ কোরে সোরে পড়্‌ল, যাবার সময় বলে গেল, "রাত দুই প্রহরের সময় প্রস্তুত হয়ে থেকো" সে আর পেছন দিকে ফিরে দেখ্‌লে না, অমনি তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমরা মনে কোরিনি এ সময় এখানে

কেউ আস্‌বে, আমাদের ইচ্ছাও ছিল না যে, কেউ আসে। যাই হোক, ঐ আকৃতিটি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে, সিঁড়ি বেয়ে পুষ্করিণীতে নামল, গায়ের সালখানা আরো গোটাসোটো কোরে গায় দিয়ে, জলের কিনারার কাছে শেষ ধাপে গিয়ে বস্‌লো, বোধ হল আর কারও আস্‌বার কথা আছে, তারি প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌ল। আমি আর সেখানে অধিকক্ষণ দেরি কোল্লেম না, যেখান থেকে ঐ মানুষটি বেরিয়ে এলো, সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, ভাব্‌লেম এই বেলা আস্তে আস্তে আপনার আড্ডায় যাই। পথে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হল, বৃষ্টির তোড়ই বা কেমন. যেন কলসীর কাণায় জল ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। আমি আর কোন উপায় না দেখে, ঐ বাগানের মধ্যে রামকুড়ের মত একখানা মেটে ঘর ছিল, তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেম। সেখানে গিয়ে দেখি, ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু তেমন শক্ত কোরে বাঁধা ছিল না, জোরে একটা লাথি মাল্লেম, তাতেই ঝাঁপটা খুলে গিয়ে ফাক হয়ে পড়্‌ল। ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম। দেখ্‌লেম কোথাও কেউ নেই, ঘরখানি খালি পড়ে আছে, কিন্তু ঘোর অন্ধকার, যেন যমালয়। ভাবলেম কি জানি যদি পাশের কোন ঘরে, কি এক কোণে বাড়ীওয়ালা ঘুমিয়ে থাকে, সেই জন্যে "ঘরে কে আছ, ঘরে কে আছে" বার কয়েক এই শব্দ কোল্লেম, কারও সাড়া পেলেম না। আমি একটি কোণে গিয়ে বস্‌লেম, ভাব্‌ছি জলটা একটু ধরে গেলে বাসায় যাব। এখন যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়। বাতাসের আর জলের ঝাপটা লেগে, ঘরখানা এক একবার দুল্‌ছে, এক একবার ঘরের মধ্যে হাওয়া গিয়ে হুহু কোত্তে লাগ্‌ল। বাহিরে ক্রমিক সোঁ সোঁ ভোঁ ভোঁ শব্দ হোচ্চিল, এক একবার হুড়ুম্ হুড়ুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম্ কোরে মেঘের গর্জ্জন হতে লাগ্‌ল গাছের ডালগুল বাতাসের জোরে নুয়ে নুয়ে পোড়ে, মড়্ মড়্ কোত্তে লাগ্‌ল। যখন দেখ্‌লেম বৃষ্টি আর বাতাসের তুফান ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ল, ঝড়ের গোঁ গোঁ, জলের

তড় তড় শব্দে চারিদিক যখন তোলপাড় কোরে তুল্লে, তখন আমি আস্তে আস্তে উঠে আগড়টি যত পাল্লেম কসে বাঁধলেম, বেঁধে ছেঁদে আবার সেই কোণে গিয়ে বসেছি মাত্র, এমন সময় গলার আওয়াজ শুন্তে পেলেম, বাহিরে কারা কথা কোচ্চে। তারা যেই হোক, বৃষ্টিতে আমার ন্যায় দেড়শেক হয়েছিল। শেষে তারা দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। ঘরখানি অন্ধকারে ঘুট্ ঘুট্ কোচ্ছিল, বাহিরেও ঘোর অন্ধকার, তামাম আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলেছে, এ ঘর আর বার অনুকূল হওয়াতে তারা আর আমায় দেখ্তে পেলে না। এখন কেবল নাক আর মুখ বন্ধ কোরে মড়ার মতন পোড়ে থাক্তে পাল্লে, আমি যে এখানে আছি, তারা তা টেরও পাবে না। শেষে তাই কোত্তে হল, মুখ বন্ধ কোল্লেম, নিশ্বাসও আস্তে আস্তে ফেল্তে লাগ্লেম। কাণ কিন্তু খোলা ছিল, ছিল ছিল, তাতে আর ভয় কি, কাণের সে দোষ নেই যে বলে দেবে, কি ধরিয়ে দেবে। তারা মনে কোল্লে, এ ঘরে তারাই যে কজন আছে, তা ছাড়া আর কেউ নেই। শেষে তারা চলিত মধ্যবিৎ গলার স্বরে, এই সকল আলাপ কোত্তে লাগ্‌ল।

প্রথম স্বর বল্লে, "কলম্‌বেগ! পাল্‌কিখানা এখনও পৌঁছোলো না, দেরি দেখে আমার বড় ভাবনা হোচ্ছে।"

দ্বিতীয় স্বর। "রুস্তম ভাই! ভয় কি! বৃষ্টি হওয়াতে খাল, বিল, নদী, নালা সব ভেসে গেছে, রাস্তার উপরেও এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে, তাতেই দেরি হোচ্চে, তার জন্যে ভয় কি! সে পাখিটি যেমন আমাদের হাতের মধ্যে এসেছে, এখন বক্‌সিসটি সেইরূপ হাতে লাগ্‌লে হয়, তা হলে বুঝ্‌লেম একটা কাজ হল।"

প্রথম স্বর। "ছি! ও কি কথা! নজকালীকে কে না জানে? সে কি কখন কারও ফাকি দিয়ে থাকে? না দেবো বলে দেয় না? দানাইশক্তি

তাঁর বেশ আছে। আবার এ কথাও বলি, সে যা কোর্ত্তে বলে, তা যদি না করা হয়, তবে তার ভয়েতে না কাঁপেন এমন লোক নেই, এমনি তাঁর ত্রাস, এমনি তাঁর দব্‌দবা।"

দ্বিতীয় স্বর। "আচ্ছা, আচ্ছা, আমাদের সে ভয় কোর্ত্তে হবে না, ঐ শোনো আমি যেন বেহারাদের গুন্‌ গুন্‌ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি,—না, তা নয়, ও বুঝি বাতাস,গাছে বেধে বেধে যাচ্ছে, তাই হুঁ হুঁ গোঁ গোঁ শব্দ হোচ্ছে, যেন গোঁঙাচ্ছে।"

প্রথম স্বর। 'কলমবেগ! এ কুঁড়ে কার? কে থাকে এতে?"

দ্বিতীয় স্বর। "কেউই না, গ্রামের লোক এই কুঁড়ের সম্বন্ধে আন্‌থা আন্‌থা গপ্প করে। তারা বলে, এই ঘরে একটি বুড়ি বাস কোর্ত্তো, সে ডাইনী ছিল, জাদুটো আস্‌টাও জান্‌তো। সে সত্যি ডাইনী ছিল কি না, তাই জান্‌বার জন্যে সকলে তার পরীক্ষা করে, সেই পরীক্ষাতেই সে মারাপড়ে, সেই অবধি কেউ আর এ ঘরের নিকটে আসে না।"

প্রথম স্বর। "কি কোরে পরীক্ষা কোল্লে? সে শাঁকচুর্ণী থুস্‌নী বুড়ীকে নিয়ে তারা কি কোল্লে?"

দ্বিতীয় স্বর। "পুকুরের পাড়ে একজন লোক তীর ধনুক লয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আর জন কয়েক লোক ধরাধরি কোরে বুড়ীকে ঐ পুষ্করিণীর জলে চুবিয়ে ধোল্লে। যেমন তারে জলে এনে ফেলেছে, অমনি পাড়ের সেই লোকটি খুব জোরে তীরটি ছুড়ে ওপারে নিয়ে ফেল্লে, তীরটি ছুড়েই সে তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল, সে সেই তীরটি লয়ে ফিরে এসে যদি দেখ্‌তো যে, বুড়ী মরে নি, বেঁচে আছে, তবে সে সত্যি সত্যিই ডান। কিন্তু সিটি ঘটে নি, সে ফিরে এসে দেখে, বুড়ী মোরে জলের উপর ভাস্‌ছে, তাই দেখে সকলে ফতোয়া দিলে "সে ডান ছিল না"। অনেকে আবার এ কথাও বলে, সে যদি ডান না হবে, তবে জলের মধ্যে তলিয়ে কি কোরে অনেকক্ষণ

বেঁচে ছিল। তান ভিন্ন অন্য কেউ জলের মধ্যে ডুবে থেকে ততক্ষণ বাঁচে না। বুড়ীকে শেষে গোর দেওয়া হয়। গ্রামের লোক বুড়ীর কুঁড়ের,কি তার কবরের নিকট দিয়েও চলে না, সে মুখোই হয় না। দেখো, সাবধান! তোমার ত ভয় হয় নি?। বাহবা! বাহবা! রস্তম! তুমি যে পাতার মত থরথর্ কোরে কাঁপ্ছো!!"

প্রথমস্বর। "না, না, তা নয়, যেন ঐ দিক্কার কোণে কি নড়ে উঠ্‌ল শুন্‌লেম, তুমি কি শুন্‌তে পাওনি?।"

দ্বিতীয়স্বর। "হায়, হায়! কি তামাসা! সেই শাঁকচুন্নি বুঝি তোমাকে নিতে আবার বেঁচে উঠ্‌ল! রস্তম! তোমার কি সাহস! বলিহারি যাই! কি লজ্জা! অনেক দাঙ্গা কোরে বেড়াও, অনেক জাঁক করে থাকো, আমি মনে কোত্তেম তুমি একজন মানুষের মত মানুষ, অনেক খুনও—" রস্তম বলিল, "চুপ্ করো ভাই, আল্লার দোহাই একটু চুপ্ করো, সে সকল কথায় দরকার কি? পাপ তোমারও আছে, আমারও আছে, এর পর সেখানে দুজনকেই জবাব দিতে হবে। ঐ শুনো পাল্‌কি আশ্চে, আমি বেহারাদের গলার শব্দ পেয়েছি, আলোও দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

কলমবেগ। "আমাদের এখানে আলোর দরকার নেই, দৌড়ে যাও, গিয়ে বল আলো নিবিয়ে ফেলে।"

রস্তম। "আচ্ছা, আমি এগিয়ে যাই, তুমি তোমার সালখানা বিছিয়ে একটি বিছানা কোরে রাখো।"

কলমবেগ। "ছি! বিছানার দরকার কি, পাল্‌কি শুদ্ধ ঘরের ভিতরে আনা যাবে। এই বেলা দৌড়ে যাও, আলো এসে মুখের উপর পোড়্‌ছে। দৌড়ে গিয়ে নিবিয়ে দাও!"

রস্তম দৌড়ে গেল, কলমবেগ ঘরে বসেই পক্ষীটির আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌ল,—এখন সে পক্ষীটি নিনিষ্ট পোন। পাল্‌কি এসে পৌঁছিল,

অতি কষ্টে শ্রষ্টে, আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে, তত অন্ধকারে, ঘরের ভিতরে নিয়ে এলো। আমি যেন শুন্‌তে পেলেম, পাল্‌কির মধ্যে অতি অল্প অল্প, একটি একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ হোচ্চে, নিশ্বাসটি কোন স্ত্রীলোকের হৃদয় ভেদ হয়ে বার হোচ্চে, তাও বুঝ্‌তে পাল্লেম। কার অদৃষ্ট পুড়ল? কে যে সুন্দরী নজফালীর ফাঁদে গেরেপ্তার হলেন? সেই সন্ধান জানবার জন্যে ভারি ব্যগ্র হলেম, মনটা ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগ্‌ল। এক্ষণে কারও মুখে কথা নেই, সকলেই নীরব হয়ে আছে, এর মধ্যে কলমবেগ হঠাৎ কথা কোয়ে উঠ্‌ল, সে বেহারাদের ডেকে বল্লে, "তোরা পুষ্করিণীতে হাত পা ধুয়ে, ঐ পুষ্করিণীর আড়পারে যে ধর্ম্মশালা আছে, সেই খানে গিয়ে থাক্, খেতে হয়, রসুই কোরে খা, কাল প্রাতেই বিদায় হয়ে চলে যাস্"। রঙ্গন বোল্লে, "চল্, আমি তোদের সঙ্গে যাচ্চি," ঐ কথা শুনে বেহারারা চলে গেল। এই অবসরে কলমবেগ পাল্‌কির ঝিলি মিলি তুলে, সেই বামা বন্দিনীকে সম্বোধন কোরে বল্‌তে লাগল, "ভয় কি, কোন চিন্তা নেই কোন কষ্ট হবে না, যখন যা চাই, তখনি তা পাবে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে, এতেও যদি অসন্তুষ্ট হও, তবে তোমারি দোষ"। সেই যুবতীটি এই প্রবোধ বাক্যের কোন জবাব না কোরে, কেবল ফুলে ফুলে, ফোস্ ফোস কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, মাঝে মাঝে একটি একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। কলমবেগ বল্‌তে লাগ্‌ল, "সুন্দরী! কিছু মনে করো না ভাই, যে রসীতে পাল্‌কির সঙ্গে বাঁধা আছো, সেইটি আরো একটু টেনে কসে বেঁধে দি, যেন খুলে না যায়, তাই কোরে আমি চলে যাই। তোমার একলা থাকুতে ইচ্ছা হয়ে থাকে, একলাই থাকো। আমার স্থানান্তরে বরাত আছে, সেখানে একবার না গেলে নয়, আবার দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আশ্‌চি, আমি যাঁর দাস, তিনি কি বলেন তাই শুনে আসি" এই কথা বলে যে রসী দিয়ে যুবতী বাঁধা ছিলেন,

তাই একবার নেড়েচেড়ে দেখে, আরো একটু কসে বেঁধে দিলে, তার পর ঘরের ঝাঁপটা বন্ধ কোরে সে চলে গেল। খানিক পরে যুবতী শোকের মোহানা খুলে দিলেন। বড় বড় কোরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, করুণাস্বরে বিলাপ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, "হায়! আমার এ পোড়া অদৃষ্টে কত লাঞ্ছনাই আছে! বিধাতা আমাকে কত শাস্তিই কোচ্চেন! আমায় জোর কোরে, টেনে ছিঁড়ে বাড়ী থেকে বারকোরে দিলে, শেষকালে এই চক্রে, এই চাতরে এসে পড়্‌তে হল! ভাই! আঃ ভাই! তুমি কোথায়? আহা! তোমার ভগ্নী দেলজান চির দুঃখিনী, চির অনাথিনী হল।" দেলজানের নাম শুন্‌তেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লেম, ভয়ে আর বিস্ময়ে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে, আমার মোহ হল। তখন যদি বজ্রপাত হয়, তাতে আমার তত ভয়, তত মোহ হতো না। আমি লুকিয়ে ছিলেম, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেম, আস্তে আস্তে এসে, পাল্‌কির দরজা খুলে, উচ্চ নাদে বল্লেম, "দেলজান! আমি তোমার সেই সাদক, তোমার এই দুর্গতি!" আমার গলার আওয়াজ পেয়ে, আঁা! সাদক! এই আহ্লাদ-ধ্বনী, অতি ক্ষীণ, চাপা স্বরে দেলজানের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো, প্রণয়িনী তার পর বল্লেন, "আল্লার কি মহিমা, নিকটেই একটি বন্ধু মিলিয়ে দিলেন।"

আমি বল্লেম, "বন্ধু তুমি পেয়েছ সত্য, সে এমন বন্ধু যে, প্রাণ দিয়েও তোমার উপকার, তোমার উদ্ধার কোর্‌বে। দেলজান! আর সময় নষ্ট করো না, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র পালাও" এই কথা মুখে বল্‌ছি, আর তলোয়ারের আগা দিয়ে, টক্ টক্ কোরে রেসমের বাঁধন গুলি কাট্‌ছি।

দেলজান বল্লেন। "উঃ! এখন আমি যাই কোথায়? আগরায় ফিরে যাবার উপায় কি?" আমি বল্লেম, "তা আমি জানিনে, কিন্তু আর এখানে থাকা উচিত নয়, চল্লো, তোমারে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাই। তুমি আমার

সঙ্গে সঙ্গে এসো। পেটেলকে * বলে,তোমায় আশ্রয় দিয়ে দেব,কিন্তু সিটি আমাকে বড় সাবধান হয়ে কোত্তে হবে, উঠ উঠ, আর দেরি করো না," ঐ কথা শুনে দেলজান বেরিয়ে এলেন, আমি ঘরের ঝাঁপ খুলে দেখ্‌লেম, বাহিরে জনপ্রাণিও নাই, কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, সব নিঝুম প্রায়, কেবল গাছে থেকে টপ টপ কোরে ফোটা ফোটা বৃষ্টির জল পড়্‌ছে, তারি শব্দ হোচ্ছিল। দেলজান কতক ভয়ে, কতক শীতে থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার সালখানা তাঁর গায় ঝেঁপে দিলেম, আর তাঁর নিজের সালখানা লয়ে, পাকুড়ীর মত কোরে, তাঁর মাথায় জড়িয়ে দিলেম, আমার মতলবটা এই, লোকে যেন তাঁরে পুরুষ জ্ঞান করে, স্ত্রীলোক বলে চিন্‌তে না পারে। পেটেল যে খানে বাস কত্তো, আমি তা জান্‌তেম, সেইটিই সুখের বিষয় হলো। যে পথ দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র তার বাড়ীতে যাওয়া যায়, আমরা সেই পথ ধোরে চল্লেম। পথে যেতে যেতে বল্লেম, "দেলজান! এ সকল কি কারখানা? আমার দিব্যি, সব কথা আমায় ভেঙ্গে বল।"

দেলজান বল্লেন "আমার এখন কথা কবার তাকৎ নেই, তাড়াতাড়ি কোরে চলো, ভয়ে প্রাণ কাঁপছে, পথে এসে আরো দ্বিগুণ ত্রাস হয়েছে, সেখানে পোঁছে, আমি তোমারে সকল কথা খুলে বলব, এখন একটু চলে চলো"। এই কথা বল্‌তে বল্‌তে মনোময়ী মানিনী দেলজানের চোক দিয়ে ঝর ঝর্ কোরে অশ্রুপাত হতে লাগল।

দেলজান ভয়ে কেঁপে কেঁপে, এক একবার পড়ে যান পড়ে যান হন, আমি অমনি তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরি, একটু বসে, জিরিয়ে, তাঁরে সুস্থ

---

* তৎকালিন গ্রামে গ্রামে এক একটি কারপরদাজ নিযুক্ত থাকিত, তারা খাজনা পত্র আদায় করিত, আর ক্ষুদ্র প্রজায় প্রজায় ঝকড়া হলে, রফা নিষ্পত্তি করিয়া দিত। ঐ কারপরদাজকে পেটেল কহে।

কোরে, আবার চলি। একবার নয়, তামাম পথই এই রূপ কোরে চল্‌তে হয়েছিল,—একবার ধরি, একবার বসি, একবার ফিরুই এই প্রকারে, যো যা কোরে, কোন মতে পেটেলের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছন গেল। আমরা যখন পৌঁছিলেম, তখন সে সপরিবারে দরজা বন্ধ কোরে শুয়েছে, সকলেই ঘুমে অঘোর। "আমি ঘরের ভিতর যাব"এই শব্দ কোরে দরজায় ঘা মাত্তে লাগ্‌লেম। সেই গোলমালে পেটেল তখনি জেগে উঠে বল্লে, "কে তুমি এত রাত্রে চেঁচাচেঁচি কোচ্চো?" আমি বল্লেম, "আমি আরঙ্গজেবের ডেরা থেকে এসেছি, দোহাই রাজপুত্রের, আমারে ভিতরে নেও।"

পেটেল বল্লে, "আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন, আমি আপনাদের দাস," এই অনুনয় কোরে সে দরজা খুলে দিলে, আমরা ঘরের ভিতর গিয়ে বস্‌লেম। দেলজানের এখন নিশ্বাস ফেল্‌বার স্থান হল।

পেটেলকে বোল্লেম, "তোমারে বেশ খুসী কোরব, কিন্তু একটি কাজ কোত্তে হবে,—এই দণ্ডেই জন কয়েক বেহারা, আর এক খানি পাল্‌কি আনিয়ে দিতে হবে, এই যুবাটি আগরায় যাবেন, তারা সেই খানে তাঁরে রেখে আস্‌বে।"

পেটেল বল্লে,"আরে খোদাবন্দ,এ ক্ষুদ্রগ্রামে এত রাত্রে বেহারা কোথা পাব? তবে একবার চেষ্টা কোরে দেখি। আপনার কখন দরকার?"

"এই রাত্রেই চাই, অন্ধকার থাকুতে থাকুতে গ্রাম পার কোরে দিতে হবে। তাঁকে যেন এখানে সূর্য্যোদয় না দেখ্‌তে হয়।"

পেটেল বেহারা ডাকুতে গেল। দেলজান এই অবসরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর খুড়ী রসীনারা ধোকা দিয়ে তাঁরে নজফালীর হস্তে সমর্পণ কোরেছেন। নজফালীর অনেক দিনাবধি চেষ্টা, দেলজানকে তাঁর বিলাস মহলের পরিবার করে রাখেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতিনী খুড়ী দম দিয়ে সহরের বাহিরে একটা বাগানে তাঁরে পাঠিয়ে দেন, সেই খানে একদল

বদ্‌মাস লোক রেখে দেওয়া হয়, তারা তাঁরে ধরে, পাল্‌কির মধ্যে পুরে, ঐ পাল্‌কির সঙ্গে তাঁরে রসীদিয়ে আচ্ছা কোরে বাঁধলে, যেন কোন প্রকারে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে না পারেন। সেই পাল্‌কিতে তারা তাঁরে এইখানে নিয়ে এসেছে। এই অভাবনীয় বিপদটি না ঘট্‌লে, তার পর দিবস দেলজান তাঁর সহোদর ইউসফের সঙ্গে বাঙ্গালায় যাত্রা কোত্তেন।

দেলজান বল্‌তে লাগ্‌লেন "আমি তখন ভাবলেম, আমি ত জন্মের মত গেছি, আর যে কখন এ দায় থেকে মুক্ত হব, তা হবো না, সে আশায় হাত ধুলেম। মুখ শুকিয়ে গেল, একেবারে বুক ভাঙ্গা হয়ে পড়্‌লেম। তোমার গলার আওয়াজ পেয়ে আমি যেন অকুল সাগরে কুল পেলেম, নৈরাশের স্থানে হঠাৎ আশার সঞ্চার হল, ভয় ঘুচে উল্লাসের উদয় হল, এখন আমার যেন সব স্বপ্ন বোধ হোচ্চে। সাদক! আজ কি আনন্দের দিন! আজ কি সুপ্রভাত! আজ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে আমার হৃদয়ে আনন্দের তুফান হোচ্চে। সাদক! তোমার হাতখানি দাও দেখি, আমি একটু তার উপর মাথা দিয়ে শুই, একেত ভাবনায় ভাবনায় শরীর শীর্ণ হয়েছে, তার উপর এই আহ্লাদের তরঙ্গ, আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হল। প্রাণ অস্থির হয়েছে, উপরোপরি আনন্দের বেগ এসে আমাকে আরো শক্তিহীন কোরে ফেলেছে, আমি আর বসতে পারিনে, সাদক! আমাকে ধরো, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে, ধরাধরি কোরে আমারে শুইয়ে দাও, আমার হৃদয় প্রফুল্ল ভারে অবনত হল। সাদক! তোমার রূপ ফাঁদে, তোমার গুণ ফাঁদে পোড়ে আমি তোমার প্রেমের কাঙ্গালিনী হয়েছি।"

আমি বল্লেম, "দেলজান! বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এত সৌভাগ্য লিখেছেন? কি পুণ্য কোরেছি যে, তার প্রভাবে আমি তোমার প্রেমাস্পদ হব? ভয় হোচ্ছে পাছে আমাকে ক্ষুব্ধ হয়ে, শেষে অনুতাপ কোত্তে

হয়, পাছে আকাশ কুসুমের ন্যায়, পাছে স্বপ্নাবলম্বিত সুখের ন্যায়, আমার এই অপার আনন্দানুভব মিথ্যা হয়ে পড়ে!" অদৃষ্ট! তুমি যেমন আমার প্রতি পূর্ব্বে পূর্ব্বে করুণাশূন্য হয়েছিলে, এক্ষণে আবার সানুকূল হয়ে তেমনি সুখী, তেমনি প্রফুল্লিত কোল্লে। এত দিনের পর আমার গ্রহ শান্তি হল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল, অদৃষ্ট প্রসন্ন হল। নজফালী এখন আসমুদ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হোন্, আমার তাতে কোন খেদ নাই। একা দেলজান আমার সাম্রাজ্য, আমি মাত্র সেই বিধুমুখীর হৃদয়বিহারী হই, তা হলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পেলেম জ্ঞান করব।" যিনি আমার হৃদয়ের-মণি, নয়নের আনন্দ, এক্ষণে সেই চন্দ্রাননী আমার সম্মুখে বসে, সেই স্ফূর্ত্তিতে আমার অন্তঃকরণে আহ্লাদের স্রোত চল্‌তে লাগ্‌ল।

দেলজান বল্লেন, "সাদক! তুমি এখানে কি কোরে উপস্থিত হলে?

আমি বল্লেম, "ইটি বিধাতার কৌশল, দৈব আজ আমায় কোন গতিকে ঐ কুঁড়ে ঘরে এনে আশ্রয় দিলেন। নজফালীর লোকেরা যে যে কথা বলাকওয়া কোরেছে, ঐ ঘরে বসে সে সমুদায় আমি শুনছি। নজফালী আজকাল আমার সরদার, আমি তাঁর তাঁবেদার। আমি যে মধ্যস্থ হয়ে তোমাকে সরিয়ে তফাৎ কোরে দিলেম, সেটি যেন সে স্বপ্নেও না জান্‌তে পারে, সেই যোগাড়টি আগে চাই, সিটি বড় আবশ্যক।"

দেলজান বল্লেন, "সাদক! তবে ত তোমার সাবধান হওয়া উচিত, আপনার বাঁচবার পথ ত কোরে রাখা চাই, তুমি নয় এক কাজ করো, আমি থাকি, তুমি আপনার ডেরায় চলে যাও, পেটেলকে বলে যাও সে আমায় রওনা কোরে দেয়।"

আমি বল্লেম, "না, না, তা হবে না। আমি কি তোমারে পেটেলের ভরসায় রেখে যেতে পারি? তাও কি কখন হয়? তুমি যে একলা আগরায় চল্লে, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পাল্লেম না, তাতেই আমার মনে কত

কষ্ট হোচ্চে, আবার তোমারে একলা ফেলে যাব? এও কি একটা কথা? তা যা হোক, তোমার খুড়ী জিজ্ঞাসা কোল্লে, তুমি তাঁরে কি বল্‌বে? তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন এত শীঘ্র কি কোরে ফিরে এলে, তখন তুমি কি জবাব দেবে?"

দেলজান বল্লেন, "আমায় তখন মিথ্যা কথা বল্‌তে হবে, তা কি বল্‌বো?"

আমি বল্লেম, "তবে তুমি এই কথা বলো, বিস্তর কাঁদাকাটা করাতে, অনেক হাতে পায় ধরাতে, নজফালী দয়া কোরে আমায় ছেড়ে দিয়েছেন। তোমার ভাই ত তোমায় সঙ্গেই নিতে স্বীকৃত আছেন, তবে ভবিষ্যতে আর কখন রসীনারার চাতরে পড়্‌তে হবে না। তা ত হলো, কিন্তু প্রাণময়ি! আবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ কবে হবে? আর আমাদের ছড়াছড়ি না হয়, সে রূপ দেখা সাক্ষাৎ কত কালে হবে?

দেলজান বল্লেন, "আহা! সাদক! অদৃষ্টই সব বিষয়ের গোড়া জান্‌বে? আমাদের অদৃষ্টে যে কি আছে তা কে জানে। বোধ হয় চিরদিন কিছু এ দুঃসময় থাকবে না, দিন অবশ্যই পাব, তখন আমাদের মিলন হবার কোন বাধা হবে না, তখন কেউই তার প্রতিবাদী হবে না।"

এই সময় পেটেল একখানি পাল্‌কি আর জন কয়েক বেহারা এনে উপস্থিত কোল্লে, তাই দেখে আমরা চুপ্‌ কোল্লেম, আর কথাবার্ত্তা চল্লো না। গ্রামের দুজন চৌকিদারকেও আনান হল, তারা হেপাজাতের নিমিত্তে সঙ্গে যাবে। যা যা গোছাবার ছিল, সব ঠিক ঠাক কোরে দেলজান পাল্কিতে উঠ্‌লেন, আমি তাঁর হাতখানি ধোরে বোল্লেম, দেলজান! "তুমি আমার আঁধার ঘরের মাণিক, দেখো যেন ভুলো না, আচ্ছা, তবে এখন এসো, মনে রেখো।" মসালচিরা মসাল জ্বেলে নিলে, বেহারারা পাল্‌কি উঠিয়ে "হংগো বিসখা, সে যিবে মথুরা" গুন্‌ গুন্‌ কোরে এই গান গাইতে

পাইতে চল্লো। আমার জীবনতারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে দৃষ্টির বার হলেন। পেটেল্লকে পুরস্কার দেবার কথা ছিল, তারে যথাশক্তি কিছু বক্‌সিস্ দিয়ে তাড়াতাড়ি আড্ডায় চল্লেম।

পুষ্করিণীর ধারে যে মূর্ত্তিটি দেখেছিলেম, পথের মধ্যে আবার সেই আকৃতিটি দেখ্‌তে পেলেম, সে তখন সেই কুঁড়ে ঘরের দিকে যাচ্ছিল, তাতেই মনে কোল্লেম, এ কলম্‌বেগ হবেই, তার সন্দেহ নেই। ভাব্‌লেম যাচ্ছে যাক, গিয়ে দেখ্‌বে যে, পক্ষীটি পিঁজারা ভেঙ্গে পালিয়েছে। তত অন্ধকার, তবু সে আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগল, যদি চিন্‌তে পারে। ভাব্‌লেম চেনে চিনুক এত দিন তারে ভয়। আমি আপন মনেই চলেছি, একটু পরেই আপনার ডেরায় এসে পৌঁছিলেম, পথে আর একটি প্রাণীও দেখ্‌তে পেলেম না।

মূরমণ্ডলের তরফ সেই বৃদ্ধাটির আসবার কথা ছিল, রাত কিন্তু অনেক হয়েছে, আর তার আসবার সময় নেই, সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমার উচিৎ ছিল ডেরা ছেড়ে কোথাও না যাই, কিন্তু দৈব বশত সেটা ঘটে উঠ্‌ল না। এত রাতে আর তার আশায় থাকা বৃথা, এই ভেবে আমি গিয়ে শয়ন কোল্লেম, এক ঘুমেই রাত প্রভাত হলো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে যদি কিছু দেখে থাকি, সে শুদ্ধ দেওয়ানের বিষয়, তিনি যে ফাঁদে পোড়্‌তে যাচ্ছেন তাতে বেঁচে গেছেন, সেই স্বপ্নই অধিক দেখ্‌লেম।

রাতও প্রভাত হল, বৃষ্টিও থেমে গেল আমার দিনের জন্যে না হোক, আপাতত কিছু ক্ষণের নিমিত্তে ত থেমে গেল। উট্ আর হাতীর উপর লওয়াজিমে লট্‌বহর বোঝাই করা গেল, লোকজন তার উপর সোয়ার হল, আমরা এখন সেখান থেকে রওনা হলেম। পথে যেতে যেতে ভাব্‌লেম, বিদেশে আসাতে আর যত লাভ হোক বা না হোক, আমাকে

আর আগবার চাতরেও পোড়তে হবে না, কুচক্র, কুমন্ত্রণার মধ্যেও আর থাকতে হবে না, সে সকল দায় থেকে বেঁচে গেলেম, এখন এক প্রকার নির্ঝঞ্ঝাট হলেম। আমাদের উপর হুকুম ছিল, যে যেমন সুবিধা বুঝবে, যার যেমন ইচ্ছা হবে, সে সেই দিক দিয়ে চোলবে, তার পথাপথ বিচার নাই। আমরা ঠিক সিধে রাস্তায় না গিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পোড়লেম, রাজপথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধোরে চোল্লেম। আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি, টিকুতে টিকুতে চোলেছি ভাবলেম আমিই সকলের শেষে পোড়েছি, আমার পশ্চাতে আর লোক নাই। একটু পরেই কিন্তু আমার পেছনে চটাচট পটাপট শব্দ হোচ্ছে শুনতে পেলেম, ফিরে দেখি একটি লোক একটা টাটুর উপর সোয়ার হয়ে আসছে। সোয়ারটিকে এক একবার সপাসপ, পটাপট চাবুক মারছে, এক একবার দমাদম পায়ের গুঁতো মারছে। টাটুটি টিঙস টিঙস কোরে, দুলতে দুলতে চোলেছে, একবার পিঠে চাবুক পোড়ছে, আর এক পা কোরে এগোচ্ছে, আবার দাঁড়াচ্ছে, আবার চাবুক পেটা খাচ্ছে, আবার দুপা এগোচ্ছে, এই রূপকোরে চোলেছে। সোয়ারটি এক একবার চটাস চটাস পটাস পটাস চাবুক মারছে, আর মুখে যা আসছে, দেদার ভণ্ড কথা বলে গালাগালি কোচ্ছে। টাটুটির মা, মাসি, ভগ্নী ভাইঝির নাম কোরে কোরে যেন নর্দ্দমার খেউড় গেয়ে দিচ্ছে। খুড়ো খুড়ী, পিসে পিসি পর্য্যন্ত তার যেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব ছিল, সকলকেই তা বেঁটে, ভাগাভাগি কোরে নিতে হয়েছিল। সোয়ার যখন আমার ঘোড়ার পাশাপাশি হল, তখন তার খেউড়ের তহবিল খালি হয়ে পড়েছে, আর তাতে মজুত মাল কিছুই ছিল না। সে আমায় দেখে, মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে, একটা বেআড়া মস্ত লম্বা সেলাম বাজালে। এ ব্যক্তি নন্দকালীর পরামাণিক। ভাবলেম, হল ভাল, মস্ত একটা দাঁও হাতে এল, এ ব্যক্তি দ্বারা নন্দকালীর ঘর সন্ধানের

কথা সব শুন্‌তে পাব। সেই অভিপ্রায়ে আমি তার সঙ্গে কথা কইতে প্রবৃত্ত হলেম।

আমি বল্লেম, "অস্তুরি! তোমার যে ব্যবসা, তা, ত আমার জানাই আছে, এখন তোমার নামটি কি বল দেখি?"

"খোদাবন্দ! আমার নাম লুচার * আমার বাবা চোর ছিলেন, সেই জন্যে তিনি আমার এই নামটি রেখেছেন। নাম শুনলেই বংশের পরিচয় জানা যায়, বংশ মর্যাদার অভিমান সকলেই কোরে থাকেন, সুধু আমি বলে নয়।"

আমি মনে মনে বল্লেম, এতে অভিমানের বিষয় কি আছে? "তোমার কি ঐ নামটি ভিন্ন আর কোন নাম নেই?" এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

"আজ্ঞা আছে বৈকি, খোদাবন্দ! আমার আরো একটি নাম আছে, আমার বাবা আপনার ব্যবসায় ভারি চটপটে, ভারি তুখোড় ছিলেন, সেই জন্যে লোকে তাঁরে 'শালা লুচার' বলে ডাকুতো, কাজেকাজেই আমারও আর একটি নাম 'শালা লুচার'।"

"তুমি কোন্ ব্যবসার কথা বল্‌ছো, চুরি না ক্ষৌরী?"

"কেন, দুইই, হজুর! চুরিও ছিল, আবার ক্ষৌরীও ছিল।" চল্ল্! তুই বড় সুস্থী, বড় কুড়ে, বড় গতর্খাগী তুই। তোর যেন আঠার মাসে বচ্ছর। এই কথা বলে সেই দুর্ভাগা টাট্টু টির উপর পুনরায় চাবুক ঝাঁকুতে আর পায়ের গুতো মাত্তে লাগ্‌ল। সে গরিবের পিটের দাঁড়াটা বেরিয়ে পড়েছে, ঠিক যেন ঐ বেটার ক্ষুরের মতন ধারাল দেখাচ্ছিল, তার উপর পুরাতন ঝাঁতলার জিনপোষ বিছান হয়েছে, তাও প্রায় ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। পরামানিক বোল্লে, "ধর্ম্মাবতার! আমার বাবা বে আড়া চালাক ছিলেন, যে কাজে হাত দিতেন, তাতেই বাহবা পেতেন, তাঁর চালাকি দেখে

* লুচার—বদমাস, বজ্জাত, চোর, গাঁটকাটা।

সকলেই তারিফ কত্তো। তাঁর অনেক গল্প আছে, বলেন তো আপ-নাকে চুচারটে শোনাতে পারি।"

আমি বল্লেম, "তবে কি চুরি আর জোচ্চুরী ছাড়া আরো তার ব্যবসা ছিল?"

"খোদাবন্দ! তা ছিল না? ছিল বৈকি। একটু একটু বেহালা বাজাতে, একটু একটু নাচ্ ধোত্তে জান্তেন, একটু একটু আবকারীর দোকানও রাখ্তেন আবার ঘোড়া তৈয়ারিও কোত্তেন।"

"বোধ হয় তাও একটু একটু" আমি এই কথা বল্লেম।

"খোদাবন্দ! ঠিক কথা, একেবারে হাতে ঘা দিয়ে বলেছেন। যে দিন থেকে সেরীজ্যাক্ ফেলে দেন, সেই দিন অবধি আর কেউ তাঁরে ঘোড়া দিয়ে বিশ্বাস কোত্তো না। সেরীজ্যাক্ সাহুল্লা খাঁর বড় পেয়ারের মাল্, সিটি তাঁর লড়ায়ের ঘোড়া। সাহুল্লা খাঁ আপনার পিতা না মহাশয়?" আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেম। লুৎফ বল্তে লাগ্লে, "হুজুর! আপনি ত কালসাহেব ছোলে, তখন কেবল ছোকরা সেরীজ্যাককে তৈয়ার কোরে দেছেন বলে, একদিন বাবা আপনার পিতার কাছে বক্সিস চেতে যান। গিয়ে কেবল [illegible] তাঁদের [illegible], আপনার চালাকি, আর বাহাদুরী জানাচ্ছিলেন। খাঁ সাহেব বক্সিসের বদলে কেবল কতকগুলো বেহুদা ঠোকা গালি, আর কতকগুলো এলোপাতাড়ি তাড়া দিয়ে বিদায় কোরে দিলেন। বাবা সেই তাড়া খেয়ে হায় হায় কোত্তে লাগ্লেন। আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, আপনি যদি সে সময় উপস্থিত থাক্তেন, তবে দেখ্তেন আপনার মহানুভব পিতার কিরূপ দুরন্ত রাগ, একবার দেখ্লে, সে ভয়ানক চেহারা আর কখন ভুল্তে পাত্তেন না। পরমেশ্বর তাঁরে বাঁচিয়ে রাখুন, সেই দিন থেকে আমার আক্কেল জন্মেছে, তাঁর সেই ভুতুড়ে রাগ দেখে আমি নাকে কানে খত দিইছি

যে, ঘোড়ার ব্যবসা কখনই কোরব না, সে দিকেও যাব না, তার নামও মুখে আনব না।"

আমি বল্লেম। "তুমি তা ভালই কোরেছ। আচ্ছা, তোমার পিতা কি ওজর কোরে কাটালেন?"

"কেন হুজুর। ওজরের অভাব কি? মিথ্যা, আগাগোড়া মিথ্যা বল্লেন। তিনি বল্লেন, 'বাচ্ছা ঘোড়াটির নালবন্দী কোরে রাস্তায় এনে আস্তে আস্তে চোলিয়ে নেবেড়াচ্ছি, টৌলতে টৌলতে হঠাৎ বেহোস হল, কেন বেহোস হল গোলাম তা বল্‌তে পারে না—যেমন বেহোস হল, অমনি ধড়াস কোরে একটা পাথরের উপর পোড়ল, তাতে গোলামের কসুর কি" হুজুর! সেটা কিন্তু কাজের কথা নয়, সব ঝুট্ মুট। যা হয়েছিল বল্‌ছি—নাল-বাঁধা আদৌ হয় নি, বাবা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিলেন, সেই মাতাল অবস্থায় ঐ ঘোড়াটির উপর সোয়ার হয়ে সহরময় লাফালাফি, ছুটোছুটি কোচ্ছিলেন, লোককে দেখাচ্ছিলেন যে, দেখ্ আমি কেমন পাকা সোয়ার! নাল না বেঁধে ঘোড়া ছুটুতে পারি। এই কোকে কোত্তে একটা টক্কর লেগে ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।"

আমি বল্লেম, "তার ত ভারি সাহস! সরাসব মিথ্যা বল্‌তে প্রাণে একটু ভয় হল না?"

"কেন ধর্ম্মাবতার, তাতে আর বাহাদুরী কি? সব প্রথমে, একবার একটা বড় গোচের মিথ্যা সাজিয়ে স্বরু কোরে দিতে হয়, সেই সময় হাত মুখ নেড়ে, দাড়ী গোঁপ ঝেড়ে, আস্ফালন কোরে মুখবাজি করা চাই, একবার যদি ভয় ভাঙ্গা হল, তবে আর পায় কে, ক্ষুদ্রগোচের মিথ্যা কথার জন্যে ত ভাব্‌তে হয় না, সে গুল স্রোতের ন্যায় আপনা আপনিই হুড় হুড় কোরে বেরিয়ে পড়ে।"

লুচার যা বল্লে তাতে অনেক সার কথা আছে, আমি তারে জিজ্ঞাসা

কোল্লেম, "তুমি ত বাপের উপযুক্ত পুত্র, তার নাম রাখ্তে পারবে, কিন্তু তোমার কি কি ব্যবসা আছে বল দেখি ?"

লুচাব বল্লে, আমি নজফালী খাঁকে ক্ষেউরী করি, পোষাক পরাই, গা হাত পা দাবি, তাঁর নখগুলি চেঁচে ছুলে দি,—এই কটি কর্ম্ম বাঁধা, নিত্য বরাওর্দ্দ আছে।"

আমি বল্লেম, "আজ প্রাতে কি সে সকল কাজ সারা হয়েছে ?"

"আজ প্রাতে ? তোবা ! সোবনাল্লা ! কার সাধ্য ! আমি বরং জঙ্গল থেকে একটা রাগাল বাঘ, কি রোখাল সিঙ্গি ধোরে তার গোঁপ দাড়ি ওপড়াব, তাও ভাল, তবু নজফালীর কাছে যেতে হেম্মত হয় না, কার সাধ্য আজ সে দিকে ঘেঁসে ?"

"বটে ! এমন ! কেন বল দেখি ?"

"কেন হুজুর ! কারো যদি মাথা বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে, তবে ঠিক এই জন্যে এই ঘটেছে, একথা স্পষ্ট না বলে, একটা আন্দাজে আন্দাজে এঁচে বলা ভাল। কোন একটা সূক্ষ্ম বিষয় লয়ে গোলমাল বেধেগেছে, তাতে তাঁর আঁতে ঘা পড়েছে, আমার ত এই আন্দাজ।"

"তুমি কি বল্লে আমি কিছুই বুঝ্তে পাল্লেম না।"

"বুঝ্তে পাল্লেন না ? আচ্ছা, ফের বলছি, এ কথার মধ্যে একটি বিবি আছেন, বিবিটি পিঁজারার বাহিরে সট্‌কে পোড়েছেন।"

"তার মানে কি ?"

"খোদাবন্দ ! মানে এই, আগরার পরমাসুন্দরী যিনি, তিনি আমার মুনিবের মুটোর মধ্যে এসেছিলেন, ইটি গত রাত্রের কথা—হুজুর এই দেখুন—আমার ঘোড়াটি একটি লম্ফ দিয়ে আপনার ঘোড়ার আগে যাবেই যাবে, এই কথাটি যেমন সত্য, আমার মুনিবও তেমনি মনে কোরেছিলেন, সে রূপসী হাতের মধ্যে আসবেই আসবে, তার সন্দেহ নেই" এই কথা বলেই

পরামাণিক ভায়া ধাঁ কোরে টাটুর পেটে পায়ের এক ধাক্কা মাল্লেন, সেরী-জঙ্গকে যেমন তার বাপ ফেলে দিছিল, টাটুটিও সেইরূপ ধুপুস কোরে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। পরামাণিক ঠিক্‌রে গিয়ে কাদায় পোড়ে লিট্‌ পিট্‌ হতে লাগ্‌লো, লুচারের তামাম দাড়িতে, তামাম গোঁপে কাদায় কাদা হয়ে গেল। সে যখন আবার দাড়ি গোঁপ নেড়ে, মুখ উঁচু কোরে মিট মিট্‌ কোরে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, আমি তার চেহারা দেখে হাসি রাখ্‌তে পাল্লেম না. হাস্‌তে হাস্‌তে নাড়ী ব্যথা হল। অনাথা টাটুটি তখনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, ভাঙ্গা পাখানি নেংচ নেংচ কোরে নাড়্‌তে লাগ্‌ল, তার দুঃখ দেখে প্রাণে কষ্ট হতে লাগ্‌ল। লুচার উঠেই ঝড়ের মত হুহু শব্দে একচোট তারে গালাগালি দিয়ে নিলে, তার পর আপনার গায়ে কোথায় কোন চোট্‌ লেগেছে কি না, কি কেটে ছিঁড়ে গেছে না, সেইগুলি তদারক কোরে দেখ্‌লে, তার টাটুর গা ছড়ে গেছে কি না, হাড় টাড় ভাঙ্গল কি না, তাও নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লে, নিকটে একটা ডোবা ছিল, তার মধ্যে পড়ে গায়ের মাটি কাদাগুল ধুয়ে ফেল্লে, গোঁপ দাড়ি গুলি পরিষ্কার কল্লে, টাটুটিকেও সেই জলে ফেলে ধুয়েধেয়ে সাফ কোল্লে, কোমরে ক্ষুরভাঁড় ছিল, তা থেকে একখানা পটী বার কোরে তার হাঁটুতে বসিয়ে কাপড় দিয়ে কসে বেঁধে দিলে। এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে টাটুটি লয়ে আমার পাশে এসে দাড়াল। আমি দাঁড়িয়েই আছি, নজফালী আর তার পরিবার ঘটিত আরো যদি কোন কথা থাকে, আমাকে তা শুন্‌তে হবে, সেইজন্যে আমি তার সঙ্গ ছাড়্‌লেম না।

লুচার বল্লে, "হুজুর! ঘোড়াটা আমায় ভারি দেকশেক কোরেছে, আমার ইচ্ছা যে সকলে দেখুক আমি কেমন পাকা সোয়ার। যখন মনে করি এবার তার পিটের উপর ঠিক খাড়া হয়ে বসে থাকব, সে লাফাক, নাচুক, ছুটুক, আমি নোড়ব চোড়ব না, কিন্তু ঘোড়াটা এমনি বজ্জাৎ,

সে যেন সেই সময় হুমড়িখেয়ে পড়ে যাবেই যাবে, সিটি যেন তার কৌলিক কর্ম্ম, এতে রাগ্ হয় না মশায় ?”

আমি বল্লেম, “একটা সুন্দরী বিবি নিয়ে কি গোল হয়েছে, সেই কথা বল্‌ছিলে, ঐ সময় তুমি পড়ে গেলে। সে কথাটা কি ?”

লুচার বল্লে, “তা বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, হাতে হাতে ফলে গেছে, বড় মুখ কোরে মুনিবের কথা বল্‌তে গেছিলেম, তার উপযুক্তই সাজা পেয়েছি। আমায় আর সে কথা মুখে আন্‌তে বল্‌বেন না। কি জানি, আবার একটা বিপদ ঘট্‌বার আটক কি ?”

আমি বল্লেম, “লুচার! তুমি পণ্ডিত বট, তোমার সাবধানের ত্রুটি নেই, তুমি একটি অগাধ সাবধানী, তুমি না জান্‌তে, যে সকল আমায় বলা হয়েছে, তাতে আমার ক্ষোভ নেই। তা যা হোক, পরামাণিক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সেনাপতির নাকি একটি কন্যা আছে।”

“হাঁ, আছে ত বটে, সে বিষয় পরামাণিককে জিজ্ঞাসা কর্‌বার পূর্ব্বেই ত আপনি জান্‌তে পেরেছেন। আপনি সে বিষয়টি চৌচাপটে হাক্কির জেনেছেন।”

আমি বল্লেম, “যে একটা পেত্নীর মত বুড়ী তাঁর কাছে দিবারাত্র থাকে, সে কে ?”

বুড়ি। বুড়ি! বুড়ি। লুচার এই বলে বিড় বিড় কোত্তে লাগ্‌লো, যেন কে সে, মনে হচ্ছিল না, তাই স্মরণ কোচ্চে।

আমি বল্লেম, “সেই যে, কুঁজো, রূপশুদ্ধ কল্লা বুড়ী, তারে কখন তাঁবুর বাইরে, কখন তাঁবুর ভিতরেও দেখ্‌তে পাই।”

লুচার বল্লে, “ও হো! ধর্ম্মঅবতার। সেই ত্রিবক্র শাঁকচুন্নির কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন ? কেন, সে আপনার এই খানাজাত গোলাম, লুচার পরামাণিকের মা।”

আমি শিউরে উঠে বল্লেম, "সে তোমার মা? কই, সে কথা ত কখন বলোনি।"

লুচার বল্লে, "আজ্ঞা, না, সে কথা বলিনি সত্য, আমি যে বুকফুলিয়ে, জাঁক কোরে তার নাম করবো, সে তার যোগ্য নয়, সেই জন্যে চুপ কোরে ছিলেম। আপনার উপরেই ভার দিয়েছিলেম—সে যে আমার মা, তা আপনিই স্থির কোরে লবেন, এইটিই ভেবেছিলেম।"

আমি বল্লেম, "তবে নিঃসন্দেহ, তারি অনুরোধে তুমি সেনাপতির বাড়ীর পরামানিক হয়েছ"।" "স্বধু তাঁর বাড়ীর কেন, স্বয়ং সেনাপতিরও বটে" আমার কথার উপর লুচার ঐ কটি কথা বসিয়ে দিলে।

আমি বল্লেম, "হাঁ হাঁ, বটেই ত, আমার এমন ইচ্ছা না যে, তুমি মান ছাটা হয়ে, নেড়ামুড় হয়ে থাকো। আচ্ছা, বল দেখি সেনাপতির কন্যার বয়স কত।"

লুচার বল্লে, "সোবানাল্লা! আমি তা কি জানি, তাঁর বাপ আছে, তাঁরে জিজ্ঞাসা করুন। তা যাহোক, আপনার সঙ্গে যে যাওয়াই ভার হল, ঘোড়াটা পোড়েগিয়ে অবধি ভাল চোল্‌তে পাচ্ছে না। আজ প্রাতে নজফালীকে ক্ষেউরি করা হয় নি, তিনি ঠিকানায় পৌঁছে আমায় যদি ডেকে পাঠান, ডাক্‌বেনি যে, তার সন্দেহ নেই, তবে ত আমি ঠায় মারাগেলেম, তাহলে আমার চাকুরিটি যাবে।" আমি বল্লেম, "অধিক নয়, আর একটু আমার সঙ্গে সঙ্গে চোলে এসো, সুমুখে ঐ গ্রাম অল্প অল্প দেখা যাচ্চে, ঐ গ্রামে পৌঁছে, একটা নূতন টাটু খরিদ কোরে দেব, এটা ঐখানে রেখে, সেইটে চড়ে যেও। এ টাটুর যা সাধ্য, তা কোরেছে, আর সে পেরে ওঠে না।"

"ধর্ম্মাবতার! আমার উপর আপনার নেহাত অনুগ্রহ। এ টাটুটি ছেড়ে দিতে বল্‌ছেন, তা আমি দেবই দেব, আমার তাতে একটুও দুঃখ হবে না।

এটা খোঁড়া, চোল্‌তে পারে না, আধপেটা খেয়ে খেয়ে মড়ার মত হয়ে গেছে, আপনারে দিব্যি কোরে বোল্‌তে পারি, আধমড়া ঘোড়ার উপর আমার মায়া দয়া নেই।”

আমি বোল্লেম, “খোঁড়া হওয়া তার দোষ বটে, কিন্তু আধপেটা খোরাকের দোষ আর ঘোড়ার নয়, সেটি তোমারি দোষ।”

পরামাণিক বল্লে, “আমি যে আমার মড়া টাটুর মত পাত্‌লা ছিপ্‌-ছিপে, সে কার দোষ হুজুর? সে কি আমার দোষ? তবে আমারে রোগার মত দেখায় কেন?”

ও কথার আর কি উত্তর কোরব? শুনে চুপ কোরে রইলেম। পরামাণিক মনে মনে খুসী হল, ভাবলে এইবার আমি জব্দ হয়েছি, কথার উত্তর দিতে পাল্লেম না। আমরা কথাবার্ত্তায় গ্রামে পৌঁছিলেম, পরামাণিকের জন্যে একটা টাটু ক্রয় করা গেল সাবেকটিকে ঐ গ্রামে বিদায় কোরে দেওয়া হল, সে গরিব বেঁচে গেল। এক্ষণে যে লোকটিকে হস্তগত কোল্লেম, তার দ্বারা সেনাপতির ঘরের সকল খবরিই শুন্‌তে পাব। নূরমহলের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে পরামাণিকের মা যে আমার কাছে এসেছিল, এখন সে কথা লুচারকে নির্ভয় হয়ে বল্লেম।

লুচার শুনে বোল্লে, “আপনি তবে জান্‌নি কেন?” উপস্থিত কি ত্যাগ কোত্তে আছে?

আমি বোল্লেম, “যে সময় যাবার কথাছিল, সে সময় আমি ডেরায় ছিলেম না।” লুচার বল্লে “ছি ছি হুজুর! এই রকম কোরে ত যুবতীদের মন রক্ষা কোরবেন! তবেই হয়েছে! আপনার কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা আছে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়, কেমন, হুজুর! ঠিক ত?”

আমি বোল্লেম, “হঁ, তা আছে বৈকি।”

লুচার বল্লে, “তবে কি তাঁরে বিবাহ করবার মানস কোরেছেন?”

ঐ কথা শুনে আমি যেন গাছ থেকে পোড়্‌লেম, তারে বল্লেম, "না, তা নাই।"

"তবে তারে মজাবেন, তার পরকাল খাবেন, আপনার সেই মতলব!" লুচার এই কথা বল্লে।

আমি বল্লেম, "তাও না।" লুচার বল্লে, "তবে সেখানে যেতে চাচ্ছেন কেন?"

আমি বল্লেম, "তোর সে সকল কথায় দরকার কি?"

লুচার ও কথায় কাণ না দিয়ে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল। "আমি গেছি ধর্ম্মাবতার! আমার দফা শেষ হয়েছে! ঐ দেখুন, আপনার নূতন টাটুও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল! আপনি যখন খরিদ করেন, তখনি আমি, সকল না হোক, প্রায় আধাআধি টাওরে ছিলেম যে, সাবেকটার মত এটাও নেংড়া, আপনি কি সেটা লক্ষ্য করেন নি? আঃ আমার দশা, ঘোড়া আর স্ত্রীলোক—এরা ভারি বালাই।" আমি বল্লেম "তা বটে, কিন্তু যাদের সঙ্গে তোমার জানাশুনো আছে, তাদেরি পক্ষে সে কথা, তারা নিঃসন্দেহ ভুলে কোথায় পা ফেল্‌তে কোথায় ফেলেছে, কি তারা পা ঠিক্ রাখ্‌তে পারে নি, তাই হড়কে নরদামায় গিয়ে পোড়েছে।"

লুচার বল্লে, "হুজুর! তা যদি বলেন, তবে বড় ঘরের স্ত্রীলোকদেরই পা ঠিক্ থাকে না, কথায় বলে—বড়ঘরের বড়কথা"—আমি বল্লেম, "সকল নয়, কোন কোন ঘরে সেই রূপ বটে, সেস্থলে আমরা কিন্তু তাদের পশ্চাতে ফেলে চলে যাই, তা ভিন্ন আর কি কোত্তে পারি? তুমি যেমন তোমার বুড় টাটুটি ফেলে যাচ্চ, সেই রূপ কোরে আমরাও তাদের ফেলে যাই। আর—"

"আর তার চেয়ে আরও একটা বেগড়া সওদা খরিদ করেন" আমার কথা শেষ না হইতেই ধূর্ত্ত লুচার এই উত্তর করিল।

আমি বল্লেম "আমি দেখ্‌ছি স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তোমার বড় ভাল

রার নয়। নূরমহলের সঙ্গে কারও বিবাহের কথা স্থির হয়েছে কি না বল্‌তে পার ?”

“না, আমি তা জানি নে, তবে আমার এই অনুমান হয়, যদি কারও সঙ্গে লগ্নপত্র হয়ে থাকে, যুবতী তা অনায়াসেই উল্‌টে দেবেন, একবার ভাব্‌বেনও না। আপনি সচ্ছন্দে গিয়ে বলুন—আমি তোমারে বিবাহ কর্‌ব,—তিনি তাতে রাজি হবেন,পূর্ব্বে যদি কোথাও কথা স্থির হয়ে থাকে ত হয়েছে, তিনি তখনি তা খণ্ডিয়ে দেবেন। আপনি সে ভয় কোরে পেছোবেন না।”

“কে ! আমি ! আমার সে মনন নেই।” আমি এই উত্তর কোল্লেম।

আপনি ত মুখে ঐ কথা বল্লেন হুজুর, কিন্তু মনের কথা কে জানে ? আমি কারও অন্তরের কথা শুন্‌তে চাইনে, আমার সে স্বভাব নয়। এখন চলুন, তাড়াতাড়ি ছাউনির পোঁছন যাক, সেনাপতির সঙ্গে দেখা কোত্তে ভয় হোচ্চে, তবে যদি কোন গতিকে সেই বিবিটি আবার হাতলেগে থাকে, তাহলে অনেক বাঁচওয়া বটে ”।

আমি মনে মনে বল্লেম, “জগদীশ্বর তা না করুন ” তার পরেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম, সে চার পা তুলে লাফাতে লাফাতে দৌড়ল, পরামানিক নূতন টাটুটির উপর সোয়ার হয়ে পেছনে পেছনে ছুটল, টাটুটি অক্লেশেই আমার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগ্‌ল। কোন বিষয় কার্য্যের কথা লয়ে রাজকুমারের সঙ্গে নজফালীর ভারি বচসা হয়ে মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়েছে, ছাউনিতে পোঁছেই সবপ্রথম এই খোস্ খবর শুন্‌লেম। নজফালী অতিশয় বদমেজাজি, তাই সাহস কোরে কেউ তাঁর নিকটে যেতে পাচ্চে না। যেরূপ মনান্তর হয়েছে, সকলেই বল্‌ছে, আর তাঁদের কখন মনের মিল হবে না, যা ভেঙ্গেছে, জন্মের মত ভেঙ্গেছে, আর তা যোড়া লাগ্‌বে না— শুনে বড় খুসী হলেম, মনে মনে মান্‌ছি পরমেশ্বর

যেন তাই করেন, আর যেন তাদের ভাবপ্রণয় না হয়। তার কারণ এই, আমার মনে ভারি সন্দেহ জন্মেছিল, যাতে রাজপুত্রের স্বার্থের অনিষ্ট হয়, নজফালী তলে তলে সেই ফিকির, সেই কৌশল কোচ্ছেন। দ্বিতীয় কারণ এই, তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, আমার উত্তর উত্তর ভাল হয়, আমার উন্নতির প্রতি তিনি একান্ত প্রতিবাদী ছিলেন, সেটি আমি প্রত্যক্ষ জান্‌তে পেরেছিলেম। তদ্ভিন্ন তিনি যদি কোন সূত্রে সন্ধান পান যে, আমিই মূলিভূত হয়ে দেলজানকে সরিয়ে তফাৎ কোরে দিইছি, তবে আর আমাকে অল্পে ছাড়্‌বেন না, তাঁর কোপে পোড়্‌লে আমার কি না ক্ষতি হবে। লোকের মুখে যে, সে বিষয়ের কাণাঘুস শুন্‌তে পাবেন না, তা ত আমার বিশ্বাস হয় না। সেই বৃদ্ধার সঙ্গে যে কথা ছিল, তা রক্ষা কোত্তে পারিনি, সে আজ সন্ধ্যা না হতেই, ঘরে বাতি না জ্বাল্‌তেই, জোর কোরে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বস্‌ল। কেন যাইনি, কোথায় গেছিলেম, কি কাজে ছিলেম, সে এই সকল কথা পেড়ে গোলমাল কোত্তে লাগ্‌ল, আমি আবার তারে যত পাল্লেম, নানাপ্রকার কোরে বোঝাতে লাগ্‌লেম, এতে যে দেলজানের সম্বন্ধে লোকে আমাকে সন্দেহ কোর্‌বে না, সে কথার প্রতি বিশ্বাস কি?

বৃদ্ধা বোল্লে, "হুজুর! আপনি যে বেঁচে আছেন, তাই দেখে আমি খুসী হলেম, সেই যে, তালগাছের মতন দিক্ সড়িঙ্গে আকৃতিটে, কাল সন্ধ্যার সময় যে আমাদের সুমুখ দিয়ে চলে গেল, আমি মনে কোরে ছিলেম, সেই বুঝি জলে ভুড়ভুড়ি খাইয়ে আপ্‌নাকে মেরে ফেলেছে"। আমি বল্লেম, "সত্য না কি, কেন, তুমি তা মনে কোল্লে কেন?"

কেন, ধর্ম্মাবতার! কাল কি একটা ভারি বিপদ ঘট্‌তে পাত্তো না? এমন কি কোন কারণ ছিল না? আমি বল্লেম, "না, বিপদ ঘট্‌বে কেন? আমার বিপদ হবে তুমি তা কি-সে বোধ কোল্লে? স্থানান্তরে বিষয় কর্ম্মের

বরাত ছিল, তাই আমার কথার ব্যতিক্রম হয়েছে, তাতে বিপদের কথা কেন?” আমি ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে এই উত্তর কোল্লেম।

“হুজুর! একি শাক দিয়ে মাছ্‌ ঢাকা? আপনার বেশ রাত বেড়ান রোগ আছে,এই রকম কোরে না জানি কত যুবতীকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মেরেছেন, ছি! কি ঘেন্নার কথা! ঘেন্নায় মরি আর কি!” বুড়ী এই ঠাট্টা কোল্লে।

আমি বল্লেম, “তা নয় বাছা! বারফট্‌কা রোগ আমার নেই।”

বৃদ্ধা বল্লে “আপনার ধ্যান দেখে আর বাঁচিনে, মাছ্‌ খায় না যতনী পাতে তিনটে খোল্‌সে, কি করে যতনী, না কোণে তিন্‌টে মিন্‌ষে, বড় সতী আপনি “বড় মুখখান কোরে এসেছিলেম, আপনি তারমত বেশ মান রেখেছেন যা হোক্‌। ষোলকলায় পূর্ণ একটি যুবতী আপনাকে ডেকেছিলেন, আপনি তারে আশ্বাস দিয়ে নৈরাশ কোল্লেন, সে যুবতী হয়ে তার এত অপমান! তাও কি পোড়া প্রাণে সয়? আমি বড় নির্ঘিন্নে, তাই আবার আপনার সঙ্গে কথা কোচ্চি।” আমি বোল্লেম, “তুমি না জেনে, না শুনে, সুধু সুধু আমার মণিচোরা বদনাম দিচ্ছো, আমার যেন নষ্টচন্দ্রের কলঙ্ক হল।”

বৃদ্ধা বল্লে। “বেশ হয়েছে, যেমন গায় পড়ে সাধ্‌তে এসেছিলেম, তার মত আক্কেল সেলামি পেয়েছি।” ঘাটে গেছিল মায়ের মা, দেখে এলো বাঘের পা, সে বল্লে, আমি শুন্‌লেম মরিবত্তি বাঘ দেখ্‌লেম। লাভের মধ্যে আমাদের কেবল কাট্‌না কামাই।”

আমি বোল্লেম, “আমারে বাছা সাধে সাধে তিরস্কার কোচ্চো কেন? আমার মনে কোন পাপ নেই, সত্যই বলছি কোন কাজের বরাত ছিল, তাই সেখানে গেছিলেম, তুমি—”

বৃদ্ধা অমনি বল্লে। “তা বুঝেছি, আস্‌তে যেতে হল বেলা, তোমার কর্ম্মে আমার হেলা? আপনার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড সব জান্‌তে পেরিছি, আপনি

দিনে ডাকাতি কোত্তে পারেন, এখন কাণের জল কাণ দিয়ে বেরুলে বাঁচি। বারফট্‌কা রোগে ধোল্লে তার কি কাজ কথার ঠিক্ থাকে? সে থাক, আপনার যে দুর্জ্জয় বরাত ছিল, বোধ হয় এক্ষণে তা মিটে গেছে? এখন ত আর কোন ওজর আপত্তি নেই, তবে আমার সঙ্গে চলুন, আজ আপনাকে যেতেই হবে। আমি ঘাড়নেড়ে সায় দিয়ে বল্লেম, "আচ্ছা, চল যাই, মিষ্টি খেতে কার্ অরুচি?"

বৃদ্ধা বল্লে, "আপনি কি মনে কোরেছেন যুবতী আপনার হুকুম মত চোল্‌বেন? তাই আপনি যখন সুবিধা হবে যাবেন, না হয়, না যাবেন? মনে বড় সাধ্, চোড়্‌বো বাঘের কাঁধ—হুজুর! সেটি হবে না, মেগের কাছে পেকের বড়াই খাট্‌বে না—আপনাকেই উমেদারি কোত্তে হবে, আপনিই তাঁরে সাধ্‌বেন, খোষামদ কর্‌বেন, তবে যদি কোন গতিকে যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ত হল, না হয়, হল না। আপনাকে একটি চূড়ান্ত কথা বলি, হুজুর! আপনি সচিব কন্যার সঙ্গে বেগড়াবেগড়ি কোর্‌বেন না, অপ্রণয় না কোরে, তাঁর সঙ্গে ভাব প্রণয় রাখ্‌লে আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ কোরবেন।"

আমি বল্লেম, "আমি যে তাঁর সঙ্গে ভাবপ্রণয় কোরব, সে অবকাশ আমাকে তিনি দেন কই? মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন?"

বৃদ্ধা বলিল, কেন, অবকাশ ত একবার আপনারে দেছেন, আপনিই না তার অনাদর কোল্লেন। তার চেয়ে না কি একটা ভারি গুরুতর বরাতের অনুরোধ ছিল, তাই আর এ গরিবের দিকে হেল্লেন না, হেলা-শ্রদ্ধা কোরে অগ্রাহ্য কোল্লেন, আপনার শরীরে মায়া ও নেই, দয়াও নেই, আপনি কোন্ প্রাণে এমন সুন্দরী যুবতীকে কাঁদালেন বলুন দেখি?

আমি বল্লেম, "বাছা! তোমার হাসি কান্না বোঝা যায় না, ছল কোরে, কি তামাসা কোরে বলছো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।"

বৃদ্ধা বলিল, আঃ আমার দশা, এখন তামাসা বল্‌বেন বৈকি, আপনার দিন ত কিনে বসেছেন, মতলব ত হাসিল হয়েছে, তা হলেই হলো, কথায় বলে, আড় নয়ান বাঁকা ভ্রু, সে জন নাটের গুরু। আপনি এতও নাট ভিরকুটী শিখেছেন!” হুজুর সেলাম,—এই বলে বৃদ্ধা চলে গেল, আমি এখন ফাঁপরে পড়লেম, ভেবেই অস্থির, যেজন্যে সে দিন আমি কথা রক্ষা কোত্তে পারি নি, তার মর্ম্ম কি বৃদ্ধা যথার্থই টের পেয়েছে? না পাই নি, কেবল আন্দাজে আন্দাজে উঠন-চালাকি কোরে গেল? এখন আমার স্পষ্ট অভিসন্ধি এই, নূরমহলের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়, তাঁর প্রতি যে বাহ্যিক ঔদাস্য প্রকাশ করা হয়েছে, একবার দেখা কোরে, তাঁর হাতে পায়ে ধোরে প্রাণপণে চেষ্টা পেয়ে দেখি, যদি অপরাধের মার্জ্জনা হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনাথার দৈব সখা। অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল।

রাত কিঞ্চিৎ অধিক হয়েছে, আমি ঘুমিয়ে ছিলেম, চেঁচাচেচিতে জেগে উঠ্‌লেম। গেলেমরে, মলেমরে, মাল্লেরে, সাল্লেরে, নজফালীর তাঁবুর মধ্যে এই ভয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি হোচ্চে শুন্‌তে পেলেম! মনে কোল্লেম এত রাত্রে তাঁর তাঁবুতে যখন কান্নাহাটির তুফান উঠেছে, তখন হয়ত নজফালী ধর্‌নার্ বাধিয়ে দেছেন—হয়ত সপরিবারকে খানখান কোরে কেটে তামাসা দেখ্‌ছেন। বারবার চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে তামাম ছাউনি অস্থির কোরে তুলেছে, তথাচ কেউ একবার বেরিয়ে উকি মেরে দেখ্‌লে না যে কি হোচ্চে, কেন কাঁদ্‌ছে, একটু উঠে গিয়ে

যে আরঙ্গজেবের সেনাপতিকে নিষেধ করে, এমন একটি প্রাণীও দেখ্‌লেম না, কেউ নড়লোও না। আমি শুয়ে কাণ খাড়া কোরে আছি, এমন সময় একটি লোক বার থেকে ডেকে বল্লে "হুজুর! দরজা খুলে দিন, আমি তাঁবুর মধ্যে যাব" এব্যক্তি আর কেউ নয়—পরামাণিক লুচার।

পরা। "দোহাই আল্লার—আপনি কি কিছু শুন্‌তে পাচ্ছেন না? ও দিকে যে কাণ পাতা যায় না, ভারি রগড় উঠেছে, চীৎকারের ভারি ধুম বেধে গেছে যে।"

আমি বল্লেম, "হাঁ, পাচ্ছি বৈকি। কেন এত কাঁদাকাটা হোচ্ছে? কে কাঁদ্‌ছে?"

পরা। "আর কে কাঁদবে, আমার মা, সেই হতভাগিনী কাঁদ্‌ছে। তার বুড় আঙ্গুল মোড়া দিয়ে মুচড়িয়ে ভাঙ্গছে, তাই সে তত চীৎকার কোচ্ছে।"

আমি বল্লেম, "লুচার! তোর মাকেই কি অত পীড়ন কোচ্ছে? কেন, কি কোরেছে সে?

পরা। "ও! তা কি আপনি জানেন না? সেই যে, সকলের শেষে যে গ্রাম ফেলে এসেছি, ঐ গ্রামে যে রাত্রে সেই বিবিটি লুকিয়ে প্রস্থান করেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় পুকুরের পারে সে কার সঙ্গে কথা কোচ্ছিল, সেই কথা তাকে বল্‌তে বলে।"

ঐ কথা শুনে আমার ভারি দুর্ভাবনা হল, ভাব্‌লেম, তবে হয় ত আমাকেই লয়ে টানাটানি পোড়বে। বুড়ী যত চীৎকার কোত্তে লাগল, আমার প্রাণ চমকে চমকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বৃদ্ধা যে আমার নাম কোর্‌বে, সে বিষয়ে আমার তিলার্দ্ধও সন্দেহ ছিল না। আমি বল্লেম "ভাল, লুচার! তোর মা যে সে রাত্রে ঘাটে বসে কারও সঙ্গে কথা কয়েছিল, এ কথা তারা কেমন কোরে জান্‌তে পাল্লে।"

পরা। "সে অনেক কথা। কলম্‌বেগ একটি আভাঙ্গা কেউটে সাপ, ভারি ধূর্ত্ত, ভারি বজ্জাৎ সে, তাকেই আগে সন্দেহ কোরে সেনাপতি রাগ প্রকাশ করেন, কলম্‌বেগ বল্লে "আমি এ বিষয়ের কিছুই জানিনে, তবে আচ্ছা, যে ব্যক্তি সেই বিবিকে ভাগিয়ে দেছে, আর যে প্রকারে সে পালিয়েছে, আমি তা সন্ধান কোরে বারকোরে দেব, যদি না পারি, তখন যা ভাল হয় কোর্‌বেন" এই কথা বলে সে আপনার ধূর্ত্তমি বুদ্ধি খাটাতে লাগল। অনেকক্ষণ বসে বসে কি ভাব্‌লে, শেষে তার মনে পড়ল, সেই দিন সন্ধ্যার সময় পুকুরের ধারে আমার মা কার সঙ্গে চুপে চুপে ফিস্‌ফাস্ কোরে কথা কচ্ছিল, কিন্তু কে সে ব্যক্তি, সে তা বল্‌তে পারে না, বল্লে, আমার মাকে মোচড়া দিয়ে, মারপিট কোরে সে কথা বার কোরে নেবে। ধর্ম্মাবতার! আমার মা যার নাম কোরবে, জগদীশ্বর যেন তারে রক্ষা করেন, নচেৎ তার নিস্তার নেই—হুজুর! ঐ! ঐ শুনুন মা চীৎকার কোচ্ছে, আর সে কতক্ষণ না বলে থাকতে পারে?"

আমি বল্লেম, 'কেন, তার স্বামিনী কোথায়? তিনি এসে নিষেধ করেন না কেন? তাঁর উচিৎ বুক দিয়ে পড়ে গরিব বৃদ্ধাকে রক্ষা করেন। আমার ত আশ্চর্য্য বোধ হোচ্ছে যে, কি কোরে সে এতক্ষণ তত যন্ত্রণা সয়ে আছে" ঐ কথা বলে, কাঁদো কাঁদো হয়ে, মুখ কাঁচোমচো করে, ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, হয় ত বুড়ী পেটের ছুরী হয়ে সব কথা বোলে দেবে।

পরা। হুজুর! আমার মাকে চেনেন না, সে মাগী ভারি ঘাগী, সে পাহাড়ে হারামজাদা, তার কাছ থেকে যে কথা বারকোরে লয়, সে আমার হরির থুড়। হুজুর! তার প্রাণে একটু ভয় নেই, কার সাধ্য তার পেটের কথা বার করে? বেজিনীরে বোলে থাকে, 'আমি এমনি দম লাগাই, ভেল্‌কিতে ভেড়া বানাই, দিনে তারা দেখাই' আমার মাও এক জন সেই দরের লোক, তাতে তার বেশ হাত যশ আছে। সে মনে মনে

পাকচক্র কোরে এমনি একটা ফেরেব সাজাচ্ছে, যে, তার তুলনা নেই, সে অমূল্য! মার খেতে খেতে শেষে সেই কথাটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পোড়্বে। হুজুর! এ যদি না হয় তো কি বলেছি! কি ফেরেব কোর্বে, তার তাক্‌বাক্ পাচ্ছে না, তাতেই দেরি হোচ্ছে।” হুজুর! এ যদি না হয়, আমার মুখ দেখ্বেন না। আমি আমার মার কারসাজী দেখে দেখে হদ্দ হয়েছি, কি বোল্বে, ঠাউরে উঠ্তে পাচ্ছে না, তাই এতক্ষণ পোড়ে মার খাচ্ছে, আর হুতগজ কোচ্ছে।”

আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সেইটিই ঘটে, বৃদ্ধা যেন মিথ্যা কথাই বলে। তার পরেই কাণ পেতে শুনি আর সে চেঁচাচেঁচি নেই, বৃদ্ধা আর চীৎকার কোচ্ছে না। তারে বুঝি কবুল কোরিয়ে লয়েছে, তবে আমিই বুঝি নজ্জ-ফালীর ক্রোধের ভাজন হলেম, আমার এখন সেই ভয় হল। আমি পরা-মানিককে বল্লেম, “পরামাণিক! তুমি একবার সেখানে যাও, শুনে এসো দেখি, সে কার নাম কোল্লে? পরামাণিক রাজধূর্ত্ত, সে কি আর সে রাত্রে আমার তাঁবুর মধ্যে মাথা গলায়—সে, যে গেল সে গেল, সে রাত্রে আর ফিল্লো না। আমি পোড়ে পোড়ে কত কি ভাব্তে লাগ্‌লেম, কত কি মনে উদয় হতে লাগ্‌ল, কখন ভয় হোচ্ছে, ভাব্‌ছি হয় ত মাগী আমারি নাম কোরেছে, আবার কখন সাহসও হোচ্ছে—যদি কোরেই থাকে, তাতেই বা আমার ভয় কি? এই রূপ কখন ভয়, কখন সাহস হতে হতে বাকী রাত্‌টুক কেটে গেল। তার পরদিনও উদয় অস্ত পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে আমাদের থাক্‌তে হয়েছিল, তাতেই নজ্জফালী তাঁর নিজের বিষয়কার্য্য দেখ্বার নিমিত্তে অজচ্ছল অবকাশ পেয়েছিলেন। প্রভাতও হল, তার সঙ্গে পরামাণিকও দেখাদিলে। ক্ষেউরী করবার সময় লুচারের হাত মুখ সমান চল্‌তো। আমি বল্লেম, লুচার! খবর কি বল, তোর মা কি কারও নাম কোরেছে?

পরামাণিক একটু ভেবে, একটু থেমে বোল্লে, "হাঁ, কোরেছে বৈকি, কিন্তু যারি নাম করুক, আসল ব্যক্তি যিনি, যিনি একাজের গুরু, তার নাম সে কখনিই কোরে নি, তা আমার নিশ্চয় জানা আছে।"

আমি বল্লেম, "তবে সে কার নাম কোল্লে ?"

পরা। "কেন, সে যার নাম কোরেছে, শুনে সকলে অবাক হয়ে গেল। বুড়ী বল্লে, 'কলমবেগের সহকারী রুস্তমের সঙ্গে কথা বোচ্ছিলেম।' আমার মা একটি মস্ত ডাকসাইটে বজ্জাৎ, সে স্বচ্ছন্দে কোরান ছুঁয়ে শপথ কোরে বল্লে 'রুস্তম আমাকে বল্লে, আমি এই রাত্রেই বিবিকে সরিয়ে তফাৎ কোরে দেব, তুই যদি এতে মদত্ দিস, এত টাকা পাবি' এ কথা অপর কেউ হলে গ্রাহ্য কত্তো না সত্য, কিন্তু নজফালীর মনে বেশ লেগে গেল। সচিব বড় সন্দিগ্ধ চিত্ত, আপনার কারপরদাজকে বিশ্বাস কোত্তেন না—তাঁর সে স্বভাব ছিল না। মা সে যে কথা গুলি বল্লে, নজফালী সে সমুদয় মেনে নিলে। সেনাপতি আগে মনে কোরেছিলেন—কলমবেগের গাফিলিতেই মেয়ে মানুষটি হাত ছাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু মার মুখে শেষে ঐ কথা শুনে তাঁর বেশ বিশ্বাস হল যে, শুধু গাফিলি নয়, এর মধ্যে তার কারসাজিও আছে, তাতে কাজেই কলমবেগের অপরাধ সপ্রমাণ হল। হুজুর ! ঐ যে একটু তফাতে পুরান কেল্লা দেখা যাচ্ছে, কলমবেগ আর রুস্তম—ঐ দুটি তালেবর বজ্জাৎকে ঐ কেল্লায় রওনা কোরে দেওয়া হয়েছে, তাদের দফা কি রূপে নিকেশ কোত্তে হবে, সে হুকুম কেল্লাদার গোপনে গোপনে তখনিই পেয়েছে, পেয়েছে যে তার সন্দেহ নেই, হুজুর ! সে ধরা কথা। বেটারা যেমন আমার মাকে ফাঁসাতে গেছিল, এখন তেমনি জব্দ হয়েছে, এখন বেটারা আপন চরকায় তেল দিক্। উল্‌টে চোরা গৃহস্থ বাঁধে, এ ঠিক তাই হয়েছে।"

আমি বল্লেম, "পরামাণিক ! তোর মা ত ⋅ চিরকালই কেরেব আর

দাগাবাজির কথা বলে বেড়ায়, এইবার হয় ত সে সত্য কথাই বলেছে।”

পরামাণিক। “আজ্ঞা, আমি যদি ভিতরের খবর না জান্‌তেম, তবে এক দিন সে কথা বল্লেও বল্‌তে পাত্তেন। মা এবার যেমন বুদ্ধি খরচ কোরে মিথ্যা ফন্দী বার কোরেছে, এমন তার বয়েসে কখন হয় নি—এবার সে টেক্কা দিয়েছে, এমন ফেরেব সাজাতে কেউ পারে না। এক লড়িতে সাত সাপ মারা —এ হুবহু তাই হয়েছে।”

আমি বল্লেম “আচ্ছা; যদি রত্নমের অজ্ঞাতে এ ঘটনা হয়ে থাকে, সে যদি তার কিছুই না জানে, তবে কার সহায় পেয়ে বিবি পালিয়ে গেল? কে তাঁরে ভাগিয়ে দিলে?”

পরামাণিক। “কেন, হুজুরিই ত তার মূলাধার, আপনিই ত তারে সোরিয়ে দেছেন।” “হুজুর! আর নাটভিরকুটি কেন? আমি সব জানি।”

আমি ত শুনে অজ্ঞান, তারে বল্লেম, “কি? আমি! তোর এত বড় কথা! তুই কি সাহসে ও কথা বল্লি? আমি যে তাঁরে তফাৎ কোরে দিইছি, তার প্রমাণ কি?”

আমার কথা না ফুরাতে, না ফুরাতে পরামাণিক বল্লে, “হুজুর! ক্ষান্ত হোন, কানু ছাড়া কীর্ত্তন নেই, আপনিই ত নাটের গুরু”—এই কথা বলে দুচার আঙ্গুল দিয়ে নাটার মত কটাচক্ষু দুটি, আর কুলোর মতন চেহারার কাণ দুটি দেখিয়ে দিলে। আমি বল্লেম, অবশ্য, তুই যদি কাণে শুনে থাকিস, আর চোকে দেখে থাকিস, তবে তোর কথা মানি, তা হলে আর প্রমাণ চাই না, কিন্তু কেমন কোরে দেখ্‌লি, আর কোথায় শুন্‌লি তা তোকে বল্‌তে হবে।”

পরামাণিক। “হুজুর! ক্যেন আর ঠকেন, আমি সকলি জানি, চক্ষে

দেখিছি, কাণে শুনেছি, কিন্তু দেখুন হুজুর! লুচার কেমন বিশ্বাসী, মার কাছে এ কথার বাষ্পও বলি নি, এ কথা লয়ে একবার নিশ্বাসও ফেলি নি। তার সঙ্গে একবার দেখাও করি নি যে দু দণ্ড বসে কথা বার্ত্তা কই।”

আমি বল্লেম, “তা ত বুঝ্লেম, কিন্তু কি কোরে দেখ্লি, আর কি কোরেই বা শুন্‌লি, সে কথা আমায় আগে বল্‌তে হবে। তখন তুই কোথা লুকিয়ে ছিলি?”

পরামানিক। “লুকিয়ে আর কোথা থাকব, আপনার বিছানাতেই ছিলেম। আমি পেটেলের বাড়ীতে শুয়ে আছি, আপনি রাজপুত্রের দোহাই দিয়ে দোর খুলে দে, দোর খুলে দে, বলে ডাকাডাকি কোচ্ছিলেন, সেই চেঁচার্চেচিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।”

আমি বল্লেম, “আল্লার দিব্যি যদি ভাঁড়াস, তুই সে রাত্রে পেটেলের বাড়ীতে কেন গেছিলি?”

পরামানিক। “ধর্ম্মাবতার! আমি ভিজে কাপড়ে, আর ভিজে বিছানায় শুতে ভারি নারাজ, আমি তাতে বড় বিরক্ত, যদি ভাল বাড়ী, আর ভাল বিছানা পাই, তা হলে বেশ আরামে নিদ্রা যাই, কোন কষ্ট হয় না। এ পাড়া ও পাড়া কোরে গ্রামময় দাঁড়ুড়ে বেড়ালেম, কোন খানেই মনের মতন স্থান মিল্লোনা যে রাত্‌টুক শুয়ে থাকি, শেষে বালু পেটেলের সঙ্গে পথে দেখা হল, তার সঙ্গে আমার পুরন আলাপ, তাই তার ঘরে শুয়েছিলেম।”

আমি বল্লেম, “লুচার! খবরদার! পেটের কথা যেন পেটেই থাকে, মুখের বার করো না। আমি তোমাকে বেশ খুসী কোরব।”

পরামানিক। “যে আজ্ঞা হুজুর! আপনার কথা কি আমি অমান্য কোত্তে পারি। কিন্তু হুজুর! একটা কথা বল্‌তে চাই, অনুমতি করেন ত বলি, আমার মাকে যেন বিস্মৃত না হন, দেখুন কত নির্য্যাৎ পীড়ন তার

শরীরের উপর দিয়ে গেছে, তবু সে আপনার নাম করে নি, সুধু তাও নয়, কেমন চালাকি খেলেছ দেখুন, আপনাকেও বাচাঁলে, যারা রক্ষক ছিল, উল্‌টে আবার তাদেরি শাস্তি দিয়ে দিলে।" সে কথা মিথ্যা নয়, এই ভেবে আমি তার হাতে দশ খান মোহর দিলেম, বোল্লেম " তোর মাকে দিস্, আর বলিস তার সঙ্গে যেন একবার অবশ্য অবশ্য দেখা হয়।"

পরামাণিক। " হুজুর! উতলা হবেন না, এ সকল কাজ তাড়াতাড়ির নয়—মার সঙ্গে দেখা এখন কোন মতেই হতে পারবে না। দিন কয়েক চুপচাপ কোরে থাকুন। সে আগে ধাক্কা সামলাক, শেষে মক্কায় নে যাবে। কাল যখন ক্ষেউরী কোত্তে যাব, সেই সময় এই মোহরগুলি তাকে দেব।" এই কথা বলে ধূর্ত্ত পরামাণিক শির ঝুঁকিয়ে সেলাম কোরে অন্তর্ধ্যান হল।

দুই দিবস অমনি টায় টায় কেটে গেল, তার মধ্যে আর কোন নূতন ঘটনা হয় নি। একে বর্ষাকাল, তাতে আবার অনেক পথ চল্‌তে হোচ্ছে, লোক তেক্তবিরক্ত হতে লাগল্‌, পথ চলে চলে আর পেরে উঠে না, ক্লান্ত হয়ে পোড়েছে, " এসে এমন ঝঁক্‌মারিও কোরেছি, এর চেয়ে না আসাই ভাল ছিল, হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে নাড়ী ব্যথা হল, পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল," ছাউনি শুদ্ধ সকলে এই রূপ গজরগজর কোত্তে লাগল্‌। বিশেষত পরামাণিকের মা সকলের চেয়ে জেয়াদা অসুখী হল। একটা ফেরেব ফন্দী ভিন্ন তার পেটের ভাত হজম হয় না। হয় ঠকামি, নয় চুকুলি, নয় এখানকার কথা সেখানে, সেখানকার কথা এখানে, এই রূপ একটা না একটা ফেরেক্কা লয়ে সে থাক্‌তেই চায়, তার দিন ফাঁক যায় না,—এ দুদিন কিন্তু সে সকল কিছুই নেই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন বসে আছে, এরূপ নিশ্চিন্ত, বিশেষত এত দিন, সে কোন কালেই ছিল না, সেই দুঃখে লুচারের মা মৃত্যুপ্রায়ঃ হয়ে রয়েছে। যে দিন বুড় আঙ্গুল মোড়া

দিয়ে তাকে সাজা দেওয়া হয়, তার তিন দিনের দিন বৃদ্ধা না বলে না কোয়ে হঠাৎ আমার কাছে এসে উপস্থিত, আমি তখন আমার আড্ডায় বসে আছি, তাতেই বেশ বোধ হল, সে একটা পাকচক্র ভিন্ন থাকতে পারে না। আঙ্গুলটি তখনও বাঁধা আছে, মুখটি শুকিয়ে তুবড়িয়ে গেছে, পূর্ব্বে যেমন দেখেছিলেম, তার চেয়ে যেন আরো ১০ বৎসরের বুড়ী হয়েছে, তার চেহারা দেখে এমনি জ্ঞান হতে লাগল। আমি তারে দেখে বল্লেম।

"আরে কও! এ যে দেখি মেঘ চাইতে জল! বাছা! খবর কি বল, কেমন আছ এখন?"

"কেমন আছি" এখন সে কথা বলবেনি ত। কথায় বলে, আপনার মান আপনি রাখো, কাটাকাণ চুলদিয়ে ঢাকো, আমার তাই হয়েছে—এই দেখো আমার হাল,—এ শুদ্ধ আপনারি জন্যে" (বুড়ী এই উত্তর কোল্লে)

আমি বল্লেম, "না, না, আমার জন্যে কেন?" ও তোমার দোকানদারী কথা।"

বৃদ্ধা। কি! আপনার জন্যে না!—বেশ! ভাল বল্লেন!—অবাককলি পাপেভরা! আপনার দোষ কেউ দেখে না—আপনার ঘোল কেউ টক বলে না—কালে কালে কতই হবে! আঃ আমার পোড়াকপাল—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর—আপনাকে কি পুকুরের ধারে খুঁজতে যাই নি? তাতেই ত সেই বজ্জাৎ বেটা কলমবেগ আমায় দেখে চিনে ফেল্লে। আমি আপনাকে বলছি আঙ্গুল মোড়ার বেজায় যাতনা, আমি বোলে সয়ে ছিলেম, অন্য কেউ হলে কখনই পাত্তো না। একবার একটু কসে মোড়া দিলে, বেদনার জ্বালায় সে ফড়ফড় কোরে আপনার নাম বলে ফেলতো।"

আমি বল্লেম, " সে কথা মিথ্যা নয়, তুমি কিন্তু আমায় বেশ বাঁচিয়ে দেছো, ধন্নিমেয়ে তুমি বাছা! ধন্নি তোমার বুকের পাটা! তোমার বেশ তারিফ আছে। বক্‌সিসের হিসেবে কিছু দিইছি, লুচারের হাতে তুমি তা পেয়েছো বোধ হয়।"

বৃদ্ধা। " কই, সে তো আমায় কিছু দেয় নি! আজ তিন দিন তার সঙ্গে আমার দেখানেই।"

আমি বল্লেম, সে কি! দেখা হয় নি? দশখান মোহর তুমি পাও নি? সে তোমায় দেয় নি?"

বৃদ্ধা। "আল্লাকরীম! দশখান মোহর! তোবা! যে অবধি ক্ষুর ভাঁড় খোস্তে শিখেছে, দশকড়া কড়িও কখন হাত তুলে দেয় নি, তা দশ-খান মোহর দেবে! আমার ছেলে তাতে বেশ মজবুত, উবুড় হস্ত কাকে বলে সে তা জানে না, তার আঙ্গুল দিয়ে জল গলে না। হুজুর! আমি তার মা, কিন্তু সে আমারে হাটের হাড়িনী কোরে রেখেছে।

আমি বল্লেম, " কি করবো বাছা! আমি তার হাতে দিয়ে বল্লেম, তোর মাকে দিস,সে বল্লে 'যে আজ্ঞা, দেব'।" তবে তুমি ন্যাকামো কোরে কি সত্য কোরে বলছো, তা জানিনে, তোমাদের হাসি কান্না বোঝা ভার।"

"কি লজ্জা! কি ঘেন্নার কথা! ও মা আমি কোথা যাব! আমি পেয়ে কি মিথ্যা বল্‌ছি? ধর্ম্মাবতার! আমার যে ঐ ছেলেটি দেখ্‌ছেন, উটি ভারি জোযারি, মিথ্যা কথায় তার নাড়ী কাটা, তার বাপও ঐ রূপ ছিল, মিথ্যা না বল্লে তার পেটের ভাত হজম হতো না, আবাগে ছেলেও কি ঠিক বাপের মত হবে না " সে যেন উগ্‌রিয়ে দে গেছে! আচ্ছা হোক! সে ঠক বহুরুলে হয়ে বেঁচে থাক্, আল্লা তারে বাঁচিয়ে রাখুন।" বুড়ী এই কাঁদুনি গাইলে।

আমি বল্লেম, "তোমার ছেলে শুধু বব্‌ভুলে নয়, তার বাপের মতন একটু একটু হাতটানও আছে।"

বৃদ্ধা। হুজুর! বড় একটু একটু নয়, চোরা স্বভাবটা তার বেশ আছে, তার বাপের চেয়ে এক গ্রাম উপরে চলে। টাকা কড়ি দিয়ে তারে বড় বিশ্বাস কোরবেন না। কিন্তু যদি কোন গোপনীয় বিষয় থাকে, সে কথা তাকে বল্‌বেন, তাতে তারে অবিশ্বাস নাই, সে তা প্রাণান্তেও মুখের বার কোর্‌বে না, কেউ যে [illegible] নিয়ে, কি টাকার লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকে কথা নেবেন, সে অনেক দূরের কথা। লুচাব আমার তেমন ছেলে নয় ঝিনুকের মধ্যে যেমন না মতী থাকে, কেউ জান্‌তে পারে না, সে গোপনীয় কথা সেই রূপ যত্ন কোরে রাখে, কারও জান্‌বার সাধ্য নেই।"

আমি বল্লেম, "সে কথা মিথ্যা নয়, আমারও তা বিশ্বাস হয়। কিন্তু মোহরের কথাটা একবার তারে জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে। সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পার পেতে পারবে না।"

বৃদ্ধা। "জিজ্ঞাসা কোত্তে চান করুন, কিন্তু তাতে লাভ কি? সে বোল্‌বে "আমি দিইছি" আমি যে আপনাকে বল্‌ছি,—ঐ কথা তার মুখে শুন্‌বেনি শুন্‌বেন। দুর হোক্‌গে, ও কথা যেতে দাও। আপনার কাছে আমি বক্‌সিসের জন্যে আসিনি,—একটা কথা বল্‌ব, তাই একবার বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এলেম, বলি যাই দেখেও আসি আপনি কেমন আছেন। কাল নজফালী খাঁ পাহাড়ের উপর একটা কেল্লা দেখ্‌তে যাবেন, সে দিন আর ফির্‌বেন না, সেইখানেই থাক্‌বেন। কেল্লাটা বড় নিকট নয়, আমাদের কুচের সরেরাস্তা থেকে দশ কোশ দূরে। এই একটি সুযোগ, আপনার অন্তঃকরণ যদি পাষাণের মতন শক্ত না হয়, তবে এই সুযোগে একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে,—তেমন সুন্দরী কখন চক্ষে দেখো নি,—যতক্ষণ ইচ্ছা হয়, বোসে আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বেন।"

আমি বল্লেম, "সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা বাদে খেয়ে দেয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌ব।"

বৃদ্ধা। "আচ্ছা, ঐ কথাই স্থির, তবে এখন আমি যাই" এই কথা বলে সে খুস্‌নী বুড়ী চলে গেল।

হয় ত আমার উপর নূরমহলের অন্তঃকরণ ঢলেছে, তাই যুবতী ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছেন কবে একবার দেখা সাক্ষাৎ হবে। অথবা কি একটা ভারি প্রয়োজনের কথা আছে, যুবতী সেইটি আমায় বোল্‌বেন। পূর্ব্বে যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির হয়, সে সম্বন্ধ নিশ্চয়ই উল্‌টে গেছে তাই হয় ত সুন্দরী একটি মনোমত পাত্রের সন্ধানে ফিচ্ছেন,—এই রূপ কত খেয়ালিই মনে উদয় হতে লাগ্‌ল। নূরমহল ডেকেছেন, সেখানে কি কৌতুক হয় দেখ্‌বো—ঐ অসার গৌরবাভিমানের উৎসাহে আর আমোদে প্রফুল্লিত হয়ে, সচিব কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে কোমর বাঁধলেম, কাল সন্ধ্যার পর নিরুপিত সময়ে তাঁর ডেরায় গিয়ে দেখা কর্‌বো। পরদিন যথা কালে আমি কেবল খেয়ে দেয়ে প্রস্তুত হয়ে বসেছি মাত্র, এমন সময় পরামানিকের মা চুপেচুপে তাঁবুর মধ্যে এসে বল্লে "হুজুর! আর বিলম্ব কেন? উঠুন্‌, আমার সঙ্গে যাবেন এই বেলা চলুন।"

আমি তার সঙ্গে চল্লেম। বৃদ্ধা কানবিসের পর্দা তুলে নূরমহলের ঘরের ভিতর আমায় প্রবেশ করিয়ে দিলে। যুবতী সেই পর্দার আড়ালেই ছিলেন। তাঁর চারু চেহারা খানি ঘোমটায় ঢাকা ছিল, তা ত থাকবারি কথা। আমি নিকটে গিয়ে একটি মদন-কথার আলাপ কোল্লেম—পূর্ব্বে আমি মনে মনে ঠিক কোরে রেখেছিলেম যে দেখা কোরেই সব প্রথম এই কথা গুলি বল্‌ব। সুন্দরী তা শুনে বেশ সন্তুষ্ট হলেন বোধ হল। পাশে একখানি চৌকি ছিল, আমায় ইশারা কোরে সেই চৌকিতে বস্‌তে বল্লেন। অনেক পথ চলতে হোচ্ছে, লোক জন আর হেঁটে উঠ্‌তে পারে না,

দেকশেক হয়েছে। গরিব বেচারী বুড়া বড় লাঞ্ছনা পেয়েছে, তাকে বেজায় পীড়ন করা হয়েছে, সে কিন্তু খুব চালাকি খেলেছে, কলমবেগ্‌কে আর রুস্তমকে ভারি জব্দ কোরেছে—আমাদের এই সকল আলাপ হতে লাগ্‌ল—আমি বোল্লেম,—সে যদি আমার নাম কত্তো, কত্তো কত্তো, তাতে আমার ভয় কি? সেনাপতিকে বল্‌তেম "আমি যে আপনার বিরুদ্ধে চল্‌বো এ কথা কখনিই সম্ভব নয়—আপনার বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করি এত সাহস আমার কখনিই হতে পারে না" এই রকম পাঁচ কথা বলে তাঁকে বুঝিয়ে দিতেম যে, সে কাজ আমা হতে হয় নি।

"আপনি ঘুরে ফিরে ওখানে কি কোত্তে গেছিলেন?" নূরমহল এই কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

আমি বল্লেম, "সে শুদ্ধ দৈব ঘটনা। সে বিবিটি কে? তোমার পিত সে কথা তোমায় কিছু বলেছেন?

নূর। "না, তিনি তেমন খোলা মানুষ নন। কিন্তু আমার মনে বড় সন্দেহ হয়েছে. পরামাণিকের মা বিবে বলে তার ছেলে সকল খবরি জানে, কোথা থেকে কি হল, সে সব বলতে পারে। কিন্তু তার কাছ থেকে কথা বার কোরে লওয়া, আর তার কোমর থেকে ক্ষুর ভাঁড় ছিনিয়ে লওয়া সমান কথা, কারও সাধ্য নাই যে তা পারে। কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে—যদি প্রকাশ না করবার বিশেষ হেতু থাকে, তবেই সে কথা, নচেৎ সে সকলকেই সকল কথা বোলে থাকে।"

অনেক বিনয় কোরে বলাতে, বিস্তর স্তুতি মিনতি করাতে, নূরমহল মুখের ঘোমটা খুলে বসলেন, আমার দিকে চেয়ে ঈষদ্ একটু হাস্‌লেন, যেন মধু ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর একখানি হাত কোলের কাছে টেনে এনে অধর দিয়ে চাপ্‌লেম, সুন্দরী ভাল মন্দ কিছুই বল্লেন না, বরং হাতখানি অমনি এগিয়ে দিলেন, তাঁর বিমল আঁখি দুটি প্রফুল্ল রাগে হাসতে লাগল।

চারু হাসিনীর আকার ইঙ্গীতে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমি যদি তাঁর পীনোন্নত প্রফুল্লিত বিম্বাধরেরও ঐ রূপ আতিথ্য কোত্তেম, তাতেও রসময়ী বিরক্ত হতেন না, বরং উল্‌টে আমি তার অতিরিক্ত অনুরাগের ভাজন হতেম।

নূরমহল একটু একটু কোরে ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গা হলেন, ক্রমশঃ প্রফুল্লিত হতে লাগলেন, শেষে মত্ত হয়ে উদার আমোদে মেতে উঠ্‌লেন। তাঁর সেই হাতখানি আমার কোলের উপরেই ছিল, সুন্দরী আর তা সরিয়ে লন্‌ নি, আমি সেই হাতখানি দাবছি, আর মনে মনে বল্‌ছি "আমি যেমন সুখী, আমি যেমন কপালে পুরুষ, তেমন আর কে আছে? সুখের এক শেষ কোল্লেম।" এই অবকাশে চারুনয়না একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন, —ঘরে কেবল আমরাই আছি, আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না, বাধা কি প্রতিবন্ধকের আশঙ্কা কিছুই নেই, নূরমহল ষোড়শী, পরমা সুন্দরী, আমারও যৌবনকাল—তরঙ্গ বয়স, আমরা উভয়েই মদন রাগে মত্ত হলেম, —ঐ উন্মত্ত অবস্থায় বিহ্বল হয়ে মুহূর্ত্তকাল দেলজানের প্রণয় ভুলে গেলেম, —আমি সেই অবকাশে নূরমহলের পাপময় অপবিত্র প্রেমের গুপ্ত নাগর হলেম। উঃ! আমার মনে একটি দাগ চোড়ে আছে। যে সময় নূরমহলের আমোদ কৌতুকের বিলাস রসে মুগ্ধ হয়ে আমি তার গুপ্তপতি হলেম, আমার ইচ্ছা যে সেই কালরূপ অপবিত্র সময়টুক বিস্মৃত হই, আমি যেন তা জন্মের মতন ভুলে যাই। এমন দুষ্কর্ম্ম কেন কোল্লেম, তখন আমি সেই অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগ্‌লেম। "আমি অতি পামর! অতি ইতর নরাধম! আমি অতি নির্ব্বোধ! আমার কোন জ্ঞান নেই! এমন হাল্‌কমি, এমন ইতরমি কেন কোল্লেম? আমার চরিত্রে বাঁটা পোড্‌ল, ধিক্ এ জীবনে! আমার কালামুখ করা উচিৎ—এই রূপ আপনাকে আপনি ধিক্কার কোত্তে কোত্তে, আমার কলঙ্কের ভাগিনী সেই পাপিয়সী নূরমহলের নিকট

তাড়াতাড়ি বিদায় হয়ে, এক চোঁচা দৌড়ে আপনার ডেরায় এসে উপস্থিত হলেম। ঘরে নকর চাকর ভিন্ন আর কেউ নেই যে, দুদণ্ড বসে তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কব, আমি এসেই সরাসর আপনার কামরায় গিয়ে, নিরিবিলি হয়ে শয়ন কোল্লেম, শুলেম বটে, কিন্তু তৃপ্তিমত ঘুম হলো না। এক একবার চোকের পাতা বুজে আসে, অমনি দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি,—ঘুম ভেঙ্গে ভেঙ্গে জেতে লাগ্‌ল—স্বপ্নে কেবল নূরমহল, আর দেলজানকে দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেম, এই রকমে সেই অশুভক্ষণে রাতটুক কোনমতে কেটে গেল। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখ্‌লেম, "সুগন্ধ পুষ্প কুসুম দাম বিরচিত, নব লতা পল্লব আচ্ছাদিত, একটি অপূর্ব্ব কুঞ্জে দেলজান সুখে নিদ্রা যাচ্চেন, তাঁর পায়ের কাছে একটী প্রকাণ্ড সর্প কুণ্ডলাকার হয়ে আছে, সেই ভীমাকার বিষধর হঠাৎ একবার ফণা বিস্তার কোরে নিদ্রিতের বক্ষস্থলে দংশন কর্‌বার উপক্রম কোল্লে, আমি অম্‌নি ছুটে গিয়ে তার সুমুখে দাঁড়ালেম, সে আমারে দেখে চক্ষের নিমিষে সর্পরূপ পরিত্যাগ কোরে নূরমহলের মূর্ত্তি ধারণ কোল্লে, আমি দেলজানের পালঙ্কের পাশে যেতে না যেতে ঐ নূরমহল যেন একখানি ছোরা লয়ে আমার প্রণয়ী দেলজানের বুকে বসিয়ে দিলে, আমি তাঁরে রক্ষা কোত্তে পাল্লেম না। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল, চেয়ে দেখি লুচার পরামাণিক ক্ষেউরী করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারে দেখে বল্লেম, "এ, কি! তুই আজ এত সকালে এসেছিস্ কেন?

পরামাণিক। "ক্ষেউরীর সময় অনেকক্ষণ হয়েছে, নিত্য যে সময় এসে থাকি, আজও সেই সময় এসেছি, আমি বড় ঠিক ঠাকের লোক, আমার কাছে সময় ফাঁক যায় না।"

আমি বল্লেম, "ঠিক ঠাকের লোক বটে, কিন্তু ক্ষেউরী করবার সময়, টাকা দেবার সময় নয়।"

পরামাণিক। "হুজুর কি আজ্ঞা কোল্লেন বুঝ্‌তে পাল্লেম না।"

আমি বল্লেম, "যদি বুঝতে না পেরে থাকো, তবে নয় পুনরায় বল্‌ছি শুনো, টাকা দেবার বেলায় তোমার কাজ কথার বড় ঠিক থাকে না, নচেৎ যে বক্‌সিসের টাকা আমি তোমার মাকে দিতে দিইছি, তা তুমি এত দিনে কবে দিয়ে ফেল্‌তে।"

পরামাণিক। "আজ্ঞা! আমি ত হুজুরের নিকট পূর্ব্বেই নিবেদন কোরে রেখেছি যে, আমার মাকে বিশ্বাস কোর্‌বেন না, সে যা বলে, তার ষোল কড়াই কাণা, মিথ্যা কথায় তার জন্ম, তথাচ মোহরের কথা সে যা বলেছে, আপনি তা বিশ্বাস কোরেছেন! কি আশ্চর্য্য! মন ভাল না তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে। হুজুর! আমার মার মন ভাল না।"

আমি বল্লেম, হাঁ, আমি তার কথা বিশ্বাস কোরেছি বটে, কিন্তু তোর মাও বলে তুই বড় মিথ্যাবাদী, ভুলেও সত্যি কথা বলিস্ নে, তোর সব ফাঁকি, সব ফক্কিকার, তুই যে তার নামে ঠকামি করবি, তোর মা তা আমাকে আগেই বলে রেখেছে, আমার বেশ মনে লোচ্ছে তুই তারে মোহর কটি দিস নি।"

পরামাণিক। "মোহর দিইছি কি না সেই কথা বল্‌ছেন হুজুর! তোবা! তাই বলুন না। না, তা দিইনি, এ ঠিক কথা বটে, যথার্থই আমি তা দিই নি।

আমি বল্লেম, "তবে মিথ্যা মিথ্যা তার দুর্নাম কোচ্ছিস্ কেন? এবার ত সে দোষী নয়। তোর মা বলে তুই ক্ষুর ধোত্তে শিখে অবধি, কখন একটা পয়সা দিয়েও তারে জিজ্ঞাসা করিস নি"

"ও খোদা! ও আল্লা, এ কি অধর্ম্ম! সরাসর মুখের উপর মিথ্যা কথা! এ কি বেহায়াপনা! বাবার কাল হওয়াবধি সে এখনও আমার কাছে আট মোহর ধারে, সেই জন্যেই আপনার দেওয়া সেই কথান

মোহর তারে না দিয়ে আপনার কাছেই রেখে দিইছি, তবে কথা কি না, দু খান জেয়াদা রেখেছি, ধর্ম্মাবতার! তা সুদে কাটা যাবে,—হুজুর, অল্পই হোক, বিস্তরই হোক, মোট্ কথাটা এই, এর জন্যে এত হঙ্গাম হুজ্জ্‌ত্ কেন?”

আমি বল্লেম, “বটে! হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ তোর কাছে রেখে দিলেই বুঝি তোর মার পাওয়া হল? কই তোর মা তো সে কথার প্রসঙ্গও করে নি। সে বরং আরও কত দুঃখের কান্না কাঁদলে, কত কাঁদোনি গাইলে।”

পরামাণিক। আজ্ঞা না, সে তা বলে নি, আমি দিব্বি কোরে বোল্‌তে পারি, সে যে আমার ধারে এ কথা সে বলে নি। আমি যে আপনাকে বল্‌ছি, আপনি ঠিক জান্‌বেন, সে মাগি ভাবি ধূর্ত্ত, কিন্তু হুজুর! ধর্ম্মের দোরে কবাট নেই, ধর্ম্মের ঢোল আপনি বাজে, সে না বলেছে, আমি বল্‌ছি।”

আমি বল্লেম, “কেন, সে কথা বল্‌তে তার হানি কি ছিল?

পরামাণিক। “খোদাবন্দ! তার লাজও নেই, লজ্জাও নেই, পাক চক্র কোরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল আমাকেই ফাঁদে ফেলবার তার চেষ্টা। সে মুখে বলে আমি তার মুখ চাওয়া ছেলে, তুমিও যেমন হুজুর! বামণ গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর, যখন চোকের উপর থাকি, তখন তার মুখ চাওয়া ছেলে হই, চোকের আড় হলে আর সে কথা থাকে না—“চোকো চোকি যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।”

আমি বোল্লেম, “সে কি, তুই বই আর তার ছেলে নেই, তবে তুই ও কথা বলিস কেন?”

পরামাণিক। “হুজুর! ভাগ্য জানি লাভে, আর মানুষ চিনি ভাবে। তার শরীরে দয়াও নেই মায়াও নেই, তার মুখখানি সর্ব্বস্ব, কেবল বচনে

পুড়িয়ে মারে, কথায় তারে কেউ এঁটে উঠতে পারে না" হুজুর! সে মুখে কত কথাই বলে, কিন্তু কাজে মেলে কই? কথা ত বল্লেই হয় না, ধোপে টেঁকলে হয়। হুজুর! আমার মা মাগী যমের অরুচি, যেন ঝোড়ো কাক্।"

আমি এখন ক্ষেউরী হতে বস্‌লেম, পরামাণিক ক্ষেউরী কোত্তে কোত্তে "আরে আমার মা, আরে আমার মা" বোলে চেঁচাতে লাগ্‌ল। মায়েরও যেমন ধর্ম্ম জ্ঞান, ছেলেরও তথৈবচ, বরং ছেলে আরো এক গ্রাম বেড়ে চলে। পরামাণিক তার মার নিন্দাবন্দ না করে, আমাকে আর তা শুন্‌তে না হয়, সেই জন্যে অন্য কথা আনে ফেল্লেম, তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কেমন লুচার! আজ ছাউনীর খবর কি বল্‌তে পারো?

পরামাণিক। "আজ্ঞা, ভাল কথা বটে, একটা খবর আছে, সেটা কিন্তু খোস খবর নয়। আহা! যাই হোক, ছেলে মানুষ সে, বোধ হয় মারা পোড়্‌বে না—তা হলেই মঙ্গল।"

আমি বল্লেম, তুই কার কথা বল্‌ছিস্? কে, সে?

পরামাণিক। "একটি ভদ্র কারপরদাজ—তার নাম ইয়াস্‌মিন, বীর-পুরুষ মুক্তারের পুত্র, যে মুক্তার প্রাণ দিলে তবু তলোয়ার ছাড়্‌লে না"

আমি বল্লেম, কি! ইয়াস্‌মিন! সে কি! তার কি হয়েছে? তুই আমায় সত্য কোরে বল।

পরামাণিক। "কেন ধর্ম্মাবতার! যারা বালক, তারা বালকই থাকে, তারা কখন বিবেচনা কোরে চলে না, শেষে কি ঘট্‌বে, তা ভাবে না, হঠাৎ পীরিতে পোড়ে যায়, আবার দেখুন, যারে পাবে না, তারি জন্যে আকিঞ্চন করে, আপনি দশজন যুবার মধ্যে নয় জনকে ঐরূপ পাবেন। আমি নিজে যে তা ভুগে জানি, আমি একবার—"

আমি বল্লেম, তোর সে বাহাদুরী পরে শোনাযাবে, যে কথা হোচ্চে, এখন তাই চলুক।

পরামানিক। "তার পর, হুজুর! ঐ ইয়াসমিন পথে যেতে যেতে ফতেমা নামে অন্তঃপুরের একটি বিবিকে কেমন কোরে দেখতে পেয়েছিল। আপনি ত জানেনি—স্ত্রীলোকেরা যে হাতীর উপর সোয়ার হন, তার নিকটে যে যায়, তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে - সে মারা পোড়বেই পোড়বে! কাল যখন পথচলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় যে হাওদায় ফতেমা বিবি ছিলেন, ইয়াসমিন ঘোড়সোয়ার হয়ে তার এত নিকট দিয়ে চল্লেন যে, মাহুত তাই দেখে তাঁরে পিস্তল ছুড়ে গুলী কোল্লে—সে তা না কোরে করে কি? তার উপর যে ধর্ম্মত ভার রয়েছে, তাকে যে তা কোত্তেই হয়। ইয়াসমিন সেই গুলী খেয়ে অমনি ঘেঁটিভেঙ্গে নীচে পোড়ে গেলেন। সুখের মধ্যে এই হল, তিনি যখন পোড়ে যান, সেই সময় হাওদাদার বিবিরা খিলখিল কোরে হেসে উঠেছিলেন, সেই শব্দ হয় ত তার কাণে গেছিল—যা হোক, আশার অর্দ্ধেক ফল তো হল! তার পর বিলাসিনীরা হাসতে হাসতে, আমোদ কোত্তে কোত্তে আপনাদের আড্ডায় চলে গেলেন। হুজুর! সেই ইয়াসমিনের কথাই বলছিলেম, একটুখানি ছোঁড়া, তার অম্বটা দেখুন, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চান, "—আসল ঘরে মুশলনেই, ঢেঁকশেলে চাঁদোয়া।" আমি বল্লেম, "পরামানিক! শীঘ্র শীঘ্র সেরে নেও, দুর্ভাগা বালকটিকে দেখতে যাব, মর্ম্ম স্থানে গুলীটে না লেগে থাকে ত ভাল—মারাত্মক না হইলেই হল।

পরামানিক। "বিস্তর রক্তপাত হয়েছে কিন্তু হাকিম বলেছেন, ভয়ের সম্ভাবনা কিছুই নেই।"

আমি বল্লেম, গুলী কোথায় লেগেছে?

পরামানিক। "হয় ঘাড়ে, নয় কাঁধে, এই বোধ হয়।"

আমি বল্লেম, সে গুলী কি শরীরে আছে?

পরামানিক। "বারকোরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু প্রায় আধসের মাংস

কাট্‌তে হয়েছিল, তবে বার হয়। তত মাংস না কাট্‌লে, হাকিমের সেই গাব্‌দো আঙ্গুল ঢুকুবে কেন?”

আমি পরামাণিককে বিদায় কোরে দিয়ে, ইয়াসমিনকে দেখ্‌তে দৌড়িলেম,—গিয়ে দেখি ইয়াস্‌মিন বেদনায় কোঁ কোঁ কোচ্ছে, কিন্তু সুরাহা বটে, বেঁচে উঠ্‌লেও উঠ্‌তে পাবে।

আমি বল্লেম, বালক! এমন কুকর্ম্ম আর না করো, ভারি শিক্ষাপেলে,—যে হাতীতে জেনেনা সোয়ারী থাকে, তার নিকটে আর কখনই যেও না।

ইয়াস্‌মিন। “আমি যেমন দুঃসাহসের কাজ কোত্তে গেছিলেম, তার মত ফল বেশ পেয়েছি, আমার প্রাণ যায়, লোকে তাতে দুঃখিত না হোয়ে, কেবল শ্লেষ আর উপহাস কোচ্ছে।”

আমি বল্লেম, এ সংবাদ বুঝি রাজপুত্র এখনও পান্‌ নি?

ইয়াস্‌মিন। “কি জানি তিনি যদি শুনে থাকেন, তাই তাঁর সুমুখে কেমন কোরে যাব ভয় হচ্ছে—বরং মাহুতের হাতে মৃত্যু ভাল ছিল, রাজপুত্রের সে চোঁকরাঙ্গাণি দেখে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে!” আমি বল্লেম, না, না, সে ভয় কেন কোচ্ছো? এটা যে বড় গুরুতর অপরাধ হয়েছে, তা তিনি না বিবেচনা কোত্তে পারেন, কি যদি গুরুতর বলেই মনে করেন, তাতেই বা ভয় কি? তবে কথা এই, কোন সময় একটা বাহাদুরীর কাজ কোরে তোমাকে নাম কিন্‌তে হবে, তা হলে তোমার অপরাধ যত বড়ই হোক্‌, রাজকুমার তা ভুলে যাবেন—এই কথা বলে, বল্লেম তবে এখন আমি চোল্লেম, আরো একদিন এসে দেখে যাব। সেই দিন তোমার জন্যে একখান সুপারিস চিঠী আন্‌বো। ইয়াস্‌মিন বল্লে, “হাকিম বলেছেন, যেখানে আছি, এইখানে আরো দুদিন থেকে আরোগ্য হতে হবে, আমাকে.কিন্তু আবার ছাউনীর সঙ্গে সঙ্গে না গেলেও

নয়।" আমি যে কাছে থেকে সেবাশুশ্রূষা কোত্তে পারব না, তার জন্যে ভারি দুঃখ হতে লাগ্‌ল। ছুটি চেলে নজফালী যে ছুটি দেবেন, তা দেবেন না, তিনি সে মেজাজের লোক নন—ইয়াস্‌মিনকে বল্লেম আমি হাকিমের সঙ্গে দেখা কোরে, যাতে তোমার কোন কষ্ট না হয়, তার বন্দোবস্ত আগে কোরে, তবে এখান থেকে কুচ্‌ কোর্‌বো।

আমি ওখানথেকে বিদায় হয়ে ফিরে আড্ডায় যাচ্ছি, পথে ইয়াস্‌মিনের কথা স্মরণ হয়ে, মনে মনে খেদ কোত্তে লাগ্‌লেম যে, হায়! ইয়াস্‌মিনের যে দশা হয়েছে, আমারও কেন সেই দশা হলো না? আমি যখন নূরমহলের ঘরে প্রবেশ কোত্তে যাই, তখন যদি কোন অনুকূল খোজা বুকে গুলী মেরে আমাকে ফেরাতো, তবে ত আর তার ঘরে প্রবেশ কোত্তে পাত্তেম না—সে যে আমার পক্ষে উত্তমই হতো, এখন মনে যে কষ্ট হচ্ছে, তা হলে ত আর এ কষ্ট ভোগ কোত্তে হতো না—নূরমহল আমায় বোলে ছোলে তার ফাঁদে এনে ফেলেছেন, উদ্ধার হতে পারি কি না বল্‌তে পারিনে। এখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি?" আমার যেন "শিয়ালের সমুদ্র পার" হওয়া হয়েছে,—আমি যদি কুকাজ বিবেচনা কোরে ঘৃণায় নূরমহলের ঘরে যাতায়াত না করি, যুবতী তবে আন্তরিক চোটে যাবেন, আমি তাঁর বিষনয়নে পোড়্‌ব, যাতে আমার অনিষ্ট হয়, নূরমহল তার চেষ্টা কোর্‌বেন। আর তা না হয়ে, আমি যদি সেই পাপময় অপবিত্র প্রণয় বজায় রেখে, তাঁর কাছে গতিবিধি করি, তা হলে একদিন না একদিন ধরা পোড়্‌তে হবে, পাপকর্ম্ম ছাপা থাক্‌বার নয়, ধর্ম্ম আপনি ঢোল বাজিয়ে দেবে, ধরা পোড়্‌লেই প্রাণটি হারাব, নিশ্চয়ই মারা পোড়্‌ব, তার সন্দেহ নেই—তাও যদি না হয়—যদি ধরাই না পোড়ি, মারাই না যাই, তা হলেও যে আমি সেই ইতর গুপ্ত প্রণয়ে প্রফুল্লিত হয়ে তাঁর সঙ্গে ক্রমিক বিলাস বিহার কর্‌বো,—তা পারব না—কেননা একেত কুমারী গমনে ঘোর পাপ,

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, বিশেষত একবার যে কুকাজ কোরেছি, তাতেই লজ্জায় আর ঘৃণায় মুখ তুল্‌তে পাচ্ছিনে, মনের অসুখ যে কত, তা বলে উঠ্‌তে পারিনে, বুকের মধ্যে যেন বজ্রাঘাত হোচ্ছে, তার উপর আবার দেলজানের প্রণয় স্মরণ হলে, আমার কোনো আমোদিই ভাল লাগ্‌বে না, সব উদাস জ্ঞান হবে, তখন আমার মনের ভাব ছাপা থাক্‌বে না, প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে, তবে নূরমহল যে আশা কোরেছেন, আমি তার সঙ্গে প্রাণখুলে আমোদ আহ্লাদ কোর্‌ব, সিটি ঘটে উঠ্‌বে না, সে আশায় তাঁকে নৈরাশ হতে হবে, প্রণয়িনী দেলজানকে মনে পোড়লে আমার মনের সেরূপ আনন্দ, সেরূপ স্ফূর্ত্তি কখনই থাক্‌বে না। আকাশে ফাঁদ পাত্‌লে কি বনের পাখী ধরাদেয়? নুরমহলের উচিত এখন শাম্যমূর্ত্তি হন—আপনার মান আপনার ঠাঁই—তা হলে তাঁর মান থাকবে, অতি বাড়াবাড়ি ভাল না, অতি শক্তই কিছু নয়। এত বয়েস হয়েছে, তথাচ পাপকর্ম্মের নিমিত্ত আমাকে কখন দুঃখিত হয়ে অনুতাপ কোত্তে হয় নি, এই আমার প্রথম দুষ্কর্ম্ম, এই কেবল প্রথম, লজ্জায় মুখ চোক আমার কালী হয়ে গেছে, সে কালী আর যাবার নয়, জন্মের মত দাগ হয়ে রইল। লজ্জা কালাগ্নি হয়ে আমায় দগ্ধ কোচ্ছে, আমি যেন দাবানলে দাহন হোচ্ছি—এই কেবল প্রথম, বন্ধু বান্ধবের মুখের দিকে চেয়ে কথা কইতে আমার লজ্জা হোচ্ছে, এই কেবল প্রথম আমি মুখতুলে আত্মীয় স্বজনের প্রতি চেয়ে দেখ্‌তে কুণ্ঠিত হোচ্ছি। আমি আর পূর্ব্বের মত কারও সঙ্গে হাস্য পরিহাস করি না,না প্রফুল্লিত হয়ে আমোদ প্রমোদ করে বেড়াই? তাও করি না, আমার সে সকল ভাব উল্‌টে গেছে, আমার স্বভাব এখন আর এক প্রকার হয়ে পোড়েছে, লজ্জায় আর ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হয়ে, নির্জ্জনে বসে কেবল কত কি ভাব্‌তেম, তামাম দিন এইরূপ দীনাবস্থায় কাটাতেম, সন্ধ্যা হলে, অর্থাৎ যখন লোকালয় অন্ধকারে অবগুণ্ঠিৎ হতো,

সেই সময় অনাথার ন্যায় একাকী এখানে সেখানে টো টো কোরে বেড়াতেম, আমার যেন বোবার স্বপ্নের ন্যায় হল, মনের কথা কাকেও বল্‌তে পাত্তেম না, কেবল মনে মনে গুম্‌রে মোত্তেম। এক একবার ইচ্ছা হত যে, ছুটে দেলজানের কাছে যাই, সুলতান সুজার চাকুরিতে নাম লিখিয়ে তাঁর পরিচারক হই; পাছে লোকে বিশ্বাসঘাতক বোলে অপবাদ করে, সেই কালভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে সে সঙ্কল্প আবার পরিত্যাগ কোত্তেম। একবার নয়, এমন কি হাজারও বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেম নূরমহলের ত্রিসীমানায় যাব না, তার মুখও দর্শন কোর্‌ব না, তার ছায়াও মাড়াব না। এদানী তার নাম মনে হলে, ঘৃণায় গা ঘিন ঘিন কত্তো। একবার নয়, কত শত বার, মাথামুড় কুটে খুনোখুনি হয়েছি, কতবার আপনাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছি আমি অতি অবোধ, আমার অতি হীনবুদ্ধি, তাই নূরমহলের ছলনাচক্রে বেধে জড়িয়ে পোড়্‌লেম, আমি বুদ্ধির দোষে আপনিই মজ্‌লেম।

নজফালী কেল্লাদর্শন কোরে ফিরে এসে, একটা দিন অবধারিত কোরে হুকুম দিলেন যে, অমুক দিন কুচকোত্তে হবে। বৃষ্টির বিরাম ছিল না, যেন মুষলধারায় জল ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। আমরা আজ অধিক পথ চল্‌তে পাল্লেম না, কতক পথ চলেই আড্ডা লতে হল। একটি সহরের নিকট ছাউনি কোল্লেম, সহরটা বড়, বহু লোকের সমাগম। কান্‌বিসের তাঁবুগুলি ভিজে ঢব্‌ঢবে হয়েছে, তার মধ্যে না বাস কোরে, এক রাত্রের নিমিত্ত সহরে বাসা লইবার অনুমতি পাওয়া গেল। যারা ছোলা, মটর, গম ইত্যাদির কারবার করে, তাদেরি একটি ঘরে বাসা কোল্লেম, মনে মনে মহা সন্তুষ্ট যে, আজকার রাত্রের মত বেঁচে গেলেম, নূরমহলের তাঁবু অনেক দূরে আছে, সে আমায় খুজে পাবে না। কোন কার্য্যান্তরে যাবার মনন কোরে যেমন ঘরে থেকে বার হয়েছি, দেখি না, কুলটা

নূরমহলের কুটনী, পরামাণিকের মা সেই বাড়ীতে ঢুকুছে। বুড়ী আমায় দেখে স্পষ্ট চোক ঠেরে ইশারা কোল্লে, তার সেই শুকুনো তোবড়ান রুগ্ন চেহারা আহ্লাদের ছটায় যেন ঝলক মাক্তে লাগল। আমায় দেখে বল্লে, "ধর্ম্মাবতার! আপনি বেশ স্থানটুক পেয়েছেন, এখানে খাবার শোবার অপ্রতুল নেই, তা এখানে অনেক আছে, আপনি বেশ কপালে পুরুষ"। আমি ও কথার কোন উত্তর না কোরে তুই জাহান্নবে যা, তোর কুট্‌নী-পনার মুখে আগুন—এইরূপ গজর গজর কোত্তে কোত্তে, আর সেই সর্ব্ব-নাশী শাকচূর্ণীকে গালাগালি দিতে দিতে আপনার কর্ম্মে চলে গেলেম।

আরঙ্গজেব আর নজফালীতে বিবাদ হয়ে যে মন ভারাভারি হয়, সে কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, তাঁদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হয়ে সে অকৌশল মিটে গেছে, আর সে মনোমালিন্য নেই, এখন সাবেক মত ভাবপ্রণয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষণে নজফালীরও মেজাজ বেশ নরম, তিনি মাঝে যেরূপ কড়া, যেরূপ গরম হয়ে উঠেছিলেন, এক্ষণে আর তাঁর সেরূপ ভাব নেই, খুব স্থির শান্ত হয়ে আছেন—তবে, দেলজান যে হাতে থেকে ফস্কে গেছে, তাতেই মনটা কতক ভার ভার আছে, তাঁর মত স্বভাবের ব্যক্তি সে শোক একেবারে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারেন না, তা পার্‌বার সাধ্য কি? আমি মনে মনে জগদীশ্বরকে ডাকুতে লাগ্‌লেম, হে কৃপাময়! আমার দশাটা হবে কি? নজফালী যদি সন্ধান পান যে আমিই কৌশল কোরে দেলজানকে সে রাত্রে সোরিয়ে তফাত কোরে দিইছি, আবার আমিই তাঁর কন্যাকে ফুস্‌লিয়ে কুপথগামিনী কোরেছি, তা হলে সচিব বাঘের মতন পোড়ে টুকরো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে খাবেন। আমি বুঝি লাভে মূলে হাভাত হোলেম। সে কথা সচিরের জান্‌তে কতই বা বিলম্ব হবে? ক দিন তিনি না শুনে থাক্‌বেন? পরামাণিক আর পরামাণিকের মার যেরূপ চবিত্র, তারা তাঁরে সে কথা না বলে কতকাল চুপকোরে থাক্‌বে? হা

পরমেশ্বর! শুকনো কাটে ব্রহ্মশাপ কেন? এক্ষণে তাদেরি হাতে আমার জীবন—আমার জীবনের সূত্র তাদের হাতের উপর ঝুল্‌ছে, তারা তা হাতে কোরে ধোরে আছে। সিয়ানা ঠৌকুলে বাপকেও বলে না, সেয়ানা ঘুঘু ফাঁদে পা দেয় না,—আমি কিন্তু যে দুটি কর্ম্ম কোরেছি,তার একটির ত পরামানিক প্রত্যক্ষ সাক্ষী, সে তা স্বচক্ষে দেখেছে, পরামানিকের মা সহায় হয়ে যে ঘোর দুষ্কর্ম্মে জোড়িয়েছে, অর্থাৎ সেই রাক্ষসী বুড়ী মধ্যবর্ত্তিনী হয়ে যে লজ্জার বরণডালী আমার মাথায় তুলে দেছে, তার আর অন্য প্রমাণ চাই না, ঐ বুড়ীই সাক্ষী হয়ে প্রমাণ করিয়ে দেবে। শতেক কথায় সতী ভোলে, সে যদি আমার নামে দশ কথা লাগায় ভাঙ্গায়, নজফালী তা বিশ্বাস কোর্‌বেন, তবেই আমাকে কালগু হেগে মোত্তে হবে। যদি বুড়ী তার আপনার বাঁচোয়ার নিমিত্ত সে কথার উচ্চবাচ্য না করে, সেই এক ভরসা আছে। তথাচ হলে কি হয়, যে দুই অসার ব্যক্তির হাতে পোড়েছি, তাদের বিশ্বাস কি? তাদের মুখে একখান, পেটে একখান,—হাতেই ধরো, আর পায়েই ধরো, তারা শিকুলি কাটা টিয়ে, পোষ মানাবার নয়।—এই সকল দুর্ভাবনায় এক লহমাও মনে সুখ ছিল না, আমি অতিশয় ম্লান, অতিশয় ম্রিয়মাণ হলেম, সে ভাব কিছুতেই নিবারণ কোত্তে পাল্লেম না।

আপনার কাজ সেরে সন্ধ্যার পরেই দোকানে ফিরে গেলেম। একে পথের ক্লেশ, তায় মনের অসুখ, সকাল সকাল শয়ন কোল্লেম, ভাব্‌লেম একটু ঘুম হলে শরীরের তত কষ্ট থাক্‌বে না, অন্তঃকরণও অনেক সুস্থির হবে। কিন্তু ললাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে? কপাল যখন মন্দ হয়, স্বর্গে গেলেও সুখ হয় না—গত রাত্রের সেই ভয়ানক কালস্বপ্ন পুনরায় এসে দেখাদিলে—সেই সরস কোমল মূর্ত্তি-দেলজান, সেই কাল সর্প, সেই কুলটা রাক্ষসী নুরমহল—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই সকল দর্শন

কোত্তে লাগলেম, আমি মনের ব্যগ্রতায় ব্যাকুল হয়ে, যেমন সেই নিরুদ্বিগ্ন নিরীহ দেলজানকে রক্ষা কোত্তে যাব, এমন সময় চৈতন্য হল। চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি পালঙ্কের পাশে স্ত্রীলোকের মত একটি আকৃতি দাঁড়িয়ে! "ভাল! ভাল! বেশ! সাদক বেশ অকাতরে সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন! যে তার জন্যে সর্ব্বত্যাগী হয়ে, লজ্জাভয়ে জলাঞ্জলি দিয়েছে, সাদক তারে স্বপ্নে দেখ্‌ছেন না, তার স্বপ্নে দেখ্‌বার অন্য লোক আছে।" এই কথার শব্দ পেয়ে বুঝ্‌তে পাল্লেম--নুরমহল দাঁড়িয়ে,—এ তাঁরি কণ্ঠস্বর।

আমি অমনি চোক মুছ্‌তে মুছ্‌তে বলে উঠ্‌লেম, হাঁ, তোমাকেও দেখ্‌ছিলেম বৈকি। উঃ! কি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! কও! তুমি এতরাত্রে কোথা থেকে? এখানে কেমন কোরে এলে? তোমার প্রাণে কি ভয় নেই?

নুরমহল। "না, তা নেই। সাদক! আমি যেমন মজেছি, এত দূর যে মজ্‌তে পারে, সে না পারে কি! সে গভীর রাত্রে একাকিনী ঘরে থেকে বেরিয়ে, এ রাস্তা, সে রাস্তা, এ গলী, সে গলী, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারে, সবে এখানে আজ নূতন এসেছে, পথ ঘাট কিছুই জানা নেই, সব অপরিচিত; তথাচ তার প্রাণে ভয় হয় নি! বিদেশী দোশমন চেহারার লোকের হাতে পোড়ে সে অপমানিতা হতে পারো, সে ভয়ও সে করে নি! সে যারে ভাল বেসেছে, তার কাছে যাবে বলেই সে এত কষ্ট করেছে—তার জন্যেই সে কুললজ্জা, কুল কলঙ্কের পসরা আপনি মাথায় কোরে নিয়েছে। আমি যে এত দুঃখ পেয়ে, এত ক্লেশ কোরে এখানে এলেম, তার দক্ষিণে, তার সমাদর কি এই হলো!—কেবল একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখে অবাক হয়ে রইলে! মনে একটু আহ্লাদও হ'ল না! কি আশ্চর্য্য! কোথায় আমায় দেখে প্রফুল্লিত হয়ে আমোদে গলে যাবে, আমার আদর গৌরব কোরবে, মান বাড়াবে, তার

কিছুই না!! প্রণয় কোরে প্রথম যে মনোরাগ দেখালে, তোমার সে প্রেমরাগ, সে মনোরাগ এখন কোথায় গেল? প্রথম যে মনের, যে প্রণয়ের মুখপাত দেখিয়ে আমার মন ভুলালে, প্রাণ ছোলে নিলে, তোমার সে মন, সে প্রণয় কোথায় এখন? সে সকল অনুরাগের ছটা, সে সকল আনুরক্তির কথা কি মনে নাই? এখন কি প্রাণে বড় ভয় হল? তাই একবার ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লে না! এত তাচ্ছল্য! এত ঔদাস্য! কি বেহায়া তুমি! আমাকে লজ্জার তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে, তফাতে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌তে চাও! তুমি ভারি শঠ, ভারি লম্পট নচেৎ কে কোথা অবলা কুলবালাকে এমন কোরে মজিয়ে শেষে তুফানে ভাসিয়ে দেয়? ভেবে দেখো, তোমারি আশাক্রমে আমি এক প্রকার কুলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, তুমি তা জেনে শুনেও আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্চো! ধিক তোমায়! তোমার প্রণয়েও ধিক। শঠের প্রীত ক্ষুরের ধার, যো পেলে কেউ নয় কার!"

আমি কথা কইতে গেলেম, নূরমহল আমায় নিষেধ কোরে বল্লেন, "কথা আমি ঢের জানি, তার অভাব নেই, কিন্তু তুমি কি নির্লজ্জ বেহায়া কাপুরুষ! কি ইতর বিধর্ম্মী তুমি! হা আল্লা! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?—এই পামরের হাতে পোড়ে কুলটা হলেম! এই নরাধমের জন্যে, আমার কুল গেল! মান গেল! লজ্জা গেল! ধর্ম্ম নষ্ট হল! আমার কি লাঞ্ছনাই না হল! এই কুলাঙ্গারের কুহকে পোড়ে আমার পিতৃকুলে বাঁটা পড়ল! পিতৃনামে কলঙ্ক হল! পিতৃ গৌরবে দাগ চোড়্‌ল! আমি বল্লেম ইটি তোমার বড় ভ্রম, আমি দিব্যি কোরে বল্‌ছি, তোমার প্রতি আমার বেশ মন আছে, আমি তা প্রমাণও কোরে দিতে পারি।

নূরমহল। "তোমার ও সব দাগাবাজির কথা—তোমার ভালবাসা আর কেউ আছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তুমি তার নাম করো। আমি যেন

তোমার খেলেনা পুতুল, কুচে নাকি অনেক দিন কাটাতে হবে, তাই আমারে লয়ে পথে রাস লীলা কোর্‌বে মনে কোরেছ, আমি না হলে আর কারে লয়ে আমোদ প্রমোদ চোল্‌বে? এমন আকোড়ে আমোদ আর কোথা পাবে? আমার সঙ্গে তুমি যেরূপ কুব্যবহার কোল্লে, এর জন্যে তোমাকে বিলক্ষণ ভুগ্‌তে হবে—আমি তোমাকে আচ্ছা শিক্ষা দেব, সিটি কিন্তু বড় ভয়ানক হয়ে উঠ্‌বে, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।”

আমি ভারি অপ্রতিভ হলেম, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, শেষে কুঁথে কুঁথে, চিঁচিঁ কোত্তে কোত্তে বল্লেম সুন্দরী! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো না, তোমার ভ্রম হোয়েছে।

নূরমহল। “আচ্ছা, আমি যে তোমার প্রণয়িনী, তার প্রমাণ কি? মাথার উপর খোদা আছেন, মহম্মদ্ আছেন, দ্বাদশ ইমাম্ আছেন, তাঁদের নাম লয়ে, আর পৃথিবীতে যত ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ আছেন, তাঁদেরও নাম উচ্চারণ কোরে, তুমি দিব্যি কোরে বল যে, দেলজান তোমার মনচুরি করেনি, সে তোমার চিত্তচোর নয়, তুমি তোমার মন প্রাণ নূরমহলকে সমর্পণ কোরেছো, দেলজানকে কোরোনি, আর আরঙ্গাবাদে পৌঁছে তুমি আমারে বিবাহ কোর্‌বে—এই গুলি শপথ কোরে বল, তবে তোমার কথায় বিশ্বাস যাই।”

বরং দুমুখো ধারাল তলোয়ার একখান অনায়াসে গিলে ফেল্‌তে পারি, তথাচ এরূপ পণ প্রতিজ্ঞা কোত্তে পারিনে, যাতে সে প্রতিজ্ঞা না কোত্তে হয়, পাকচক্র কোরে তারি কৌশল কোত্তে লাগ্‌লেম। আমি বল্লেম, নূরমহল! তুমি ভেবে দেখো, কিবে দিব্যি করবার প্রয়োজন কি? ভদ্রলোকে কে কোথায় প্রতিজ্ঞা কোরে থাকে? তাদের কথাই প্রতিজ্ঞা, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় না? ঐ চাতুরীর কথা শুনে নূর-মহল আরো দ্বিগুণ রেগে গেলেন। সালখানা ভাল কোরে ঝোঁপে ঝুঁপে

গায় দিয়ে যখন চমক কোরে দাঁড়ালেন, কালনাগিনীর ন্যায় তাঁর সেই ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোরে আমার প্রাণ কেঁপে গেল। নূরমহল বল্লেন “তবে তুমি শপথ কোর্‌বে না? আচ্ছা, না কবো, নাই, নাই, এরপর কিন্তু মহা প্রমাদ হবে, আমার জাতক্রোধ তোমার মনে থাকে যেন, বাস্তবিক সেটি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে।”

আমি তাঁরে নিরস্ত করবার জন্যে বোঝাতে গেলেম,কিন্তু নূরমহল আর দাঁড়ালেন না, ঐ কথাগুলি বলেই অমনি চোট পায় প্রস্থান কোল্লেন। তার পর অবশিষ্ট রাতটুকু আমি যে কিরূপে কাটালেম,পাঠক বন্ধু তা অক্লেশেই অনুভব কোত্তে পাব্‌বেন—সেই ঘোর ভয়ঙ্কর কাল স্বপ্নটি, আর সেই সঙ্গে তার অনুরূপ ফলটি মনে উদয় হয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, প্রাণ উড়ে গেল, কণ্ঠ শুষ্ক হল, ঘন ঘন মোহ যেতে লাগ্‌লেম-- কি হবে! সর্ব্বনাশ হল, দেলজানের প্রাণ লয়েই টানাটানি পোড়্‌ল, আমার বুদ্ধির দোষেই, শুধু তাও নয়—আমি আমার দোষ ঢাক্‌তে চাইনে—আমার মনে মনে দুষ্টমিইও ছিল,—সেই দুষ্টবুদ্ধির দোষেই নিরপরাধিনী দেলজান প্রাণে মারা পোড়্‌লেন, হয়ত তাঁরে দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে অপহত্যা কোর্‌বে! হায়! আমি ত বড় পামর! এমন কুবুদ্ধি আমার কেন হল! এমন কুকর্ম্ম কেন কোল্লেম? আমার অদৃষ্টে এতো নিগ্রহও ছিল! এই বলে আত্মভর্ৎসনা কোত্তে লাগলেম,—আর বড় বড় কোরে বল্‌তে লাগ্‌লেম, নূরমহল! অধম, পামর আমি ত হয়েইছি, যে কাজ কোরেছি, তাতে তুমি আমার প্রতি কোপ কোত্তে পারো, আমি যথার্থই তোমার করালকোপের উপযুক্ত পাত্র হয়েছি, কিন্তু এখন তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষে কেবল আমার উপরই সেই কালরূপ ঘোর আক্রোশস্পৃহা পরিতৃপ্তি করো—কেবল আমাকে নিগ্রহ কোরেই তুমি ক্ষান্ত হও—আমার দেলজানের উপর কোনপ্রকার অত্যাহিত না হয়

এই আমার প্রার্থনা—আমাকে তুমি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করো, কেটে টুকুরো টুকুরো করো, কিম্বা তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ শাস্তি দাও, কিন্তু সে নিরপরাধিনীকে কিছু বলো না, অনাথা দেলজানের প্রাণের উপর হন্তারক হইও না, তারে তুমি ক্ষমা করো, তার পবিত্র শোণিতে তোমার কোমল হস্ত কলঙ্কিত করো না ; কিন্তু কারে বল্‌ছি ? কে তা শুন্‌ছে ? যারে বল্‌বো, সে এখানে উপস্থিত নেই, সে অনেকক্ষণ চলে গেছে। তবে এখন সেই দেবপুরুষ বিধিকর্ত্তা বিধাতাকে উদ্দেশে ডেকে বল্লেম হে বিধে! নূরমহলের সেই ঘোর দুর্দ্দান্ত কালদণ্ড কেবল যেন আমার মস্তকোপরেই পতিত হয়।

পরদিবস প্রাতে আমরা কুচ কর্‌বার উদ্‌যোগ কোচ্ছি, দেখি না সলিমান এসে উপস্থিত। তারে সহসা দেখ্‌তে পেয়ে আমি চমকে উঠ্‌লেম। দেলজানের নামে পত্র দিয়ে তারে আগরায় রেখে এসেছিলেম, আজ সে ফিরে এসেছে। এখানে অনেকেই কাণ খাড়া কোরে আছে, বিশেষত পরামাণিক লুচার মস্ত দুটো কাণ লয়ে এখানে সেখানে এক একবার উঁকি মাচ্ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি। কে কি বলে, কে কি করে,সেই সকল বিষয় শুনে, আর দেখে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে সলিমানকে শিখিয়ে দিলেম, তুই সকলের পেছনে থাকিস্‌, আমি কোন অছিলায় তোর কাছে এসে যা শুন্‌তে হয় শুন্‌বো।

তার পর অবসর পেয়েই সলিমানের কাছে এসে শুন্‌লেম, সে দেলজানের হাতে পত্র দিতে পারেনি, অনেক চেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু সে যোগাযোগ হয়ে উঠেনি, শেষে সে শুন্‌লে, বিবি সেখানে নাই, নিরুদ্দেশ হয়েছেন, কোথায় গেলেন, কি, কি হলেন, সে কথা কেউ কিছু বল্‌তে পাল্লে না, তাই কাজে কাজেই তাকে ফিরে আস্‌তে হয়েছে। আমি বল্লেম, তবে সে পত্র কই ? দাও ছিঁড়ে ফেলে দি। সলিমান

একবার জেবে হাত দেয়, একবার পাগ্‌ড়ি খুলে দেখে, একবার এদিকে হাতড়ায়, একবার সে দিকে তল্লাস করে, কখন চাপকান ঝাড়ে, কখন বুকের মধ্যে হাত দেয়,—অনেক খুজে দেখ্‌লে, পত্রখানি পাওয়া গেল না, সুতরাং তাকে শেষে বল্‌তে হল "চিটিখানি কেমন কোরে খোয়া গেছে"। আমি তারে কতকটা তিরস্কার কোল্লেম যে, এতো গাফিলি তোর! তাই কোরেই ক্ষান্ত হলেম,—পত্রের বিষয় আর মনেও কোল্লেম না—ভাব্‌লেম, না পাওয়া গেল, নাই নাই, তাতে আর হবে কি?

সলিমানের মুখে শুন্‌লেম ইয়াস্‌মিন অনেক সেরে উঠেছেন, শুনে সন্তুষ্ট হলেম। ঐ কথা বলে, সলিমান বল্লে, "আজপ্রাতে দুখানা সোয়ারি আগরা মুখো যেতে দেখেছি, হুজুর! সে কার সোয়ারি? পালকীর সঙ্গে যে দুটি সোয়ার চলেছে, তারা এই ছাউনির লোক, আমার বোধ হল তারা যেন হেপাজাতের জন্যে চলেছে"। আমি শিউরে উঠে বল্লেম, কি! দুটি স্ত্রীলোক যাচ্ছে!

সলিমান। "আজ্ঞা, তা আমি জানিনে—হুজুর! ঐ দেখুন, একটি লোক এই দিকে আশ্চে, কোথায় কি হোচ্ছে, কে কি বোল্‌ছে, সেই সন্ধান কোরে বেড়ানই ওর কর্ম্ম বোধ হয়, আমাদের কি কথা হোচ্ছে, তাই শুন্‌তে দৌড়েছে।"

পাঠক! আপনি বুঝ্‌তেই পেরেছেন যে, কে আশ্চে—আমাদের লুচার পরামণিক। যে টাটু আমি তারে কিনে দি, সে সেই টাটুর উপর সোয়ার হয়ে আছে। একটা সামান্য বাহানা কোরে আমাদের দলে এসে জুট্‌ল।

আমি বল্লেম, লুচার! আজ প্রাতে দুটি স্ত্রীলোক ছাউনি থেকে চলে গেছে, তারা কে, বল্‌তে পারো?

পরামাণিক। "এক জন আমার মা—সেই বুড়ী, তার জন্যে আল্লাকে সাধুবাদ দি, আর একজন নূরমহল, আমার ম্নাব স্বামিনী, সেজন্যে অপর

কোন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দি," শেষের কথা গুলি বলে, লুচার আড়ে আড়ে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

আমি বল্লেম, ছাউনি ছেড়ে তারা কোথায় গেল ?

পরামাণিক। "কেন ? যাবার কি যায়গা নেই ? আমার বোধ হয় তারা জাহান্নমে গেল হুজুর ! আপনি কেন উতলা হোচ্ছেন ? আপনার কি কিছু ক্ষতি হলো ?"

আমি বল্লেম, না, তা নয়, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্ছি তারা কোথায় গেল ? এত পথ পরিশ্রম কোরে এসে শেষে আবার আগরায় ফিরে গেল কেন ? বিশেষ দরকার ত কিছুই দেখ্‌তে পাইনে।

পরামাণিক আর কোন কথা বল্লে না, চুপ কোরে রইল। আমি মনে কোল্লেম সলিমানকে দেখে সে সাবধান হয়েছে, তাই চুপ কোরে আছে। সলিমানকে বল্লেম, সলিমান ! একটু এগিয়ে দেখোদেখি, জিনিসপত্র লয়ে উটগুলো এসে পৌঁছিল কি না ? সলিমানও চলে গেল, পরামাণিকও মুখ খুলে দিলে। সে বল্লে, "আমার মার, আর তার স্বামিনীর অভিপ্রায় আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি—তারা একটি মতলব হাসিল কোরেছে, কিন্তু আর একটি বাকী আছে, সেটি এখনও সিদ্ধি কোরে তুল্‌তে পারিনি,—এদিকে যা যোগাড় কর্‌বার তা কোরে, এখন তারা ওদিকে রওনা হয়েছে।"

আমি বল্লেম, তাদের কোন্ মনস্কামনাটি পূর্ণ হল ?

পরামাণিক। "কেন ধর্ম্মাবতার ! সে কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন ? আমি কদাচ কারও পেটের কথা মুখের বার্ করিনে, তবে কথা এই—এবিষয়ের যা জানি, আমি আপনি তা সন্ধান কোরে বার কোরেছি, না কেউ আমায় তা বলেছে, না আমি কারও মুখে তা শুনেছি, তাই সে কথা প্রকাশ কোল্লেও কোত্তে পারি, তবে বাকী রইল—আমার ইচ্ছা—সে স্বতন্ত্র কথা, —ইচ্ছা হয় বোল্‌বো, না হয়, না বোল্‌বো, তার জন্যে আমাকে কেউ

পেয়াদা দিতে পারেন না—হাঁ, তবে আমাকে যদি কেউ বলে ' লুচার ! তোমায় একটি বিশেষ গোপনীয় কথা বল্‌বো, কিন্তু তোমাকে দিব্যি কোত্তে হবে, সেকথা যেন আর কাকেও না বলো, খবরদার অন্য কেউ যেন তা না শোনে, আমি যদি দিব্যি কোরে বলি যে না, সে কথা কাকেও বল্‌বো না, তবে সে বিষয় আমি প্রাণান্তেও মুখে আন্‌ব না, আমাকে যদি কেউ কেটে ফেলে, তবু সেকথা আমি কাকেও বল্‌ব না—কিন্তু এস্থলে সে হিসেব নয়—আমি কিছু এমন কথা কাকেও বলিনি যে, সে বিষয় কাকেও বল্‌ব না, তবে তা বল্‌তে হান্‌ কি আছে ? ধর্ম্মাবতার ! সেই বুড্ডা বাঘিনী, আর সেই নবীনা শাঁক্‌চুন্নি এখান থেকে চলে গেছে, তাদের বিষয় আমি যা জানি, আপনাকে সব বল্‌ছি, শুনুন। তারা যে রুস্তমের হাত এড়িয়েছে—তাতেই তারা একটি মত্‌লব হাসিল কোরেছে।"

আমি বল্লেম, কেন, রুস্তম কি কোরেছে ? কিসে তার হাত থেকে বেঁচে গেল ? ও কথার মানে কি বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

পরামাণিক। "ধর্ম্মাবতার ! ঐ ত কথা। রুস্তম মাইনের চাকরও নয়, কি যোট্‌পাট্‌ কর্‌বার জন্যে তারে ঠিকে কোরেও রাখা হয়নি। রুস্তম যুবা পুরুষ, মস্ত ঘরাণা লোকের ছেলে, শাজাহান বাদশাহের কোপে পোড়ে তারা এখন ফতুর হয়ে গেছে, আজ খায় এমন সমস্থান নাই। সেই অছিলায় আরঙ্গজেব তাঁরে হস্তগত কোরে নজফালীর মুন্সী কোরে দেযেছেন ! রুস্তম এখন সুখে সচ্ছন্দে আছেন। রুস্তম লেখা পড়ায় আচ্ছা মজবুত, চালাক চতুরও বেশ, দেখ্‌তেও খুব সুপুরুষ। শ্রীমান হয়েই ত তার কপাল পুড়েছে। দেখ্‌তে শুন্‌তেও যেমন, বয়সও অল্প,—নবীন নধর জোয়ান। নূরমহল চিরকালই ঐ সকল পুরুষের বড় গোঁড়া, ঐ প্রকার সুচেহারার পুরুষ সে দেখ্‌তে বড় ভাল বাসে—তার স্বভাবই ঐ—তার পর যা বল্‌ছিলেম—রুস্তমের কার্ত্তিকের মত শ্রীছাঁদ দেখে নূরমহলের চোক

টাটিয়ে উঠ্‌ল, সচিব কন্যা তারে বরাবর এক নজরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার মা সেই সর্ব্বনাশী ডান—এ সকল কর্ম্মে ভারি পটু, সেই তারে সঙ্গে কোরে নূরমহলের খাস কামরায় লয়ে যায়! দুদিন পাঁচ দিন যাতায়াত কোরে, রস্তমের ক্রমিক বুক বেড়ে গেল, শেষে সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন তাঁর ঘরে গতিবিধি কোত্তে লাগ্‌ল। এক দিন অসাবধান হোয়ে, নূরমহলের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি কোরে শুয়ে আছে, এমন সময় কলম্‌বেগ গিয়ে ধোরে ফেল্লে।"

আমি বল্লেম, লুচার! তুমি বল্লে বটে, কিন্তু কথাগুলি অসম্ভব জ্ঞান হোচ্চে, কলম্‌বেগ কি কোরে অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লে?

পারামাণিক। "ওঃ বটে বটে! আমার বল্‌তে একটু ত্রুটি হয়েছে,—এ ঘটনাটি একটা বাগানে হয়, নজফালী মাঝে মাঝে সেই বাগানে যেতেন, দুদিন, দশদিন, সেখানে বাসও কোত্তেন। বাগানে গিয়ে শিকারের আমোদ কোরে বেড়াতেন। একদিন রস্তম বোল্লে, 'আজ আমি শিকার কোত্তে সঙ্গে যাব না, তার চেয়ে অন্য কোন আমোদ লয়ে বাগানে থাক্‌ব।' কলম্‌বেগ সেনাপতির একজন অনুগত ব্যক্তি, অন্নদাস বল্লেই হয়, খায় দায় থাকে, আর ফাই ফর্‌মাস খাটে, সে ঐ কথা শুনে তার মনে কিছু সন্দেহ হল, সেও সে দিন শিকারে গেল না! কলম্‌বেগ সেই দিন চুপে চুপে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ কোরে সে কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কোল্লে তাতে আর তার মনে কোন সন্দেহ রইল না, সে বুঝ্‌তে পাল্লে যে, সেনাপতির কন্যার মহলে রস্তম এই পদে দাঁড়িয়েছেন। নূরমহল কলম্‌বেগ্‌কে দেখ্‌তে পেয়ে কতক ভয়ে, কতক রাগে চীৎকার শব্দে চেঁচাতে লাগলেন। আমি সেই সময় ডেরার পাশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বুড়ী আমারে দেখে কত ছল, কত বাহানা কোত্তে লাগ্‌ল, অর্থাৎ কোন মতে তাঁবুর কাছে না যাই, তফাতে তফাতে থাকি, এইটি তার মানস।

তার কথার আভাসে বুঝ্‌তে পাল্লেম এর মধ্যে একটা কোন ভারি কাণ্ড আছেই আছে, আমি আরো ডেরা ঘেঁসেঘেঁসে বেড়াতে লাগ্‌লেম। নুরমহল আর রস্তম বল্‌ছে, 'তুমি একথা প্রকাশ করো না, তোমারে এত টাকা দেব, তুমি যদি কারেও বল, তোমায় এ দিব্যি সে দিব্যি—' আবার কলম্‌বেগ বল্‌ছিল, 'না, আমি কাকেও বল্‌বো না, আমি দিব্যি কোচ্ছি এ কথা প্রকাশ হবে না, কিন্তু আমাকে এত টাকা দিতে হবে, তা না দিলে প্রকাশ কোরে দেবো—' এই রূপ উভয় পক্ষে টাকা দেবার নেবার, আর কিরেদিব্যির কথা হোচ্ছিল, আমি বারথেকে সব শুন্‌তে পেলেম। এ সকল কথা শুনে, কি ঘটেছে, তা কি আর বুঝ্‌তে বাকী থাকে। 'ওঃ হো, তবে এই খেলাই বটে'—মনে মনে ঐ কথা বলে আমি গুড়ি গুড়ি সেখান থেকে সোরে পোড়্‌লেম, যা জান্‌লেম, যা শুন্‌লেম, মনে মনেই রইল, কারও কাছে সে কথার প্রসঙ্গও কোল্লেম না।"

আমি বল্লেম, আহা! একথা আমায় দুদিন আগে কেন বল্লে না?

পরামাণিক। "কেন ধর্ম্মাবতার! আমি আপনাকে সে কথা বল্‌তেম, তবে আপনি না বল্লেন 'আমি নুরমহলকে বিবাহও কোত্তে চাইনে, না তার এককালে আখের খেয়ে দিতে চাই, তাও চাইনে, তাই না আমি চুপ কোরে ছিলেম। যৎকালীন আমরার সেই বিবিটি পালিয়ে যান, আমার মাকে ধোরে অনেক মার পিট করাতে, সে শেষে রস্তমের নাম করে। পূর্ব্বে নুরমহল তার সঙ্গে গোড়েপিটে ঠিক কোরে রেখেছিল যে, 'তুই রস্তমের নাম করিস, কিন্তু হঠাৎ না,—অনেক কস্তাকস্তি ধস্তাধস্তি কোল্লে তবে তুই তার নাম করিস'। আমার মা, আর তার স্বামিনী নুরমহল—এরা দুটি ধূর্ত্তের বাদশা, তারা জান্‌ত যে, রস্তমের নাম কোল্লেই কলম্‌বেগ সেই সঙ্গে জোড়িয়ে পোড়্‌বে। কলম্‌বেগ টাকা চেত্তো, না দিলে ভয় দেখাতো যে, নুরমহলের অসৎ চরিত্রের কথা সেনাপতির কাণে তুলে

দেবে। তাদের মনে মনে সেই রাগ ছিল, কলন্দরেগকে কিসে জব্দ কোর্বে, তারা শুদ্ধ সেই তাগ্‌বাগ্‌ দেখে বেড়াচ্ছিল, সেই সঙ্গে যে রস্তম্‌কেও গেঁথে ফেল্‌বে, সেটাও তাদের মতলব ছিল। পীরিত বাসি হোলে তেমন আমোদ হয় না—ইদানী রস্তমের প্রতি নুরমহলের অরুচি জন্মেছিল। ধর্ম্মাবতার আপনি ত সকল কথা শুন্‌লেন, আপনার বড় জোরের কপাল, তাই নুরমহলের হাত থেকে বেঁচে গেছেন, সে অনেক পাক চক্র কোরে ছিল, কিন্তু আপনাকে বাগাতে পারে নি—তাই বল্‌ছিলেম যে, তাদের একটা মতলব সিদ্ধ হয় নি, আপনি খুব সাবধান, খুব চতুর, তাই রস্তমের মত বোকা মাছ হয়ে বড়্‌সিতে ধরা পড়েন্‌ নি—এখন শুনে খুসী হলেন তো?"

পরামাণিক ত তত বড় ধূর্ত্ত, না জানত এমন সন্ধানি ছিল না, কিন্তু আমার কথা হয় সে জান্‌ত না, কি জেনে জানাত যে, সে তা জানে না। যাই হোক, যদি কেউ এক লহমার নিমিত্তেও আমার মনেথেকে সেই পাপ কথাটি ভুলিয়ে দিতে পাত্তো, আমি তারে একটি রাজ্য দিয়েও সন্তুষ্ট হোতেম না। পরামাণিকের ঐ সকল কথা শুনে মৌন হয়ে রইলেম, আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না কোরে নিঃশব্দে পথ চল্‌তে লাগ্‌লেম। কতক পথ চলেই আমাদের ডেরা পোড়্‌ল। ছাউনিতে গিয়ে শুন্‌লেম নজফালী ইয়াস্‌মিনকে আগে ডেকে পাঠান, তাঁর আস্‌তে বিলম্ব দেখে আমাকে ডেকেছেন। আমি গিয়ে বাইরের ঘরে প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, তার পর সেনাপতি ডেকে পাঠালেন। আমায় বল্লেন "সাদক! এই পুলিন্দাটি অমুক কেল্লাদারের হাতে তোমাকে স্বয়ং গিয়ে দিতে হবে, এতে বড় জরুরি খবর আছে, আগে মনে কোরেছিলেম ইয়াস্‌মিন্‌কে পাঠাব, তাকে ডেকেও পাঠান হয়, শুন্‌লেম সে আজও আপনার কর্ম্মে বসে নি, তাই তুমি ভিন্ন আর কারও হাতে এ কাগজগুলি বিশ্বাস কোরে দিতে পারি নে। কাল প্রাতেই

তোমাকে রওনা হতে হবে, সঙ্গে এক কাফেলা সোয়ার যাবে, সন্ধ্যা না হতেই জবাব লয়ে ফিরে আসতে চাও।” “যে আজ্ঞা” বলে পুলিন্দাটি হাতে কোরে ললেম। পুলিন্দাটি কিংখাপে মোড়া, যে ডুরীতে বাঁধা ছিল, তার উপর একটি বৃহৎ শিলমোহর রয়েছে, তাতে নজফালীর এই উপাধি লেখা ছিল, “দুর্জ্জয় প্রতাপবান মহামহান নজফালী খাঁ বাহাদুর।” আরঙ্গজেব পথে উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা রাজড়া আর তাদের কেল্লাদার, জায়গিরদার, এই সকল লোকের সঙ্গে ভাব প্রণয় কোত্তে কোত্তে চলেছেন সে খবর আমি ভালরূপ জান্‌তেম, সেই জন্যে এ কিসের পুলিন্দা, কি, কি বৃত্তান্ত, সে বিষয় খেয়াল না কোরে, তাড়াতাড়ি সোয়ার হলেম, সঙ্গে ২৫ জন সোয়ার ছিল, আর ইয়াকুব নামে একটি নীচের পায়ার কারপরদাজ আমার সঙ্গে চল্লেন। ইয়াকুবের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব হতে প্রীতপ্রণয় ছিল। পাছে অসম্মান হয়, এই জন্যে সোয়ারেরা পাশাপাশি হয়ে,গা ঘেঁসে ঘেঁসে যেতে লাগ্‌ল,তাই দেখে রাজধর্ম্মানুষঙ্গিক কোন কথা বার্ত্তা বহিতে, কি সে যে ব্যক্তি রাজকীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, তাদের নাম কোত্তে আমাদের সাহস হল না, ভয় হল, কি জানি যদি তারা শুন্‌তে পায়। একটি আড্ডায় পৌঁছে স্নানাহার কোরে বিশ্রাম কোল্লেম, তার পর ইয়াকুব মুখ খুলে দিলেন—তিনি বল্লেন “মহাশয়! রাজপুত্রের অভিপ্রায়টা কি বলতে পারেন? সম্প্রতি যে রাজত্ব পেয়েছেন, তাতেই কি তিনি সন্তুষ্ট হয়ে শান্তভাবে থাক্‌বেন? না তাঁর ঐ শান্ত মূর্ত্তি কেবল ছলনার প্রবাহ?”

আমি বল্লেম, প্রতারণা যে, তার সন্দেহ নেই, আমার বোধ হয় সে কথা সকলেই জানেছে, কিন্তু রাজপুত্রের কোন কথা লয়ে আমাদের আন্দোলন করবার আবশ্যক নেই, শেষে বিপদ ঘট্‌লেও ঘট্‌তে পারে।

ইয়াকুব। “আপনি ঠিক কথা বলেছেন—আমার কিন্তু একটি কথা

জিজ্ঞাস্য আছে—নজফালীর কন্যা যে, ছাউনি থেকে চলে গেল, কেন ? কি অভিপ্রায়ে গেল !”

আমি বল্লেম, তাদের কখন কি অভিপ্রায় হয়, তারা কখন কি করে, তা আমি কি কোরে জান্‌বো ? আমার সাধ্য কি যে তা জানি, তবে আমি এইমাত্র বল্‌তে পারি, তারা ফিরে গিয়ে ভাল কোরেছে, তারা যে সঙ্গে এসেছিল, সেইটিই আমার আশ্চর্য্য বোধ হোচ্চে—তাদের না আসাই উচিত ছিল।

ইয়াকুব। “এতদূর সঙ্গে কোরে এনে, নজফালী যে পুনরায় তাদের ফিরে যেতে বল্লেন, আমার মনে সেইটিই বড় সন্দেহ হোচ্চে।”

বর্ষারম্ভ হয়ে অবধি আজ কেবল প্রথম সূর্য্যের মুখ দেখা গেল, রৌদ্রের এত তেজ, যেন অগ্নি বৃষ্টি হোচ্চে জ্বা া হোতে লাগ্‌ল, গ্রীষ্ম অসহ্য হয়ে উঠল। একে পাষাণফাটা রৌদ্র, তায় আবার কাল ভাল রূপ নিদ্রা হয় নি, তামাম রা'ত ছট্‌ফট্‌ কোরেছি, আমি আর চল্‌তে না পেরে, একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছে আড্ডা কোল্লেম, ভাব্‌লেম এখানে একটু আরাম কোরে, ঠাণ্ডা হতে পাল্লে শরীর অনেক সুস্থ হবে। কিন্তু সিটি আমার বোঝ্‌বার ভুল, যেমন শীত তেমনি কম্প, আবার তেমনি উত্তাপ হয়ে ভারি জ্বর হল, কেল্লা পর্য্যন্ত পৌঁছি এমন শক্তি নাই, ভাবি কাবু হয়ে পোড়্‌লেম। পিপাসায় ছাতি ফেটে যেতে লাগ্‌ল, তৃষ্ণাপূরে জলখেতে পারি নে, পেটে এক ধার জল তলায় না, অমনি বমি হয়ে পড়ে, থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিলেম, রৌদ্র যেন বাধ দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। শিরঃপীড়ায় অস্থির হলেম—এই উৎপাতে পোড়ে ইয়াকুবকে ডাক্‌লেম। পুলিন্দাটি তার হাতে দিয়ে বল্লেম, তুমি এই পুলিন্দাটি লয়ে কেল্লাদারকে পৌঁছে দাও, শীঘ্র যাও, বিলম্ব করো না, কেবল দুজন মাত্র সোয়ার আমার কাছে থাক্‌বে, বাঁকী তোমার সঙ্গে যাবে। ইয়াকুব এই

সম্মানের ভারটি পেয়ে সৌভাগ্য মান্‌লেন, এ কর্ম্মটি তার শ্লাঘার বিষয়—তিনি তখনিই রওনা হয়ে গেলেন। সলিমান সঙ্গেই ছিলো, সে প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা কোর্ত্তে লাগ্‌ল। অনেক কষ্টে এক খানি পুরাতন পাল্‌কি, আর জন কয়েক বেহারা এনে উপস্থিত কোল্লে। তারা সাবধান হোয়ে, অতি ধীরে ধীরে আমাকে ছাউনির দিকে লয়ে চল্লো। ছাউনির এ দিকে ১২ ক্রোশ তফাতে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক জন বিচক্ষণ হাকিম ছিলেন, ইয়াকুবের ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানেই থাক্‌ব স্থির কোল্লেম। পাল্‌কির ঝাঁক্‌রানিতে ভারি কষ্ট হল, আমার অবস্থা আরো মন্দ হয়ে পোড়্‌ল। গ্রামে পৌঁছে, হাকিম দেখে বল্লেন আমি নিদান শঙ্কটাপন্ন, মুহুর্ম্মুহু ঔষধ পত্র আর সেবা শুশ্রূষার আবশ্যক। আমার তখন জ্ঞান চৈতন্য নেই, কখন দন্ত কড়্‌মড়্‌ কোচ্ছি, কখন জিব বার কোচ্ছি, কখন সোরে সোরে পাস্তলায় এসে পোড়্‌ছি, আর জল দে, জল দে কোচ্ছি। কখন দেবচক্ষু কোরে চোক দুটো কপালে তুল্‌ছি, কখন বা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি, আর ক্রমাগত প্রলাপ বল্‌ছি, ঐ প্রলাপের মুখে কেবল দেলজান আর নূরমহলের নাম কোচ্ছি, সে সময় তারাই আমার অন্তর গ্রাস কোরে রেখেছিল। মাঝে মাঝে অভিভূত হোচ্ছি, আর ঘনঘন মোহ যাচ্ছি। হাকিম দেখে শুনে অবাক, তিনি বল্লেন “এ কি আশ্চর্য্য!” ইয়াকুবের সোয়ারেরা যে দিন ফিরে এলো, তখন আমার জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু আচ্ছন্ন হোয়ে আছি। আমি বল্লেম, ইয়াকুবকে একবার আমার কাছে আস্‌তে বল, তারা বল্লে, “কেল্লাদার তাঁকে কয়েদ কোরে রেখেছে।” কেল্লাদার সোয়ারের হাতে পুলিন্দায় জবাবও লিখে পাঠায় নি—“ইয়াকুবকে কয়েদ কোরেছে” ঐ কথা শুনে, যেমন না বিদ্যুৎ চমকে, তেমনি যেন আমার মনে নিগূঢ় অভিসন্ধিটি দপ্‌ কোরে জ্বলে উঠ্‌ল—আমি বল্লেম, ওঃ! বোঝাগেছে, ভারি কারসাজি খেলেছে!

নজফালী আমাকে প্রতারণা কোরেছে, তার অভিপ্রায় ছিল আমাকে কয়েদ করে, দৈবাৎ অসুস্থ হয়ে পোড়্লেম, তাই বেঁচে গেছি, দুর্ভাগ্য ইয়াকুবকে আমার ভোগাভোগ ভুগ্‌তে হল। মনে মনে অনেক আঁচাআঁচি কোরে শেষ এই স্থির কোল্লেম, রাজসংক্রান্ত চিঠী পাঠান কেবল একটা অছিলামাত্র, ফলে সেটা সর্ব্বৈব মিথ্যা—আসল কথা এই, কেল্লাদারকে একটা হুকুম লিখে পাঠান হয় যে, এই পত্র বাহককে ধোরে কয়েদ রাখ্‌বে, পত্র বাহক আর কে? সে তো আমিই! তবে যে জন্যে আমি পত্রালয়ে যায় নি, সে কথা ত বলাই হয়েছে। ঐ বিষয় মনে মনে আন্দোলন কোত্তে কোত্তে হঠাৎ মনে উদয় হল, হয়ত আমারে খুন কোরে ফেল্‌বারি হুকুম দিছিল—সর্ব্বাঙ্গ অমনি শিউরে উঠ্‌ল, ভাব্‌লেম তবে ইয়াকুবের অদৃষ্টে কি প্রমাদি ঘটেছে না জানি, সে ত কিছুই জানে না, কোন খবরি রাখে না, একেতো আমি পীড়িত, না শরীরই ভাল আছে, না মনই সুস্থ হয়েছে, তার উপর আবার এই ঘোর অসুখ উপস্থিত, আমি মৃতপ্রায় হলেম। অনেক ভেবে চিন্তে লেখ্‌বার সরঞ্জাম আন্‌তে বোল্লেম, কেল্লাদারকে আনুপূর্ব্বিক সব বৃত্তান্ত খুলে লিখে দিলেম যে, এই এই কারণে আমি আপনি না গিয়ে, ইয়াকুবের হাতে দিয়ে ঐ পুলিন্দা পাঠান হয়েছে, আর বিস্তর বিনয় কোরে বল্লেম, যে পর্য্যন্ত নজফালীর নিকট তিনি দ্বিতীয় হুকুম না পান, সে পর্য্যন্ত তাঁর বন্দী ইয়াকুবের উপর কোন অত্যাচার না করেন, এই কথা কটি লিখ্‌তে লিখ্‌তে আমার সর্ব্বশরীর ঘুত্তে লাগ্‌ল, অমনি তাকিয়ার উপর মাথা রেখে শুয়ে পোড়্লেম, তখন এমনি জ্ঞান হল যে, এইবার বুঝি মলেম, আর বাঁচ্‌লেম না, তখনও আমি এত ক্ষীণ, এত দুর্ব্বল। শেষে যো যা কোরে আচঁড়ে পাঁচড়ে কোন রকমে পত্র খানি সমাপ্ত কোল্লেম, চিঠীখানি একটি সোয়ারের হাতে দিয়ে তখনি রওনা কোরে দিলেম। জ্বর হওয়াবধি

আমার কাছে যে দুজন সোয়ার অষ্টপ্রহর হাজির থাকত,তাদেরি এক জনকে পাঠালেম, তারে বল্লেম দৌড়ে যা, শীঘ্র শীঘ্র জবাব লয়ে আয়, বক্‌সিস পাবি, ;—মুখের কথা বল্‌তে না বল্‌তে সে পত্র লয়ে তখনি দৌড়ল। একে জ্বরের কষ্ট, তার উপর এই পরিশ্রম, তার উপর আবার ইয়াকুবের জন্যে দুর্ভাবনা,পত্র রওনা কোরে দিয়েই,আমার মোহ হলো,মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়্‌লেম,যদিও বা একটু পরে সে অবস্থা কেটে গেল,কিন্তু আবার জ্বর,আবার উন্মাদের মতন বিহ্বল বল্‌তে লাগ্‌লেম, হাকিম এসে সলিমানকে তিরস্কার কোত্তে লাগ্‌লেন যে, কেন সে লেখ্‌বার সরঞ্জাম এনে দিলে, কেন সে নিষেধ না কোল্লে,শেষে তিনি আফিম ঘটিত ঔষধ ব্যবস্থা কোল্লেন, তাতে আরো উল্‌টা হয়ে দাঁড়াল—শরীর গরম হয়ে গেল, ঘুম হল না, প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় প্রায় তামাম রাত ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি কোত্তে লাগ্‌লেম, আমাকে ধোরে নিরস্ত কোরে রাখ্‌তে অনেক লোকের দরকার হয়েছিল। হাত বাগ্‌ড়া বাগ্‌ড়ি আর লাফালাফি দাপাদাপি কোত্তে কোত্তে শেষে ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌লেম, ক্রমে ক্রমে নির্জীব প্রায় হয়ে অবশেষে নিদ্রায় অভিভূত হোলেম, নিদ্রা থেকে উঠেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কেমন, সোয়ার ফিরে এসেছে কি? সলিমান বল্লে "আজ্ঞা এসেছে"। ডেকে পাঠাতেই সে এসে হাজির হল, আমার পত্রখানি তার হাতে আছে দেখ্‌তে পেলেম, কেল্লাদার তা গ্রহণ করেন্‌নি। আমি একটি নিশ্বাস ফেলে বল্লেম, আহা! ইয়াকুবের কি দুর্ভাগ্য! সোয়ারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম ইয়াকুবের কোন কথা সেখানে শুন্‌তে পেয়েছো কি?

"কেল্লার সদর ফটকে যে সোয়ার থাকে, সে বল্লে যে, তিনি—" এই পর্য্যন্ত বলেই সোয়ার চুপ কোল্লে।

আমি অমনি বলে উঠ্‌লেম, কি বল্‌তে চাস্ বল, আর আমার যন্ত্রণা বাড়াসনে।

সোয়ার । "আজ্ঞা, তাঁরে খুন কোরেছে ।"

ঐ কথা শুনে, চীৎকার শব্দ কোরে বল্লেম, কি ! তারে খুন কোরেছে ! তবে তারা ডাকাত ! তারা খুনে ! অতি নিষ্ঠুর তারা ! তাদের শরীরে দয়ামায়া নেই । রাজপুত্রকে এবিষয় জানাতে হবে, তোরা তয়ের হ, আজিই তাঁর ছাউনিতে চোলে যাব, পীড়িত আছি আছি, তথাচ আজ সেখানে যেতেই হবে, কুমার বাহাদুরকে একথা না বলে জলগ্রহণ কোর্‌ব না । তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ব.ধর্ম্মঅবতার ! বিচার কোত্তে হবে—আ ! ইয়াকুব ! আ ! ইয়াকুব ! তোমার কি দুর্ভাগ্য ! এরূপ দুর্জ্জয় প্রতারণা-ফাঁদে পোড়ে তুমি যে মারা যাবে, এ কথা কেউ স্বপ্নেও জান্‌ত না । হাকিম বিস্তর বোঝাতে লাগ্‌লেন যে, 'আর দুদিনকাল থেকে যাও, তা হলে সুন্দররূপে আরোগ্য হতে পার্‌বে, নচেৎ এখনও ভয় আছে—পুনর্বার পীড়িত হোলেও হতে পারে।, তখন কিন্তু আরো ভয়ানক হবে ।' তাঁর কথা শুন্‌লেম না । ভাব্‌লেম কপাল ঠুকে ত বেরিয়ে পড়ি, তার পর যা থাকে অদৃষ্টে হবে,বিপদ সম্পদ সকলি বিধাতার হাত । এই ভেবে কোমর বাঁধ্‌লেম, আমায় ধরাধরি কোরে পাল্‌কিতে তুলে দিলে, সোয়ারেরা সঙ্গে সঙ্গে চল্লো ।—সূর্য্য উদয় না হতে না হতে ছাউনিতে পৌঁছিলেম । পায়ের উপর ভর দিয়ে যে দাঁড়াই,এমন শক্তি নেই.শরীর টোলে টোলে পোড়ছে. বেহারাদের বোল্লেম তোরা আমায় ধরাধরি কোরে রাজপুত্রের তাঁবুর মধ্যে নিয়ে চল্ । তখন অসময়, বিস্তর অনুনয় বিনয় কোত্তে কোত্তে পাহারাওয়ালারা আমায় ভিতরে যেতে অনুমতি কোল্লে । চোক মুখ বসে গেছে, যেন মড়ার মতন হয়েগেছি, শরীর পাকপেয়ে গেছে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পোড়েছে, অস্থিচর্ম্ম সার হয়েছে, এত দুর্ব্বল যে কথা কহিতে পাচ্ছি নে, কেবল চিঁচিঁ কোচ্ছি । রাজপুত্র আমার সেই বেশ্রী চেহারা দেখে চমকে উঠ্‌লেন । আমি হামাগুড়ি দিতে দিতে তাঁর পায়ের উপর

গিয়ে পোড়্লেম, পোষাকের দামান চুম্বন কোরে অসীম বীরপরাক্রম রাজকুমারকে বল্লেম, কুমার বাহাদুর! আমি বিচার চাই। যাঁর অপার প্রসাদ-বলে আপনি জীবন ধারণ কোচ্ছেন, যাঁর অপরিমেয় কৃপা, অলক্ষিত করুণা, আর অসাধারণ দয়ার আধার হয়ে সর্ব্বপ্রকার কুশল প্রত্যাশা করেন, সেই করুণানিধান জগত্পাতার দোহাই, আপনি বিচার করুন।

রাজকুমার বল্লেন, "আমরা তোমারে অনুমতি কোচ্ছি, তোমার কি নালিশ আছে বল।"

খুন!! খুন!! হক না হক খুন!! অতি নিষ্ঠুর, অতি ঘৃণেয় খুন!! আমি মরেফুটে এই কটি কথা চেচিয়ে বোলে, সেই পরিশ্রমে নির্জীব প্রায় হলেম। রাজপুত্র শুনে চমকে গেলেন, বল্লেন, "আরো যদি কোন কথা থাকে, বল"। নজফালীর উপর হত্যাপবাদের দাবি দিয়ে তার প্রতারণার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সব বল্লেম, রাজকুমার শুনে অতিশয় দুঃখিত হয়ে বল্লেন, "আল্লার দোহাই, নজফালী স্বীয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম কোরেছে। তা যা হোক, সাদেক! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—নজফালী তোমার প্রাণবধ কোত্তে উদ্যত হয়েছে কেন?"

আমি বল্লেম, কুমার বাহাদুর! আমি তা বল্তে পারিনে, তবে আমার অপরাধের মধ্যে এই—আমি সরকারের নিতান্ত অনুগত, অষ্টপ্রহর আমার কর্ম্মে হাজির থাকি, ধর্ম্মাবতার! তা ছাড়া আর ত কোন ক্রটি দেখিনে।

আরঙ্গজেব বল্লেন "তুমি বেলা দুই প্রহরের সময় হাজির থেকো, নজফালী কেন এমন কুকাজ কোল্লেন, তাকে এ কথার জবাব কোত্তে হবে, তোমাকে নিশ্চয়ই বল্ছি, তাঁকে এ কথার জবাব কোত্তেই হবে। আমি অনুমতি কোচ্ছি এখন তুমি বিদায় হও।"

আমি পুনরায় রাজকুমারের বস্ত্রের কিনারা ধোরে চুম্বন কোরে বিদায়

হোলেম, ফিরে আস্বার সময় বুকের উপর হাতবেঁধে নৃপকুমারের প্রতি অগাধ ভক্তি প্রদর্শন কোল্লেম।

নজফালী মনে কোরেছিলেন আমি তার কৌশলনির্ম্মিত মৃত্যুফাঁদে ধরা পোড়েছি, আমায় এখন দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর চক্ষুঃস্থির হল, বল বুদ্ধি সব ঘুরে গেল, ভাব্‌লেন—একি ব্যাপার! এ আবার কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল! কি কোরেই বা বেঁচে এলো! রাজপুত্র সাহঙ্কারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "নজফালী তুমি এমন কুকর্ম্ম কেন কোল্লে? তোমাকে জবাবদিহি কোত্তে হবে।" দাম্ভিক নজফালী রাজপুত্রের মুখে ঐ কথা শুনে ক্ষণেককাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, শেষে বল্লে, "বিশ্বাস ঘাতকদের পক্ষে প্রাণবধ কি উচিত দণ্ড নয়?"

রাজপুত্র বল্লেন "আচ্ছা, আমি তোমার ও কথা মান্‌লেম, কিন্তু প্রথমত, সে বিশ্বাসঘাতী কি না তার প্রমাণ আমি চাই। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পরোয়ানায় আমার দস্তখতের প্রয়োজন, সে বিষয় তুমি ঔদাস্য কোরেছ, কিন্তু নজফালী! আমি তোমায় অবধারিত বল্‌ছি, কেল্লাদার যদি ইয়াকুবের প্রাণসংহার কোরে থাকে, তবে তার নিস্তার নেই, তুমি হুকুম দিয়েছ বলে, এ অপরাধ থেকে সে অব্যাহতি পাবে না।"

নজফালী বল্লেন, "আমি যে হুকুম দিইছি, তারি বা প্রমাণ কি? কেল্লাদার কিছু আপনার এলাকার মধ্যে নয়, সে সম্রাটের অধীন, অথবা আপনার রাজভ্রাতা দারার অধীন বল্লেও বলা যায়, সে সমানিই কথা।"

নজফালীর মুখে ঐ সগর্ব্ব ব্যঙ্গোক্তি শুনে, আরঙ্গজেবের সর্ব্বশরীরে যেন দাবানল জ্বেলে দিলে। রাজকুমার ক্রোধে যেরূপ ভয়ঙ্কর কালমূর্ত্তি হলেন, আমার সাধ্য কি যে, সে করাল আকৃতির প্রতিরূপ চিত্র কোরে পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তি করি—রাগে তাঁর দাড়ি পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ল, মুখাবয়বে কত প্রকারই বিকটভঙ্গীর উদয়াস্ত দেখ্‌তে পেলেম। দাঁতে

দাঁতে কড়্মড়্ শব্দ হতে লাগ্‌ল, বক্ষস্থল ফুলে ফুলে, উচু হয়ে হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে, ঝলকে ঝলকে যেন অগ্নি নির্গত হতে লাগ্‌ল, ঠোঁট্‌ দুটি থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগ্‌ল। নজফালীর এখন জ্ঞান হল যে, তাঁর সীমা অতিক্রম করা ভাল কাজ হয় নি, তিনি দেখ্‌লেন একটি মহাপ্রলয় নিকটাগত, তাই দেখে ভয়ে কোঁকড় হয়ে পোড়্‌লেন, মুখচক্ষু সেহাই হয়ে গেল। আরঙ্গজেব সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়ে বল্লেন "কি! সে আমার অধিকারের বার? সে আমার অধীন নয়? দোহাই আল্লার, এত আস্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার বরদাস্ত করা যায় না। আচ্ছা, কোন্ ব্যক্তি বলে কেল্লাদার আমার এলাকার মধ্যে নয়? কে সে ব্যক্তি? তারে দেখিয়ে দাও। নজফালী! আমি দেখছি তুমিই তার কালের স্বরূপ হলে, তুমিই তার মাথা খেয়ে দিলে, আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্ছি, কেল্লাদার যদি বালক ইয়াকুবকে সচ্ছন্দপ্রাণে হাজির না করে, তবে আমি তার শির না লয়ে কখনিই ক্ষান্ত হব না, তার মস্তক ছেদ না কোরে কখনিই নিশ্চিন্ত থাক্‌ব না। রে মদগর্ব্বিত দাম্ভিক! শোন্! আমি তোরে সৎ কথাই বল্‌ছি—তোর আপনার মস্তকের উপরেও দৃষ্টি রাখিস্, তুই মনে কোরেছিস তোর ও মাথা কাঁধের উপর শক্ত হয়ে বসে আছে, তা যাবার নয়, সে তোর ভ্রম, ফলে তা নয়।" নজফালী উত্তর কোর্‌বেন তারি উপক্রম কোরেছেন, আরঙ্গজেব তাই দেখে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "চুপ, চুপ, যে জবান আমাকে বারবার বিরক্ত, বারবার অসন্তুষ্ট কোরেছে, ফের যদি তুই কথা কস্, তবে আর তাকে পুনরায় বিরক্ত কোত্তে দেবো না। আল্লাকরীম! তুই কি জানিস্‌নে —আমি কে?"

নজফালী দেখ্‌লেন এখন কথা কইতে গেলে ধার্ষ্ট্যমি করা হয়, তাতে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা, তা না কোরে বুকের উপর হাত বেঁধে বল্লেন, "জাহাঁপনা! আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন। আমি মনে

কোরেছিলেম, যেখানে হুজুরের জীবন শঙ্কটাপন্ন, এমন স্থলে আমার ততদূর ক্ষমতা জারি করবার অধিকার আছে, তাতেই আমি তত স্বাধীন হয়ে চলেছি, দোহাই ধর্ম্মাবতার! তা ভিন্ন আমার অন্য কোন মতলব ছিল না।”

আরঙ্গজেব বল্লেন, “আমার জীবনের কি আশঙ্কা তা শুন্‌তে চাই। সাদকের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকে ত বল। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি তার প্রাণের উপরেই তোমার লক্ষ্য।”

নজফালী। “ধর্ম্মাবতার! আমাদের কুচ কর্‌বার পূর্ব্বে, এই সাদক সকলকে ছাপিয়ে ছাপিয়ে সুলতান সুজার লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোরেছে, আগরার অনেকের সঙ্গে গোপনে গোপনে চিটিপত্রও লেখা লেখি হয়, সে সকল লোক যে আপনার মিত্র নয় শত্রু, সে তা বেশ অবগত আছে। সম্প্রতি একটা চক্র কোরেছে, আমার একজন ইতর চাকর, তার জন্ম কর্ম্মের ঠিকানা নেই, সেই নাকি তার যোজকতা কোচ্ছে শুন্‌লেম, তার নাম লুচার। প্রতিদিন যখন কুচ আরম্ভ হয়, ঐ ব্যক্তি লিটপিট্ কোরে চোলে, সকলের পেছনে থাকে, সাদক তার সঙ্গে শেষে গিয়ে যোটে—দুই জনে একত্র হয়ে আপনাদের মতলব পাকায়, ফৌজেরা তার কিছুই জানে না। হুজুরের বিরুদ্ধে যে ঘোর আততায়ীর চক্র হয়েছে, লুচার এক জন তার কারিন্দা, আমার অভিপ্রায় ছিল, সোয়ারেরা কেল্লাদারের জবাব লয়ে ফিরে আস্‌লে, ঐ লুচারকে জবরদস্তি মার পিট্ কোরে, তার কাছ থেকে, যেরূপে যা হয়েছে, সেই সকল কথা বার কোরে লয়ে, আর তাদের সেই রাজদ্রোহিতা সমূলে উচ্ছেদ কোরে দিয়ে, সেই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক হুজুরের নিকট লিখে পেশ কোত্তেম।”

আমার প্রতিবাদী এই পর্য্যন্ত বলে চুপ্ কোল্লেন। কতক মিথ্যা, কতক সত্যের সূত্র দিয়ে এরূপ অপূর্ব্ব কৌশলের অপবাদ প্রস্তুত কোত্তে আমি

জন্মেও কখন শুনিনি। আমি এক জন চাকরকে ধোরে দাঁড়িয়ে আছি,রাজকুমার আমার দিকে ফিরে, চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে,তাঁর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বল্‌তে লাগ্‌লেম—"ধর্ম্মাবতার! আপনি আমার প্রভু, আর রাজাও বটেন, আপনি যা শুন্‌লেন, সর্ব্বৈব মিথ্যা,পরমেশ্বর মাথার উপর আছেন যদি মিথ্যা বলি—আমার কোন দোষ নাই, আমি নিরীহ নিরপরাধী, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি মননে আমি কখন হুজুরের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করি নি। তেমন অকৃতজ্ঞ, —অকৃতজ্ঞ কেন,তেমন উন্মাদ আমি কখনিই নই—মনে করুন, আমি একজন সামান্য ক্ষুদ্রপ্রাণী,আমি যে রাজবিরুদ্ধে একটা চক্র কোরে সুসিদ্ধি কোরে তুল্‌ব, তার সম্ভাবনা কি? ধর্ম্মাবতার! একটা পিপাঁড়ে কি কখন সিংহের অনিষ্ট কোত্তে পারে? না প[redacted]রাজ সিংহনাদ কোরে দেবগর্জ্জনের ঘোর নিনাদ ঢেকে ফেল্‌তে পারে? তাও কি কখন সম্ভব হয়? তবে আমি যে অতি অকিঞ্চিৎকর সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণী হয়ে হুজুরের বিরুদ্ধে চক্র কোর্‌ব, এ কথা কি কখন বিশ্বাস হয়? আমার প্রাণে কি ভয় নেই? আমি আমার প্রতিবাদীকে বল্‌তে চাই যে, তিনি লুচারকে হাজির করুন, সে যদি—

নজফালী একটু ব্যঙ্গভাবে মুচ্‌কে হেসে বল্লেন, "হাঁ হাঁ, জানি জানি" রাজকুমার বল্লেন, "তারে এখনিই হাজির করো"।

নজফালীর বড় ইচ্ছা ছিল না যে, লুচার হাজির হয়, কিন্তু রাজকুমারও নাছোড় হলেন, কোন ওজর আপত্তি শুন্‌লেন না, তাঁর প্রতিজ্ঞা যে তারে হাজির কোর্‌বেন। লুচার পরামাণিক, অষ্টমীর পাঁটার মত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উপস্থিত হল। আঙ্গুলমোড়া দিয়ে তারে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল, সেই জন্যে তার একখানি হাত কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। লুচার আমার দিকে চেয়ে ইশারায় জিজ্ঞাসা কোল্লে,সংবাদ কি? অর্থাৎ আমি কি বলেছি তাই যেন সে শুনতে চায়।

রাজকুমার বল্লেন, "ওরে কুত্তাকা বাচ্ছা! শোন্, সাদক রাজদ্রোহিতার কাজ কোরেছে, তুই তার কি জানিস্ বল্, আমি তোরে এই হুকুম কোচ্ছি।" লুচার বল্লে, "হুজুর! গোলাম তার কিছুই জানে না।"

নজফালী বল্লে, "তবে পথে যেতে যেতে, সর্ব্বদা একত্র হয়ে কথাবার্ত্তা কইতিস্ কেন?"

পরামাণিক। "ধর্ম্মাবতার! সে সাদকের ইচ্ছা, আমি একজন সামান্য দুঃখী লোক, তাঁর গোলাম বল্লেই হয়, তিনি আলাপ কোত্তে চাইলে আমি কি বল্‌ব, না, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না?"

"তোদের কি কথা হতো?"

"হুজুর! অন্য বিষয় নয়, কেবল আমার বুদ্ধা মায়ের কথা বল্‌তেম।"

আরঙ্গজেব বোল্লেন, "ছো! তুই কি মনে কোরেছিস্, তোর ঐ কথা আমরা বিশ্বাস করবো?"

"আল্লার দোহাই, হুজুর! আমি সত্য কথাই বোলেছি—আমরা কেবল স্ত্রীলোকদের কথা, আর তাদের ধূর্ত্তমির বিষয় লয়েই হাস্যপরিহাস কোত্তেম।"

নজফালী মেঘের ন্যায় গর্জ্জিয়ে বল্লেন, "বজ্জাৎ! পাজী! আচ্ছা, কোন্ স্ত্রীলোকের কথা বলাবলি কোত্তিস্, আর তারা কি ধূর্ত্তমি কোরেছে? তা বল্।"

পরামাণিক একটু চুপ কোরে থেকে শেষে বল্লে "ধর্ম্মাবতার! আপনি যদি বল্‌তে বলেন ত বলি; আমি কিছু খত লিখে দিই নি যে, সে কথা গোপন রাখ্‌ব। যা জানি, আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি, কারও মুখে শুনি নি।"

রাজপুত্র বল্লেন, "আচ্ছা, কি বল্‌তে চাস্ বল।"

পাঠক বন্ধু! আপনি বল্লে প্রত্যয় যাবেন না, লুচারের মুখ দিয়ে যে সকল কথা প্রকাশ হল, শুনে আমার চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। রাজপুত্র, আর

স্বয়ং নজফালী—এই দুজনের সম্মুখে অম্লান বদনে নূরমহলের অসতীত্ব-পনার বিষয় আদ্যোপান্ত সমুদায় যেন স্রোতের ন্যায় বলে চল্লো, মুখে একটুও আট্‌কাল না. তদ্ভিন্ন রস্তম আর কলম্‌বেগের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে, তার মাকে সহায় কোরে নূরমহল যে শঠতার চক্র করে, সে সকল কথাও প্রকাশ কোরে দিলে, শেষে বল্লে."ধর্ম্মাবতার! সাদকের সঙ্গে এই সকল বিষয়ের কথাবার্ত্তা হতো। ছাউনির স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তিনি যে কোন সংস্রব রাখ্‌তেন না,সেই জন্যে আমি তাঁকে কত প্রশংসা কোত্তেম।"

নজফালী রেগে লাল হয়ে, দুই চক্ষু কপালে তুলে বল্লেন, "তবে রে বজ্জাৎ! হারাম জাদা! আমার কন্যার যে দুর্নাম করে, তারে আমি এই শাস্তি করি"—এই বলে, ছুটে গিয়ে, দুই হাত দিয়ে লুচারের টুঁটি দেবে ধোল্লেন, চেপে মেরে ফেলেন আর কি! যাই প্রহরীরা পোড়ে ছাড়িয়ে দিলে, তাই রক্ষা পেলে, তারা অনেক কষ্ট পেয়ে,বিস্তর টানাছেঁড়া কোরে নজফালীকে তফাৎ কোরে দিলে।

রাজপুত্র বল্লেন,"নজফালী! আমার সম্মুখে তোমার এ প্রকার ধার্ষ্ট্যমি করা ভাল কাজ হয় নি, এত প্রশ্রয় চক্ষে দেখে কখন সহ্য করা যায় না। ও ব্যক্তি তোমার মানত সাক্ষী, ও যা বল্‌বে, ওর মুখ দিয়ে যে কথা বার হবে, তোমাকে তা মেনে লতে হবে—এখন আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর করো—সাদক যে বিশ্বাসঘাতক, সে যে অবিশ্বাসের কাজ কোরেছে, এ কথা তুমি কি তোমার কন্যার মুখে শুনো নি? তুমি যে বল্‌ছো সাদক রাজদ্রোহের চক্র কোরেছে, এ খবর তুমি কোথায় পেলে? তোমার কন্যাই না তোমাকে বলেছে?"

নজফালী বল্লেন,"আচ্ছা মান্‌লেম, আমার কন্যাই যেন বলেছে, কিন্তু সে কথা যে সত্য, মিথ্যা নয়, তার প্রতি সন্দেহ নেই, কেননা কন্যার চাকরাণীও ত ঐ কথা বল্‌ছে।"

রাজকুমার বল্লেন, "তোমার যদি সন্দেহ না থাকে নাই, কিন্তু আমার মনে বিস্তর সন্দেহ আছে, তবে সুজার কারপরদাজের সঙ্গে গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করা, আর আগরায় পত্র চালাচালি করা—এই দুটি অপবাদ থেকে সাদক যদি মুক্ত হতে পারে, আমি তারে একেবারে অব্যাহতি দেবো।"

আমি নির্ভয় হয়ে বল্লেম, এক লহমার জন্যে ইউসোফের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু আমি তখন জান্‌তেম না যে, সে কার পক্ষ, আমার সঙ্গে তার বান্ধবতা আছে, তাই বিদায়ের দেখা কোত্তে এসেছিলেন। আগরায়ই হোক্, কি স্থানান্তরেই হোক, আমি কখন কারেও চিঠীপত্র লিখে থাকি নে, সে কথা আমি অস্বীকার কোচ্ছি। নজফালী বল্লেন, "আমাদের প্রথম কুচের পর যে গ্রামে ডেরাপড়ে, সেই গ্রাম থেকে কোন্ ব্যক্তিকে পালকি কোরে চুপে চুপে আগরায় রওয়ানা কোরে দাও, তখন রাত্র অনেক, সকলে খেয়ে দেয়ে শুয়েছে—তুমি এ কথাও অস্বীকার করো বোধ হয়?"

আমি নজফালীর প্রতি কট্‌মট্ কোরে চেয়ে বল্লেম, ধর্ম্মাবতার! সে ব্যক্তিকে এখানে কে এনেছিল? আপনি কি আনেন্ নি? নজফালী বল্লেন, "না, আমি আনি নি" আমি বল্লেম তবে যারা আপনার নাম কোরেছে তাদেরি দোষ। রাজপুত্রকে সম্বোধন কোরে বোল্লেম হুজুর, আপনি আমার মুনিব আর রাজা, আপনার সুমুখে মিথ্যা বল্লে আমার পরকাল নষ্ট হবে। যে কথা আমার পরিবাদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই, সে কথা আমি প্রকাশ কোত্তে চাই না, তবে হুজুরের কাণে নাকি তুলে দেছে, —আমার তাঁবে বদমাস লোক আছে, আমি তাদের নিশীথ রাত্রে চুপে চুপে সরিয়ে তফাত কোরে দিইছি, এই জন্যে আমাকে আদ্যোপান্ত সকল কথা ভেঙ্গে বল্‌তে হয়েছে, তা হলে হুজুর বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, কাকে

পাঠিয়েছি, কে সে ব্যক্তি। ধর্ম্মাবতার! সে একটি স্ত্রীলোক—আমার বন্ধু ইউসোফের ভগ্নী, কোন ব্যক্তি তারে ধোরে বেঁধে, জোর জবরদস্তি কোরে এখানে এনেছিলেন. যিনি তারে এই নিগ্রহ্ করেন, তাঁর নাম করা আমার উচিত নয়, যে লোক তারে এখানে লয়ে আসে, তাদেরি মুখে তাঁর নাম শুনেছি, আমিই সহায় হয়ে ঐ রাত্রে সেই স্ত্রীলোকটিকে পুনরায় আগরায় পাঠ্যে দি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি এখন নির্ব্বিঘ্নে সেখানে পৌঁছিয়েছেন। ধর্ম্মাবতার! এ ছাড়া আরো কিছু নিবেদন কোচ্ছি অবধান করুন, আমি যে বিশ্বাসঘাতী নই, আমার যে সে অভিপ্রায়ই নয়, তাতে তা সপ্রমাণ হবে। আপনার রাজভ্রাতা সুলতান সুজার পক্ষ গ্রহণ কোত্তে ইউসোফ আমায় বিস্তর অনুরোধ করেন, আমি তাঁর ভগ্নীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, আমার বন্ধু তা জানেন. ইউসোফ সেই প্রলোভ দেখিয়ে বল্লেন, ‘তুমি যদি সুলতান সুজার পক্ষ হও. তবে আমি আর ভগ্নী দেলজান—আমরা রাত্রদিন তোমার কাছে হাজির থাক্‌বো’। আমি বল্লেম, আমি যখন একবার শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছি যে, আরঙ্গজেবের উপাসনা কোর্‌ব, তাঁর অনুগত হয়ে থাক্‌বো, তখন তুমি সহস্র অনুরোধ কোল্লেও সে পক্ষ পরিত্যাগ কোত্তে পার্‌বো না। রাজপুত্রের মনে আর কোন সংশয় রইল না, আমি যা বল্লেম শুনে খুসী হলেন, আমারে সম্পূর্ণ রেহাই দিয়ে বল্লেন, ‘এর কোন অপরাধ নাই. আমি একে খালাস দিলেম।’

নজফালী সগর্ব্বস্বরে বল্লেন “হুজুর! তবে আমাকেও অনুমতি করুন, আমিও যাই।” রাজপুত্র বল্লেন, “হাঁ, আমি অনুমতি কোচ্ছি তুমিও যাও, কিন্তু না ডেকে পাঠালে তুমি আর আমার সুমুখে এসো না।”

এ বড় শক্ত চোট, তার অদৃষ্টে যে এত অপমান ছিল, পাপাত্মা দাম্ভিক নজফালী তা স্বপ্নেও জান্‌তে পারে নি—কেউই মনে করেনি যে, এতো পর্য্যন্ত হবে। সচিব স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাল্লেন, তার উপর রাজপুত্রের

আর সেরূপ শ্রদ্ধা যত্ন নেই—তিনি এখন বিষশূন্য সর্প হয়ে পোড়েছেন। তদ্ভিন্ন তিনি দেখ্‌লেন লোকে তাঁকে স্বর্গভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় জ্ঞান কোচ্ছে, এই পতনেই অধঃপতন, আর তাঁকে উর্দ্ধে উঠ্‌তে হবে না।

কেল্লাদারের কাছে পরোয়ানা গেল যে, ইয়াকুবকে হাজির করে। সোয়ার ফিরে এসে কি বলে সেই কথা শোন্‌বার জন্যে অপেক্ষা কোচ্ছি, এমন সময় পরামাণিক লুচার এসে উপস্থিত। রাজপুত্রের দরবারে তাকে যেরূপ শুক্‌নো মড়ার মতন দেখেছিলেম, এখন তার সে চেহারা নেই, এখন তারে বেশ সজীব প্রফুল্লিত দেখ্‌লেম।

আমি বল্লেম, লুচার! দোহাই আল্লার যদি মিথ্যা বলিস! নূরমহলের দূর্ব্বুদ্ধি গুলি রাজপুত্রের কাছে তুই কি সাহসে বল্লি? বিশেষত তার বাপ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, তোর ভরসা তো হল? তুই যে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গ্‌লি, তোর প্রাণে কি একটু ভয় হলো না?

লুচার বল্লে "হাঁ, সেটা বড় দুঃসাহসের কাজ কোরেছি বটে, কিন্তু সে আমায় যে নিগ্রহ কোরেছে, তাতেই আমার ভারি রাগ হয়। তথাচ ওরূপ কোরে দশ জনের সুমুখে, বিশেষত, রাজ দরবারে তার কন্যার গুণাগুণ বল্‌তে আমার সাহস হতো না, কিন্তু রাজপুত্রের মুখের চেহারা দেখে আমার ঠিক বোধ হল যে, নজফালীর গৌরব-সূর্য্য পাটে বসে বসে হয়েছে, আমার যে অনুমান কিন্তু মিথ্যা নয়, আমি যা এঁচেছিলেম তাই হল, আর আমাদের ভয় কোরে চোল্‌তে হবে না, আর তাঁকে কাকেও বিরক্ত কোত্তে হবে না—এ কথা ঠিক্ জান্‌বেন; বেটাকে হাতে না মেরে ভাতে মেরিছি; হাজী হাঁড়োলে পোড়েছে, দর্পহারী ভগবান তার দর্পচূর্ন কোরেছেন।"

আমি বল্লেম, কেন! তার মানে কি? তুমি যে হেসেই গা পাতলা কোল্লে।

পরামানিক। "নজফালী কাল প্রাতে আগরায় যাবেন, নকর চাকরকে তয়ের হয়ে থাক্তে হুকুম দিয়েছেন। আর কথায় কাজ কি, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—কালই জানা যাবে। বেটা মাথার লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলে ফেল্লে!"

তবে সেনা নায়ক কে হবে?

পরামানিক। "আমি তা কি জানি, এবার ত আপনি গত্তে মস্তে বেঁচে গেলেন, ভাগ্যিস্ জ্বর হয়েছিল, তাই রক্ষা। ঐ জ্বরই আপনার প্রাণদাতা।"

আমি বল্লেম, সে কথা মিথ্যা নয়। সে যা হোক, ইয়াকুবের জন্যে মনে বড় কষ্ট হোচ্ছে। আ! ইয়াকুব! তুমি সেই কাল নিষাদের হস্তে প্রাণটি হারিয়েচ! পৃথিবীর যাবতীয় কেল্লাদারেদের খুন কোরে ফেল্লে এ দুরূহ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। লুচার! তুমি দেখে এসো দেখি, সোরার কেল্লাথেকে ফিরে এলো কি না?

পরামানিক চোলে গেলো, আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু ঘুম হলো না। সন্ধ্যার সময় ইয়াকুবকে সঙ্গে কোরে লুচার এসে উপস্থিত। ইয়াকুবকে দেখে আমি আহ্লাদে উঠে বস্লেম, বল্লেম, ইয়াকুব! আল্লার দিব্যি, তোমারে দেখে আমি যে কত খুসী হলেম, তা মুখে বলে উঠ্তে পারি নে, ভেবেছিলেম আমিই বুঝি তোমার মৃত্যুর অজ্ঞাত মূলাধার হলেম, আমার মনে সেই আশঙ্কা বড় হোচ্ছিল—তুমি কেমন কোরে বেঁচে গেলে?

ইয়াকুব বল্লেন, "সাদক! তুমি যদি অমন কোরে বুক দিয়ে না পোড়্তে, তবে যে আমার অদৃষ্টে কি ঘট্তো, তা বল্তে পারিনে। আপনার সেই পুলিন্দা কেল্লাদারের হাতে দিতেই, কেল্লাদার চিঠী পোড়ে তার নিকটে যে সকল লোক ছিল, তাদের কি ইশারা কোরে বল্লে, তার পর দেখি আমি কয়েদ হয়েছি। কেল্লাদার শেষে আমায় পত্রখানি দেখালে,

তাতে এই কথা লেখা ছিল—'নজফালীর দ্বিতীয় হুকুম পর্য্যন্ত এ ব্যক্তিকে ধোরে কয়েদ রেখো।' আমি কেল্লাদারকে পুনঃ পুনঃ বল্লেম, যারে কয়েদ কোর্‌বে, আমি সে ব্যক্তি নই, আপনি পীড়িত হয়ে পথে থেকে ফিরে ছাউনিতে গেছেন, সে কথা তারে বল্লেম। ঐ কথা শুনে সে আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কোত্তে লাগ্‌ল, কিন্তু কয়েদের অবস্থায় রাখ্‌লে, রাজপুত্রের পরোয়ানা পেয়ে শেষে ছেড়ে দিলে।"

আমি বল্লেম, আমরা তোমার নামে খরচ লিখে বসে ছিলেম, আর যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তা আর মনে করিনি, আমি একখানা চিঠী লিখে কেল্লাদারের কাছে পাঠিয়েছিলেম, সোয়ার সে চিঠী তার হাতে দিতে পারে নি, সে কিন্তু ফিরে এসে বল্লে, তোমারে খুন কোরে ফেলেছে—কি দুঃখ!

ইয়াকুব বল্লেন, "সেটা কাজের কথা নয়, তা চক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন, এখন তবে মনটা সুস্থির করুন," এই কথা বলে ইয়াকুব চলে গেলেন, আমি এখন নির্ভাবনায় অকাতরে নিদ্রা যেতে লাগ্‌লেম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বাড়াভাতে ছাই পোড়্‌ল।

পরামাণিকের কথা সত্য হল, সে ঠিক খবরিই বোলেছিল। নজফালী ছাউনী পরিত্যাগ কোরে, আরঙ্গজেবকে পরিত্যাগ কোরে, তাঁর সুবর্ণময় আশাভরসা পরিত্যাগ কোরে আগরায় চোলে গেলেন। যদি সুবিধা হয়ে উঠে, রাজপুত্র দারার অধীনে একটা ভাল পদ দেখেশুনে লবেন—এই কথা ত লোকে বলাবলি কোচ্ছে, এখন তাঁর মনে যাই থাক্।

সেলাবত খাঁ একজন প্রাচীন প্রবীণ যোদ্ধা, কিন্তু মন্ত্রীর কার্য্যে তাদৃশ পারদর্শী নন, রাজপুত্রের যে অল্প বিস্তর সৈন্য আছে, এই ব্যক্তি তাদের নায়ক হলেন, তাঁরে ঐ পদে অভিষেক করাতে ছোট বড় সকলেই সন্তুষ্ট হল। নজফালী খাঁকে বিদায় কোরে দিয়ে রাজপুত্র এখন হাত পা ছড়িয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লেন। রাজপুত্রের সন্ধানে যদি একটি ভাল লোক না থাক্‌ত, তবে নজফালীর সঙ্গে বিবাদ কোত্তে কখনিই তাঁর সাহস হত না। যাঁর কথা উল্লেখ কোচ্ছি, এ ব্যক্তি কি তেজ বুদ্ধিতে, কি বীরমহিমায় নজফালীর অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ. বিশেষত এ ব্যক্তি যে রূপ অসম সাহসী, তাতে কোরে রাজপুত্রের অনেক প্রত্যাশা যে, তাঁর দ্বারা বিস্তর উপকার সাধন হবে। এঁহার নাম জেমলা. গোলকন্দার রাজসভাসদের একজন প্রসিদ্ধ আমীর, রাজপুত্রের সঙ্গে অনেক দিন অবধি গোপনে চিঠীপত্র লেখালিখি চোলেছে।

গোলকন্দা, বিসিয়াপুর, বঙ্গদেশ, আর বরনিও উপদ্বীপ, এই চারটি প্রদেশে হীরার খান আছে। হীরক উৎপত্তির চারিটি মাত্র আকর, তার মধ্যে দুটি খনি বা সুড়ঙ্গ, আর দুটি নদী। বাওলখণ্ডের আকর, গেনায়ের আকর, বঙ্গদেশের মধ্যে সোলেমপুরের আকর, আর বরনিও উপদ্বীপের সুখদার আকর—এই চারিটি আকরস্থান হতে সকল প্রকার হীরার আমদানী হয়। শেষোল্লেখিত আকরটিকে খনি বল্লেও হয়, নদী বল্লেও হয়।

আরঙ্গাবাদে পৌঁছে আরঙ্গজেব ১২ হাজার ফৌজের বন্দবস্ত কোরে ঠিক ঠাক হয়ে রইলেন। আমীর একখানি পত্র লিখে পাঠালেন, ঐ পত্র পেয়ে আমাদের উপর হুকুম হলো যে এই মুহূর্ত্তেই গোলকন্দায় কুচ কোত্তে হবে। আমরা সকলেই রওনা হলেম। জেমলার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত এর পর বাহুল্য রূপে কীর্ত্তন করা যাবে, আপাতত এইমাত্র বলছি, পারসীকুলে তাঁর জন্ম, এ ব্যক্তির পরিচয় না জানে এমন লোকই নেই, হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রে

সকলেই তাঁর নাম শ্রুত আছে। আমীর ঘরানার সন্তান ছিলেন না বটে, কিন্তু বুদ্ধি বিচক্ষণতায় তার সমযোগ্য ব্যক্তি তৎকালীন কেহই ছিল না। তাঁর যেরূপ বুদ্ধির তেজ, তদতিরিক্ত তেজবুদ্ধি মনুষ্যের হয় না। প্রকৃত যোদ্ধার যে সকল লক্ষণ থাকা আবশ্যক, তাঁতে সে সকলিই বিদ্যমান ছিল। এতদ্ভিন্ন আমীর দুর্জ্জয় কর্ম্মকুশল ছিলেন। তাঁর বৈভবের উপমা ছিল না। তিনি একটি বৃহৎ ঐশ্বর্য্যবান রাজ্যের রাজমন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ তাই বলে যে তিনি তত অপরিমিত ধনের অধীশ্বর হন, তা নয়, তাঁর আরও অনেক প্রকার উপার্জ্জনের পথ ছিল। পৃথিবীর মধ্যে এমন সহর কি কারকারবারের স্থান ছিল না যে, সেখানে আমীর জেমলার কুঠী নাই। হীরার খনিগুলি পরের নাম কোরে আপনি জমা কোরে লইতেন, এই সকল সূত্রে আমীর অল্পদিনের মধ্যে ফেঁপে উঠলেন। অতুল বৈভবের প্রভাবে তার এত প্রাদুর্ভাব, আর এত ক্ষমতা হয় যে, তাই দেখে গোলকন্দার অধিপতির হিংসা জন্মিল। বাদশাহ মুখে কিছুই বোল্‌তেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলের অলক্ষ্যে আমীরের ছিদ্রানুসন্ধান কোত্তে লাগ্‌লেন, একটা ছল পেলে হয় ত তাঁরে প্রাণে নষ্টই কোত্তেন, নয় রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দূর কোরেই দিতেন! কিছুদিন এই ভাবে যায়, এক দিন বাদশাহ জানৃতে পাল্লেন যে, জেমলা চক্র কোরে রাণীমহলে আধিপত্য কর্‌বার চেষ্টা পাচ্ছে। সে দিন আর ক্রোধ সম্বরণ কোত্তে না পেরে, সেই তেজীয়ান অপরাধীর অসমক্ষে গর্জ্জন কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তারে জাহান্নবে দেবো, তার সর্ব্বনাশ কোরবো, তার এত শাস্তি কোরবো, লোকের যেন চিরকাল তা স্মরণ থাকে, তার এত বড় আস্পর্দ্ধা, নেমকহারাম! বজ্জাৎ!" জেমলা রপ্তে রপ্তে বাদশাহের ক্রোধের কথা শুন্‌তে পেলেন, সকলে ভয় দেখালে যে, বাদশাহ প্রতিজ্ঞা কোরেছেন আপনারে ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল কোর্‌বেন। ঐ কথা শুনে আমীর

রাজপুত্র আরঙ্গজেবকে এক পত্র লেখেন। ইয়াকুব তৎকালীন রাজপুত্রের মির মুনসী হয়েছেন, তিনি আমারে সেই পত্রখানি দেখালেন, তাতে এই লেখা ছিল :—

"আমা কর্ত্তৃক গোলকন্দ রাজার যে অপরিমিত উপকার হয়েছে, এ জগতীতলে সে বিষয় সকলেই অবগত আছেন। তার পরিবর্ত্তে কি পুরস্কার পাইলাম? না, পরিবার সুদ্ধ আমাকে জাহান্নমে দেবেন, রাজা এক্ষণে সেই চক্র করিতেছেন! তিনি মনন করিয়াছেন, আমাকে সপরিবার সংহার করিবেন। অতএব আপনি যদি কৃপা কোরে আশ্রয় প্রদান করেন, আমি আপনার চিহ্নিত শরণাগত হয়ে থাকিব—আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমারে কৃপাদান করিবেন স্থির জানিয়া, সেই ভাবি উপকারের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বেই একটি কৌশলের প্রসঙ্গ করিতেছি, ঐ কৌশলের প্রভাবে, আপনি সহজেই গোলকন্দের অধীশ্বরকে ধৃত আর তার রাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন। উত্তম সুশিক্ষিত অশ্বারোহি সৈন্য ৪।৫ হাজার সংগ্রহ পূর্ব্বক দিনরাত কুচ করিয়া গোলকন্দায় আসিবেন, এখানে পৌঁছিতে ১৪ দিনের অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু সাবধান! কেহ যেন আপনার অভিপ্রায় জানিতে না পারে।"

"এই জনরব করিয়া দেবেন যে, গোলকন্দার রাজার সঙ্গে সন্ধি কর্‌বার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, তাই শাজাহান বাদশাহ উকীল পাঠাইয়াছেন, তাঁরি সমভিব্যাহারে এই সকল সোয়ার চলিয়াছে। দাবীরের* দ্বারা প্রথম সংবাদ রাজ সমীপে পৌঁছিয়া থাকে, দাবীর আমার পরমাত্মীয়, তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোরে চলিয়া থাকি। তবে বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র শীঘ্র রওনা হইবেন। রাজা বাঘ্‌ নগরেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন, আপনি যাহাতে ঐ বাঘ্‌ নগরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে

* সদর মুনসী।

পারেন, আমি তার বন্দবস্ত করিব অঙ্গীকার করিতেছি। আমার তদ্‌বিরে এখানকার লোকে এই মাত্র জানবে যে, আপনি শাজাহান বাদশাহের তরফ একজন উকীল মাত্র, এ ভিন্ন তাদের মনে অন্য কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে দেবো না। রাজা যৎকালীন অগ্রসর হইয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, সেই সময় তাঁহাকে ধৃত করিয়া কয়েদ করিবেন, তার পর তাঁকে মারুন আর রাখুন সে আপনার ইচ্ছা, আপনার যেমন বিবেচনা হয় তাই কোরবেন। এতদ্ব্যাপারে যে ব্যয় হইবে আমি নিজ হইতে সরবরাহ করিব।”

আমীর জেমলার উপদেশ অনুসারে আমরা দিনরাত কুচ কোরে, যখন এত নিকটে এসে পৌঁছিলেম যে, সেখান থেকে বাগ নগর অল্প অল্প দেখা যায়, সেই সময় গোলকন্দার রাজবাড়ীতে একটি নিষ্ঠুর রক্তপাতের অভিনয় হোয়ে কেবল মাত্র শেষ হোয়ে গেছে, ঐ শোণিতময় অনর্থপাতের পূর্ব্বে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হয়, সেই ঘটনাগুলি বর্ণনা কোল্লে জেমলার আর গোলকন্দ রাজার রীতিচরিত্র এবং স্বভাব ব্যক্ত হোয়ে পোড়বে। আমাদের সঙ্গে একটি পদস্থ কর্ম্মচারী ফৌজের সরদার হোয়ে আসেন, তাঁর মুখে নিম্নের চুম্বক ইতিহাসটি অবগত হোয়ে, আমি তা নির্ভয়ে এই গল্পের মধ্যে প্রবিষ্ট কোরিয়ে দিলেম। আমার বন্ধু বিস্তর ক্লেশ, বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার কোরে এই উপাখ্যানের সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। উপাখ্যানটি অনেকগুলি শোকাবহ বিষাদপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ।

পারস্থানের অন্তর্গত ইস্পাহানের নিকটে আর্দিস্থান নামে একটি ক্ষুদ্র সহর আছে, ঐ সহরে ভদ্র কুলে জন্ম একটি বৃদ্ধের বাস ছিল। তিনি শেষ দশায় বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ কোরে, নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘরে বসে কেবল বিশ্রাম

কোত্তেন। ঐ মহানুভবের এক স্ত্রী আর দুইপুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম জেমলা, কনিষ্ঠের নাম মালেক। জেমলা যখন অতি বালক, কেবল অল্প অল্প জ্ঞানের উদ্রেক হোয়েছে, তখনাবধি তিনি চতুর বুদ্ধির আর রাগত স্বভাবের পরিচয় দিতে সুরু কোল্লেন। জেমলা যত বড় হোয়ে যৌবনাবস্থায় পোঁছিতে লাগ্‌লেন, ততই তাঁর রাগ, ততই তাঁর অবাধ্যতা বাড়্‌তে লাগ্‌লো, আর ততই তিনি উন্মার্গগামী হোয়ে উঠ্‌লেন। যখন ১৬ বৎসর বয়স, তখন তিনি অত্যন্ত অবাধ্য, অত্যন্ত শঠ, অত্যন্ত ফিচেল, আর অত্যন্ত কর্ম্মশূর হোলেন। কেহ যে তাঁরে দমন কি শাসন কোর্‌বেন, তা পাত্তেন না, জেমলার সে অপমান বরদাস্ত হতো না, তিনি কারও কথার বাধ্য ছিলেন না। পিতামাতারা যা বোল্‌তেন তিনি তা কাণেও ঠাঁই দিতেন না। বন্ধু বান্ধব কি বয়স্যদের গ্রাহ্যই কোত্তেন না, তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ কোরে দূর ছাই বলে তাড়িয়ে দিতেন, কখন কখন তুচ্ছ তাচ্ছল্য কোরে তাদের প্রতি উপহাস কোত্তেন। এদিকে মালেকের স্বভাব ঠিক তারি উল্ট হোয়ে উঠ্‌ল। তিনি যেমন নম্র, তেমনি সদয়চিত্ত ছিলেন, কিন্তু বীরের মত সাহসী হলেন। জেমলার বুদ্ধি প্রভাবের সঙ্গে তুলনা কোল্লে মালেকের বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতা অন্ধকারে চাপা পড়ে, তথাচ সে সময় কি কোরাণের ব্যুৎপত্তিতে, কি অন্য অন্য শাস্ত্রদর্শনে মালেকের ন্যায় পণ্ডিত অতি অল্প লোকই ছিলেন। মালেক পিতামাতার যথেষ্ট গৌরব কোত্তেন, তাঁদের অনুগতও ছিলেন, বৃদ্ধগুরুজনের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিত, মালেক তার ত্রুটি কোত্তেন না। জেমলা কিন্তু মালেকের সঙ্গে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কোত্তেন। কনিষ্ঠকে নিগ্রহ কর্‌বার অবকাশ পেলে তাঁর মনে ভারি আনন্দ হতো। বোধ হয় মালেকের পিতৃভক্তি ছিল বলেই তাঁর প্রতি জেমলার তাদৃশ মনের ভাব হোয়ে দাঁড়ায়। বালক কাল হতে ঐ রূপ নির্দয় ব্যবহার চোলে আসাতে, সহোদরেদের মধ্যে পরস্পর

কারও প্রতি কারও স্নেহ মমতা জন্মে নি। তাঁদের মনের মিল কখনই ছিল না। জেমলা যে বিশ্বজয়ী বুদ্ধিমান,সেটা তিনি মনে মনে বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, কবে একবার শুভ অবসর পেয়ে সেই তীব্র বুদ্ধিকে স্বার্থসম্পাদনে পরিনত কোরবেন, এখন সেই জন্যে তিনি ভারি উতলা হোতে লাগ্‌লেন। তাঁর পিতা যখন তাঁরে বোঝাতেন "তুমি স্থির শান্ত হোয়ে ঘরে থাকো, আমার ত শেষকাল উপস্থিত, কখন আছি, কখন নাই, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েছি, আমার মৃত্যুর পর, তোমার বৃদ্ধ মাতা যতদিন বেঁচে থাকবেন, তোমাকেই প্রতিপালন কোত্তে হবে। ঐ কথা শুনে জেমলা কেবল এইমাত্র বল্‌তেন,"যে বীর, কমলা তাকেই কৃপা করেন!" ঐ তাঁর বোলই ছিল, যার তার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ঐ কথাই বোল্‌তেন। অস্থির পুত্রকে নিবৃত্তি করবার নিমিত্ত নিরীহ বৃদ্ধ পিতা তাঁর বিবাহের প্রস্তাব কোল্লেন। বৃদ্ধ বোল্লেন, "অমুক আমার বালককালের বন্ধু, তাঁর একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে, সে বাপের অনেক অর্থও পাবে, তারি সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব।" বৃদ্ধ মনে কোল্লেন, যদি বিবাহের কথা শুনে পুত্র স্থির শান্ত হোয়ে ঘরে থাকে।

জেমলা দুরন্ত অবাধ্য, তিনি সে কথায় ভুলতেন না, তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব কোল্লে, তলোয়ারখানি দেখিয়ে বল্‌তেন, "আমার বিবাহের প্রয়োজন নেই, ইনিই আমার গৃহিনী, ইয়াঁরি কৃপায় আমি রাজসিংহাসন অধিকার কোর্‌বো মানস কোরেছি।"

যুবার পিতা মনে কোল্লেন পুত্র উন্মাদ হোয়েছে, তাঁর দুর্বুদ্ধির নিমিত্ত তামাম দিন তাঁরে ধমক ধামক দিয়ে ভৎর্সনা কোল্লেন, শেষে বল্লেন, আবার কাল সকালে অবশ্যই তোমারে সৎপরামর্শের কথা বোলে বোঝাতে হবে।"

বৃদ্ধের উপদেশ আর না শুন্‌তে হয়, তাই জেমলা প্রভাত না হোতেই,

কারেও না বোলে না কোয়ে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হোলেন। যাতে একটা মস্ত নাম খ্যাতি হোয়ে দেশ বিদেশে অদ্বিতীয়রূপে পরিচিত হন, যুবা তারি অনুসন্ধান কোরে ফিত্তে লাগ্‌লেন। শেষে দেখ্‌লেন পারস্থানের মধ্যে তলোয়োরের কোন আদর গৌরব নেই, তাই একজন জহরীর সহিত পথে সাক্ষাৎ হোয়ে তার সঙ্গে গোলকন্দায় চোলে গেলেন। জেমলার বুদ্ধির প্রভাব দেখে জহরী তারে কারবার সম্পর্কীয় দেওয়ানী পদে নিযুক্ত কোত্তে চাইলেন। জেমলা আপাতত সে কর্ম্ম স্বীকার কোল্লেন বটে, কিন্তু মনে মনে মহা বিরক্ত হোলেন, তত উঞ্ছ চাকরীতে তাঁর ঘৃণাই ছিল। জেমলা কিন্তু তখন এই বিবেচনা কোল্লেন যে, উপস্থিত এই পদ হোতেই তিনি উচ্চ পদে আরূঢ় হবেন—তিনি যে এর পর বড় লোক হবেন, তারি সোপান হল। তাঁর এ বিবেচনা অযথার্থ হয়নি।

জেমলার মাতা শোকে আচ্ছন্ন হোয়ে হাহাকার কোত্তে লাগ্‌লেন, পুত্র হঠাৎ কোথায় চোলে গেল, হয়ত কোন্ দিন সে প্রাণটি হারাবে, জননীর মনে সেই আশঙ্কা হোতে লাগ্‌লো। বৃদ্ধা সর্ব্বদাই বোল্‌তেন "জেমলা নিশ্চয়ই মারা পোড়্‌বে।" বৃদ্ধস্বামী তাঁরে এই কথা বোলে অনেক বোঝাতে লাগ্‌লেন "তুমি শোক করো কেন? জেমলা ভূমিষ্ঠ হোলে আচার্য্যেরা গণনা কোরে যে কথা বোলেছেন, তাই কেন এখন মনে করো না? সে যেমন কপালে পুরুষ হবে, এমন কেউ কখন হয় না, তার অদৃষ্টে বিধাতা এত সুখ, এত সম্পদ লিখে রেখেছেন যে, লোক শুনে সে কথায় বিশ্বাস যাবে না। বৃদ্ধের প্রবোধ দানের কোন ফল হলো না, তিনি যত বোঝাতে লাগ্‌লেন, জেমলার মাতা সে সকল কথা কর্ণেও স্থান দিলেন না, কেবল মাথা নেড়ে, না না কোরে বোল্লেন, "ওগো, না গো না, আমার জেমলা কোথায় বিপাকে মারা পোড়্‌বে, সে যে দুরন্ত, কবে কোন্ গোঁয়ারের হাতে পোড়ে প্রাণটি হারাবে।" এই কথা বোলে বুকে করাঘাত

কোরে রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন। তার কারণ এই, জেমলার তত দোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মায়ের প্রিয়পুত্র ছিলেন। জেমলার অদৃষ্টের বিষয় আচার্য্যেরা শুভ গণনা করেন বটে, কিন্তু মালেকের বিষয় সে রূপ নয়, তাঁর অদৃষ্ট আর জেমলার অদৃষ্ট বিস্তর বিভিন্ন। মালেকের অদৃষ্টের বিষয় আচার্য্যেরা এই কথা বোলে গেছেন যে,মালেক জন্মিয়া অবধি কষ্ট পাবেন। তাঁর অদৃষ্টে বিধাতা কেবল দুঃখ, বিপদ, আর বিড়ম্বনা লিখে রেখেছেন, তার পর তাঁর অকাল মৃত্যু হবে, মনুষ্যের কি ক্ষমতা যে, পূর্ব্বাহ্ণে সাবধান হোয়ে সে অকল্যাণ ঘটনা নিবারণ করে!

মালেক যত বড় হোতে লাগ্‌লেন, তাঁর কোমল স্বভাব আর নম্র প্রকৃতি দিন দিন আরও অমৃতবৎ হোতে লাগ্‌ল। বৃদ্ধ পিতা মাতা সন্তা-নের সেই চারু চরিত্র দর্শন কোরে মায়ায় মুগ্ধ হোলেন। মালেকের ভদ্রাভদ্র সম্বন্ধে তাঁদের অন্তঃকরণে যে একটি মহা আশঙ্কা ছিল, স্নেহের অনুবোধে সেটি তাঁরা একেবারে বিস্মৃত হোয়ে গেলেন,অর্থাৎ আচার্য্যেরা লক্ষণালক্ষণ বিচার কোরে মালেকের সম্বন্ধে যে ঘোর ভয়ঙ্কর কথা গুলি ব্যক্ত করেন, সে কথাগুলি তাঁদের মনে আর উদয় হতো না, এক্ষণে কেবল জেমলার নিমিত্তেই তাঁরা ভাবিত হোলেন। তাঁরা জান্‌তে পাল্লেন না যে পুত্র কোথায় গেলেন? কি তাঁর অভিপ্রায়? কোথায় কি কোচ্ছেন, কি কেমন আছেন, সে সকল বিষয় জেমলা কখন তাঁদের লিখে জানাতেন না, তাতেই তাঁরা আরও কাতর হোলেন। শেষে এমনি হলো, কেউ যেন তাঁদের অন্তঃকরণ ছুরী দিয়ে ছেদ কোত্তে লাগ্‌ল।

জেমলা যে একবার হিন্দুস্থানের রঙ্গভূমিতে দর্শন দেন, এ মানস তাঁর অনেক দিনাবধি ছিল। গোলকন্দায় পৌঁছে, এত যত্ন আর পরিশ্রম কোরে আপনার কর্ম্মালয়ের কাজকর্ম্ম কোত্তে লাগ্‌লেন যে, তাই দেখে তাঁর জহরী মুনিব ভারি সন্তুষ্ট হোলেন—জেমলার উপর তাঁর ভারি অনুগ্রহ

হলো—জহরী কিন্তু স্বপ্নেও জানতে পারেন নি যে, তাঁর চতুর দেওয়ান ডাকাতি কোরে তাঁর সর্ব্বস্ব লুটে নিচ্ছেন, আর তাঁর তুল্যানুতুল্য বৈভব তিনি আপনি সঞ্চয় কোচ্ছেন।

এই সময় সম্রাট্ শাজাহান হিন্দুস্থানের ছত্রদণ্ডধর। তাঁর চার পুত্র ভারত রাজ্যের রাজ সিংহাসন পাবার মানসে, গোপনে নানা প্রকার উপায় কল্পনা কোচ্ছিলেন, কিন্তু কেউ কারও কাছে আপনার আপনার গতি প্রবৃত্তি প্রকাশ কোত্তেন না। তৎকালীন গোলকন্দ রাজ্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজার অধিকার; সে সময় কমলার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হোয়ে সে প্রদেশের প্রজাদের সুখ সম্পদের গরিমা গগনস্পর্শ করে। গোলকন্দা রাজ্যে অনেক গুলি সতেজ ফলশালিনী রত্নের খনি আছে,সেই সকল খনি হোতেই অপরিমিত অর্থের আমদানি হতো। সে দেশের লোকেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কোরে দিবারাত্র কেবল খনির কাজেই ব্যস্ত থাক্ত। জহরী মহাজনেরা সেই সকল খনি ইজারা লয়ে ধামার মাপে হীরা মেপে লইত। অভিনব দেওয়ান জেমলার চক্ষে এই ব্যাপারটি অতি মনোহর বোধ হলো,তিনি মনে মনে স্থির কোল্লেন যে, কিছু কিছু রত্ন তাঁরও হস্তগত হওয়া আবশ্যক, তাঁর সে অভিলাষ শেষে ভালরূপে সফলও হয়। হীরার ব্যবসা ভিন্ন জেমলা রেসম প্রভৃতি অন্য অন্য বিশকির্ম্মতি দ্রব্যেরও কার-বার আরম্ভ কোল্লেন, এমন কি তিন বৎসরের মধ্যে অতুল বৈভবের অধিকারী হলেন। অবশেষে তাঁর জহরী মুনিবকে পরিত্যাগ কোরে, অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে এজমালিতে খনির ইজারা লইলেন। এই কারবারে জেমলা আশার অতিরিক্ত ফেঁপে উঠ্লেন তিনি এক্ষণে একজন মস্ত নাম-জাদা ধনবান হোয়ে পোড়্লেন। যত অর্থের আমদানি হোতে লাগ্ল,সেই সঙ্গে তাঁর বাসনাও বাড়্তে লাগ্ল, এক্ষণে তাঁর প্রবৃত্তি হলো যে, গোল-কন্দার অধীশ্বর কুতুবের রাজ দরবারে প্রবেশ করেন। কুতুব মহা সাহসী,

মহা তেজস্বী, আর অতিশয় কর্ম্মচতুর, তাঁর স্বভাব অতি তীক্ষ্ণ ছিল,হঠাৎ রাগ উপস্থিত হতো। কয়েক বৎসর অবধি গোলকন্দ রাজ্যে রাজত্ব কোচ্ছি-লেন। এ ব্যক্তি যখন যে অভিলাষ কোরেছেন,তাই নাকি পূর্ণ হয়ে এসেছে, কখন কোন বাসনা নাকি অপূর্ণ থাকে নি, তাই তাঁকে লোকবিরুদ্ধ নিষ্ঠু-রতা অপরাধে কখন অপবাদগ্রস্ত হোতে হয় নি,বরং প্রজারা তাঁর অতি-শয় গৌরব,অতিশয় অনুরাগ কত্তো। পূর্ব্ব স্ত্রীর সহবাসে গোলকন্দ রাজের একটি পুত্র জন্মে, তাঁর নাম ওরমাজ, বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের মধ্যে, কুতুব রাজকুমারকে এত স্নেহ কোত্তেন যে, এক লহমা না দেখে থাকতে পাত্তেন না। বাস্তবিক রাজকুমার রাজপুরীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। কুতুবরাজ সম্প্রতি একটি পরমাসুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করেন, তাঁর প্রতি অতিশয় সদয় ছিলেন, আর তাঁরে বেশ যত্নও কোত্তেন। কুতুব অত্যন্ত গুনগ্রাহী ছিলেন, সদগুণের বিস্তর সমাদর, বিস্তর অনুরাগ কোত্তেন। যারা পরিশ্রম কোরে দিনপাত কর্ত্তো, রাজা তাদের শ্রমের পুরস্কার কোত্তেনি কোত্তেন, দুঃখীদের শ্রমজল কখন বৃথা নষ্ট হতে দিতেন না। জেমলা এই সকল সুযোগ পেয়ে কুতুবের নিকট পরিচিত হলেন। তাঁর নাকি অতুল ঐশ্বর্য্যের শব্দ সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত হয়েছিল, তাই গোলকন্দরাজ তাঁরে খাজাঞ্চির পদে অভিষিক্ত কোরে আমীর উপাধি প্রদান কোল্লেন, এক্ষণে সকলকেই তাঁর কাছে যোড় হাত কোরে থাকতে হলো।

জেমলার রাজকীয় ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে লাগ্‌ল, তার পরামর্শ ভিন্ন রক্ষা নিষ্পত্তি আদি কোন প্রকার রাজকর্ম্মের অনুষ্ঠান হোতে পাত্তো না। যুবার বীর পরাক্রমেরও অগৌরব হয় নি,কুতুবরাজ তাঁর শৌর্য্যগুণের বিস্তর সমাদর কোত্তেন। কোথাও একটি লড়াই উপস্থিত হলে, লস্করে-দের মধ্যে যদি নিঃশঙ্ক দুঃসাহসী সেনানীর আবশ্যক হত, তবে আমীর জেমলাকে তাদের সরদার কোরে পাঠাতেন, তাঁকে বোল্‌তেন, "আমীর!

তুমিই নায়ক হোয়ে যাও।” জেমলাও কিন্তু যতবার সেনাপতি হোয়ে গেছেন, ততবারই জয়ী হোয়ে ফিরেছেন, একটিবারও তাঁকে বিমুখ হোয়ে ফিত্তে হয় নি। জেমলা শত্রু জয় কোরে যখন রাজধানীতে ফিরে আস্‌তেন, রাজা তাঁর গুণকীর্ত্তন কোরে বিস্তর সমাদর কোত্তেন, আর বহু মূল্যের মণিময় পুরস্কার কোরে তাঁর মান বাড়াতেন। আমীর জেমলা যখন এই প্রকার অবস্থায় পৌঁছিলেন, যখন এত দূর পর্য্যন্ত তাঁর মান সম্ভ্রমের, পদের, আর ঐশ্বর্য্যের গৌরব হোয়ে উঠ্‌ল, তখন তিনি একখানি চিঠী পাঠায়ে তাঁর পিতাকে জানালেন যে তিনি এক্ষণে অতুল অর্থের অধিকারী হোয়েছেন, রাজ দরবারে তাঁর বিস্তর আধিপত্য হোয়ে দাঁড়িয়েছে, রাজা তাঁরি পরামর্শ মত চলেন, তদ্ভিন্ন বিস্তর দাস দাসী অনুচর পারিষদ তাঁরে শোভা কোরে আছে। বৃদ্ধ পিতা মাতা ঐ পত্র পেয়ে যার পর নাই মহা আনন্দিত হোলেন, তা ত হবারি কথা। তাঁরা প্রত্যুত্তরে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে লিখে পাঠালেন যে, উত্তর উত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি হোয়ে তিনি সুখে সচ্ছন্দে থাকুন। তা ছাড়া অনেক হিত উপদেশের কথাও লিখে পাঠালেন, পাপমতি জেমলা সে গুলি অগ্রাহ্য কোরে এক পাশে ফেলে রাখ্‌লেন।

জেমলার ঐ পত্র পেয়ে তার সহোদর মালেক দিন দিন দুঃখিত আর ম্লান হতে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্রের ঐরূপ বিমর্ষ ভাব দেখে অতিশয় কাতর হলেন। এক দিন এ কথায় সে কথায় তাঁর বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, মালেক খেদ কোরে বোল্লেন, “হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য কে আছে, আমি দুঃখিত হব না ত কে হবে? আমি কি আমার পরমায়ু কেবল বসে বসে অনর্থক নষ্ট কোচ্চি নে? এত বয়স হোয়েছে, আমায় কেউ জান্‌লে না, চিন্‌লে না। দেখুন, আমার সহোদর কেমন ধনলাভ মানলাভ কোচ্চেন। আমাকে অনুমতি করুন, আমিও একবার বিদেশে

গিয়ে ঐরূপ লাভের উপায় দেখি, আমি যোড়হাত কোরে মিনতি কোচ্ছি, আপনারা বাধা দেবেন না, আমায় নিষেধ কোর্‌বেন না, আমার নিতান্ত বাসনা হোয়েছে, একবার বিদেশে গিয়ে অর্থ সঞ্চয় করি। আমি যে, কিছু দেখবো না, জান্‌বো না, কি কোন উপায় চেষ্টা কোর্‌বো না, চিরকালই মূর্খ হোয়ে ঘরে বোসে থাক্‌বো, আপনাদের কিছু এমন ইচ্ছা কখনিই নয়, তবে একবার বিদেশে যেতে অনুমতি না করেন্ কেন?"

স্নেহাসক্ত বৃদ্ধ পিতা বল্লেন, "বাবা! তুমি যে দেশ বিদেশ পর্য্যটন কোর্‌বে, তাতে লাভ কি হবে?"

যুবা বল্লেন, "অনেক দেখ্‌লে শুন্‌লে জ্ঞান জন্মাবে, নূতন নূতন বিষয় দর্শন কোরে নূতন নূতন রসের স্বাদ গ্রহণ কর্‌বো। পণ্ডিত মাত্রেই ত এই কথা বোলে থাকেন যে, দেশ পর্য্যটন করাই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান উপায়। যার তলোয়ার আছে, সে যদি সে তলোয়ার ব্যবহার না কোরে চিরকালই তুলে রাখে, তবে তার সে তলোয়ার রেখে কি লাভ? তলোয়ার ধারীর যে পরাক্রম আছে, কিসে তা সপ্রমাণ হবে? বৃক্ষ যদি সচল হতো, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চোলে বেড়াতে পাত্তো, তবে তার কি দরকার ছিল যে, কাঠুরেদের ভয় কোর্‌বে? অতএব আমি এই দণ্ডেই বিদেশ যাত্রা কোর্‌বো,—আপনি অনুমতি করুন। আমিও সেই গোলকন্দায় যাব, সেখানে সহোদরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হোয়েছে, তাঁর আধিপত্যের প্রভাবে, আমার পদ, গৌরব, বৈভব আদি সকলি হবে তার সন্দেহ নেই।"

বৃদ্ধ পিতা বল্লেন, "মালেক! বাবা! আমার কথা অবহেলা কোরো না—দেশ ভ্রমণের অনেক দোষ—বিস্তর পর্য্যটন কোত্তে হয়, ভাব্‌তে ভাব্‌তে শরীর পাক পেয়ে যায়, বিষাদে আর হুতাশে প্রাণ শুকিয়ে যায়, নৈরাশে ভেসে বেড়াতে হয়, জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, বিড়ম্বনা দেশ ভ্রমণের

অঙ্গ, সে গুলির হাত থেকে বাঁচ্‌বার উপায় নাই। তদ্ভিন্ন পদে পদে ত্যক্ত বিরক্ত হোয়ে অসুখী হোতে হয়—এই সকল দেশ ভ্রমণের ফল,—হাজারের মধ্যে কদাচিৎ এক আধ জনের ভাল হয়। জেমলার অতুল বৈভব হোয়েছে সত্য, কিন্তু তুমি মনে কোরে দেখ, তাঁর জন্মের সময় আচার্য্যেরা পূর্ব্বেই সে কথা বোলে রেখেছেন, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট সেরূপ নয়,—তোমার বিষয়ে তাঁরা স্বতন্ত্র কথা বোলে গেছেন।"

মালেক ঐ কথা শুনে ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বাবা! আচার্য্যেরা আমার অদৃষ্টের বিষয় কি বোলেছেন? আমার তা শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হোয়েছে।"

"তাঁরা গুণে এই কথা বলেছেন, তুমি দুঃখী হবে, অনেক কষ্ট পাবে, বিস্তর বিড়ম্বনা ভোগ কোর্‌বে, আর অকালে তোমার পতন হবে। অতএব তুমি যে আমাদের স্নেহ-পাশ ছিন্ন কোরে বিদেশ গমনের বাসনা কোচ্ছো, সে কথা শুনে আমাদের আত্মপুরুষ শুকিয়ে গেছে, শোকে অভিভূত হোচ্ছি, তুমি আমাদের অন্ধের নড়ি, কৃপণের ধন, তোমারে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা কি প্রাণ ধোরে ঘরে থাক্‌তে পার্‌বো?"

মালেক বোল্লেন "আমার অদৃষ্টে যদি দুঃখই আছে, তবে ঘরে থাক্‌লে কি কোরে তা নিবারণ হবে? আমি ত আপনাদের এ ভাব বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে। আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন, আচার্য্যের গণনার প্রতি আমার কিন্তু শ্রদ্ধা নাই, বিশেষত তাঁরা যখন আমার সহোদরের বিষয় শুভ গণনা কোরেছেন, তখন আমার সম্বন্ধে বিপরীত ব্যবস্থা কোর্‌বেনি ত, সে ত অবধারিত কথা।"

বৃদ্ধ পিতা সচিন্তিত হোয়ে বোল্লেন "বাবা! তুমি বিবেচনা কোরে দেখো, তোমার সহোদরের বিষয় পণ্ডিতেরা গণনা কোরে যে যে

কথা বোলেছেন, একটি একটি কোরে তার সকল গুলি সপ্রমাণ হোচ্ছে, তাদের সে কথাগুলি যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে, পরমেশ্বর করুন তোমার সম্বন্ধে যেন সেরূপ না হয়।”

মালেকের মাতা এযাবৎ কাল বুকে করাঘাত কোরে কেবল হাহাকার কোচ্চিলেন, যুবা তা স্বচক্ষে দেখেও আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কোল্লেন না। বৃদ্ধ দেখ্‌লেন যে, মালেকের সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা, যুবা স্থির প্রতিজ্ঞ হোয়েছেন, কারও কথাতে কর্ণপাত কোর্‌বেন না, তখন নিরুপায় হোয়ে অতি কষ্টে পুত্রকে বিদেশ গমনের অনুমতি কোল্লেন। মালেক এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দুজন সহচর সঙ্গে কোরে হিন্দুস্থানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দর্শন দিলেন। যুবা মনে কোত্তেন ঐ প্রদেশে একটি ফলোন্মুখ বৃহৎ রত্নক্ষেত্র তাঁর জন্যে কেউ যেন প্রস্তুত কোরে রেখেছে, তিনি সেখানে উপস্থিত হোয়ে সেই সকল রত্ন-শস্য কেটে নিয়ে গৃহযাত কোর্‌বেন!

মালেক যখন বিদেশ গমন করেন, তার পূর্ব্বে মনে মনে স্থির কোরেছিলেন যে, বিদেশে গিয়ে সাবধান হোয়ে চোল্‌বেন, সত্য পথে থাক্‌বেন, সদ্‌ব্যবহার কোর্‌বেন, কারও সঙ্গে অন্যায় আচরণ কোর্‌বেন না। মালেকের প্রকৃতি অতি কোমল ছিল, সকলের কাছে নম্র হোয়ে চোল্‌তেন, আর সকলকে প্রিয় কথা কইতেন, তাঁর ঐ নরম প্রকৃতির গুণেই কেউ তাঁর মন্দ চেষ্টা কত্তো না, বরং সকলেই তাঁকে স্নেহ আদর কোত্তো। মালেকের ঐ স্বভাব-মাধুরী ইষ্ট কবচের ন্যায় অনেক অনিষ্টপাতের অবরোধ হোয়ে তাঁকে রক্ষা কোরে নে বেড়াতো। যুবা দেখ্‌তেও বেশ সুপুরুষ ছিলেন। শরীরের গড়ন অতি সুডৌল, দিব্যি দীর্ঘছাঁদ চেহারা, মুখকান্তি অতি মনোহর। মালেক যেখানে যেতেন, তাঁর ঐ চারু চেহারা অনুরোধ পত্র হোয়ে সকলের সঙ্গে পরিচিত কোরিয়ে দিতো, আর সেই অনুরোধে

লোকে তাঁর সমাদরও কত্তো। মালেক যে দিন যাত্রা কোরে গৃহের বার হলেন, সেই দিন একটি সরায়েতে কতকগুলি মোসাফেরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তারা কেউ কাশ্মীরে, কেউ কাবুলে চোলেছে, তাই শুনে যুবার মনে ভারি আনন্দ হলো। মালেকের সঙ্গে অনেক পাথেয় ছিল, সেই সাহসে তাদের দলে অনায়াসে মিশে গেলেন। যুবা ধীরে ধীরে তাঁর অভিবাসনার মন্দিরাভিমুখে চোলেছেন, সেখানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব আছে, আমরা এই অবসরে তাঁর সহোদর আমীর জেমলার প্রতি একবার নেত্রপাত করি।

জেমলা কমলার বরপুত্র হোয়ে একাল পর্য্যন্ত রাজকৃপারূপ সূর্য্যের কোমল উত্তাপে রৌদ্র পোয়াচ্ছিলেন, আর রাশি রাশি অর্থ গৃহযাত কোরে আপনার মালখানা ক্রমিক ফাঁপিয়ে তুল্‌ছিলেন। কিন্তু পয়মন্ত ব্যক্তির যে শত্রু নেই, এমন কে কোথায় দেখেছে? জেমলার আকার প্রকার দেখে বিপক্ষেরা আঁচাআঁচি কোত্তে লাগ্‌লো যে, আমীরের রাজসিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য, কিন্তু তাঁর প্রতি মহারাজ কুতুবের অগাধ অনুগ্রহ ছিল, তাই কারও সাধ্য হয় নি যে স্পষ্ট হোয়ে গোলকন্দ রাজের কাছে তাঁর নিন্দা মন্দের কথা বলেন, অনেকের কিন্তু মনে মনে ছিল একবার পতনে পেলেই তাঁরে চেপে ধোর্‌বেন। কাশ্মীরের অধীশ্বর কুতুব রাজকে আহ্বান কোরে পাঠালেন যে, গ্রীষ্মের ক মাস তাঁর সেখানে আমোদ আহ্লাদ করেন। কাশ্মীর অতি মনোহর দেশ। মহারাজ কুতুব জেমলার উপর রাজ্যের ভার দিয়ে অমাত্যবর্গ সঙ্গে লয়ে কাশ্মীরে চোলে গেলেন, সেথানে কিন্তু অতি অল্পকাল মাত্র বাস কোরে বিদায় হোলেন। ফিরে আস্‌বার সময় পীরপঞ্চাল পর্ব্বতের কাছে পৌঁছে, কুতুবের বাসনা হলো যে, সেখানকার প্রসিদ্ধ খ্যাত্যাপন্ন পরম হংসের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন, ঐ পর্ব্বতের শেখর দেশে সেই মহাপুরুষের আশ্রম কুটীর। রাজ

একজন অমাত্যকে আদেশ কোরে বোল্লেন "তুমি গিয়ে সেই যোগিবরকে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ করো যে, মহারাজ কুতুব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন।" এই কথা বোলে কুতুব স্বহস্তে একখানি পত্র লিখ্তে বস্‌লেন। পত্রখানি অমাত্যের হাতে দিয়ে তাপসবরকে তাহা প্রদান কোত্তে অনুমতি কোল্লেন। পারিষদেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝ্তে পাল্লেন। তাঁরা মনে কোল্লেন শ্রীমান নিঃসন্দেহ রাজ্যের ভদ্রাভদ্রের বিষয় যোগিবরকে জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। এইটী স্থির জেনে অমাত্যেরা বিবেচনা কোল্লেন, তবে এই উপযুক্ত সময়, এই অবকাশে জেমলার অতিবাসনার বিষয় রাজাকে অবগত করিয়ে তাঁর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিয়ে দেবেন। একজন ওমরাও পত্রখানি স্বয়ং বহন কোত্তে প্রস্তুত হোলেন। তিনি মনে কোল্লেন যোগিবরকে নিদেন অর্থ কবুল কোরেও রাজাকে চৈতন্য কোরিয়ে দিতে বোল্‌বেন। "একজন বিদেশীর হাতে তাঁর আসন্ন বিপদ।" এই কথা গণনা কোরে বল্‌তে তাঁরে অনুরোধ কার্‌বেন। এই মন্ত্রণার পর ওমরাও পত্র লয়ে চোলে গেলেন। উদাসীনের আশ্রমে প্রবেশ কর্‌বার সময় অমাত্যের অতিশয় ত্রাস হলো, তিনি তখন কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। লোকে যোগিরাজকে বাড়িয়ে বৃহৎ কোরে তুলেছে, পত্রবাহক পরম্পরা শুনেছেন উদাসীন অতি অদ্ভুত, অতি ভয়ানক ব্যক্তি, তাঁর মায়া কেউ বুঝ্তে পারে না, তিনি যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া দেখান, লোকের বুদ্ধি বিবেচনা তার কাছে পরাস্ত হয়। এতাদৃশ অলৌকিক ব্যক্তি তাঁর কথায় মনোযোগ কোর্‌বেন কি না, সামান্য মর্ত্যলোকের ন্যায় তিনি অর্থের প্রয়াসী কি না—এই সকল তর্ক মনে উপস্থিত হোয়ে অমাত্য অনেক চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন, ভাব্‌লেন এ কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে গেলে অদৃষ্টে কি ঘটে বলা যায় না। অনেক ভেবে চিন্তে কুটীরের দরজায় টোকা মাল্লেন, দরজাটি তখন বন্দ ছিল, কারও

উত্তর পেলেন না, পুনরায় ঠুকঠুক কোরে ঘা মাত্তে লাগ্‌লেন, এইবার ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ কোরে দ্বারটি আস্তে আস্তে খুলে গেল, তার্ পরক্ষণেই সেই গিরিবাসী পরমহংস অমাত্যের সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। যোগীর আকৃতি দেখেই তাঁর প্রাণ উড়ে গেল, প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় আড়ষ্ট হোয়ে রইলেন, শেষে অনেক কষ্টে সন্ন্যাসীর স্তব কোল্লেন, কিন্তু কি কথাগুলি বোল্লেন, তা শোনা গেল না, ঠোঁট দুটি নড়ছিল, তাই কেবল দেখা গেল। যোগীর বয়ঃক্রম অনেক হোয়েছে—অতি বৃদ্ধ দশা, দীর্ঘকায়, সাহঙ্কার গম্ভীর মূর্ত্তি, দাড়িটি নিবেট স্থূল, শ্বেত বর্ণ, আলু থালু হোয়ে নাভি পর্য্যন্ত ঝুলে পোড়েছে। চেহারা খানিতে অসভ্য চোয়াড়ের মতন নিষ্ঠুরতার আভাস আছে, আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লে বোধ হয় যোগী অতি দাম্ভিক, অতি নির্দ্দয়। স্কন্ধে পশুচর্ম্ম, কোমরে চর্ম্ম-দলের কোমর বন্ধ, তাতে একখানি লেঙ্গা পেশকবচ বাঁধা রয়েছে, সেখানি ঝক্ মক্ ঝকমক্ কোচ্ছিল, দরজাটা খুলে যেতেই সূর্য্যের তেজ তার উপর পড়াতে অমাত্যের চক্ষের উপর সেখানি আরো চকমক্ চক্‌মক্, কোত্তে লাগল, তাই দেখে তাঁর দ্বিগুণ ভয় হল। অমাত্য আক্ষেপ কোত্তে লাগলেন যে, কি কুকর্ম্মই কোরেছেন; কেন তিনি একলা এখানে মত্তে এলেন? এ দুঃসাহস কেন কোল্লেন? এব্যক্তি অজ্ঞাত পুরুষ, তার মনে কি আছে কে বলতে পারে? যোগীর অনেক বয়স হয়েছে সত্য, কিন্তু চক্ষু দুটি যুবার ন্যায়, সেই রূপ দীর্ঘায়ত, সেইরূপ জলদগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, আর সেইরূপ তীক্ষ্ণ, দেখ্‌লে বোধ হয় যেন মনুষ্যের অন্তর ভেদ কোরে কোথায় কি আছে তাই নিরীক্ষণ কোচ্চে। যোগীর সেই বিরাট মূর্ত্তি দর্শন কোরে ভয়ে অমাত্যের মুখ শুকিয়ে গেল, কণ্ঠ নিরস হল, জিহ্বা আড়ষ্ট হোয়ে রইল। না তাঁর মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি হল, না সেই প্রলম্বাকার ভীম আকৃতির অন্তঃকরণভেদী

তীক্ষ্ণ চক্ষের দিকে একবার সাহস কোরে চেয়ে দেখ্‌তে পাল্লেন। যোগিবর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোলেন, ভাব্‌লেন। যদি কোন প্রয়োজনই নেই, তবে কেন মিথ্যা মিথ্যা গোলমাল কোরে তাঁরে বিরক্ত কোল্লে। কুটীরের দ্বারে একখানি বৃহৎ চৌরস চেটাল পাথরের উপর কতকগুলি মেটে পাত্রে জল রাখা ছিল, সন্ন্যাসী সেই জল দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "ঐ জল আছে, খেয়ে চোলে যাও।" ঐ কটি কথা যোগীরাজের মুখ দিয়ে যখন বার হলো, তাঁর গলার গম্ভীর স্বরের প্রতিধ্বনিতে গিরি-চূড়া, গিরি কন্দর, আর গিরিতল যেন গুমরিতে লাগ্‌ল, বোধ হল যেন ঘন ঘন মেঘ নিনাদের গভীর শব্দ হোচ্ছে। গোলকন্দনাথ যে পত্র পাঠান, অমাত্যের তা স্মরণ ছিল না, এক্ষণে মনে হোয়ে, জামার ভেতর থেকে পত্রখানি বার কোরে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে যোগিবরের হাতে দিলেন, আর যে কারচবের থলীর ভেতর পত্রখানি ছিল, তাতে একটি রাজমোহর ঝুল ছিল, পত্রখানি হাতে দিয়ে সেই মোহরটি দেখালেন। মোহরটি যেমন বড়, তেমনি ভারি, সন্ন্যাসী তাই দেখে চম্‌কে উঠ্‌লেন, কুটীরের দরজাটি আর একটু ফাক কোরে বোল্লেন, "এই ঘরের মধ্যে এসে বসো, কিন্তু কথা কইও না।"

উদাসীন রাজপত্র পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন, অমাত্য বসে আছেন, মনে মনে ভাব্‌ছেন কি কথা বোলে তাঁর সঙ্গে আলাপারম্ভ কোর্‌বেন, সন্ন্যাসীর যেরূপ রুক্ষদৃষ্টি যেরূপ নিষ্ঠুর মূর্ত্তি, তাঁর সঙ্গে কথা কইতেই ভয় হয়। অমাত্যের অনেক ছল কৌশল জানা ছিল, রাজকীয় চক্রের কপট মায়া, ভণ্ড চাতুরী বিস্তর অভ্যাস কোরে ছিলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে তাঁতে এমনি কিছু অনির্ব্বচনীয় ভয়ের পদার্থ আছে যে, তাঁর মূর্ত্তি দেখ্‌লে মুখ খুল্‌তে সাহস হয় না, আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অমাত্যের যদি রাজ্যপদের প্রতি লক্ষ্যও থাক্‌ত, তথাচ তিনি সাহস কোরে

সে কথা, কি তৎসম্বন্ধে অন্য কোন কথা তাঁর কাছে উত্থাপন কত্তে তাঁর ভরসা হতো না, বাস্তবিক অমাত্যের কিছু সে অভিপ্রায় ছিল না, তিনি এক রাজার কর্ম্মচারী মাত্র,সেই ভাবে থেকে দেখ্‌লেন উদাসীন পত্র পাঠ কোচ্চেন, তাই দেখে সেখান থেকে প্রস্থান করবার উদ্‌যোগ কোল্লেন। মোহন্তের পত্র পড়া শেষ হোলে, পত্রখানি ভাঁজ কোরে বোল্লেন "আচ্ছা, তাঁরে আস্‌তে বলো, যেন নিঃশব্দে আসেন, কোন প্রকার গোলমাল না হয়,—এই কথা বোলো।" অমাত্য আর কোন কথার অপেক্ষা না কোরে একেবারে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, যোগীবরকে কতক-গুলি মোহর নজর দিয়ে, সেখান থেকে প্রস্থান কোল্লেন। যোগীবর সে গুলি গ্রহণ কোল্লেন। কতকদূর চোলে এসে অমাত্য মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, উদাসীন যখন এ মোহর গুলি গ্রহণ কোরেছেন, তখন আরও কিছু মোহ-রের লোভ দেখালে হয়ত তাঁর অভিপ্রায়ে সম্মত হতে পারেন, তিনি আপনা আপনি বোল্লেন 'আমিত বড় নির্ব্বোধ, কেন মিথ্যা মিথ্যা ভয় কোচ্চি ? সন্দেহ কর্‌বারি বা আবশ্যক কি ? আবার ফিরে যাই, যে অভি-প্রায় কোরে এসিছি,সে কথা গিয়ে তাঁরে বলি। অমাত্যবর তাই কোল্লেন, খানিক পথ এসে আবার ফিল্লেন, আবার ঠুক্‌ঠুক্ কোরে দরজায় ঘা মাত্তে লাগ্‌লেন, দরজাটি হুড়মুড় কোরে তখনি খুলে গেল, কিন্তু একি ভয়ানক ব্যাপার ! দরজাটা খুলে যেতেই দেখেন,সেই ভয়ঙ্কর পেশ কবচ খানি তাঁর চক্ষের উপর দীপ্তি কোচ্চে, পূর্ব্বে সেখানি যোগীর কোমরে ছিল, এবার তা নয়,দক্ষিণ হস্তে ধোরে উঁচিয়ে রেখেছেন, রাগেতে সন্ন্যাসীর চোক মুখ দিয়ে অগ্নির হল্‌কা বেরুচ্চে, বোধ হল তাঁকে পুনরায় বিরক্ত কোরেছেন বোলে তিনি তত অগ্নি অবতার হোয়েছেন। অমাত্য ভয়ে কোকঁড় হোয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে একটি সেলাম কোরে, গলা কাঁপাতে কাঁপাতে বোল্লেন " ভগবন্ ! মহারাজের মানস যে, অদ্ভুত ভবিষ্যৎ কথা আপনি

ব্যক্ত কর্বেন, তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী হোয়ে কুশলে থাক্বে কি না, সেই কথা তিনি আপনার মুখে শুন্‌তে বাসনা করেন "আচ্ছা, তবে তাঁরে আস্‌তে বলো, তিনি এখানে এলে সে কথা বলবো "এই কথা বোলেই যোগীবর অমাত্যের মুখের উপরেই সজোরে দরজাটি রুদ্ধ কোল্লেন। এই সময় একটা বে-আড়া দম্‌কা হাওয়া উঠে গাছগুলো দোলাতে লাগ্‌ল, তার পর যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি আরম্ভ হোলো। দুর্ভাগ্য অমাত্য ভিজে চাপুর চুপুর হোয়ে রাজ-ছাউনিতে উপস্থিত হোলেন, তাঁরে দেখে তাবতেরি বিস্ময় জ্ঞান হল, তাঁরা সকলে একবাক্যে বলে উঠ্‌লেন, "কই ! এখানে তো বৃষ্টির নাম গন্ধও নেই, এদিকে বিন্দুপাতও হয় নি" সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাতের কি ফল হল, তাই শোন্‌বার নিমিত্ত ওমরাওরা মহা আগ্রহ হোয়ে অমাত্য বরকে ঘেরে দাঁড়ালেন, কিন্তু অমাত্যবর আতঙ্কে আর পথকষ্টে এত অবসন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁর কথা কবার শক্তি ছিল না, তিনি বোল্লেন, "আপনারা এখন যান, আমার ভারি কষ্ট হোয়েছে, একটু সুস্থ হোতে দিন, তার পর সকল কথা শুন্‌তে পাবেন, আপাতত আমারে ধোরে লয়ে আমায় তাঁবুর মধ্যে রেখে এসো, আমার চল্‌বার শক্তি নাই।"

দৈব বিপাকে ওমরাওরা শ্রবণস্পৃহা তৃপ্তি কোত্তে পাল্লেন্ না, কেননা সেই দুর্ভাগ্য অমাত্যের এমনি সাংঘাতিক জ্বর হলো যে, সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়—মৃত্যুকালীন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হোয়েছিল। ছাউনি শুদ্ধ লোক মনে কোল্লে সন্ন্যাসী কি গুণ কোরে অমাত্যকে মেরে ফেলেছে, তাই ওম-রাওরা এক পরামর্শী হয়ে রাজাকে বিস্তর বিনয় কোরে বোল্লেন, তিনি যেন যোগীর আশ্রম কুটীরের ত্রিসীমানায়ও না যান, বরং অন্য পথ দিয়ে গোলকন্দায় ফিরে যাবেন, তথাচ যেন পীর পঞ্চালের পথে গমন না করেন। কুতুব কিন্তু সে কথায় সঙ্কুচিত হলেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা কোল্লেন যে, পরমহংসের সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ কোর্‌বেনি কোর্‌বেন, তাতে

তাঁর অদৃষ্টে যে বিড়ম্বনাই ঘটুক। সকলে নিষেধ কোত্তে লাগ্‌ল বাজা কিন্তু কারও কথা না শুনে, পর দিন হাতীর উপর সোয়ার হোয়ে মহা সমারোহে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেন এর পূর্ব্বে তিনি লোকের মুখে শুনেছেন, তাপসবর কোন প্রকার গোলমাল ভাল বাসেন না. লোকের কলরব শুন্‌লে ভারি বিরক্ত হন, তাতেই কুতুব শক্ত হুকুম দিলেন যে, খবরদার! কেউ যেন কথা না কয়, স্থির নিঃশব্দের প্রতি সকলেরি যেন লক্ষ্য থাকে। রাজা গম্ভীর নীরব-আড়ম্বরে সদল সহিত উদাসীনের কুটীরের পার্শ্বে উপস্থিত হোলেন। যোগীবর বাহিরে এসে ঈষৎ একটু মস্তক নত কোরে কুতুবের সম্ভাষণ কোল্লেন, কুতুবও অল্প শির ঘুরিয়ে যোগীর সমাদর কোল্লেন। তাই দেখে সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো। যোগী কেবল রাজাকেই আহ্বান কোরে কুটীরের অভ্যন্তরে লয়ে গেলেন। সন্ন্যাসীর বিকট অসভ্য চেহারা দেখে অনেকের ইচ্ছা ছিলনা যে, রাজা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করেন, কুতুব অমাত্যদের মুখভঙ্গী দেখে তাঁদের মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, তাঁর মনে কিন্তু কোন শঙ্কা হয় নি, তাই তিনি নির্ভয়ে মোহন্তের সঙ্গে নির্জ্জনে চোলে গেলেন।

রাজা বোল্লেন, ভগবন! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী! আমার রাজ্যের চরম দশা কি হবে সেইটিই আমি জান্‌তে বাসনা করি—আমার সিংহাসন অমাত্যদের রাজভক্তির গুণে স্থির অচল হোয়ে আছে? না তাদের বিশ্বাস-ঘাতী কৃতঘ্নতায় টলমল্ কোচ্ছে—শীঘ্র পতন হবার সম্ভাবনা? আপনি কৃপা কোরে আমার এই সন্দেহটি দূর করুন।”

যোগী তাঁর ক্ষীণমূর্ত্তি উন্নত কোরে বোল্লেন,

“নর রক্তে সিক্ত হবে কুতুবের অসি,
হবে না করিতে রাজ্য সিংহাসনে বসি।”

কুতুব ঐ কটি কথা ভিন্ন সেই অরণ্যবাসী তপস্বীর মুখ দিয়ে আর

একটি কথাও বার কোত্তে পাল্লেন না, যে আশা কোরে সন্ন্যাসীর নিকট গমন করেন, তা সফল না হওয়াতে রাজা বিরক্ত হোয়ে উঠে চোলে এলেন। তপস্বী যে তাঁর প্রস্তাবের স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে কেবল ঘোর ফেরের কথা বলে তাঁরে বিদায় কোরে দেছেন, সে কথা কুতুব অমাত্যদের কাছে প্রকাশ কোল্লেন না, মনে মনে চেপে রাখ্‌লেন। রাজার কেবল কষ্ট পাওয়াই সার হলো, লাভ কিছুই হোলো না। তিনি যখন ফিরে এসে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ কোত্তে যান, সেই সময় দেখ্‌লেন, উদাসীনের কুটীরটি পূর্ব্বে যে রূপ বিবেচনা কোরেছিলেন সে রূপ নয়, তার চেয়ে আরও অনেক লম্বা। নৃপাল বিস্মিত হোয়ে সেই কথাটি পারিষদগণকে যেমন বল্‌বার উপক্রম কোরেছেন, এমন সময় একটি অপূর্ব্ব পদার্থ দর্শন কোরে চিত্র পুতলের ন্যায় সেই স্থানে অবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কেউ যেন শলা দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় কোরে তাঁরে সেই স্থানে পুতে রাখ্‌লে। সন্ন্যাসীর আশ্রম কুটীরের এক পার্শ্বে একটি মোটা গোবদা জানলা ছিল, সেই জানলার কবাট ছুবাল আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে একটি যুবতীর মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল ছটা নৃপতির চক্ষের উপর দপ্ কোরে জ্বলে উঠ্‌ল, জানলাটি তখনি আবার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ হলো। রাজা সেরূপ মুখকমলের প্রফুল্ল রাগ পূর্ব্বে কখন অবলোকন করেন নি, সে চুটি নয়ন জ্যোতির এত তেজ যে, মর্ত্যলোকে তা সহ্য কোত্তে পারে না। রাজার চক্ষু চুটি সেই অবরুদ্ধ জানলার দিকে অবিচল হোয়ে রইল, তিনি মনে কোল্লেন, হয় ত সেই প্রাণ-প্রফুল্লকর চন্দ্রবদনখানি আর একবার দেখ্‌তে পাবেন, কিন্তু কি পরিতাপ! সে জানলাটি চিরকালের জন্যে বন্ধ হোয়েছে, আর কখন তা মুক্ত হবে না। সে নব মুকুলিত প্রফুল্ল মুখের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কেবল পূর্ব্বের মত চতুর্দ্দিকে ঘোর ভয়ঙ্কর জনশূন্য উদাস তরঙ্গ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কুতুব রাজ চমৎকৃত হোয়ে এই কটি কথা বোল্লেন, "উদাসীন

কারে এখানে বন্দী কোরে রেখেছেন ?" এ স্ত্রীরত্নটি কে ? মানবী না অপ্সরা ? অমাত্যেরা শুনে বিস্মিত হোলেন যে, রাজা আপনি আপনি কি বোল্‌ছেন ? কিন্তু তাঁরা ও কথার কোন উত্তর কোল্লেন না, রাজা জিজ্ঞাসা কোল্লেন,চুপ্ কোরে রইলে যে. তোমরা কি কেউ দেখতে পাও নি ? ইন্দ্রপুর থেকে একটি অপ্সরা এসে ঐ জানলাটি একবার উদ্‌ঘাটন কোরেছেন," অমাত্যেরা বল্লেন "ঐ রামকুড়ের মধ্যে অপ্সরা তুল্য রমণী—এ অতি অসম্ভব কথা—এ কথা কখনিই সঙ্গত হোতে পারে না।"

রাজা বোল্লেন, আমি যে বোল্‌ছি,—যথার্থই একটি ষোড়শী স্ত্রী,—এই চক্ষু দুটি তার বিকসিত মুখপদ্ম দর্শন কোরেছে, মুখখানির প্রভা এত উজ্জ্বল যে, তার তেজে আমি অন্ধ হোয়ে গেছি, সুধু অন্ধ নয়, তার প্রতি একবার দৃষ্টি কোবে আমার চক্ষু দুটি পুড়ে ঝল্‌সে গেছে। যে এক দৃষ্টে মধ্যাহ্নিক সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাকে, আমি ঠিক তারি মতন হোয়েছি, যেমন দিক্‌ভ্রান্ত পথিকেরা, কি যেমন ব্যগ্রোন্নত জ্যোতির্বেত্তারা একটি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের ঈষদ্ দীপ্তি কতক্ষণে আর একবার দর্শন কোর্‌বেন, সেই জন্যে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন, আমারও অবিকল তাঁদেরি দশা হোয়েছে, কতক্ষণে আর একবার সেই মদনকান্তির উজ্জ্বল ছবি নিরীক্ষণ কোর্‌ব, তার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হোয়েছে, তোমরা এতে কি পরামর্শ দাও ?" নিকটেই একটি নিম বৃক্ষ ছিল, সিটি বহুকালের, আর বহু দূর প্রসারিত, অমাত্যেরা অনুমতি লয়ে ঐ নিমবৃক্ষের ছায়ায় বোসে কিং কর্ত্তব্য পরামর্শ কোত্তে বস্‌লেন। কুতুব হাতীর পাশে দাঁড়িয়ে সেই অবরুদ্ধ গবাক্ষের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। পারিষদ্‌গণের মনে ভাবি সন্দেহ হলো যে, রাজার বুদ্ধির ব্যতিক্রম জন্মেছে—পাপযোগী তাঁরে ক্ষিপ্ত কোরে তুলেছে, সে কি মায়া জানে, তারি প্রভাবে আমাদের রাজস্বামীর মতিচ্ছন্ন হোয়েছে, যোগী. জাদু কোরে তার জ্ঞান বুদ্ধি হরণ

কোরে রয়েছে, এক্ষণে পরামর্শ কি? কি করা কর্ত্তব্য? যোগীর মায়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি? অমাত্যদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোল্লেন, ভাই! এক যুক্তি আছে—"পাঁচ রকম বোলে কোয়ে রাজাকে বোঝান যাক যে, এ সকল মায়ার খেলা, মায়াতে অভিভূত হোয়ে কেবল ভ্রম দেখ্‌ছেন।" আর এক ব্যক্তি বোল্লেন, "তা নয়, তার চেয়ে আর এক পরামর্শ আছে—রাজ্যসংক্রান্ত তর্ক উঠিয়ে বাদানুবাদ আরম্ভ কোরে দেওয়া যাক।" তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লেন, তার চেয়ে আর এক কাজ কোল্লে ভাল হয়—বাদসাহের মন যাতে প্রফুল্লিত হয়, সেই রূপ একটা খোস গল্প আরম্ভ কোরে দিলে ভাল হয় না? তা হোলে হয় ত সেই আমোদে মেতে যোগীর কুটীরের বিষয় বিস্মৃত হবেন, শেষে ক্রমে তাঁর নষ্ট-জ্ঞান উদ্ধার কোত্তে পার্‌বেন—যেমন ছিলেন, আবার তেমনি হবেন। ওমরাওদের মধ্যে এক জন প্রবীণ বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি বোল্লেন "ভাই রে! তোমরা যে পরামর্শের কথা বোল্‌ছো, সে সকলি ভাল বটে, তার উপর আর কথা নেই সত্য, কিন্তু কি কোরেই বা তাঁরে হাতীর উপর বসান যায়? আর এখান থেকে তাঁকে তফাৎ করা যায়ই বা কি কোরে? তার উপায় কি ঠাওরেছো?" এক ব্যক্তি ঐ কথা শুনে বোল্লেন, "চলুন সকলে গিয়ে রাজাকে বলি, মহারাজ! এখন চলুন, এর পর কোন সময় সেই মনোরমা যুবতীকে বিলাস গৃহে পৌঁছে দেবো প্রতিজ্ঞা কোচ্ছি, রাজধানীতে পৌঁছে রাজকার্য্যের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে একবার প্রবেশ কোল্লে, এ ভ্রম তাঁর কখনই থাকুবে না, সিটি আপনি স্থিরই জান্‌বেন, রাজা দুর্ভাগ্যক্রমে যে কুহকে পোড়ে জ্ঞানশূন্য হোয়েছেন, তখন আর তাঁর সে মায়াবুদ্ধি থাক্‌বে না, সেভাব একেবারে উল্টে যাবে।" সকলেই এই মতে মত দিলেন। রাজার যে বুদ্ধির ভ্রম হোয়েছে, তিনি যে কেবল মায়া দেখ্‌ছেন, এ কথা স্পষ্ট বল্লে, কুতুব যদি বিশ্বাস না করেন, কি প্রত্যয় না যান, তখন তাঁরা ঐ উপায় অবলম্বন কোর্‌বেন,

এই পরামর্শ স্থির হলো। ওমরাওরা এই মন্ত্রণা স্থির কোরে মতিহীন রাজার কাছে উপস্থিত হোলেন। একটি একটি কোরে সকল ওমরাওরা তিন তিন-বার মৃত্তিকার উপর শির নত কোরে উচ্চ নাদে বোল্লেন—"হজরত! আদাব! কুতুব বোল্লেন, "তোমাদের কি পরামর্শ স্থির হলো আমায় বল, তাই শোনবার নিমিত্তে ভারি ব্যস্ত হোয়েছি—বলো তোমাদের কি পরামর্শ স্থির হলো" ওমরাওদের মধ্যে কারুরি ইচ্ছা না যে, আগে কথা কন, সকলেই নীরব হোয়ে রইলেন। কারও মুখে বাক্য নাই, চতুর্দ্দিকে যেন উদাসের তরঙ্গ খেল্‌তে লাগ্‌ল। রাজা বোল্লেন, "কি! তোমরা কি কিছুই স্থির কোত্তে পারো নি?" তোরা এই মুখে রাজমন্ত্রী বোলিয়ে বেড়াস! তোদের কি লজ্জা নাই? আপনা আপনি ঘৃণা হয় না? নাদান মূর্খ? হায়! এ সময় যদি আমীর জেমলা সঙ্গে থাক্‌ত! জেমলার নাম শুন্‌তেই সেই প্রাচীন ওমরাও, যাঁর কথা পূর্ব্বে বলা হোয়েছে, মহারাগত হোয়ে সব প্রথম কথা কোয়ে সকলের নির্ব্বাকব্রত ভঙ্গ কোল্লেন, তিনি বোল্লেন, "হজরত! গোলাম যোড় হাত কোচ্ছে, হুজুর ক্ষান্ত হোন, নিবেদন কোচ্ছি, অবধান করুন, আমরা স্থির সিদ্ধান্ত কোরেছি হুজুরের মতি ভ্রান্তি হয়েছে, বুদ্ধির প্রমাদ জন্মেছে, আপনি সকলি আকাশ কুসুম দেখ্‌ছেন, হুজুর যে রূপ রূপলাবণ্যের কথা বোল্‌ছেন, সেরূপ চারু মোহিনী যোগীর কুটীর মধ্যে বিদ্যমান নাই।"

বৃদ্ধের মুখে ঐ কথা শুনে, কুতুব ক্রোধে কালাবতার হোলেন, তলয়ার খানি কোমর থেকে বারকোরে বোল্লেন, "তুই যদি বৃদ্ধ না হোতিস্, তোর চুল যদি শ্বেতবর্ণ না হতো, তবে এই তলোয়ার বুকে" এই সময় সেই ফকিরের বিকট লোল চেহারা গবাক্ষের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে পোড়েছে রাজা দেখ্‌তে পেলেন, তিনি এ পর্য্যন্ত সেই জানলার দিকেই এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন, তাই দেখেই যোগীর কথাগুলি কুতুবের স্মরণ পথে.

উপস্থিত হলো। তিনি তখন সেই খুনোদ্যত তলোয়ার খানি গেলাপের মধ্যে ঢেকে পুনরায় কোমরে বেঁধে রাখ্লেন, তার পরক্ষণেই যোগীর মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হলো। কুতুব কিন্তু সেই জানলার দিকেই চেয়ে ছিলেন, তাঁর ভারি বিস্ময় জন্মিল যে, সেই এক গবাক্ষের পথে পরস্পর ঘোর বিসম্বাদী দুই প্রকার চেহারা দেখ্তে পেলেন !

ওমরাওদের মধ্যে এক ব্যক্তি একপদ অগ্রবর্ত্তী হোয়ে বোল্লেন, "হুজুর ! প্রাচীন ওমরাওর কথা শুনে রাজহৃদয়ে ক্রোধানল জ্বালবেন না, আপনার অন্তর যেন নৈরাশে গ্রাস না করে, শৈলসুন্দরীর বিষয়ে নিরুৎসাহ হবেন না, তাঁর প্রতি যে রাজকৃপা হয়েছে, সেটি তার শ্লাঘার বিষয়। এর পর কোন কৌশল কোরে সেই পঙ্কজনয়নাকে রাজঅন্তঃপুরে উপস্থিত করা যাবে। সম্প্রতি রাজধানীতে গমন কোল্লে ভাল হয় না ? সেখানে পৌঁছে অনেক দুজন বিশ্বস্ত লোকের উপর ঐ কর্ম্মের ভার দিয়ে কুটিরআশ্রমে পাঠান যাবে,তা হলে কারুর মনে কোন সন্দেহ হোতে পার্বে না, কেউ জান্তে পারবে না যে, আমাদের অভিপ্রায় কি ? কুতুব শুনে বল্লেন "তুমি বিজ্ঞের মত কথা বোলেছো, তবে চলো এখন আমরা প্রস্থান করি। রাজহস্তী হুকুম আমল করবার চির পরিচিত সঙ্কেত কথা শুনে হাঁটুপেতে নৃপালকে পিঠের উপর বসালে, কুতুব মহা ধূমধামের সহিত শনৈ শনৈ অগ্রসর হোতে লাগ্লেন, পারিষদেরা বাদশাহকে কৌতুকী করবার নিমিত্ত নানা প্রকার বেল্লীক গল্প সুরু কোরে দিলেন, কুতুবের কাণে কিন্তু তার এক কথাও প্রবেশ করেনি, তিনি আপনার ধ্যানেই ভোর হোয়েছিলেন। সকলে ছাউনিতে পৌঁছিলে রাজার সম্মানার্থে তোপধ্বনি হল, অনেকক্ষণ ধোরে ক্রমিক বন্দুকের আওয়াজ হোতে লাগ্ল। রাজ সভার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী মাত্রে কুতুবের সমভিব্যাহারে এসেছিলেন, তদ্ভিন্ন ৬০০০ লস্কর তাঁর সঙ্গে ছিল।

রাজার আর দুদিন বিলম্ব সইল না—ছাউনিতে এসেই স্থির কোল্লেন একটি হাতী সুসজ্জিত কোরে, জনকযেক লোক সঙ্গে দিয়ে পীরপঞ্চাল পর্ব্বতের উপর পাঠান হোক, ঐ লোকের হাতে বাদশাহ স্বয়ং উদাসীনের নামে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখে দিলেন যে, সেই পত্র পাবামাত্রেই যোগী-বর গলকন্দার রাজছাউনিতে উপস্থিত হন, যে হেতু রাজার একান্ত বাসনা যে, তিনি তাঁরে সৎপরামর্শ আর সৎউপদেশ প্রদান কোরে চরিতার্থ করেন। পীরপঞ্চাল পর্ব্বত গলকন্দ রাজ্যের অন্তর্গত নয়, সুতরাং রাজ-ব্যবস্থা অনুসারে যোগীরাজের উপর কুতুব হঠাৎ কোন হুকুমজারী কোত্তে পারেন না, না তাঁর উপর বল প্রকাশ কোত্তে পারেন, তাও পারেন না। বিশেষত যোগীরাজের সাধু চরিত্রের গুণে অত্যন্ত পবিত্রখ্যাতি আছে, প্রতিবেশী রাজারা তাঁরে অভয় আশ্রয় দিয়ে নিকটে রেখে-ছেন, কুতুব কি ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি জবরদস্তি কোত্তে সাহস করেন? তবে যে স্থলে বল প্রকাশ করবার ক্ষমতা হলো না, সে স্থলে চাতুরীর আশ্রয় লওয়াই আবশ্যক হলো। পরমহংসকে একবার দরবারে এনে আটক কোত্তে পাল্লে হয়, তার পর গূঢ় পুরুষ নিযুক্ত কোরে তাঁর কুটীর অভিমুখে পাঠান হবে, তাদের এই কথা শিখিয়ে দেওয়া যাবে যে, তারা যেন সেই গিরিসুন্দরীকে চুপে চুপে ধোরে লয়ে গলকন্দার রাজ-ধানী সেই বাগ্‌নগরে নিয়ে উপস্থিত করে। সেখানে যুবতীর সমাদরের নিমিত্ত বিলাসমন্দিরের মধ্যে স্থান প্রস্তুত কোরে রাখা হবে। কুতুবের দরবারেতে এই পরামর্শ স্থির হল। এদিকে যোগীবর রাজদর্শনে বেরু-লেন। বাদশাহ সদৃশ ব্যক্তি তাঁর পরামর্শের প্রার্থিত হোয়ে অনেক স্তুতি মিনতি কোরে লিখে পাঠিয়েছেন, সেই আহ্লাদেই হোক্, কি, বাদশাহ কেন ডেকেছেন, এত কি তাঁর প্রয়োজন হোয়েছে, যাই না কেন, একবার দেখেই আসি ব্যাপারটা কি? এই কৌতুহল তৃপ্তির জন্যই হোক—

তা যে জন্যেই হোক, ফলে যোগিরাজ পত্র পেয়েই হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ কোরে ছাউনিতে চোলে গেলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে যেমন তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বেন, অমনি তোপধ্বনি হলো, ঐ তোপের দুটি অর্থ—যোগীর সম্মান করাও হলো, আবার প্রণিধিদিগকে সঙ্কেত কোরে বোলে দেওয়াও হলো যে, "তোমরা এই শুভ অবসরে সেই গিরিদেশে যাত্রা করো।"

একখানি ডুলি কাপড় দিয়ে ঘেরে, কতকগুলি মুস্কমুস্ক শণ্ডা বেহারার ঘাড়ে দিয়ে, সেই গিরিশিখরে পাঠান হলো, তাদের সঙ্গে তিনজন গুপ্তপুরুষ গেল, তাদের কাট্‌খোট্টার মতন গোঁয়ারে গোঁয়ারে চেহারা, তাই দেখেই হোক, কি, যে কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্যে তারা নিযুক্ত হোয়েছে, তাতে তারা বিখ্যাত কৃতকর্ম্মা—সেই জন্যেই হোক, ফলে তাদের বেছে বেছে একাজের উপযুক্ত দেখে পাঠান হোয়েছিল। যত শীঘ্র পাল্লে, অনুচরেরা যোগীর আশ্রমে উপনীত হলো। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার সময় কোন প্রকার ধূম্‌ধাম, কি গোলমাল না কোরে, আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ভিতরে চোলে গেল। মুহূর্ত্তকাল এদিক সেদিক তল্লাস কোরে একটা স্থূল গোব্‌দা দরজা দেখ্‌তে পেলে, দরজাটি হাত দিয়ে ঠেলাতে খুলে গিয়ে একটি চতুষ্কোণ কামরা বেরিয়ে পোড়্‌ল, তার মধ্যে প্রবেশ কোরে দেখে, একটি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি শুয়ে আছে, অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে—ইনিই গোলকন্দারাজের মন চুরি কোরেছেন। অনুচরেদের জ্ঞান হল যেন একটি পরী শুয়ে আছে, তারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুবতীর চারুছবি দর্শন কোরে চক্ষের সার্থকতা কোত্তে লাগ্‌ল, দেখ্‌লে সুন্দরীর ম্লানবদনখানি জ্যোতিঃপ্রফুল্লিত করপল্লবের উপর আশ্রয় কোরে রয়েছে, মন্দমন্দ বেগে নিশ্বাস পোড়্‌ছে, আরক্তিম অধর বেড়ে মৃদু মৃদু হাসি নৃত্য কোচ্ছে, অনুচরেরা ত পার্ব্বতীয় চোয়াড়, স্বভাবত অতি নিষ্ঠুর, কিন্তু তাদেরও হৃদয় ভত কঠিন

নয় যে, সেই নিক্কণকণ্ঠ নিরীহ স্ত্রীলোকটির আনন্দময় পবিত্র বিরাম ভঙ্গ করে। যুবতীর কোমল নিদ্রার বিঘ্ন জন্মাতে তাদের সাহস হলো না, তারা একটু সোরে তফাতে গিয়ে সুন্দরীর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা কোত্তে লাগ্‌লে। একটু পরে যুবতী পাশ মোড়া দিয়ে জাগ্‌লেন, অম্‌নি রাজপুরুষেরা ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লো, সুন্দরী তাই দেখে তাড়াতাড়ি একখানি আলম্বিত রক্তবর্ণের ঘোম্‌টায় মুখখানি ঢেকে হতাশ হোয়ে ঘোর চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। অনুচরেদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোল্লে, "বিবি! ভয় কি? আমরা তোমার অনিষ্ট কোত্তে এসিনি, তুমি আঁস্তাকুড়ের মতন একটা কুস্থানে বাস কোচ্চো, তাই এখান থেকে উঠিয়ে তোমার উপযুক্ত একটি মনোহর শোভাময় রাজাট্টালিকায় লয়ে যাব—আমরা সেই জন্যে এসেছি—"এই কথা বোলে সে ব্যক্তি তার খাটাগুণ্ড হাত দিয়ে যুবতীর মধুর লাবণ্যময়ী শরীর বেড়দিয়ে রাখ্‌লে, তাই দেখে সুন্দরী চকিত হোয়ে পুনর্ব্বার ঘোর চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন—এ চীৎকার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও হৃদয়ভেদী। এই সময় আর একজন দুরাত্মা অগ্রসর হলো, এখন দুজনে ধরাধরি কোরে চারু বালাকে কুটীরের বাইরে লয়ে এলো, সুন্দরী তাদের হাতের উপর মোহ গিয়ে অজ্ঞান হলেন। কত আছড়া আছড়ি, চেঁচাচেচি কোত্তে লাগ্‌লেন, দুর্জ্জনেরা তা গ্রাহ্যও কোল্লে না, তাঁর চেঁচানি কাত্‌রানি তারা কাণেও ঠাঁই দিলে না। একটু দূরে, পর্ব্বতের ঢালুতে ডুলীখানা রেখে এসেছিল, তাড়াতাড়ি সেই ডুলীর কাছে লয়ে চল্লো, তারা তখন মনে কোল্লে, "আর ভয় কারে? মাল হাতের মধ্যে এসেছে।" এই সময় তিন জন সোয়ার সেই হতভাগিনী যুবতীর হৃদয় বিদারক চীৎকার ধ্বনি শুন্‌তে পেয়ে, ঐ স্থানে উপস্থিত হলো। তারা তখনি ঘোড়া থেকে নেবেই তলোয়ার খুলে দাঁড়াল, চোয়াড় বদ্‌মাসেদের ডেকে বোল্লে, "স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দে।" দুরাত্মারা ঐ কথা শুনে তারাও তলোয়ার লয়ে দাঁড়াল,

গোলকন্দ রাজার দোহাই দিয়ে সেই হঠাৎ উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে বল্লে "তোরা কে? এখানথেকে চোলে যা, দূর হ, নচেৎ এই গোঁয়া-রতামির জন্যে প্রাণটি এইখানে রেখে যেতে হবে।" এদিকে, "আমাকে রক্ষা কর গো! আমাকে বাঁচাও গো! তোমরা দয়া কোরে ডাকাতদের হাত থেকে আমায় পরিত্রাণ করো গো! এরা আমার ধর্ম্ম খেতে, আমার জাত খেতে বোসেছে।" এইরূপ বিলাপ কোরে গিরিসুন্দরী রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন। আগন্তুক ব্যক্তিদের মধ্যে যে, সকলের আগে দাঁড়িয়েছিল, সে চেঁচিয়ে বল্লে, "আমার এই বাহুর যদি বিক্রম থাকে, আর আমার এই পারসী তলোয়ারের যদি তেজ থাকে, তুমি যেই হও, তোমাকে আমরা রক্ষা কোর্‌ব।" বদমাসেদের প্রতি চেয়ে, "ওরে নরাধম পাপিষ্ঠ! আয়! এগিয়ে আয়! দেখি তোর হিন্দুস্থানের তলোয়ারের কত বিক্রম" রাজানু-চরেরা তখন বেহারাদের হস্তে যুবতীকে সমর্পণ কোরে যুদ্ধারম্ভ কোল্লে। বেহারাদের মধ্যে কারুরি অস্ত্র ছিল না।

তিনজন হিন্দুস্থানী মরিয়ার মতন উন্মত্ত হোয়ে লড়াই কোত্তে সুরু কোল্লে। পারসী তিনজন প্রশান্ত মূর্ত্তিতে, ধীরসুস্থির চিত্তে, অতি সাব-ধান হোয়ে আঘাত নিবারণে প্রবৃত্ত হল। পারসীরা প্রথমত হিন্দুস্থানী-দের প্রতি প্রতি-প্রহার কর্‌বার প্রয়াস না কোরে, কেবল আপনাদের শরীর বাঁচিয়ে শত্রুপক্ষের তলোয়ারের চোট্ নিষ্ফল কোত্তে লাগ্‌ল, এই কৌশল উপলক্ষে পারসীরা এত চতুরতা প্রকাশ কোল্লে যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পক্ষেই এক ফোটা রক্তপাত হতে পারি নি। ধূর্ত্তপারসী-দের বেশ জানা ছিল যে, প্রথম উদ্যমে মত্ত না হোয়ে আপনা বাঁচিয়ে চোল্লে, রণোন্মত্ত হিন্দুস্থানীরা শীঘ্র অবসন্ন হোয়ে পোড়্‌বে, তখন তাদের বল শক্তিও থাক্‌বে না, উৎসাহও থাক্‌বে না যে, স্থির হোয়ে অধিকক্ষণ লড়াই কোর্‌বে, শেষে সেইটিই সত্য হলো—হিন্দুস্থানীদের স্থূল পীবর

তলোয়ারের সতেজ প্রবল প্রহার অপ্রমত্ত পারসীরা সুপরীক্ষিত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে নিবারণ কোত্তে লাগ্‌ল। হিন্দুস্থানী শত্রুপক্ষেরা বেতালা ভীমরব কোরে যত অস্ফালন করে, পারসীবীরপুরুষেরা কেবল মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে উপহাস কোরে উড়িয়ে দেয়। হয় গিরি দেশে ঘন ঘন ঝড় বৃষ্টি হয়ে থাকে, এইরূপ নিয়ম চিরকালই চোলে আস্‌চে, নয় যোগিবর যে কথা প্রচার কোরে দেছেন তাই সত্য হবে, অর্থাৎ এই গিরিদেশে অতিরিক্ত চেঁচাচেঁচি বা সোরসার হোলে, ঝড় বৃষ্টি সেদিন হবেই হবে, সে স্থির কথা, অন্যথা হবার নয়। এই দুই কথার মধ্যে কোন্ কথা সত্য, আমরা পাঠকমহাশয়ের উপর ভার দিলেম, তিনি তা স্থির কোরে লবেন। ফলে ঐ পারসী আর হিন্দুস্থানীতে যে ঘোর লড়াই উপস্থিত হয়, তাহার অবসান হবার অনেক পূর্ব্বে যে, ঘোরতর ঘটা কোরে বৃষ্টি আর ঝড়ের তুফান আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা মিথ্যা নয়—ঘোর প্রবাহে বৃষ্টিপাত হতে লাগ্‌ল, আবার তেমনি বেগে ঝড়ের স্রোত চল্‌তে লাগ্‌ল। এক একটা দমকা বাতাস এসে হুঁ হুঁ গোঁগোঁ শব্দে গিরিজাত বৃক্ষ, লতা ভেঙ্গে ছিঁড়ে একটাল কোরে ফেল্লে, গিরিদেশ ছিন্নভিন্ন হোয়েগেল। পাহাড়তল ভিজে পেছল হল। হিন্দুস্থানীদের ভারি অসুবিধা হয়ে পোড়্‌ল, তারা আপন আপন পা ঠিক রাখ্‌তে পাচ্ছিল না, সোরে সোরে যেতে লাগ্‌ল। পারসীরা উচ্চস্থানে ছিল, সেটি তাদের পক্ষে মঙ্গল হয়ে দাঁড়াল। হিন্দুস্থানীদের বল বিক্রম ক্রমে ক্ষীণ হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, ক্রমে তারা ক্লান্ত হোয়ে পোড়্‌ল, স্থির হোয়ে যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে ভার হয়ে উঠ্‌ল, ক্রমে তাদের লম্ফ ঝম্ফ বিকট দম্ভ ফুরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। এ যুদ্ধে শেষে যে ফল দাঁড়াবে বেহারারা পূর্ব্বাহ্নে তা বুঝতে পেরে, সেই যুবতীকে ধোরে লয়ে পাহাড়ের নীচে চোলে গেল। পারসীরা এক্ষণে ভারি ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়্‌ল, সেই দুর্ভাগা পঙ্কজ-নয়নার হৃদয়-

ঘাতী চীৎকার ধ্বনিতে তাদের কর্ণ বধির হোতে লাগ্‌ল, কিন্তু কি করে, বিপক্ষদের ছেড়েও বেহারাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে পারে না। কিন্তু পারসীরা দেখ্‌লে হিন্দুস্থানীদের বল বীর্য্য ফুরিয়ে এসেছে, একজন ত মৃত্তিকায় পোড়ে রক্তের তরঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক্ষণে আর সংখ্যাতেও সমান সমান নেই, বাকী দুজন হিন্দুস্থানী তিন জন পারসীর সঙ্গে সমকক্ষ হোয়ে কতক্ষণ যুঝ্‌তে পার্‌বে? তারাও ক্রমে ক্ষীণ হোয়ে পোড়্‌ল। পারসী যুবারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে লয়ে, হাতে পায়ে বেঁধে ফেল্লে, বেঁধেই ডুলীর পেছনে পেছনে, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল, বেহারারা তখন একটি অতলস্পর্শ গহ্বরের ধারে ডুলীখানি রেখে বসে আছে, দেখ্‌লে যে, পারসী তিনজন হন হন কোরে তাদের দিকে চোলে আস্চে, তাই দেখে তারা মরিবক্তি কোরে চেঁচিয়ে বোল্লে, "আমাদের ছেড়ে দাও, প্রাণে মেরো না, নচেৎ, দোহাই ঈশ্বরের, ডুলীসুদ্ধ বিবিকে নীচে ফেলে দেবো।" এই কথা বোলেই তারা যেন ডুলী সমেত বিবিকে গহ্বরের ভেতর ফেলে দেয়, এইরূপ ভঙ্গী কোরে দাঁড়ালে, তাই দেখে পারসীরা শপথ পূর্ব্বক মহা কিরে দিব্যি করে বল্লে, "না আমরা তোদের প্রাণবধ কোরব না, ভয় নেই, তোরা ডুলী রেখে চোলে যা।" তার পরক্ষণেই সেই স্ত্রীলোকটি তাদের পায়ের উপর এসে পোড়্‌লেন, তাঁরা যে সময়মত উপস্থিত হোয়ে এই ভুবন বিখ্যাত মহৎ উপকার কোল্লেন, তার জন্য যুবতী ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদ কোরে তাঁদের আপ্লাবিত কোত্তে লাগ্‌লেন। এর পূর্ব্বে নাকি অবগুণ্ঠনটি তাড়াতাড়ি অসাবধান পূর্ব্বক মুখের উপর ঝাঁপে দেওয়া হয়, তাই সুন্দরী যখন উঠে দাঁড়ালেন, ঘোমটাটি খোসে পোড়ে গিয়ে একটি যেন পরীর মূর্ত্তি বেরিয়ে পোড়্‌ল, সে চন্দ্রবদনের নির্ম্মল কান্তি একবার দর্শন কোল্লে, আর তা কদাচ বিস্মৃত হওয়া যায় না।

কুতুবরাজের অনুচরেদের হাত থেকে যিনি সেই গিরিসুন্দরীকে মুক্ত

কোল্লেন্, তিনি কে ? কার্ কাছে সেই রমণীরত্নটি পরিত্রাণ রূপ ঋণে আবদ্ধ হোলেন্ এ কথা পাঠক মহোদয় আমাদের জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, সেটা খুব সম্ভাবনা বটে। সে দুঃসাহসী পুরুষ অন্য কেউ নয়, তিনি বীর মূর্ত্তি মালেক, এক্ষণে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, সঙ্গে দুজন সহচর, কাশ্মীর হোয়ে গোলকন্দায় চোলেছেন। সেই গিরিবাসিনী পদ্মিনীর কুসুম কান্তির চারুছটা, আর তার কোকিলকণ্ঠ-নিন্দিত অমিয় কণ্ঠস্বর মালেকের অন্তঃকরণে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে প্রণয়ানল প্রজ্বলিত কোরে দিলে। যুবা সুন্দরীকে প্রিয়সম্বোধন কোরে, সস্নেহ বচনে বোল্লেন, "রমণীরত্ন! বিধাতাই আমাদের সাধুবাদের ভাজন, তিনিই আপনার বিপৎকালে আমাদিগকে এই স্থানে উপস্থিত করেছেন। রমণীরত্ন! আমি আপনারে বিনয় কোরে বোল্‌ছি, আপনার কি অনুমতি হয়, আজ্ঞা করুন, আপনি যেখানে বোল্‌বেন, সেইখানে লয়ে যাব।" রমণী তদুত্তরে বোল্লেন, "হে মহাপুরুষ! আপনি দেবতুল্য মহাত্মা, যোগীর আশ্রম কুটীর পর্য্যন্তই আমার বাসনা, সেই কুটীর থেকেই চোয়াড়েরা আমায় টেনে ছিঁড়ে হিঁছ্‌ড়ে বার কোরেছে, আমায় সেইখানেই পৌঁছে দিন। আর যে পর্য্যন্ত সেই যোগিবর আপনার আশ্রমে ফিরে না আসেন, সে পর্য্যন্ত আপনি প্রহরী হোয়ে আমায় পরিরক্ষণ করুন।" মালেক বোল্লেন, "তা অবশ্য কোর্‌বো, তবে আপনি ডুলীর মধ্যে প্রবেশ করুন—আমি আপনাকে রক্ষা কোর্‌বো, কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকুন।" বেহারারা সেই ডুলী লয়ে পর্ব্বতের উপর উঠ্‌ল, সেই অমিয় কমল কুমারী কুটীরে পৌঁছে আপনার পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র কক্ষে প্রবেশ কোল্লেন, মালেক আর তার সহচর দুজন কুটীরের বাইরে চৌকী দিতে লাগ্‌লেন।

রাজানুচরেদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধরাশায়ী হোয়েছিল, তাকে আর পুনরায় গাত্রোত্থান কোত্তে হলো না, বাকী দুজন অস্ত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ

ক্ষত বিক্ষত হোয়ে, বিশেষত অতিরিক্ত রক্তপাত হইবায় নির্জীব প্রায় হয়ে, মাটিতে পোড়ে কেবল গোঁ গোঁ শব্দে গোঙাতে লাগ্‌ল, মালেক তাদের ক্ষতগুলি ধুয়ে পরিষ্কার কোরে বেঁধে দিলেন, নিকট থেকে জল এনে দিলেন, তারা তা পান কোল্লে. শেষে বৃক্ষের শীতল ছায়াতলে পত্রের শয্যা কোরে, তার উপর তাদের শুইয়ে রাখ্‌লেন। মালেকের এখন আহ্লাদ হলো যে, তিনি জন্মভূমি আরবিস্থান পরিত্যাগ কোরে এসে, এই একটি মহা উপকার কোরে জন্ম সার্থক কোল্লেন। যুবা মনে মনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি যদি সেই লোক-অপরিচিত অপ্রসিদ্ধ দেশে জীবন শেষ কোরে মৃত্তিকায় বিলুপ্ত হোতেম, তবে এ অনাথাকে কখনই উদ্ধার কোত্তে পাত্তেম না, তবে কখনই সেই ভুবনমোহিনীর কান্তিরূপ সূর্য্য আমার উপর বিমল জ্যোতি বিকাশ কোত্তে পাত্তো না। আমাকে ভাগ্যবান পুরুষ বোল্‌তে হবে, আমার যদি তাবৎ আয়াস, তাবৎ যত্ন এইরূপে সফল হয়, তবে যে কি শুভক্ষণেই আমি হিন্দুস্থানে প্রবেশ কোরেছিলেম, তা একমুখে বোলে উঠ্‌তে পারিনে, কি বোলে যে সে মঙ্গলময় শুভ সময়ের স্তবস্তুতি কোর্‌বো তাও বল্‌তে পারিনে।"

এই ঘটনাটি হোয়ে অবধি মালেকের মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, তাঁর জন্মের সময় আচার্য্যেরা যাহা গণনা করেন. সে সকলি মিথ্যা, তাঁদের নিতান্ত ভ্রান্তি হোয়েছিল। "আমার ভাবি সুখসম্পদের গ্রহদেবী এই সামান্য বন্য কুটীর মধ্যে বাস কোচ্ছেন, এই জনশূন্য উদাস স্থান নিবিড় মেঘ হোয়ে দেবীকে ঘোর কৃষ্ণ আবরণে ঢেকে রেখেছে, এক্ষণে যত্ন কোরে তাঁকে মেঘনির্ম্মুক্ত করাই আমার কার্য্য।" এই কথাগুলি মালেক বড় বড় কোরে বোল্লেন, তার পর ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, "কে সে অজ্ঞাত বর্ণচোরা যোগী? কে সে ব্যক্তি? কে এমন অমূল্য নিধিকে, এমন নির্ম্মল পবিত্র রত্নকে ছাপিয়ে রেখেছে? কারও চক্ষুর্গোচর হতে দিচ্ছে না।"

সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া স্তূপাকার হোয়ে সত্বরে চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হল, অচল গভীর কুজ্ঝটিকায় গিরিপুর পরিব্যাপ্ত হল। বায়ু প্রবাহ অমুচ্চ সন্ সন্ শব্দে, মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হোচ্ছে, রাত্রবাসের নিমিত্ত বিশ্বস্ত পারসীরা ঐস্থানে অবস্থিতি কোল্লেন, তাদের মস্তক উপর বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপল্লবের অল্প অল্প মর্ মর্ শব্দ হোচ্ছে। মালেক লেঙ্গা তলোয়ার ঝুলিয়ে কুটীরদ্বারে প্রহরিতা কোচ্ছেন, তাঁর একজন সহচর আহতদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন সহচর কুটীরের পশ্চাৎ দিকে টৌলিয়ে বেড়াচ্ছে, একবার সে মুড় থেকে এ মুড়য় আশ্চে, আবার এ মুড় থেকে সে মুড়য় যাচ্চে। চন্দ্রমা মাঝে মাঝে আপনার শ্বেতকান্তি পরাজিত-হিন্দুস্থানীদের মুখমণ্ডলের উপর পুর্ণবর্ষণ কোচ্ছে, তারা তৎকালীন বৃক্ষের গাত্র ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়ী হোয়ে আছে, স্কন্ধের আর ললাটের বিকটদর্শন ক্ষতগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে হঠাৎ একবার একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ সঞ্চালিত হোয়ে রজনীনাথের রজত ছটা ঢেকে ফেল্লে, আবার সমুদয় গিরিদেশ অভেদ্য গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল, আবার সে মেঘখানি সোরে গিয়ে প্রকৃতির সহাস্য মূর্ত্তি প্রস্ফুটিত হোতে লাগ্‌ল। হস্ত পদাদি সমুদয় শরীর শিতে যেন জল হোয়ে যাচ্চে, তার উপর কোয়াশার ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে পারসী প্রহরীদের সর্ব্বাঙ্গ অবশ হোচ্ছে। কতক্ষণে রাত্র শেষ হোয়ে প্রভাত সূর্য্যের কোমল উত্তাপে শরীর উত্তপ্ত কোর্‌বে, তারা কেবল সেই চিন্তা কোত্তে লাগ্‌ল। মধ্যে মধ্যে এক একবার একটা হাওয়া উঠে, মেঘগুলি ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে চারদিকে ছোড়িয়ে পোড়্‌ছে, বড় বড় বৃক্ষের শাখা ও পত্রদলের মধ্য দিয়ে শশধরের ধবল কান্তি অতি প্রসন্নভাবে দেখা যেতে লাগ্‌ল। এক্ষণে রাত্র দ্বিপ্রহর। মালেক দেখ্‌লেন একটি আকৃতি অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পার্ব্বতীয় পথ দিয়ে কুটীর অভিমুখে আশ্চে, যে ব্যক্তি আঘাতী ব্যক্তিদের নিকট দাঁড়িয়েছিল, সে

ব্যক্তিও ঐ আকৃতিটি দেখ্‌তে পেলে,সে দেখেই,"আল্লা! হো আল্লা!" এই বোলে চীৎকার কোরে উঠল, চীৎকার কোরেই ভয়ে নিস্তব্ধ হল। মালেক সাহসিক ছিলেন বটে, কিন্তু উপদেবতার ভয় কোত্তেন, সে কুসংস্কার থেকে তিনি বিমুক্ত ছিলেন না। মালেক আকৃতিটির ধীর গম্ভীর চলন দেখে একবার মাত্র মনে কোল্লেন, "এ আকৃতিটি হয়ত লোকান্তর হতে আগমন কোচ্চে, এ দেহের নিবাস এ মর্ত্ত্যলোকে নয়।" চন্দ্রমার উজ্জ্বল শ্বেত কান্তি মালেকের তলোয়ারের উপর পোড়েছে,তলোয়ারখানা ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক কোচ্ছে, তাই দেখে আকৃতিটির গতি খানিকক্ষণ স্থগিত হল, এগিয়ে আশ্‌ছিল, থমকিয়ে দাঁড়াল, একটু দাঁড়িয়ে আবার তখনি কিন্তু অগ্রসর হোতে লাগল। প্রহরী-মালেক তাই দেখে আস্ফালন কোরে উচ্চ রবে বোল্লেন, "কে তুমি এদিকে আশ্‌চো?" তদুত্তরে সেই দেহটি বোল্লে, "কে এ কথা জিজ্ঞাসা করে?" যেরূপ ঘোর গভীর শব্দে ঐ কথাগুলি নিনাদিত হল, তাতে অমানুষেরি কণ্ঠস্বরের ন্যায় জ্ঞান হতে লাগ্‌ল, মালেক ভীত হোলেন, হঠাৎ পুনরুত্তর না দিয়ে, একটু সন্দিহান হোয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু তার পরেই সাহসের উপর নির্ভর কোরে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "আমি দুর্ব্বলের রক্ষক, শত্রুপীড়িত ব্যক্তির আশ্রয়-দাতা, এবং দীন দুঃখীদিগের বান্ধব। যিনি এই কুটীরের স্বামী, তাঁকেই কেবল আমার এই পদের ভার সমর্পণ কোরব।"

দেহটি বল্লে, "তবে এক্ষণে তুমি সমর্পণ করো, কুটীর স্বামী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মূর্ত্তিটী ক্রমে এগিয়ে এসে এই উক্তি কোল্লেন, "এই শম্বুকের মধ্যে যে বত্ন ছিল, তারে টেনে ছিঁড়ে বার কোরে নিয়ে গেছে, এখন কেবল দীনের ন্যায় অনাথ হোয়ে আধারটি পোড়ে আছে, তবে আর তোমরা কেন বৃথা চৌকী দিচ্ছো?"

মালেক বোল্লেন, "হে পূজ্যপাদ যোগিবর! আপনি যার ভয়

কোচ্ছেন, সেটি ঘটে নি, রত্নটি সাজীর মধ্যেই আছে, হয় না হয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে স্বচক্ষে দর্শন করুন, তখন বিশ্বাস হবে।”

“তুমি আশ্চর্য্য কথা বোল্‌ছো! এই কুটীর মধ্যে সে রত্নটি নির্ব্বিঘ্নে আছে? হে মহাত্মাবর যুবা! এই বৃদ্ধ তোমায় আশীর্ব্বাদ কোচ্ছে গ্রহণ করুন, আপনি কে আমায় বলুন? আপনার কথাগুলিতে যেন গৌরব মাখা, তাতে যেন মহত্ত্ব ভরা রয়েছে, আপনার কার্য্যই আপনার মহৎ আশয় সপ্রমাণ কোচ্ছে, আমায় শাঘ্র বলুন, আপনি কে? আপনি যদি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে থাকেন, আমি আপনাকে আর কি দিয়ে সন্তুষ্ট কোর্‌ব, একমাত্র আশীর্ব্বাদ আমার সম্বল, গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কোর্‌ব, তাঁর প্রসাদ বলে আপনার মঙ্গল হবে, তিনি আপনার মঙ্গল কোরবেন।”

যোগিবরের অনুপস্থিতে যা যা ঘোটেছিল, মালেক তাঁকে অবগত করালেন। বৃদ্ধ মালেকের দুটি হাত ধোরে নীরবে রোদন কোত্তে লাগলেন। বীর অবতার পারসীদের যেরূপ দুর্দ্দান্ত পরাক্রম, আর যেরূপে তাঁরা কুতুবের দুশ্চেষ্টা থেকে সুন্দরীকে রক্ষা কোরেছেন, সে সকল বৃত্তান্তও যোগিবর সেই রমণীরত্নের বাচনিক অবগত হোলেন। যোগিরাজ মালেককে বোল্‌তে লাগলেন, “বাজছাউনিতে উপস্থিত হোলে, যে তাঁবুতে বাদশাহ ছিলেন, সেইখানে আমায় লয়ে গেল, রাজা আমায় যেরূপ সমাদর কোল্লেন, তা তিনি না কোল্লেই পাত্তেন; সেরূপ গৌরব করবার কোন আবশ্যক ছিল না। তাঁবুর মধ্যে গিয়ে শুন্‌লেম রাজা পীড়িত, শুনে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হল। তখন সাক্ষাৎ না হোয়ে এক ঘণ্টা পরে দেখা হবে এই কথা আমায় বোলে পাঠালেন, সেই নির্দ্দিষ্ট সময় পুনরায় সেখানে উপস্থিত হোলেম, রাজা ফের সেই অসুখের ওজর কোরে দেখা কোল্লেন না, জমাদ্দার বোল্লে, আর এক ঘণ্টা পরে দেখা

হবে। আমি আবার সেই সময় রাজ তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হোলেম,এবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোল্লেম, শেষে শুন্‌লেম, শ্রীমানের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না, কাল হবে। আমার মনে তখন দারুণ সন্দেহ হল, ভাব্‌লেম আর কিছু নয়, এদের মনে মনে কি একটা ভারি দুরভি-সন্ধি আছে, ভিতরে ভিতরে কি একটা অগাধ দুরবগাহ চক্র কোরেছে, সেই সময় মনে পোড়্‌ল,আমার স্নেহের হার সেই নবীন বালাকে একাকিনী পর্ব্বত কুটীরে ফেলে এসেছি —এই কথাটি আমার অন্তঃকরণের মধ্যে যেন দপ কোরে জ্বলে উঠ্‌ল, কি আমার মন যেন ডেকে বোল্লে, আমি সেই মুহূর্ত্তে ছাউনি পরিত্যাগ কোরে পদব্রজে রওনা হোলেম। যখন গিরি-শিখরে পৌঁছিলেম, তখন রাত্র দ্বিপ্রহর, অত্যন্ত ক্লান্ত হোয়েছি, প্রায় নির্জীব হোয়ে পোড়েছি, চেয়ে দেখি, কুটীরের নিকটে আপনারা দাঁড়িয়ে, লেঙ্গা তলোয়ারের উপর চন্দ্রাতাপ পতিত হোয়ে চক্‌মক্ চক্‌মক্ কোচ্চে, যেন নৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে, যে দুরূহ ভয় কোচ্ছিলেম, সেই ভয় তখন আরও পরিপক্ক হল, শেষে যে প্রকারে সে ভ্রান্তির অবসান হোয়ে মহা আনন্দিত হোলেম, তা ত অবগতই আছেন।”

পরদিবস মালেক সেখান থেকে চোলে যাবার উদ্‌যোগ কোল্লেন, বিদায়ের পূর্ব্বে যোগিবরকে বিনয় কোরে বোল্লেন, “বালা অতি দুর্ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এক্ষণে তিনি শারীরিক কেমন আছেন, এই কথাটি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে স্বয়ং জিজ্ঞাসা কোত্তে বাসনা করি।” তাপসবর প্রথমত সন্দেহ কোরে ইতস্তত বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেন, শেষে বোল্লেন,“তাঁরে এইখানেই লয়ে আশ্চি,তিনিও তাঁর মুক্তিদাতাকে সাধুবাদ কর্‌বার জন্যে ব্যগ্র হোয়েছেন।” এই কথা বোলে যোগী উঠে গেলেন, একটু পরেই যুবতীকে সঙ্গে কোরে ফিরে এলেন। বালা দীর্ঘায়ত শ্বেত ঘোমটায় আপাদ মস্তক ঢাকিয়াছেন, মালেকের একান্ত বাসনা যে সুন্দরী

কোচ্ছেন, সেটি ঘটে নি, রত্নটি সাজীর মধ্যেই আছে, হয় না হয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে স্বচক্ষে দর্শন করুন, তখন বিশ্বাস হবে।”

“তুমি আশ্চর্য্য কথা বোল্‌ছো! এই কুটীর মধ্যে সে রত্নটি নির্ব্বিঘ্নে আছে? হে মহাত্মাবর যুবা! এই বৃদ্ধ তোমায় আশীর্ব্বাদ কোচ্ছে গ্রহণ করুন, আপনি কে আমায় বলুন? আপনার কথাগুলিতে যেন গৌরব মাখা, তাতে যেন মহত্ত্ব ভরা রয়েছে, আপনার কার্য্যই আপনার মহৎ আশয় সপ্রমাণ কোচ্ছে, আমায় শীঘ্র বলুন, আপনি কে? আপনি যদি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে থাকেন, আমি আপনাকে আর কি দিয়ে সন্তুষ্ট কোর্‌ব, একমাত্র আশীর্ব্বাদ আমার সম্বল, গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কোর্‌ব, তাঁর প্রসাদ বলে আপনার মঙ্গল হবে, তিনি আপনার মঙ্গল কোরবেন।”

যোগিবরের অনুপস্থিতে যা যা ঘোটেছিল, মালেক তাঁকে অবগত করালেন। বৃদ্ধ মালেকের দুটি হাত ধোরে নীরবে রোদন কোত্তে লাগলেন। বীর অবতার পারসীদের যেরূপ দুর্দ্দান্ত পরাক্রম, আর যেরূপে তাঁরা কুতুবের দুশ্চেষ্টা থেকে সুন্দরীকে রক্ষা কোরেছেন, সে সকল বৃত্তান্তও যোগিবর সেই রমণীরত্নের বাচনিক অবগত হোলেন। যোগিরাজ মালেককে বোল্‌তে লাগলেন, “রাজছাউনিতে উপস্থিত হোলে, যে তাঁবুতে বাদশাহ ছিলেন, সেইখানে আমায় লয়ে গেল, রাজা আমার যেরূপ সমাদর কোল্লেন, তা তিনি না কোল্লেই পাত্তেন; সেরূপ গৌরব করবার কোন আবশ্যক ছিল না। তাঁবুর মধ্যে গিয়ে শুন্‌লেম রাজা পীড়িত, শুনে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হল। তখন সাক্ষাৎ না হোয়ে এক ঘণ্টা পরে দেখা হবে এই কথা আমায় বোলে পাঠালেন, সেই নির্দ্দিষ্ট সময় পুনরায় সেখানে উপস্থিত হোলেম, রাজা ফের সেই অসুখের ওজর কোরে দেখা কোল্লেন না, অমাত্যেরা বোল্লে, আর এক ঘণ্টা পরে দেখা

হবে। আমি আবার সেই সময় রাজ তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হোলেম,এবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোল্লেম, শেষে শুন্‌লেম, শ্রীমানের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না, কাল হবে। আমার মনে তখন দারুণ সন্দেহ হল, ভাব্‌লেম আর কিছু নয়, এদের মনে মনে কি একটা ভারি দুরভি-সন্ধি আছে, ভিতরে ভিতরে কি একটা অগাধ দুরবগাহ চক্র কোরেছে, সেই সময় মনে পোড়্‌ল আমার স্নেহের হার সেই নবীন বালাকে একাকিনী পর্ব্বত কুটীরে ফেলে এসেছি —এই কথাটি আমার অন্তঃকরণের মধ্যে যেন দপ কোরে জ্বলে উঠ্‌ল, কি আমার মন যেন ডেকে বোল্লে, আমি সেই মুহূর্ত্তে ছাউনি পরিত্যাগ কোরে পদব্রজে রওনা হোলেম। যখন গিরি-শিখরে পৌঁছিলেম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, অত্যন্ত ক্লান্ত হোয়েছি, প্রায় নির্জীব হোয়ে পোড়েছি, চেয়ে দেখি, কুটীরের নিকটে আপনারা দাঁড়িয়ে, লেঙ্গা তলোয়ারের উপর চন্দ্রাতপ পতিত হোয়ে চক মক্ চক্ মক্ কোচ্চে, যেন নৃত্য কোরে বেড়াচ্চে. যে দুরূহ ভয় কোচ্ছিলেম, সেই ভয় তখন আরও পরিপক্ক হল, শেষে যে প্রকারে সে ভ্রান্তির অবসান হোয়ে মহা আনন্দিত হোলেম, তা ত অবগতই আছেন।"

পরদিবস মালেক সেখান থেকে চোলে যাবার উদ্‌যোগ কোল্লেন, বিদায়ের পূর্ব্বে যোগিবরকে বিনয় কোরে বোল্লেন "বালা অতি দুর্ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এক্ষণে তিনি শারীরিক কেমন আছেন, এই কথাটি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে স্বয়ং জিজ্ঞাসা কোত্তে বাসনা করি।" তাপসবর প্রথমত সন্দেহ কোরে ইতস্তত বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেন, শেষে বোল্লেন,"তাঁরে এইখানেই লয়ে আশ্চি,তিনিও তাঁর মুক্তিদাতাকে সাধুবাদ করবার জন্যে ব্যগ্র হোয়েছেন।" এই কথা বোলে যোগী উঠে গেলেন, একটু পরেই যুবতীকে সঙ্গে কোরে ফিরে এলেন। বালা দীর্ঘায়ত শ্বেত ঘোমটায় আপাদ মস্তক ঢাকিয়াছেন, মালেকের একান্ত বাসনা যে সুন্দরী

ঘোমটা উন্মোচন করেন। যে কমল নেত্রের উজ্জ্বল প্রভা অবগুণ্ঠনের মধ্যে ঢাকা রয়েছে, যে বিনোদ আঁখি একবার মালেক স্বচক্ষে দর্শন কোরেছেন, যে অমিয় বদনকান্তি এক্ষণে দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র মহামূল্যের মসলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত, যে ইন্দুবদন একবার তিনি নিজ চক্ষে অবলোকন কোরেছেন, এক্ষণে মালেকের একান্ত ইচ্ছা সেই সকল কোমল জ্যোতি পুনরায় তাঁর উপর বিকশিত হয়। যোগিরাজ মালেকের দেহ মহিমার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন, মালেক অতি কাতর হোয়ে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "কেমন, যুবতীর ত কোন অসুখ হয় নি? শরীরগতিক স্বচ্ছন্দে আছেন ত?" যে সকল দুরাত্মা দুঃসাহসী হোয়ে সুন্দরীর কোমল হৃদয় ভয়ে আকম্পিত কোরেছিল, মালেক তাদের যৎপরোনাস্তি অভিসম্পাত কোত্তে লাগ্‌লেন, যুবতী মালেককে সাধুবাদ কোল্লেন। সুন্দরীর পবিত্র কণ্ঠস্বর অমিয় সৌরভে পরিপূর্ণ, একবার শুন্‌লে কস্মিনকালেও কেউ বিস্মৃত হোতে পারেন না। যুবতী এক্ষণে বিদায় হোয়ে গাত্রোত্থান কোল্লেন।

প্রেমানন্দে মগ্ন সেই যুবা চেঁচিয়ে বোল্লেন "কোথায় যাও, একটু বো   এই যা দেখা হলো, আর কি আমাদের সাক্ষাৎ হবে না? আর কি এ   র্জ্জন দেশ দর্শন কোত্তে আসতে পাবো না? আর কি তোমার অমিয়   ণ্ঠস্বর শোন্‌বার জন্যে এ নির্জ্জন গিরিদেশ দর্শন কোরব না? হে বনদেবত্র। আমাকে বনবাস দেবেন না, আমার উপর বিচ্ছেদ-দণ্ডের   বস্ত   বেন না, তা যদি করেন, যে ক দিন বেঁচে থাকব, কেবল দিনহীন অনাথার ন্যায় পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে, সে কষ্ট কি, তা মুখে বোলে উঠ্‌তে পারিনে।"

যুবতী বল্লেন, "হে বীরপ্রধান পারসীবর! আপনার অগ্রে যে যোগিরাজ বসে আছেন, ঐ মহাপুরুষের আদেশানুসারে আমি চোলে থাকি,

তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। তাঁকেই আপনার প্রার্থনা অবগত করান, পরমেশ্বর করুন, আপনার মনোবাঞ্ছা সফল হোক্।" তার পর সুন্দরী অতি মৃদুস্বরে অথব কম্পিত কোরে বল্লেন, "তবে এক্ষণে বিদায় হোলেম।" ঐ কথা বোলে যুবতী উঠে চোলে গেলেন। মালেক কিছু জিজ্ঞাসার তৃষ্ণায় যোগীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, যোগী মস্তক কম্পিত কোরে বোল্লেন "না" যুবা বোল্লেন,"কি! আর কি আমি এ কুটীর দর্শন কোত্তে পাব না? মনের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমার ইচ্ছা যে স্বয়ং এসে দেখে যাই, যুবতী নির্ব্বিঘ্নে আছেন কিনা তাই জেনে যাই, আপনি কি আমায় সে সুখে বঞ্চিত কোত্তে চান্?"

যোগী বল্লেন "ইচ্ছা হয় আস্‌বেন, কিন্তু একলা আসবেন, আর আস্‌বার সময় গোলমাল কোর্‌বেন না, চুপে চুপে আস্‌বেন, আবার এ কথাও বোল্‌ছি, এস্থানে আপনি পুনর্ব্বার আগমন কোরবেন না, আচ্ছা, তবে এক্ষণে আসুন, আমি চোল্লেম।" যুবা বোল্লেন "এ আহত ব্যক্তিদের দশা কি হবে? এদের ত একটা কিনারা করা চাই।" যোগী তাদের হস্তপদের বাঁধন খুলে দিয়ে পর্ব্বততল দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "দূর্ হ কালামুখো, কালামুখ কর্, আর কখন এ পথে আসিস্ নে।"

রাজপারিষদেরা যে দিবস বাগনগরে পৌঁছিলেন, মালেক তার পর দিন গোলকন্দার রাজধানীতে উপনীত হোলেন। জেমলার অনুসন্ধান করায়, লোকের মুখে শুন্‌লেন তাঁর সহোদর বিস্তর সৈন্য সঙ্গে কোরে কর্‌ণাটে যুদ্ধযাত্রা কোরেছেন, কতদিনে ফিরবেন তার নিশ্চয় নেই। মালেক ঐ খবর পেয়ে অতিশয় ক্ষুব্ধ হোলেন। বাদশাহ যে ক দিন রাজধানীতে ছিলেন না, জেমলা যেন মাহেন্দ্রক্ষণ পেয়ে বসেছিলেন, আমীর সেই অবসরে অনেক অর্থ হস্তগত করেন। তাঁর ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার ত পরিপূর্ণই ছিল, তার উপর আরও বিপুল বৈভব গোলাজাত কোল্লেন।

জেমলার অশান্ত স্বভাবের নিমিত্ত, বিশেষত তাঁর অসৎ প্রকৃতির জন্যে একবার কিন্তু তাঁর প্রাণ লয়ে টানাটানি পড়ে, সেই দিন অবধি রাজার মনে থেকে একেবারে জন্মের মত দূর হোয়েছেন, তাঁর প্রতি নৃপালের যে শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, সে সকল আমূলে উৎসন্ন হয়েছে। জেমলা এক দিন পাকে প্রকারে যুবতী মহিষীকে দেখতে পেয়ে, নানা প্রকার অসৎ কল্পনা কোত্তে লাগ্‌লেন, যাতে রাজসীমন্তিনীর সঙ্গে একবার অন্তঃপুরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তার কৌশল কোত্তে লাগ্‌লেন ঐ অভিপ্রায়ে জেমলা অন্তঃপুররক্ষক খোজা প্রধানের সঙ্গে দেখা কোরে ভাবপ্রণয় কোল্লেন। খোজা আমীরের চাতুরীতে মুগ্ধ হোয়ে, তাঁর একখানি পত্র রাজ্ঞীর হস্তে প্রদান কোল্লে। পত্রখানি কতকগুলি উন্মাদ, অসঙ্গত, প্রমাদ বাক্যে পরিপূর্ণ ছিল, রাজপত্নীর প্রতি তিনি যে অনুরাগান্ধ হোয়েছেন, শুদ্ধ সেই মর্ম্মই তাতে প্রকাশ। পত্র সমাপ্তির সময় জেমলা অতি কাতর হোয়ে, বিস্তর স্তুতিমিনতি কোরে লিখেছেন যে, একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে চরিতার্থ হবেন। খোজা একখানি অনুকূল উত্তর আমীরের হাতে দিয়ে বোল্লে, "আজ রাত্র দুই প্রহরের সময় বিলাসমন্দীরের পার্শ্বস্থিত প্রমোদ উদ্যানে রাজ্ঞী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবেন।" মুখের কথা বার কোত্তেই বেগম তখনি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হোলেন, এতে কার মন না আমোদে মেতে উঠে? জেমলা ঐ প্রত্যুত্তর পেয়ে আহ্লাদে ফুলে উঠ্‌লেন। আমীর এক দুই কোরে কেবল সময় গুণ্‌তে লাগ্‌লেন, কুড়ে সময়ও যেন আরও কুড়ে হোয়ে পোড়ল, যেয়েও যায় না, দুই প্রহর বেজেও বাজে না। কতক্ষণ ছটফট্ কোত্তে কোত্তে সেই মধুর সময় উপস্থিত হলো, পূর্ব্বোক্ত খোজাপ্রধান আমীরকে সঙ্গে কোরে সেই বাগানে লয়ে গেল। আমীর মনে কোল্লেন, তিনি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছেন মহিষী স্বয়ং তাঁর দিকে চোলে আসছেন, শশধরের উজ্জ্বল শ্বেতজ্যোতিতে

রাত্র প্রফুল্লিত, সুতরাং তাঁর যে ভ্রম হবে, তত প্রফুল্লিত শ্বেত আলোতে আমীর যে বাঁন্দীকে চিন্‌তে পার্‌বেন না, সে কথা কথাই নয়, তথাচ একবার খোজাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, খোজা ঘাড়নেড়ে সায় দিয়ে বল্লে, "হাঁ বেগমি বটেন।" ঐ কথা বোলে সে চোলে গেল। একটি স্থান অনেক কমলা বৃক্ষে সুশোভিত, পুষ্পের স্নিগ্ধ সৌরভে স্থানটি আমোদিত হয়ে আছে, সেই পুষ্পকুঞ্জে নায়ক নায়িকার পরস্পর সন্দর্শন হল। জেমলা রমণীর হাত ধোরে আপনার পাশে এনে, আহ্লাদে ঢোলে ঢোলে পোড়ে, বড় বড় কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আ! আমার হৃদয়েশ্বরী! আমার মনোময়ী প্রাণপ্রতিমা! এই মুহূর্ত্তকালের সুখের নিমিত্ত আমি কতই লালায়িত ছিলেম। তাঁর সহচরী-রমণী, "চুপ্‌ চুপ্‌" আস্তে আস্তে এই কথা বোলে, পায় পায় এগিয়ে গেলেন। জেমলা বাতুলের ন্যায় বিড় বিড় কোরে, কত কি অসম্বন্ধ অর্থহীন এলোমেলো কথা বল্‌তে বল্‌তে, তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেন। রমণী তাঁর যথেষ্ট খাতির যত্ন কোরেছেন, সেই সাহসে ফুলে উঠে, জেমলা প্রণয়িণীর অধর আরক্তরাগে রঞ্জিত জ্ঞান কোরে, প্রেমরাগের চিহ্নে অঙ্কিত কোত্তে গেলেন, যেমন তার অধরে অধর চেপেছেন, অমনি "তোবা তোবা" বলে তড়াক কোরে লাফিয়ে ৫ হাত পেছিয়ে পোড়লেন, কামিনী অমনি হি হি কোরে ঘোর বিকট শব্দে হেসে উঠ্‌ল, আমীরের হৃৎকম্প উপস্থিত, আতঙ্কে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গোটোসোটো হয়ে রইলেন। জেমলা নব যুবতী বেগমের মুখে মুখ না দিয়ে, যৌবন তরঙ্গের অমিয় মাধুর্য্য সৌরভের আঘ্রাণে লোমাঞ্চিত না হোয়ে, অস্তদন্তহীন একটি অষ্টবক্র বৃদ্ধা কাফ্‌রী রমণীর শুকনো তোব্‌ড়ান কোল্‌লাগালে মুখ দিয়েছেন, তার মুখের পচা ভাপ্‌সা গন্ধে নাড়ী পর্য্যন্ত বমী হোয়ে উঠে পড়ে। আমীরের আর ক্ষোভের সীমা নেই, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বোসে পোড়্‌লেন। কাফ্‌রী রূপসী ঠাট্‌ ঠমক কোরে, হেলে হেলে, দুলে

তুলে, কত রঙ্গ ভঙ্গ কোত্তে লাগ্‌ল, হেসে হেসে, ঢলে ঢলে পোড়তে পোড়তে কলাবনের মধ্যে দিয়ে প্রস্থান কোল্লে।

এক্ষণে জেমলার অবস্থা অতিশয় অসুখের হোয়ে দাঁড়াল, বিলাস উদ্যানের খোজার হাতে অপমানিত হতে হবে। যে দরজা দিয়ে বাগানে এসেছিলেন, আমীর ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে সেই দ্বারের কাছে উপস্থিত হোলেন, কিন্তু দরজাটি বন্ধ আছে দেখ্‌লেন। এক্ষণে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা একমাত্র পরিত্রাণের ভরসা রইল, তাতে কিন্তু আমীর অপারগ হলেন না। দেওয়াল টোপ্‌কিয়ে চোলে গেলেন, বাগানের ভেতর থেকে কেউ তাঁরে দেখ্‌তে পেলে না, সকলের অলক্ষ্যে প্রস্থান কোল্লেন। কিন্তু যেমন দেওয়াল পার হোয়ে ওপাশে পোড়ে নেমে যাবেন, সেই সময় এক জন প্রহরী তাঁরে গুলি কোল্লে, সে প্রাচীরের বাইরে চৌকী দিচ্ছিল,গুলিটে তাঁর বাহুমূলে লেগে ঘেঁসড়ে গেল, মাংস ভেদ কোরে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে পারে নি, স্থানটি ছোড়ে যাওয়াতে বিস্তর রক্তপাত হয়, আর ভারি টন্‌টন্ ছন্ ছন্ কোত্তে লাগ্‌ল, জেমলা তা ভ্রূক্ষেপও না কোরে তাড়াতাড়ি নেমে পোড়লেন। তাঁর সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় চন্দ্রমণ্ডল মেঘে আচ্ছাদিত কোল্লে,চারিদিক অন্ধকার হল,জেমলা ঐ সুযোগে আস্তে আস্তে সোরে পোড়লেন, প্রহরী যে পুনরায় গুলি কোরবে, সে অবকাশ সে পেলেনা, বন্দুকে বারুদ গাদ্‌তে গাদ্‌তে জেমলা চম্পট কোল্লেন। আমী-রের মনে ভারি আশঙ্কা হতে লাগ্‌ল, এই ত কলির সন্ধ্যা—অমঙ্গল ঘটনার এই কেবল সুরু হল, এখনো অনেক বাকী। বেগম অবশ্যই এ কুৎস কথা বাদশাহকে অবগত কোরবেন, রাজ্ঞী অবশ্যই তাঁরে অধঃপাতে দেবেন। মান, সম্ভ্রম, দম্ভ, আস্ফালন—এ সকল বিষয়ের ত কথাই নাই, সে সকল চিরকালের মত বিদায় দিতে হবে, আমীরের প্রাণ পর্য্যন্ত লয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

জেমলা শুন্‌লেন বাদশাহ্‌ ফিরে আশ্‌চেন, রাজধানী থেকে দুদিনের পথ তফাত আছেন। আমীর ঐ সংবাদ শুন্‌তে পেয়ে যেখানে যত ফৌজ ছিল, একত্র জমা কোরে বোল্লেন, "আমাকে একবার স্থানান্তরে না গেলে নয়, বিশেষ প্রয়োজন হোয়েছে"—এই আরোপিত কথা বোলে, স্বয়ং সেনাপতি হোয়ে কর্ণাটাভিমুখে চোলে গেলেন। গোলকন্দনাথের অনেক দিনাবধি বাসনা ছিল যে, কর্ণাটে একবার রণযাত্রা করেন, এই বার ফিরে এসে সেই অভিপ্রায় সুফল কোর্‌বেন মনন কোরেছিলেন। বাদশাহ রাজধানীতে পৌঁছিলে পর, রাজ-অমাত্যেরা জেমলার নামে চুকলি কোরে তাঁর কাণ ভারি কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, তাঁরা বোল্লেন, "এ কি অন্যায়! জেমলা না বোলে, না কোয়ে, রাজার অনুমতি না লয়ে হঠাৎ রাজধানী ছেড়ে চোলে গেছে।" এই ব্যাপারের মর্ম্মার্থ তাঁরা এই রূপ ভাবে ব্যাখ্যা কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, যে, বাদশাহের মন ক্রমিক বিগ্‌ড়ে উঠ্‌ল, অবশেষে তাঁর অন্তঃকরণে দারুণ সংশয় উপস্থিত হল, এর পূর্ব্বে আমীরের বিরুদ্ধে তাঁর মনের ভাব এরূপ কখনিই হয় নি। বাদশাহ্‌ মনে মনে সঙ্কল্প কোল্লেন যে, ঐ ভয়ানক ধূর্ত্ত ব্যক্তির হস্ত হতে আপনাকে মুক্ত কোর্‌বেন, কিন্তু সে কথা তখন কারও নিকট প্রকাশ কোল্লেন না। তার পর বেগম যখন জেমলার দুষ্টাভিপ্রায়পূর্ণ ঘৃণিত পত্রখানি বাদশাহের নিকট উপস্থিত কোল্লেন, গোলকন্দ রাজ তখন আর ধৈর্য্য সম্বরণ কোর্ত্তে পাল্লেন না, বাদশাহ্‌ সদর হোয়ে, সকলের সাক্ষাতে জেমলার উপর মহাকোপ প্রকাশ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, বিশ্বাসঘাতককে সমুচিত প্রতিফল দেবেনি দেবেন। রাজপারিষদেরা ঐ কথা শুনে সকলেই উল্লাসিত হোলেন, আমীর অহঙ্কার কোরে তাঁদের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোর্ত্তেন, সে অপমান তাঁরা বহুকাল সয়েছিলেন, এক্ষণে সময় বুঝে মস্তক উন্নত কোল্লেন।

রাজসভায় কি ঘোঁট হোচ্ছিল, মালেক তার কোন খবরি রাখ্‌তেন

না, তাঁর সহোদরের যে আসন্ন বিপদ, তাও তিনি জান্‌তেন না। জেমলা কতদিনে রাজধানীতে ফিরে আসবেন, তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে কেবল তাই ভাব্‌ছিলেন। আমীর ফিরে এলে তাঁর প্রচুর ক্ষমতা বলে একটা বড় পদের চাকুরী পাবেন, তাতে তাঁর মানসম্ভ্রমও হবে, দশটাকা রোজগারও কোত্তে পার্‌বেন, মালেক সেই আশ্বাসে মুগ্ধ হোয়ে কায়ক্লেশে দিনপাত কোচ্ছিলেন। সহোদরের সহায়তায় তাঁর যে কপাল ফিরে যাবে, সে বিষয়ে তাঁর মনে একটুও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মালেক জান্‌তেন না যে, "তিনিও ফকির হলেন, দেশেও অকাল হলো"। জেমলা কতদিনে ফিরবেন তার নিশ্চয় নেই, মালেক তাই দেখে সহোদরকে একখানা চিঠী পাঠালেন, তাতে অনেক স্তুতিমিনতি কোরে লিখ্‌লেন, রাজ দরবারে একটু বিষয়কর্ম্ম হয়, এই তাঁর প্রার্থনা। জেমলা ঐ পত্রের এই উত্তর লিখে পাঠালেন "আমি তোমার উপকার কোত্তে পারবো না, তবে আমি যেমন মুন্‌সী ছিলেম, তুমিও সেইরূপ মুনসী হও। সওদাগর আবাসের নিকট গিয়ে ক্রোড়পত্র দেখালে তিনি তোমাকে কর্ম্ম দেবেন।" এই অভ্রান্তিক পত্র পেয়ে মালেক অতিশয় ক্ষোভ কোত্তে লাগলেন, পত্রখানি ছিঁড়ে ফেল্‌তে উদ্যত, এমন সময় "পুনশ্চ পাঠ" তাঁর চক্ষে পোড়্‌ল. তাতে এই কথা লেখা ছিল, "তুমি যদি জ্ঞানবান হও, তবে তুমি যে আমার ভাই, এ কথা যেন রাজ দরবারে প্রকাশ না হয়—আমার অনেক শত্রু আছে ইতি।" মালেকের পক্ষে এ সকল কথার মর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ হলো, কিন্তু তথাচ তিনি এই মনে কোল্লেন, তাঁর সহোদর চুম্বকে যে কটি কথা লিখেছেন, সেই কথামত চলাই শ্রেয়, এই ভেবে জেমলার মিত্র সেই পারসী সওদাগর আবাসের কাছে চোলে গেলেন। সওদাগর সেই পত্র পেয়ে মালেকের নিকট প্রতিশ্রুত হোলেন যে, তাঁরে রাওলখণ্ডের হীরার খনির মুন্সী কোরে দেবেন, সেস্থান রাজধানী থেকে তিন দিনের পথ। এ কার্য্যে মালেক অতি

অপটু, কেবল নবছাত্রমাত্র, কাজকর্ম্মের সন্ধান কিছুই জানেন না, তাতেই পারসী সওদাগর বোল্লেন, "কোন একটা প্রয়োজনের নিমিত্তে আপাতক আমাকে রাজধানীতে কতক দিন থাক্‌তে হোয়েছে, এক মাস পরে আমি তোমারে সঙ্গে কোরে কারবারের স্থানে লোয়ে যাব, তার পর কাজ আরম্ভ হবে।" মালেক আজ ১৫ দিবস বাগ্‌নগরে এসেছেন, আর এক মাস কাল তাঁকে নিরর্থক বোসে থাক্‌তে হবে, তাই ভেবে এই স্থির কোল্লেন যে, এই অবকাশে পীরপঞ্জাল পর্ব্বতোপরে সেই কুটীর দর্শন কোরে আস্‌বেন, সেখানে যেতে যোগীর ত অনুমতিই আছে। মালেক এক্ষণে সেই গিরিদেশে রওনা হোলেন। সেখানে পোঁছে দেখেন, সে কুটীরও নেই, যোগীও নেই, ঘরখানা ভেঙ্গে চুরে গেছে, সেই ভগ্নাবস্থায় পোড়ে রয়েছে। চতুর্দ্দিক উদাস অরণ্যময় ঘোর নির্জ্জন, নীরব নিস্তব্ধের ভয়ঙ্কর হিল্লোলে দিক সকল অনাথা হোয়ে আছে,—যোগিবরের কি গিরিসুন্দরীর কোন নিদর্শনই নেই, তাই দেখে যুবার মনে অতিশয় ত্রাস হলো।

মালেক আশাভঙ্গ হোয়ে ভারি কাতর হোলেন, মনঃক্ষোভে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগ্‌ল, বুকে করাঘাত কোত্তে লাগ্‌লেন, উন্মাদের ন্যায় গায়ের বস্ত্রগুলি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোল্লেন, শোকে উন্মনা হোয়ে ঘন ঘন বিষাদ-নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। সেখানে কে আছে যে তাঁর রোদন শুন্‌বে? কেবল প্রতিধ্বনিই তাঁর বিলাপের প্রত্যুত্তর দিতে লাগ্‌ল। অবশেষে শিখর থেকে নামলেন, কিন্তু অতিশয় বিমর্ষ, অতিশয় বিষণ্ণ। যোগী এখানকার বাস উঠিয়ে চোলে গেছেন, মালেককে দয়া কোরে একবার জানানোও হয় নি যে, তাঁদের মনে মনে এই অভিপ্রায় ছিল। যোগিবরের এই অকৃতজ্ঞতা স্মরণ কোরে, মালেকের অন্তঃকরণে ঈষৎ রাগের উদ্রেক হলো। শেষে কিন্তু বিবেচনা কোরে দেখ্‌লেন তাঁকে অবগত করাণ

সহজ ব্যাপার ছিল না, তাতে অনেক সময় নষ্ট কোৰ্ত্তে হতো, হয় ত সেই জন্যেই যোগী তাঁকে পূর্ব্বাহ্ণে জ্ঞাত করাতে পারেন নি। এক্ষণে ক্রোধ গিয়ে আত্মতিরস্কার কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, যুবা বোল্‌তে লাগ্‌লেন "যোগীর কোন অপরাধ নেই, আমারি দোষ, কেন আমি এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলেম? দুদিন পূর্ব্বে আসাই উচিত ছিল, তা হোলে এ মনঃক্ষোভ পেতে হতো না, সেই অজ্ঞাত মহাপুরুষ না জানি কোথায়, কোন্‌ দিকে চোলে গেলেন। সেই রমণীরত্নের প্রতি তাঁর এত যত্ন, এত স্নেহই বা কেন? কি নিমিত্তে তিনি তাঁরে চক্ষের উপর রেখেছেন?"

যোগিবর যে অকস্মাৎ চিরকালের আশ্রম পরিত্যাগ কোরে যাবেন, ইটি মনের অগোচর, কেন তিনি এমন কর্ম্ম কোল্লেন? আমাদের স্পষ্ট অনুভব এই হোচ্ছে, হয় ত তিনি ভেবেছেন যে, এখানে থাক্‌লে তাঁর নিস্তার নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা আরো দুরবগাহ চক্রে পোড়ে অধিক অত্যাচার ভোগ কোর্ত্তে হবে, কি, হয় ত তাঁকে সেই স্নেহের পাত্রী অমূল্যরত্নে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত হোতে হবে—এই সকল ভয় কোরেই যোগী নিঃসন্দেহ স্থানান্তরে চোলে গেছেন, এক্ষণে যে তিনি কোথায় গেলেন, কোথায় গিয়ে আশ্রম কোল্লেন, মালেক তার কিছুই স্থির কোর্ত্তে পাল্লেন না।

এই সকল চিন্তা কোর্ত্তে কোর্ত্তে, মালেক ধীরে ধীরে ও পায় পায় রাজধানীতে চোলেছেন, মনে মনে সঙ্কল্প কোল্লেন, যে রমণীকুসুমটির প্রণয় সৌরভে তাঁর হৃদয় প্রফুল্লিত হয়েছে, তিনি যেখানেই বাস করুন, অনুসন্ধান কোরে তাঁর বাসস্থান বার কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বেন, সে বিষয়ে সাধ্যমত ক্রুটি কোর্‌বেন না।

গোলকন্দের বাদশাহ আহত ব্যক্তিদের প্রমুখাৎ শুন্‌লেন, তারা যে কর্ম্মের ভার লয়ে গেছিল, তা তারা নির্ব্বাহ কোর্ত্তে পারে নি, বাদশাহ

ঐ কথা শুনে দুর্দমা ক্রোধে অধীর হোয়ে পোড়লেন, রাগে যেন ফেটে যেতে লাগলেন, কয়েক দিবস পর্য্যন্ত কেউ ভরসা কোরে তাঁর সুমুখে যেতে পারেন নি। রাজা প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, পার্শ্বচরেরা যদি তাদের দেখিয়ে দিতে কি ধোরিয়ে দিতে পারে, বিস্তর অর্থ দিয়ে তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার কোরবেন। বাদশাহ এর পূর্ব্বেই সেই পীরপঞ্চাল পাহাড়ের উপর সন্ধান জানতে এক চর পাঠিয়ে দেন, সে ব্যক্তি কতদিনে ফিরে আসবে সেই জন্যে গোলকন্দনাথ ভারি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, সে কিন্তু ফিরে এসে বোল্লে, কুটীর আশ্রম সমভূম হোয়ে পাহাড়ের সঙ্গে একটাল হোয়ে গেছে, এক্ষণে যোগীর আশ্রমের চিহ্নও নেই—যোগী নিরুদ্দেশ। ঐ সংবাদ কর্ণগোচর কোরে বাগনগরপতি পুনরায় ক্রোধে অগ্নি-অবতার হোলেন, গন্ধকের আগ্নেয় পর্ব্বতের ন্যায় তাঁর চোক মুখ দিয়ে রাশি রাশি অগ্নির হল্‌কা নির্গত হতে লাগল। সেই ক্রোধের মুখে যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলকেই বোল্লেন,—"যে ব্যক্তি সেই পারসীদের ধরিয়ে দিতে পারবে, তিনি তাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট কোরবেন।"

মালেক নিরর্থক পরিশ্রম কোরে যোগিরাজের অজ্ঞাত নিবাসের অনুসন্ধান কোত্তে লাগলেন—কোন সুরাহা কোত্তে পাল্লেন না। শেষে শুনলেন বাদশাহ প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, যারা সেই গিরিসুন্দরীকে রক্ষা কোরে রাজার অপকার কোরেছে, তাদের দুরন্ত শাস্তি দিয়ে তাঁর ক্রোধের প্রতিকার কোরবেন। ঐ খবর পেয়ে মালেক বিবেচনা কোল্লেন কিঞ্চিৎ সতর্ক হোয়ে চলা আবশ্যক, সঙ্গে যে দুই সহচর ছিল, তাদের পারস্থানে রওনা কোরে দিলেন, তাদের সঙ্গে পিতামাতার নামে একখানা পত্রও লিখে দিলেন। যাবার সময় বারবার সাবধান কোরে বোল্লেন যে, "যত দিন গোলকন্দার রাজ্য পার হোয়ে অন্যের রাজ্যে না পোড়ো, ততদিন নিজ বেশ পরিত্যাগ কোরে ছদ্মবেশে গমন করিও, নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।" এই

সকল উপদেশ দিয়ে, তাদের বিদায় কোরে দিলেন। সঙ্গীরা বিদায় হোয়ে গেলে, মালেক সহরের একটি নির্জ্জন প্রান্তে বাসা কোল্লেন, পারস্থানের টুপির পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানের পাগ্‌ড়ী ব্যবহার কোত্তে লাগ্‌লেন, কি পোষাক, কি আকার প্রকার, মালেক সব পরিবর্ত্তন কোরে নূতন মূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন, এমন কি যুবা নিঃসন্দেহ হোলেন যে, কেউই অনুসন্ধান কোরে তাঁরে ধোত্তে পারবে না।

এক মাস অতীত হল, সওদাগর আবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন, সওদাগর মালেককে সঙ্গে কোরে রাওলখণ্ডের খনিতে চোলে গেলেন, সেখানে পৌঁছিতে পথে তিন দিবস বাস কোত্তে হোয়েছিল। দুটি বৃহৎ বৃহৎ, বিরাট আকার পর্ব্বতের মধ্যস্থলে একটি অপূর্ব্ব মনোহর গহ্বরে সেই খনিটি অবস্থিতি কত্তো, ঐ পর্ব্বতের প্রস্তরময় পার্শ্ব দিয়ে শত শত শ্বেতবর্ণের নির্ঝর মধুর ঝর ঝর শব্দে প্রবাহিত হতো, ঐ ঝরিণী-গুলি অনেকগুলি স্রোত হোয়ে, এঁকে বেঁকে, ঘুরে ফিরে, পাক দিয়ে, পাক দিয়ে, একটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গে মিলেছে। রাওলখণ্ডের খনি অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেদ কোরে অতি গভীর তলে প্রবেশ কোরেছে, অনেকেই মনে কোত্তেন, ইহার রত্নভাণ্ডার নিঃশেষিত হোয়ে গেছে, এক্ষণে কেবল শূন্যগহ্বর পোড়ে আছে, কিন্তু আবাস সওদাগর স্থানটির লক্ষণ নিরীক্ষণ কোরে একটি চিহ্ন পেয়েছিলেন, তাতেই তিনি আশ্বাসিত হোয়ে ঐ খনিটি ইজারা কোরে লয়েন। যে সকল খনি প্রচুর রত্নে পরিপূর্ণ, সে সকলের নিমিত্ত যত টাকা রাজ-সরকারে দিতে হয়, এ খনির সঙ্গে সেরূপ বন্দোবস্ত ছিল না, তার চার হিস্যার এক হিস্যা বই আবাসকে দিতে হয়নি। সুড়ঙ্গের কাজে খনকেরা দিবা রাত্র নিযুক্ত থাক্‌ত, তারা খনির দেওয়ান আর মুনসীর অধীনে থেকে তাঁদের হুকুম মত চোল্‌ত। মুনসী আর

দেওয়ানের উপর এই ভার ছিল যে, অধীন লোকেরা কর্ম্ম কাজ করে কিনা তাই তাঁরা তদারক কোরবেন, আর যে যে শিরায় রত্ন থাক্‌বার সম্ভাবনা, সেই শিরাগুলি খনকেদের দেখিয়ে দেবেন। আবাস আর নূতন মুন্সী সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে চোলে যেতে যেতে সওদাগর মালেককে বিবিধ প্রকার স্তর দেখাতে লাগ্‌লেন, —কোথা থেকেই বা কাজ সুরু কোত্তে হয়, আর কি লক্ষণ দেখেই বা কাজে প্রবর্ত্ত হতে হয়, সে সমুদয় সন্ধান তাঁকে বল্‌তে লাগ্‌লেন। যুবা একাগ্রচিত্তে প্রভুর উপদেশগুলি শুন্‌লেন, শুনে বল্লেন, এ খনিতে আর কিছু নাই, যা ছিল নিঃশেষিত হোয়ে গেছে, তবে যদি কিছু থাকে, সে সকল রত্নের শিরা অনেক অনুসন্ধান কোরে বার কোত্তে হবে, তার জন্যে চেষ্টা কি যত্নের ক্রটি কোব্‌বেন না, সাধ্যমত পরিশ্রম কোরে দেখ্‌বেন, যদি কিছু অদৃষ্টে ফলে ত ফল্‌বে। খনকেরা এপর্য্যন্ত একটাও রত্নশিরার সন্ধান কোত্তে পারে নি, তাই সওদাগর দুঃখিত হোয়ে অনুতাপ কোত্তে লাগ্‌লেন যে, কেন তিনি এ অলাভের কার্য্যে হস্তক্ষেপ কোল্লেন, আবাস খেদ কোত্তে লাগ্‌লেন বটে, কিন্তু এককালীন নিরুৎসাহী হন নি, একেবারে যে কিছু লাভ হবে না, সওদাগর সে বিবেচনা করেন নি। আবাস লোকজনের উপর হুকুম দিলেন, তারা কর্ম্ম কাজ যেরূপ কোচ্ছে সেইরূপ কোর্‌বে, কিন্তু মালেকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হোয়ে চোল্‌বে, আর তাদের এত অজচ্ছল পুরস্কার কোত্তে স্বীকার কোল্লেন যে, সেই উৎসাহে কুঠারের আর হাতুড়ীর শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যেতে লাগ্‌ল। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, ঐ গ্রামে মালেক অবস্থিতি কোরে খনির কাজ কর্ম্ম দেখ্‌বেন শুন্‌বেন, এই কথা স্থির হল। এ বন্দোবস্ত মালেকের পক্ষে সকল রকমেই মঙ্গল। বাগ্‌নগর সহরে তাঁকে আর যেতে হবে না, সে আবশ্যক ফুরিয়ে গেল, সেখানে রাজার তরফ গোয়েন্দা অবশ্যই তাঁর অনুসন্ধান

কোরে ফিচ্ছে, সুতরাং সেখানে যেতে হোলে তাঁর মনের স্বস্তি হত না। এই সকল বিলি ব্যবস্থা স্থির কোরে আবাস সওদাগর রাজধানীতে চোলে গেলেন, যাবার সময় বোলে গেলেন, যদি কোন রত্ন-শিরার সন্ধান সুলুক বেরিয়ে পড়ে, ধাউড়ে দ্বারা তাঁকে যেন তখনি সংবাদ পাঠান হয়। একদিন লোকজনেরা খাটাখাটনির পর যার যে স্থানে চোলে গেছে, মালেক একটি মসাল লয়ে রত্নের খনির মধ্যে প্রবেশ কোরে চারিদিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখে বেড়াচ্ছেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বহু দুর পর্য্যন্ত নীচে চোলে গেছেন। একবার সামলাতে না পেরে পা হোড়্‌কে পোড়ে গেলেন, হাতের আলোটি নিবে গেল, চারিদিকে ঘোর অন্ধকারময় হল। মালেক যখন উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর বোধ হল, মুখের উপর যেন আলোর আভা পোড়্‌ছে, তিনি অমনি চম্‌কে উঠে বিস্মিত হোয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—এ আলো কোথা থেকে এল, এগোবেন কি পেছোবেন কিছু স্থির কোত্তে না পেরে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সময় কতকগুলি অল্প অল্প আলোর রেখা সুড়ঙ্গের নিম্নতল থেকে বার হোচ্ছে দেখ্‌তে পেলেন, এ আলো তত চপলা নয়। মালেক অনন্যমনা হোয়ে সেই দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তিনি মনে কোল্লেন আর কিছু নয়, কোন দস্যু অপহরণ কোত্তে এসেছিল, সেই বুঝি নীচে চাপা পোড়েছে, এই ভেবে এগিয়ে যাবার মনন কোল্লেন। আলোটি এখন সোরে গেল, মুহূর্ত্ত কালের জন্যে চাপা পোড়ে অদৃশ্য হল, যেন একটা ছায়া মধ্যবর্ত্তি হোয়ে ঢেকে ফেল্লে, আবার কিন্তু তখনি পূর্ব্ববৎ স্থির অচঞ্চল ক্ষীণ রেখায় দেখা দিলে। মালেক দুখানি হাত সুমুকের দিকে লম্বা কোরে ছড়িয়ে দিয়ে, অতি সাবধান হোয়ে, আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে নীচের দিকে চোলে যেতে লাগ্‌লেন, যেতে যেতে একটা পাথরের দেওয়াল হাতে ঠেক্‌ল, ঐ খানে তাঁর গতিরোধ হল, আর এগোতে পাল্লেন না, হাত খানি দেওয়ালের গায়

সংলগ্ন আছে। হঠাৎ সেই আলোটি নিষ্প্রভ হল, যেন ঘোর অন্ধকারে চাপা পোড়্‌ল। মালেক এক্ষণে তাঁর হাত দুখানি সেই পাথরের দেওয়াল থেকে উঠিয়ে নিলেন, উঠিয়ে লতেই হঠাৎ সেই আলোর ছটা এসে তাঁর চক্ষের উপর পোড়্‌ল, এবার সে আলোটি এত নিকটে যে, তার পশ্চাতে একটা আকৃতির ছায়া আছে দেখ্‌তে পেলেন, আলোর ছটাটি পূর্ব্বে যে জন্যে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়েছিল, মালেক এখন তার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পাল্লেন। মালেকের সম্মুখে যে প্রস্তরের প্রাচীর, তাতে ছিদ্র ছিল, দুখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেলে পাথর উপরোপরি হোয়ে থাকায়, তাতেই মধ্যে ফাঁক থাকে, সেই রন্ধ্র দিয়ে ঐ আলোর রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মালেক আন্দাজে আন্দাজে যেমন সেই ফাঁকের মুখটি হাত দিয়ে ঢাক্‌লেন, অমনি সেই আলোটি চাপা পোড়্‌ল, আর অমনি চারিদিক নিবিড় অন্ধকারময় হলো। যুবা এক্ষণে নিঃসন্দেহ হোলেন যে, এই প্রাচীরের বাইরের দিকে পর্ব্বতের গহ্বর কি অজ্ঞাত কুটীর আছে, সেখানে কেউ বাস কোচ্চে। অতি স্থিরচিত্ত হোয়ে সেই দেওয়ালের ফাঁকের মুখে কাণ পেতে থাক্‌লেন, একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ আর মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেন, মালেক যে তা শুনেছেন, তাঁর মনে সেটি নিশ্চয়ই বিশ্বাস হলো। তার পর সেই আলোটি হয় কেউ সেখান থেকে তফাৎ কোল্লে, নয় কেউ কিছু চাপা দিয়ে ঢেকে রাখ্‌লে, এক্ষণে শ্মশান ভূমির সদৃশ সুড়ঙ্গটি নিবিড় অন্ধকারে গভীর উদাস মূর্ত্তি হোয়ে নিস্তব্ধ হলো। খানিকক্ষণ পরে সেই ছিদ্র দিয়ে পুনরায় আলোচ্ছটা দেখা যেতে লাগ্‌ল, মালেক তাঁর তৃষ্ণাতুর চক্ষু দুটি সেই আলোর দিকে স্থির কোরে রাখ্‌লেন। একটু পরেই সর্ব্বলোকমোহিনী, পরম রমণীয় মাধুরী সেই গিরিসুন্দরী তাঁর দৃষ্টিপথে এসে বোস্‌লেন, তাঁরে দেখে মালেক অনুরাগ মোহে অভিভূত হোলেন, তাঁর তৎকালিক বিস্ময়ের কুল কিনারা ছিল

না। রমণী একখানি হাতের উপর মাথা রেখে একটু হেলে কাত হোয়ে আছেন, কুসুমদলনিন্দিত অমল মুখখানি অতি ম্লান, চিন্তায় বিবর্ণ, চুলগুলি আলুথালু হোয়ে ঘাড়ের চারিপাশে ছোড়িয়ে পোড়েছে, গলায় শুক্তি মুক্তার হার, একখানি বহুমূল্যের শ্বেতবর্ণের ওড়্না ঝেঁপে দিয়ে যুবতী কোমলাঙ্গ ঢেকে রেখেছেন. ঐ ওড়্নার মধ্য দিয়ে অন্য অন্য আভরণের ছটা দেখা যাচ্ছিল। মালেক নিস্তব্ধ, জ্ঞান শূন্য, মুখে কথা নেই, অবাক হোয়ে, সেই জোতিঃপ্রবাহিণী চারু-মাধুরীর প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন, চক্ষের পলক ছিল না, তিনি যে রত্নের উদ্দেশে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ কোরেছেন, সে সামান্য রত্নের পরিবর্ত্তে একটি অমূল্য রত্ন লাভ কোল্লেন,—যে রত্ন লাভের জন্যে সবা লালায়িত ছিলেন, এ সেই অমূল্য রত্ন!

বিস্ময়াবিভূত অথচ প্রফুল্লচিত্ত মালেক মনে মনে চিন্তা কোচ্ছেন, তিনি যে এখানে উপস্থিত আছেন, একথা তাঁর প্রণয়িনীকে কি কোরে অবগত করাবেন,—এই সময় কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেন, সে স্বর তাঁর ভ্রম হবার বিষয় নয়, স্বরটি বোল্লে, "লীলা! তোমাকে এখানে রেখে কাল আমাকে যেতেই হবে, দেখো, সাবধান, কদাচ ঘরের বাইরে যেও না, আমি আবার শীঘ্র ফিরে আসছি।" যুবতী বোল্লেন, "হায়! আমার * * * *" মালেক যুবতীর অমিয় কণ্ঠস্বরের কোমল মাধুরীতে মুগ্ধ হোয়ে সুন্দরী "আমার" পর আর কি কথা বোল্লেন, তিনি তা শুন্‌তে পেলেন না, যোগিবর যুবতীর বাক্যের যে উত্তর দিলেন, মালেক কিন্তু তা স্পষ্টাভিধানে বুঝ্‌তে পাল্লেন, যোগী বোল্লেন "লীলা! আমি তোমাকে বিনয় কোরে বোল্‌ছি, আমার এই কথাটি রেখো, তুমি আর সে পারসী মহাত্মাকে মনে করো না, তিনি কখনই তোমার হতে পার্‌বেন না, তবে তাঁর অন্বেষণ কোর্ত্তে আমাকে কেন অনুরোধ কোচ্ছো? আচ্ছা, তবে কিন্তু তোমার অনুরোধের

জন্যে নয়, তাঁর নিজের মহদ্‌গুণের নিমিত্তেই, সে মহাপুরুষ কোথায় অবস্থিতি কোচ্চেন, তার সন্ধান কোর্‌বো, বিশেষত এক্ষণে তাঁর জীবন শঙ্কটাপন্ন, সে জন্যেও আমাকে একবার তল্লাস কোরে দেখা উচিত।” ঐ কথা শুনে সুন্দরী হাত দুখানি এমনি ভঙ্গীতে রাখ্‌লেন, যেন এক মন এক চিত্তে গুরুদেবের ধ্যান কোত্তে বস্‌লেন, দুটি তেজস্ফূর্ত্তি উজ্জ্বল বিকশিত চক্ষু উর্দ্ধে উঠিয়ে রাখ্‌লেন, লোহিত রাগ রঞ্জিত বিনোদ ওষ্ঠদুটি ঘন ঘন নাড়তে লাগ্‌লেন। বড় বড় কোরে কি উচ্চারণ কোত্তে লাগ্‌লেন, মালেক মনে কোল্লেন,“তবে বুঝি আমার নিস্তারের নিমিত্ত পরাৎপর জগদীশ্বরকে ডাক্‌ছেন। যুবতীর প্রতি আমার অন্তঃকরণ যেরূপ, যুবতীরও মন আমার প্রতি সেইরূপ; আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সমান অনুরাগ।” মালেক ডেকে বোল্‌তে যাচ্ছিলেন, “সুন্দরী! ভাবনা কি? এই দেখো আমি তোমার নিকটেই আছি।” এমন সময় বিবেচনা কোরে দেখ্‌লেন যে, এ সময় কেউ কোথাও নেই, প্রণয়িনী একাকিনী আছেন, এখন কারও গলার আওয়াজ শুনে পাছে আতঙ্কে মোহ যান, সেই ভয় কোরে ক্ষান্ত হোলেন। যোগিরাজ যুবতীকে ছোট ছোট কোরে কি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, মালেক তাঁর কথা পরম্পরা শুন্‌তে পেলেন না, সুতরাং যে কথার পর যে কথা হল, তা তিনি বেছে লতে অক্ষম হলেন। যোগী বল্লেন, “লীলা! সে সময় উপস্থিত তা জানি—এখন—বজ্রের সমান শক্ত,—বিপদ হাতের মাথায়, আমি ত দুর্ব্বল দেখ্‌ছো, তথাচ সে দুরাত্মা ভয়ে কাঁপ্‌ছে। তখন—কেবল আমার স্নেহরূপ পুষ্পটির অবলম্বনের নিমিত্ত—বিশ্রামের জন্যে।” লীলা ঐ কথা শুনে উঠে দাঁড়ালেন, বাতীটি হাতে কোরে লয়ে একদিকে চোলে গেলেন! ঘরটি তামসীর ঘোর কৃষ্ণচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হল, মালেক আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে বাইরে এলেন, ভাব্‌তে লাগ্‌লেন যোগীর সেই ঘোর অনাথ নিবাসে কি কোরে প্রবেশ কোর্‌বেন, তার

উপায় কি? কি কোরে তার সন্ধান পাবেন? তাঁর প্রতি কমলময়ী লীলার স্নেহানুরাগ জন্মেছে, সেটি নিশ্চয়ই জন্মেছে, তার কোন সন্দেহ নেই। মালেকের আনন্দের স্থল কূল ছিল না, তাঁর নিজের ঘোর বিপদ উপস্থিত, তা একবার মনেও কল্লেন না, কি সেই বৃদ্ধ ফকিরের মুখে যে সকল নৈরাশপূর্ণ নিরুৎসাহের কথা শুন্‌লেন, তার প্রতিও একবার খেয়াল কোল্লেন না, লীলা যে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছেন, কেবল সেই আনন্দেই বিভোর হোলেন। সেই রমণীকুসুমটি তাঁর অন্তঃকরণে প্রফুল্ল রাগে বিকশিত হয়ে রইল। যুবতীর মধুর মোহিনীমূর্ত্তিটি তাঁর হৃদয় মধ্যে ডুবে থাক্‌ল, স্বপ্নে এক একবার ভেসে ভেসে উঠতে লাগ্‌ল। নিদ্রা থেকে উঠে মালেক প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, ধরণীগর্ভস্থিত যোগিরাজের সেই নির্জ্জন প্রদেশের দ্বারপথ অনুসন্ধান কোরে বার কোর্‌বেন।

প্রভাত ছটায় পূর্ব্বাম্বর লোহিত রাগে আরক্ত হবার অনেক পূর্ব্বে, মালেক নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান কোরে সেই রত্নাকরের সন্নিকট অরণ্যময় পর্ব্বত-গহ্বরের অনুসন্ধানে বেরুলেন। বন, বিটপী, খাড়ি, খাল, জঙ্গল, নদী, নালা, গহ্বর আদি কোরে যেখানে যত গুপ্তস্থান কি অজ্ঞাত বাস ছিল, সব পাতি পাতি কোরে উল্টে পাল্‌টে খুজ্‌তে লাগ্‌লেন। একবার সুড়ঙ্গের পথ ধোরে নিরীক্ষণ কোত্তে কোত্তে গেলেন, আবার সে পথ পরিত্যাগ কোরে, যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীটি অমলস্বচ্ছ বারী নদীগর্ভে প্রবাহিত কোচ্ছিল, সেই নির্ঝরের জল প্রবাহ লক্ষ্য কোরে চোল্লেন, নদীর উভয় কূল অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। একবার একটি পর্ব্বতের উপর আরোহণ করেন, সেখানে কোন সন্ধান না পেয়ে নেমে এসে আর একটি শিখরে গিয়ে উঠেন, এইরূপ নিষ্ফল অন্বেষণ কোরে কোরে অতি ক্লান্ত হোয়ে পোড়্‌লেন-- নির্জীববৎ অবসন্ন হোলেন,—শেষকালে অতি বিমর্ষ হোয়ে ক্ষুণ্ণ মনে মৃত্তিকার উপর বোসে পোড়্‌লেন। এদিকে সুড়ঙ্গে যাবারও সময় হয়ে

এসেছে, জন মজুরেরা পথ চেয়ে আছে, তিনি কতক্ষণে সেখানে যাবেন তাই ভাব্‌ছে। মালেক আর অপেক্ষা কোত্তে পাল্লেন না, উঠে চোলে গেলেন। যেমন সুড়ঙ্গের দ্বারে প্রবেশ কোর্‌বেন, হঠাৎ একটা উপায় মনে পোড়্‌ল, এক টুকুরো কাগচে গুটি কয়েক কথা লিখে, সুড়ঙ্গ খোঁড়বার জন্যে মজুরদের হাতে যে লোহার বাড়ী থাকে, ঐ বাড়ী দিয়ে সেই চিঠী খানি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঠেলে দিতে পাল্লে, অবশ্যই লীলার চক্ষে পোড়্‌বে, সেই কমলাক্ষি যে ঐ'র কুটীরেই আছেন তার সন্দেহ নেই, তবে পত্রখানি তিনি অবশ্যই পাবেন। এই কৌশল স্থির কোরে, মালেক তখনি বাসা থেকে এই কটি কথা লিখে আন্‌লেন।

"রমণীকুলের অমিয়মাধুরী! সহস্র প্রাণীর মঙ্গলকামনা অপেক্ষাও আমার কাছে তুমি দুমূ'ল্য, তোমার কায়িক কুশল, আব তোমার বাসস্থান অজ্ঞাত থাকায় অনাথার ন্যায় পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছি। দৈব অদৃষ্ট আমাকে এস্থানে লয়ে এসেছে, এখন বলো দেখি—আমি কি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবো না? যে আপনার সৌভাগ্যবলে গিরিশিরের উপর তোমার অমল চন্দ্রাননের কোমল কান্তি স্বচক্ষে দর্শন কোরেছে, সে অনাথ পারসীকে তুমি বিস্মৃত হও নি ত? যে তোমার সঙ্গে কথা কোচ্ছে, এ সেই নিরস-হৃদয় অনাথা পারসী, এ সেই ব্যক্তি, যে তোমার গুপ্তবাসের প্রবেশ-পথ জান্‌বার জন্যে অনর্থক পরিশ্রম কোরেছে, সেই গুপ্ত কুটীরে তার প্রাণের সমান প্রাণপ্রতিমা এক্ষণে অবস্থিতি কোচ্ছেন। আমার আকিঞ্চন অবহেলা কোরে নৈরাশদণ্ড কোরো না। এক্ষণে তোমার কাছে এই ভিক্ষা কোচ্ছি—তোমার নব আবাসের পথটি আমায় দেখিয়ে দাও, আমি স্বয়ং উপস্থিত হোয়ে, আমার সমগ্র প্রাণ, আর সমুদায় অন্তঃকরণ তোমার অগ্রে ধোরে দেবো। তোমার অমল মধুর মূর্ত্তি অহরহ আমার নয়নের উপর বিদ্যমান রয়েছে। আমি যে তোমার প্রত্যুত্তরের জন্যে অধৈর্য্য হোয়ে অপেক্ষা

কোচ্ছি, সে কথা কি বল্‌বার আবশ্যক আছে? মুখে কোন কথা বোলো না, তোমার একান্ত ভক্ত, একান্ত অনুরাগী, আর একান্ত শরণাপন্ন মালেককে এক খানি পত্র লিখে পাঠিয়েও।”

পত্রখানি সমাপ্ত কোরে মালেক খনিতে ফিরে এলেন। সেই মিত্রবৎ অনুকূল ছিদ্রটি অনুসন্ধান কোরে একখানি লোহার শিক দ্বারা তার মধ্যে ঐ পত্রখানি প্রবিষ্ট কোরে দিলেন। কৌশলটি সফল হল কি না, তা জান্‌তে খানিকক্ষণ বিলম্ব কোত্তে হল, একটু পরে অনুভব কোল্লেন লোহার বাড়ীগাছটি যেন অল্প অল্প কাঁপ্‌ছে, তার পরক্ষণেই একটি ধাক্কা দিয়ে কেউ যেন তাঁর দিকে সেই বাড়ী গাছটা ঠেলে ফেলে দিলে। মালেক শিক গাছটি কোলের দিকে টেনে নিলেন, তার আগায় একখানি পত্র বাঁধা আছে দেখে ভারি আনন্দিত হয়ে পত্রখানি হাতে কোরে লয়ে বাসায় চোলে গেলেন। সেখানে গিয়ে খুলে এই কথাগুলি পোড়্‌লেন।

“মহাত্মাবর পারসী পুরুষ!

“আমি আপনাকে বিস্মৃত হোয়েছি, এ কথা বোল্লে মিথ্যাবাদিনী হব, আমায় কিন্তু আর মনে কোর্‌বেন না, আপনার সম্মুখে বিপদ উপস্থিত, পালিয়ে নিজ দেশে প্রস্থান করুন, যাবার সময় লীলার মঙ্গল বাসনা সঙ্গে কোরে লবেন। আপনি এখানে আস্‌তে পারেন কি না, সে কথা যোগিরাজ বিবেচনা কোরে বোল্‌বেন, আমি কিন্তু জানি যোগিবরের ইচ্ছা আছে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন, কোন একটা আসন্ন বিপদে আপনাকে সতর্ক কোরে দেবেন এই তাঁর অভিপ্রায়। যে পর্ব্বতটি সকলের অপেক্ষা উচ্চ, তার পার্শ্বে একটি ভগ্ন মস্‌জিদ আছে, সূর্য্যদেব পাটে বোস্‌লে সেই স্থানে গমন কোর্‌বেন, যে আপনার মিত্র, তাঁর সঙ্গে ঐ স্থানে সাক্ষাৎ হবে। দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন, আপনার সৌভাগ্য বৃক্ষ ফলবান্ হোক, ইতি। লীলা।”

মালেক এই অমূল্য ক্ষুদ্র পত্রখানি পেয়ে এক একবার অধর দিয়ে চাপ্‌তে লাগ্‌লেন, আর বড় বড় কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন "কি আনন্দ! আমাদের আরও একবার দেখা সাক্ষাৎ হবে। লীলা! এবার দেখা হোলে আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না, তোমারে যে ঘোর অজ্ঞাত অন্ধকারে ঘেরে রেখেছে, সে অন্ধকার থেকে এইবার মুক্ত কোর্‌বো, আমরা একত্রে বাস কোরে, একত্রে দেহলীলা সম্বরণ কোর্‌বো।"

সূর্য্যদেবও পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন হলেন, নব অনুরাগীও তাঁর প্রাণেশ্বরীর কথামত সেই ভগ্ন মন্দিরে চোলে গেলেন, সেখানে বোসে যোগীর আগমনের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন। এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা, এইরূপ কতঘণ্টাই গত হল, তথাচ যোগীর দর্শন নাই, মালেকের ব্যাকুলচিত্ত যে সুস্থির হবে, তার কোন লক্ষণই দেখ্‌লেন না। যুবা বোসেই আছেন, রাত্র দুই প্রহর অতীত হল, তথাচ যোগীর উদ্দেশ নেই। কিন্তু এই সময় মালেক মন্দ মন্দ সতর্ক পদশব্দ শুন্‌তে পেলেন, কারা যেন ঐ ভগ্ন বাটীর দিকে আগমন কোচ্ছে। প্রেতভূমির ন্যায় স্থানটি তামসীর ঘোর কৃষ্ণ আবরণে ঘনাবৃত, চতুর্দ্দিকে ঘোর নিস্তব্ধের তরঙ্গ, একটি শব্দ মাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে বিকট দর্শন পেচকেরা অমঙ্গল সূচক ভীষণ কর্কশ রব, আর শেয়ালেরা দুরন্ত ভয়ানক হুয়া হুয়া শব্দ কোরে, রজনীর গভীর, নীরব, স্থির শান্তির বিঘ্ন জন্মাচ্ছে, মালেক স্থিরকর্ণে পায়ের শব্দ শুন্‌তে লাগ্‌লেন। শব্দ যত নিকট হতে লাগ্‌ল, যুবা আগ্ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা কোর্‌বেন, এই অভিপ্রায় কোরে কেবল মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছেন, কি দুপা একপা চোলেওছেন, এমন সময় দুটি কণ্ঠস্বরের ঝঙ্কার তাঁর কর্ণে প্রবেশ কোল্লে, অমনি ফিল্লেন, আস্তে আস্তে নিঃশব্দে পেছিয়ে এসে ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। দুটি লোক মন্দিরের দরজার কাছে এসে থম্‌কিয়ে দাঁড়াল, মালেক তাদের উত্তর প্রত্যুত্তর একটি একটি কোরে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেন।

প্রথম স্বর বোল্লে, "আমি দিব্যি কোরে বোল্‌তে পারি সে এই পাহাড়ের উপর উঠেছে।"

দ্বিতীয় স্বর। "তুমি কি নিশ্চয় জান এ সেই ব্যক্তি?"

প্র, স্বর। "নিশ্চয়ই জানি, তার সন্দেহ নেই, বড় আশ্চর্য্য, সে এর মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হল, এসো আমরা এইখানে বোসে থাকি, সে পারসী যেন ফাঁকি দিয়ে না পালাতে পারে। তুমি কিন্তু বোলেছো যোগীর কুটীরের চিহ্নও নেই, সে কথা সত্যি নাকি?"

দ্বি, স্বর। "তা না ত কি, একেবারে ধসভূম হয়ে জমির সঙ্গে মিশে গেছে, কিন্তু সে যে সেই স্ত্রীলোকটি লয়ে কোথা চলে গেল, সে কথা কেউই বোল্‌তে পারে না।"

প্রথম সঙ্গী বল্লে, "অতো ব্যস্ত হচ্চো কেন? দুদিন অপেক্ষা করো না, সে আমাদের হাত থেকে কদাচ বাঁচ্‌তে পার্‌বে না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্লে "সে যদি আমাদের হাতে এসে পড়ে, তবে তাদের রাজধানীতে ধোরে লয়ে যাব—প্রাণে মার্‌ব না—এ কথাটি ভুলো না ভাই, মনে থাকে যেন, তবে তোমার পেশকবচ তুলে রাখো, তাতে আর দরকার নেই, বাহু বলের উপর নির্ভর কোত্তে হবে।"

প্রথম ব্যক্তি। "হাঁ! হাঁ! তা বৈ কি! তার ভারি সাহস, গায় সামর্থও বেশ আছে, মনে করো, যদি জোরে তারে পেরেই না উঠা যায়।"

দ্বি, ব্যক্তি। চুপ্ চুপ্! কে আশ্চে। না, ও বাতাস গাছে বেধে শব্দ হোচ্ছে। ঐ দেখো চন্দ্রোদয় হবার বড় বিলম্ব নেই, চলো আমরা যাই, আর এখানে থাকা নয়। দোস্ত! কাল রাত্রে কিন্তু আবার আস্‌তে হবে, একটু সকাল সকাল কোরে আস্‌ব, তাদের পাহাড়ের উপর উঠ্‌বার পূর্ব্বেই যেন আসতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই ধোত্তে পার্‌ব, তবে এখন

যাওয়া যাক, কাল সূর্য্যও অস্তে যাবে, সে পারসীও আমাদের হাতে বন্দী হবে।"

ঐ দুটি লোক এখন চোলে গেল, মালেকের অন্তঃকরণ সুস্থির হলো, দুর্ভাবনা থেকে অনেক অংশে পরিত্রাণ পেলেন, তাদের ভয়ে এপর্য্যন্ত ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌তে পারেন নি। মালেক কিন্তু ঐ স্থানেই থাক্‌লেন, যে হেতু যোগী এখনও এলে আস্‌তে পারেন, যে যে কথাগুলি শুনেছেন, সেই গুলি তাঁকে জ্ঞাত করাবার নিমিত্ত ভারি ব্যস্ত হোলেন, তিনি যেন প্রহরী হোয়ে সেইখানে বোসে রইলেন। ব্রহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত, পক্ষীরা স্বরলহরী তুলে মঙ্গল আরতি কোত্তে লাগ্‌ল—প্রভাত হল, প্রভাত হল—বোলে চতুর্দ্দিক ঘোষণা কোরে দিলে। মালেক নির্ভরসা হোয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ কোচ্ছেন—এমন সময় একটি আকৃতি স্পষ্ট দর্শন কোল্লেন, দেখ্‌লেন সেই অজ্ঞাত পুরুষ মন্দ মন্দ পাদসঞ্চারে পর্ব্বতারোহণ কোচ্ছেন। উদাসীন মালেককে দেখ্‌তে পেয়ে চম্‌কে গেলেন। মালেক অতি ভক্তির সহিত একটি প্রণাম কোল্লেন, তাই দেখে যোগীর মনে প্রত্যয় হলো কোন মিত্রবর দাঁড়িয়ে আছেন। যোগী তাঁরে দেখে বোল্লেন, "যুবা! তুমি মহাত্মা বটো, কিন্তু বড় অসমসাহসী, আমি কি তোমারে ক্ষান্ত হতে পরামর্শ দিই নি?" মালেক বোল্লেন, "আপনি দিয়েছেন সত্য, কিন্তু এপর্য্যন্ত যখন এসেছি, আমায় একবার আপনার কুটীর দর্শন কোত্তে অনুমতি করুন—সে খানে পূর্ব্বেই দৈবাধীন আমার পাদ চিহ্ন পোড়েছে।" যোগী ইশারা কোরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে বোল্লেন। সেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কোরে, ঘরের মেঝের এক কোণ থেকে এক খানা চৌকোণা পাথর উঠালেন, সেখানা সেই মেঝেরি পাথর, তার নীচে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের সিঁড়ি চোলে গেছে, তাঁরা উভয়েই সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। খানিক দূর চোলে গিয়ে একটি সুপ্রশস্ত অথচ জলা

অন্ধকারময় বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। বাড়ীটির চারি দিক পাথরের দেওয়াল, ছাতও পাথরের, অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থূল প্রস্তর স্তম্ভের উপর গৃহটি অবলম্বন কোরে আছে। স্তম্ভগুলি সুন্দর, মার্জ্জিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পর্ব্বতের উদর থেকে কেটে কুঁদে বার্ করা হোয়েছে। সুমুখে একখানা পাথরের পাটাসন পোড়ে ছিল, যোগী মালেককে সেইখানি দেখিয়ে দিয়ে বস্‌তে বোল্লেন, আপনিও তার এক পাশে বোস্‌লেন। মালেক যেরূপে এই অজ্ঞাত বাসের সন্ধান পেয়ে ছিলেন, সেকথা যোগিবরকে বোল্লেন, আর যেখানে গেলে আশ্রমপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে পারবে, সে সন্ধান যে লীলা তাঁকে ইঙ্গিৎ করেন, সে কথাও তাঁকে অবগত করালেন। যোগী গম্ভীর হোয়ে শুন্‌ছেন, সেই ভগ্ন মন্দিরের নিকট দুই জন লোক যে সকল কথা বলাবলি কোচ্ছিল, সে সমুদয় বৃত্তান্ত মালেক যোগিরাজকে শোনাতে লাগ্‌লেন। যোগী শুনে বোল্লেন "তবে আর এ নির্জ্জন স্থান নির্ব্বিঘ্নের হলো না, পুত্র! অনেক বিপদ বাঁচিয়ে চোল্‌তে হবে—তোমার জীবনের উপর, আর আমার এই অনাথা কন্যাটির সতীত্ব ধর্ম্মের উপর রাজার কোপ দৃষ্টি পোড়েছে, তুমি নিরর্থক শরীর ঢেকে ঢেকে ছদ্মবেশে বেড়াচ্ছো, তাতে কোন ফলোদয় না হোতে পারে, আমিও এই রত্নটি সেরে সেরে নে বেড়াচ্ছি, আমারও সেটি বৃথা চেষ্টা। এক্ষণে প্রস্থান করাই তোমার পক্ষে মঙ্গল, পালিয়ে বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারো, সেই এক মাত্র প্রাণরক্ষার উপায় আছে, তবে আর কালবিলম্ব করো না।" মালেক বোল্লেন, "ভগবন্! একটা কথা বলি শুনুন্, লীলার অপমান বড় হলো না আমার প্রাণ বড় হলো? তাঁর মানের উপর যখন এতো প্রমাদাড়ম্বর, তখন আমার প্রাণ থাকে ভাল যায় ভাল—সেজন্যে ভাবনা কি? আমি তা মনেও কোরি না—না মহাশয় তা হবে না, আমি কোথাও

যাব না—আমাকে এই স্থানে থাক্‌তে অনুমতি করুন, লীলার মান, লীলার ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যদি শত শত লোকের প্রাণবধ কোত্তে হয়—কোর্‌বো, পূজ্যপাদ যোগীর লীলাকে আমি স্নেহ কোরে থাকি, তাঁর উপাসনাও কোরে থাকি, বালাকে আমার হস্তে প্রদান করুন, তাঁরে লয়ে দেশে চোলে যাই, আমার পিতা মাতা অর্থের অহঙ্কার করেন না সত্য, কিন্তু বংশ গৌরবের অভিমান কোরে থাকেন, তাঁরা মহাত্মা, দেশের যাবৎ লোকেই তাঁদের অনুরাগ করেন, তাঁরা তাঁদের ভালও বাসেন।" যোগী বল্লেন, "পারসীবর! লীলা যে তোমার প্রণয়ের অনুরাগিণী, সে বিষয় আমার সুন্দররূপে জানা আছে, তোমার বীর মহিমার জন্য আমি যে তোমারে স্নেহ আর প্রশংসা কোরে থাকি, সে কথাও সত্য, কিন্তু লীলা রাজকন্যা, একটি রাজপুত্রের হস্তে তাঁকে ন্যস্ত কোর্‌বো, এ মানস আমার অনেক দিনাবধি আছে।"

মালেক শুনে চম্‌কে উঠে বোল্লেন—"কি বোল্লেন ভগবন্‌! লীলা রাজ-কন্যা? যোগী বল্লেন "পুত্র! তাই বটে, আমি তাঁর আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বোল্‌ছি, আপনি শ্রবণ করুন। আজ ষোল বৎসর গত হলো কুতুব মিত্রতার যাবৎ সৌহার্দ্যবন্ধন ছিন্ন কোরে—আর প্রতিজ্ঞা পর হোয়ে যে সন্ধি করেন, সে সন্ধিবন্ধনের নিয়ম আর অভিপ্রায় সকল উল্লঙ্ঘন কোরে, তাঁর পরমাত্মীয় আর মিত্র বিসিয়াপুরের বাদশাহের প্রতীকূলে লড়াই সুরু কোল্লেন। আমি এককালে ঐ বিসিয়াপুরের অধীশ্বর ছিলেম, দুর্ভাগ্য মুস্‌কর আমার একমাত্র পুত্র, তাঁর উপর রাজ্যভার সমর্পণ কোরে, নিজে সংসার-অনুরাগে অনাসক্ত হয়ে অরণ্যবাস আশ্রয় কোল্লেম। মুস্‌করের প্রণয়িনী একটি কন্যা প্রসব করেন। কন্যা দেখে সকলে বল্‌ত সে তার মাতার ন্যায় পরমাসুন্দরী হবে। এই সময় একটা জনরব হওয়ায় লোকের মনে ভারি আতঙ্ক উপস্থিত হলো—

জনরব এই যে, কুতুব বিস্তর সৈন্য লয়ে রাজধানীর অভিমুখে আগমন কোচ্ছেন, আমি তৎকালীন রাজপুরে বাস কোত্তেম না, কুতুবের দুর্ব্যবহারের কথা যেরূপ শুনেছি, তাই তোমারে অবগত করাচ্ছি। আমার পুত্র বেশ বুদ্ধিমান আর চতুর ছিলেন, তাঁর বীরত্বের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল, তিনি এরূপ প্রণালীতে রাজ্যশাসন কোত্তেন যে, প্রজারা তাঁরে ভয়ও কোত্তো, অথচ আবার তাঁর বিস্তর অনুরাগও কত্তো, ভয় মিত্রতা দুইই রক্ষা কোরে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন কোত্তেন, বাস্তবিক আমার পুত্র যাবতীয় প্রজার অতি স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন। শত্রু আগমনের জনরব শুনে, পুত্ররব সৈন্য সমবেত কোরে যুদ্ধ কররার মানসে কতক পথ অগ্রসর হোলেন, এর পূর্ব্বে মুসকর উকিল দ্বারা কুতুবকে জিজ্ঞাসা কোরে পাঠান যে, কেন তিনি শত্রু বেশে হঠাৎ তাঁর রাজ্যে দর্শন দিলেন, সেই কথা শুনতে চান। উকিলকে কুতুব যৎপরোনাস্তি অপমান করেন, তাকে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, নচেৎ তার প্রাণ রক্ষা হোতো না। আমার পুত্রের যে সকল লস্কর ছিল, তারা সাহসে কি পরাক্রমে ন্যূন ছিল না, তাদের রাজভক্তিও বেশ ছিল— প্রাণপণে যুদ্ধ কোত্তো। কিন্তু লোক বল অধিক ছিল না—তৎকালীন আরো এক স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেটা নিকটে নয়, একটু দূরে, সেই যুদ্ধেতে বেছে বেছে যত প্রবীণ বিচক্ষণ যোদ্ধাদের পাঠান যায় তাতেই আমাদের লস্করেরা অচিরাৎ দল ভঙ্গ হোয়ে ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে পোড্‌লো। কুতুবের জয় হল, সেটা আর আশ্চর্য্য কি? লোক বল কম হলে, জয়ের সম্ভাবনা কোথা? আমার বীরপুত্র সে দিবসের সৌভাগ্য-স্রোত নিজাভিমুখে প্রবাহিত কররার নিমিত্তে মরিযার ন্যায় উন্মত্ত হন, মনে কোল্লেন যদি কোন গতিকে সে দিনকার জয়-প্রবাহ আপনার কোলের দিকে ফেরাতে পারেন। এই ভেবে পুত্ররব বীর মদে মত্ত হোয়ে মহা

আস্ফালন কোরে শত্রুদলের উপর ঘোর আক্রমণ কোল্লেন, সেই তাঁর শেষ বিক্রম, সেইবার তিনি নিজ বিরাট পরাক্রমের কালগ্রাসে কবলিত হোলেন। এই মর্ম্মভেদি সংবাদ রাজধানীতে কেউ যেন উড়িয়ে নে গেল। আমার প্রিয়পুত্রের সহধর্ম্মিণী কুতুবের নিদারুণ দৌরাত্ম্যের ভয়ে, তাড়াতাড়ি শিশুসন্তানটিকে কোলে লোয়ে, একজন বিশ্বস্ত সহচরীর সঙ্গে বিলাস উদ্যানের মধ্য দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেন। বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত কিছুই মান্‌লেন না, অমাম রাত্র চোল্‌তে লাগ্‌লেন, ভয়ে আব আতঙ্কে অন্তঃকরণ ধড়াস ধড়াস কোত্তে লাগ্‌ল, কিন্তু তত কষ্টেও সন্তানটিকে বুকের উপর বেখে জাপটে ধোরেছিলেন। বধূমাতা যখন আমার অজ্ঞাত নির্জ্জন আশ্রমে পৌঁছিলেন, তখন তিনি পথশ্রান্তে অতিশয় ক্লান্ত হোয়ে পোড়েছেন। পূর্ব্বে যাঁরে একান্ত বন্ধু আর সহায় জ্ঞান কোত্তেম, ঐ বধূমাতার মুখেই সেই বান্ধবেব বিশ্বাস অপহরণের বৃত্তান্ত অবগত হোলেম।

কুতুবের অভিপ্রায় স্পষ্টই জানা গেল, আমাদের বংশ ঝাড়ে মূলে নির্ম্মূল না কোরে তিনি ক্ষান্ত হবেন না। লোকেরা আমার আশ্রম জান্‌তো, তাতেই ভয় হল, হয়ত কুতুব একদল সশস্ত্র নির্দ্দয় দুরাত্মা বদ্‌মাস পাঠায়ে আমাদের ধোরে নিয়ে কয়েদ কোর্‌বে, কি মেরেই ফেল্‌বে। হতভাগিনী বধূমাতা একটু বিশ্রাম কোরে, শরীরে বেশ একটু বল সামর্থ হলে, কুটীরে অগ্নি দিয়ে, অপগণ্ড শিশুটি, তার মাতা, আর মাতার সহচরীকে সঙ্গে কোরে কাশ্মীরে চোলে গেলেম। সে দেশের রাজার সঙ্গে কুতুবের চিরমনান্তর, তাই মনে কোল্লেম, তাঁর কাছে গেলে আশ্রয় পাবো, সে দেশে তিন বৎসর বাস করি। লীলা যখন দুগ্ধপোষ্য বালিকা, তার মাতা জ্বর বিকারে দেহত্যাগ কোল্লেন। বধূমাতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর সহচরীটিও আমাদের পরিত্যাগ কোরে চোলে গেল,

সে আর কত কাল ঘর সংসার ছেড়ে পথে পথে ভেসে বেড়াবে? এদানীং সে ব্যক্তি আশ্রম-বাসে বিরক্ত হোয়েছিল। অবশেষে একমাত্র আমি মধুর-হাসিনী পৌত্রীর রক্ষক হোলেম, প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, ঐ নিরীহ অনাথা মাতৃহীন শিশুটিকে আপনার কাছে রেখে সাবধানে লালন পালন কোর্‌ব, এখনো পর্য্যন্ত ত সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরে আস্‌ছি।

মালেক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "দেব! আপনি কাশ্মীর পরিত্যাগ কোল্লেন কেন?" যোগী বল্‌তে লাগ্‌লেন, "সে দেশের প্রাচীন রাজাটি অতি ভদ্র ছিলেন, তাঁর পরলোক হওয়ায় তাঁর পুত্র, তখন অতি যুবা, রাজা হোলেন। এ ব্যক্তি অতি দুর্দ্দান্ত, আর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত, কুমার রাজা হোয়েই গোলকন্দের অধীশ্বর কুতুবরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা কোল্লেন। ঐ কথা শুনে সেই মুহূর্ত্তেই সে রাজপাট পরিত্যাগ কোরে পীরপঞ্চাল পর্ব্বত চূড়ার উপর কুটীর বেঁধে বাস কোত্তে লাগ্‌লেম, তা তোমার বেশ স্মরণই আছে। সেখানে নিষ্পাপ পবিত্র শরীরে অতি শুচি হোয়ে বাস কোত্তেম— অতি দুষ্কর কঠোর ব্রত অবলম্বন কোরে কাল যাপন কোত্তে লাগ্‌লেম, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রভাবেই আমি সেখানে নির্ভয়ে আর নির্ব্বিঘ্নে ছিলেম। নির্ম্মল সন্ন্যাস ধর্ম্ম আর কঠোর অরণ্যবাসই আমায় সকল বিপদ থেকে রক্ষা কোত্তে লাগ্‌ল। কখন কখন দুই একটি পথিক পথশ্রান্তিতে কাতর হোয়ে আশ্রমে উপস্থিত হত। আমার কাছে চাইতে না হয়, অথচ তাদের কষ্টও দূর হয়, এই জন্যে কুটীরের সম্মুখে পাত্রপূর্ণ জল রেখে দিতেম, তাতে পথিকদেরও সুবিধা হতো, আমাকেও বারবার বিরক্ত হোতে হোতো না,—তারা ঐ জল পান কোরে যার যে স্থানে চোলে যেতো। আমার বোধ হয় কুতুব এসময় মনে কোচ্ছেন আমি নাই— আমার মৃত্যু হয়েছে, তার কারণ এই যে, দাসীটি যখন আমাদিগকে ছেড়ে গেল, যাবার সময় সে কিবে দিব্যি কোরে শপথ করে যে, রাজধানী পৌঁছে

এই জনরব কোরে দেবে,—আমার আর লীলার পঞ্চত্ব হয়েছে। মনুষ্যের মধ্যে তুমিই জান্‌তে পেরেছো যে, আমরা মরি নি, বেঁচে আছি। এখানে থাক্‌লে আমাদের পরিত্রাণ নাই, সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। আমাকে সকলেই মান্য করে, কেউ ভরসা কোরে আমার গায় হাত তুল্‌তে পার্‌বে না, সেটা আমার বেশ জানা আছে, কিন্তু লীলার জন্যেই আমার দুর্ভাবনা, তার অদৃস্ট মনে কোরে প্রাণ কেঁপে কেঁপে উঠে।"

মালেক বোল্লেন, "ভগবন্‌! আপনি বোল্লেন কোন রাজপুত্রকে লীলা সম্প্রদান কোর্‌বেন, কিন্তু পাত্র স্থির হয়েছে কি? আপনি ত কারও কাছে বাগ্‌দত্তা হন্‌ নি?" তাপস বোল্লেন, "তবে শোনো বলি। রাজকুমার মিরজা লীলার স্বামী হবেন,—তাঁকেই আমি মনোনীত কোরেছি। ঐ মিরজা পিতাপিতামহের উত্তরাধিকারী হোয়ে বিসিয়াপুরের সিংহাসনের সত্ত্ব প্রাপ্ত হবেন। কুতুবকে সে রাজ্য অধিককাল ভোগ কোত্তে হবে না। বিসিয়াপুরের রাজ্যের উপর কাবুলের রাজবংশের সত্ত্বাধিকার জন্মেছে, ঐ রাজবংশকে সজ্জনেরা অনুরাগ আর দুর্জ্জনেরা ভয় করেন। এই পরিণয় সূত্রে আমার পৌত্রী বিসিয়াপুরের সিংহাসনের ভাগিনী হবেন, বাস্তবিকও সে সিংহাসন তাঁর নিজেরি সম্পত্তি। বিসিয়াপুরের রাজা, যিনি এইক্ষণে কাবুলে অবস্থিতি কোচ্ছেন, আপনাকে তাদৃশ বলবান জ্ঞান করেন না, তাই বিনা সহায়ে কুতুবের উপর চড়াও হোতে ভয় কোচ্ছেন। সম্প্রতি ডেকানের নবাব আরঙ্গজেবের সঙ্গে কথা চালাচালি কোচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হোয়ে দুর্জন কুতুবকে অপদস্থ কোরে সিংহাসন হস্তগত করবার চেষ্টায় আছেন। সেই কার্য্যটি নিষ্পন্ন হয়ে গেলে, আপদের শান্তি হবে, তখন আর বিসিয়াপুর রাজ্য কুতুব কর্ত্তৃক অধঃপাত হবার আশঙ্কা থাক্‌বে না। সেই সময় কোমলাঙ্গী লীলার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেবেন স্বীকৃত হোয়েছেন। এই কারণে আমি তোমাকে নিষেধ কোচ্ছি

যে, এখানে বারম্বার যাতায়াত করো না, আর এই নিমিত্তেই পীর-পঞ্চাল পাহাড় থেকে উঠে আস্‌বার পূর্ব্বে আমি তোমাকে সে কথা অবগত করি নি।”

মালেক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, গুরো! কুতুবের কুঅভিপ্রায় জেনেও কেন আপনি লীলাকে রাজাঃন্তঃপুরের এত নিকটে এনে রেখেছেন? যোগী বল্লেন “আর স্থান কোথায় যে, যাবো? ভেবেছিলেম এই স্থানে এলেই রক্ষা পাবো, এইটিই নিস্তারের মন্দির। দিনও সংক্ষেপ হয়ে এসেছে, আর কোথায় যাব, যে কদিন বাস কোত্তে হয়, এই খানেই থাকব—এই মনস্থ কোরেই এসেছিলেম, মনে কোরেছিলাম গোয়েন্দারা এস্থান খুজে পাবে না, তারা সন্ধান কোরে কোরে হয়রান হোয়ে, শেষে বিরক্ত হোয়ে ক্ষান্ত দেবে। আপাতত আমি বিনিয়াপুরে যাবো, তারি উদ্যোগ কোচ্ছি। কিন্তু কোথায় কোথায় আমার গতিবিধি, কোন্ সময় কোন্ দিকে যাতায়াত করি, তাই নাকি গোয়েন্দারা চৌকি দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় আমার পদচিহ্ন পড়ে, তাপর্য্যন্তও নাকি খুঁজে খুঁজে দেখে বেড়াচ্ছে, তাই নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করা বড় দুষ্কর হোয়ে উঠ্‌বে, আমার মন যেন ডেকে বোল্‌ছে আমাকে বিপদে পোড়্‌তে হবে, পালিয়ে বাঁচ্‌তে পারব না।”

মালেক আপনার বাহু প্রদর্শন কোরে বোল্লেন, “এ বাহু থাকুতে আপনাকে বিপদে পোড়্‌তে দেবো না, আমাকে সঙ্গে লবেন, আপনি আমার উপর নির্ভর কোরে থাক্‌বেন।”

যোগিবর বোল্লেন, “পুত্র! পাষণ্ড কুতুব তোমারও অনুসন্ধান কোচ্ছেন, সেটা একবার মনে করো, তুমি শীঘ্র স্বদেশে চোলে যাও কালবিলম্ব কোরো না, আমাদের অদৃষ্টে যা থাকে ঘট্‌বে, তুমি তার জন্যে চিন্তা করো না, দেশে পৌঁছিলেই তুমি নিষ্কণ্টক হবে।”

মালেক বোল্লেন, "না, তা হবে না, লীলাই যদি সঙ্গে না গেলেন, তবে মৃত্যুই মঙ্গল। আমি আপনার হাতে ধোরে, বিনয় কোরে বোল্‌ছি, একবার লীলার কাছে আমায় লয়ে চলুন, আমাদের অদৃষ্টের ফলাফল তাঁর নিজ মুখে শুন্‌তে বাসনা করি।"

তাপসবর বোল্লেন, "বালক! আমি জানি লীলার প্রতি তোমার বেশ প্রণয়-অনুরাগ জন্মেছে। কিন্তু পূর্ব্বে মিরজাকে বাগ্‌দান কোরেছি, এক্ষণে যদি সে কথা খণ্ডিয়ে দি, তা হলে আমি আর লীলা বিসিয়াপুরের রাজক্রোধে পতিত হবো, তাতে আমাদের আহ্লাদময় সুখস্বপ্নরূপ বিমল পদ্মটি শুকিয়ে মলিন হবে।"

মালেক বোল্লেন, "তবে আমাকে বিসিয়াপুর পর্য্যন্ত সঙ্গে যেতে অনু-মতি করুন, যিনি আমার প্রাণের সঙ্গে একত্রে গাঁথা আছেন, তাঁকে চক্ষের উপর রেখে সতর্ক হোয়ে সাবধানে লয়ে যাবো।"

যোগী বোল্লেন, "পুত্র! তবে তোমার যেমন ইচ্ছা হয় করো, রাত্র প্রভাত না হোতেই আমরা প্রস্থান কোরবো, যে হেতু আমায় ধর্‌বার নিমিত্ত চারিদিকে পাহারা বোসেছে। তুমি তবে আজ এখানে থাকো, ইচ্ছা হোয়ে থাকে ত আমাদের সঙ্গে যেও।"

তার পর বৃদ্ধ দুঃখিত-চিত্ত মালেককে সঙ্গে কোরে তাঁর প্রণয়িনীর কাছে উপস্থিত কোল্লেন, লীলা সে সময় অবগুণ্ঠনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে বোসেছিলেন, মালেক বিস্তর স্তুতি মিনতি কোরে, অনেক কষ্টের পর ঘোম্‌টাটি মোচন করালেন। প্রণয়ী প্রণয়িনী আপনাদের নির্দ্দয় অকরুণ অদৃষ্টের জন্যে কেবল রোদন কোরেই অবশিষ্ট দিনমানটুক অবসান কোল্লেন। যোগিবর রাজকুমার মিরজার সঙ্গে লীলার পাণিবন্ধনের যে ব্যবস্থা স্থির কোরেছেন, তাতেই ঘোর মনস্তাপ পেয়ে যুবক যুবতী অতিশয় আক্ষেপ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন।

মালেক নিস্কুল, সরল, উদার স্বভাব, ছলনা জান্তেন না, মনে কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ও ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রণয়রাগ দুরন্ত প্রবল. তাই মনোবেগ সম্বরণ কোত্তে না পেরে, অকুণ্ঠিত হোয়ে, নির্ভয় চিত্তে লীলাকে পরামর্শ দিলেন যে. পথে উঠে পিতামহকে পরিত্যাগ কোরে তাঁর সঙ্গে পারস্থানে চোলে যান। ঐ কথা শুনে লীলার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল, অতি অভিমানিনী হোয়ে, সক্রোধে ঘোমটা বেঁপে দিয়ে, চারু চন্দ্রানন ঢেকে নীরব হোয়ে, মুখফিরিয়ে বস্‌লেন। দুর্দ্দান্ত প্রণয়রাগের ওজর কোরে মালেক আপনার দোষ কাটাবার চেষ্টা কোর্‌বেন. এমন সময় যোগীকে প্রবেশ কোত্তে দেখে তাঁর রসনা নিশ্চল হলো। উদাসীন বোল্লেন, "প্রথম কোশেক দুকোশ হেঁটে যেতে হবে. তাই লীলার বিশ্রাম দরকার হোচ্চে, যে অল্প বেলাটুক আছে,সেটুক তাঁকে ঘুমুতে দিন।" লীলাকে বোল্লেন, "তুমিপ্রস্তুত হোয়ে থেকো, ডাকবামাত্রেই উঠে এসো।" যুবতী তাই শুনে সকাল সকাল শয়ন কোল্লেন। ঐ পাতাল গৃহের সব টেরে একটি কামরা ছিল, যোগী মালেককে সঙ্গে কোরে সেই ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেন। রাত্র শেষে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, উদাসীন মালেককে আর লীলাকে ডেকে উঠালেন, তাঁরা পিত্তি রক্ষার মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কোরে নিলেন, সকলে যাত্রা কোরে. পাতাল্ বাস থেকে বার হয়ে, লোকালয়ের বায়ু আঘ্রাণ কোত্তে কোত্তে চোল্লেন। যোগী অতি ম্লান, অতি বিষণ্ণ, থেকে থেকে চম্‌কে চমকে উঠ্‌ছিলেন, মাঝে মাঝে ফ্যল্‌ফ্যালো চকো হয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, কি একটা বিপদ এসে ঘাড়ে পোড়্‌বে, কি পড়ে পড়ে হোয়েছে, তিনি যেন সেই ভয় কোচ্ছিলেন। পাহাড় থেকে নেমে আস্তে আস্তে চোলে যাচ্চেন, এমন সময় পাঁচহাতিয়ার বাঁধা একদল লোক এসে চক্ষের নিমিষে তাঁদের ঘেরে ফেল্লে. মালেক তাই দেখে তখনি তলোয়ার ধোল্লেন, মরিয়ে হোয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ভয়ে যুজ্‌তে লাগ্‌লেন। বিপক্ষেরা দলে ভারি ছিল.

তাতেই পরাস্ত হোয়ে শেষে তাঁকে ধরা দিতে হলো। শত্রুপক্ষেরা তখনি তাঁরে নিরস্ত্র কোরে বেঁধে ফেল্লে। লীলা তাঁর পূজাপাদ অভিভাবককে জোড়িয়ে ধোরে রইলেন, আর নিরবচ্ছিন্ন করুণস্বরে কাতরাতে লাগ্‌লেন, "তোরা দয়া কোরে ছেড়েদে" এই কথা বোলে চেঁচাতেও লাগ্‌লেন। তাঁর সে সকাতর চীৎকারধ্বনি কে শোনে? কেউ তা কাণেও ঠাঁই দিলে না। সেই কমনীয় কুসুমকান্তির বিমল প্রতিমা খানি পাষণ্ডেরা হিড়হিড় কোরে টেনে একটি ঝোপের কাছে নিয়ে গেলো, তাঁকে লয়ে যাবার নিমিত্ত সেখানে একখানি ডুলী বাধা ছিল। মালেক ঐ নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখে রাগে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন, যোগী দেখে শুনে উন্মাদের ন্যায় হোলেন, দেবরাজ যেমন ভীমগর্জ্জন কোরে জলদগণের তাড়না করেন, যোগিবর সেই-রূপ ঘোর বজ্রপাত শব্দে অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোত্তে লাগ্‌লেন, আবার কখন বা বদমাস্‌দের হাতে পায়ে ধোরে সাধ্য সাধনাও কোচ্ছিলেন, যদি তারা কৃপাকটাক্ষ কোরে তাঁর স্নেহের হার, অঙ্কের নিধি, সেই চারু বালাকে অব্যাহতি দেয়। দুরাত্মা পাষণ্ড নরহন্তারা কি কারও ভয়প্রদর্শনে ভয় পায়? না কারও করুণাপূর্ণ কাতর উক্তিতে তাদের অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হয়? দুর্জ্জন পাপিষ্ঠেরা যোগীর স্তুতি মিনতির প্রতি একবার দৃক্‌পাতও কোল্লে না, তাঁর বজ্রনির্ঘোষ তুল্য অভিসম্পাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না কোরে, লীলাকে লয়ে প্রস্থান কোল্লে, সেই ডুলীর মধ্যে বালাকে বসিয়ে তাড়াতাড়ি সোরে পোড়্‌লো। মালেককে একটা ঘোড়ার উপর সোয়ার কোরিয়ে পাহারা দিয়ে লয়ে চল্লো, মালেক তাঁর অশ্রুমুখী লীলার পাশাপাশি হয়েই চোল্লেন। লীলা মালেকের নাম ধোরে ফোঁস ফোঁস কোরে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, আর মধ্যে মধ্যে সেই পারসীর আর যোগিবরের নাম কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ছিলেন, "ওগো তোমরা আমারে বাঁচাও, আমার জাত কুল রক্ষা

করো” তাই শুনেপারসী যুবার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিদাহ হতে লাগ্‌ল,লীলার হতাশ উক্তিগুলি তাঁরে যেন দগ্নে দগ্নে ভাজা ভাজা কোত্তে লাগ্‌ল, তাঁর কালক্রোধ হৃদয় কেউ যেন মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। যোগিবর শোক বিষাদে স্তম্ভিত হোয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সঙ্গে চোল্লেন, আর মধ্যে মধ্যে অনুচ্চ গম্ভীর স্বরে “গোলকন্দ রাজা অধঃপাতে যাক, তার সর্ব্বনাশ হোক, জগদীশ্বর তারে যেন জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ কোরে মারেন।” এই অভিসম্পাত কোচ্ছিলেন, অনেক পথ পর্য্যন্ত তাঁকে ঐরূপ অভিসম্পাত কোত্তে শোনা গেছিল—যে পর্য্যন্ত বন্দী আর বন্দিনী একটা ক্ষুদ্র গ্রামে না পৌঁছে ছিলেন, সে পর্য্যন্ত যোগীর অভিশাপ কথক কথক শোনা যাচ্ছিল, ঐ ক্ষুদ্রগ্রামে নূতন একদল বেহারা অপেক্ষা কোচ্ছিল—বেহারার ডাক বোসে ছিল। মালেক আর তাঁর প্রিয়তমা লীলা বাগনগরের দিকে চোলেছেন, আমরা তাঁদের পথে বিদায় কোরে দিয়ে, কুতুবরাজের পার্শ্বচরেরা যে সূত্র ধোরে শীকার দুটি হস্তগত কোত্তে সক্ষম হয়েছিল, আর সে সূত্রের সন্ধান তারা যেরূপে জান্‌তে পেরেছিল, পাঠক বন্ধুকে সেই অপূর্ব্ব বৃত্তান্তটি অবগত করাবো।

লীলাকে পীরপঞ্চাল পর্ব্বতের কুটীর থেকে অপহরণ কোরে আনবার মানসে, যে কয়েক জন বেহারা ক্রয় কোরে পাঠান হয়, তারি একজন বেহারা হীরকের সওদাগর আবাসের কাছে চাকর হয়, রাওয়েলখণ্ডেই তার বাস ছিল। সে ব্যক্তি নূতন মুন্সীকে দেখেই তখনি চিন্‌তে পাল্লে যে, এ ব্যক্তি সেই পারসী বীর পুরুষ, আর এই ব্যক্তিই রাজার অনুচরেদের পরাস্ত করে। বেহারা পূর্ব্বে শুনেছিল, যে ব্যক্তি ঐ পারসীকে ধরিয়ে দেবে, কি যে ব্যক্তি এমন সন্ধান বোল্‌তে পার্‌বে যে, অনায়াসেই সে ধরা পড়ে, সে বিস্তর পারিতোষিক পাবে। বেহারা সেই আশ্বাসে কৃত সঙ্কল্প হল যে, পুরস্কারের সমুদয় অর্থটি সে আপনিই উদরসাৎ কোর্‌বে, তাই সে

অপ্রকাশ হোয়ে মালেককে চোকোচোকি নজরের উপর রাখ্‌তে লাগ্‌ল। মালেক কখন্‌ কোথায় যাতায়াত করেন, কখন্‌ কার্‌ সঙ্গে কথা কন্‌, কখন্‌ কি করেন—এই সকল সন্ধান কোরে ফিত্তে লাগ্‌ল। এক দিন দেখ্‌লে যুবা একটি আলো লয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে একলা চোলেছেন, সেই পাপিষ্ঠ বেটা তাই দেখে নিঃশব্দে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লো, সে ভাব্‌লে মালেক যখন একলা যাচ্চেন, অবশ্য কোন মতলব আছে, তাঁর মতলবটা কি জান্‌তে হবে। মালেক যখন পোড়ে গিয়ে হাতের আলোটি নিবিয়ে ফেল্লেন, ঐ বজ্জাৎ ধূর্ত্ত নরাধম বেহারা হাত কয়েক মাত্র তফাৎ ছিল। সুড়ঙ্গের চরম সীমার এক দেশ থেকে যে আলোর ছটা প্রকাশ পায়, তাই দেখে মালেকও যেমন বিস্মিত হন, তেমনি ঐ পামর বেটাও তাঁর ন্যায় চমৎকৃত হয়। বেহারা কিন্তু তখনি বুঝ্‌তে পাল্লে সেই গিরিসুন্দরী এইখানে অপ্রকাশ ভাবে আছেন, মালেকের তত রাত্রে এখানে আস্‌বার কারণই সেই। পর দিবস সে শুন্‌লে নিঃসন্দিগ্ধ মালেক লোহার শিক চাচ্চেন, আর সেই শিক লয়ে সুড়ঙ্গের সেই টেরের দিকে চোলে গেলেন তাও সে দেখ্‌লে, সে তাঁর দিকে এক দৃষ্টে চেয়েই ছিল, খুব যত্ন পূর্ব্বক দেখ্‌ছিল, তিনি শিক লয়ে কি করেন? সে দেখ্‌লে মালেক আস্‌বার সময় একখানি চিঠি জেবের মধ্যে গুঁযে রাখ্‌লেন, তার পরেই একেবারে সিধে বাড়ী চোলে গেলেন। বেহারা যা ঠাওরেছিল, তাই ভালরূপ সপ্রমাণ কর্‌বার জন্যে, ঐ ব্যক্তি সুড়ঙ্গের প্রান্তভাগে সেই প্রস্তরময় প্রাচীরের কাছে চোলে গেল, হাতে একগাছ লোহার শিক ছিল, শিক গাছটি সেই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে, বাড়ীগাছটি পুনরায় টেনে বার কোরে, দেখে যে, তার অগ্রভাগে রেসমের সূত্রে একখানি পত্র বাঁধা রয়েছে, তাই দেখে সে আনন্দে নেচে উঠ্‌ল, ভারি পুলকিত হল। বেহারা লেখা পড়া জান্‌ত না, কি লেখা আছে কি বুঝ্‌বে? তাই সেই চিঠিখানি লয়ে, সুড়ঙ্গের প্রধান তত্ত্বাবধারক যিনি,

তাঁরি কাছে চোলে গেল, তিনি তখন রাজধানীতে ছিলেন। প্রধান অধ্যক্ষ অত্যন্ত আগ্রহ হয়ে পত্রখানি পোড়লেন, তাতে এই কটি কথা লেখা ছিল।

"আর অধিক কথা আমার কাছে শুন্‌তে চাচ্ছেন কেন? যোগীর কি অভিপ্রায় তা আমি অবগত নই। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন আর অতি অল্পকাল মাত্র আমরা এখানে আছি, দুই এক দিবসের মধ্যেই এস্থান ত্যাগ করবো, আর যেন এখানে আস্‌তে না হয়। আমি যে সময় আপনাকে বোলে দিইছি, সেই সময় যোগীর সঙ্গে পর্ব্বতের উপর সাক্ষাৎ হোতে পারবে, তাঁর মুখেই সকল কথা শুন্‌তে পাবেন। আমাদের আর একবার দেখা সাক্ষাৎ হোলে আহ্লাদিত হই।

লীলা।"

এই সন্ধানের বিষয় রাজাকে তখনি সংবাদ করা হলো। রাজা বল্লেন তাঁর চরেরা যদি সেই গিরিসুন্দরীকে আর সেই পারসীকে তাঁর কাছে ধোরে আন্‌তে পারে, তিনি তাদের অপরিমিত অর্থ পুরস্কার কোর্‌বেন। দুজন লোক অলক্ষ্য হয়ে মালেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রইল। সেই দুটি লোকই তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে, পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য কোরে সেই ভগ্ন মসজিদ পর্য্যন্ত যায়, সেখানে গিয়ে কিন্তু তাঁরে তারা দেখ্‌তে পেলে না। তথাচ লীলার ঐ পত্রের উপর নির্ভর কোরে একদল বদমাস এমনি স্থানে ওৎ কোরে রেখে দেওয়া হয়েছিল যে, কালে ভদ্রে কখন যদি সেই যোগী আর সেই যুবতী পর্ব্বত বাস পরিত্যাগ করেন, কি যদি কখন এস্থান থেকে উঠে অন্য স্থানে চোলে যান, সেই সময় তারা নিশ্চয়ই সেই সকল লোকের হাতে গেরেপ্তার হবেন, সেটি কেউই খণ্ডাতে পার্‌বে না। কত উত্তম কৌশলে সেই গেরেপ্তারি কার্য্যটি তারা সিদ্ধি কোরেছে, পূর্ব্বে সেকথা বলাই হয়েছে।

রাজধানীতে পৌঁছে, মালেকের হাতে পায়ে জিঞ্জির দিয়ে, রাজার সুমখে হাজির কোরে দিলে। এদিকে তাপিত হৃদয়া লীলাকে বিলাস

মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তাঁর বাসের নিমিত্ত ঘর দ্বার সুসজ্জিত কোরে রাখা হোয়েছিল। রাজা মালেককে দেখে বোল্লেন “ওরে বিট্‌লে বজ্জাৎ! তুই বেটা কে? তোর এত বড় সাহস যে,আমার হুকুমের বহির্ভূত কাজ করিস!! আমার সঙ্গে আড়াআড়ি কোরে আমার ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মাস্!!”

মালেক বোল্লেন, আমি চিরকাল যা, আজও তাই, আমি অত্যাচার-পীড়িত অনাথা ব্যক্তিদের রক্ষা করবার জন্যে জীবন গ্রহণ কোরেছি।”

রাজা। “বেটার ভারি অহঙ্কার, একে আমার সামনে থেকে তফাৎ কর্, সেই পাতাল পুরের অন্ধ কূপে লয়ে যা, বেটার যেমন দম্ভ, বিচার কোরে তার উপযুক্ত শাস্তি দেবো। যা, বেটাকে লয়ে যা, আমার সুমুখ থেকে লয়ে যা, এই বোলে চেঁচিয়ে সভাতল তোলপাড় কোত্তে লাগ্‌লেন।

অনুগত দাসেরা মালেককে যেন উড়িয়ে লয়ে চল্লো, মাটির ভিতর একটি ঘরে তাঁরে কয়েদ কোরে রাখ্‌লে, ঘরটির মধ্যে এমনি অন্ধকার, আর তার মেজেটি এমনি জলা স্যাঁত স্যাঁতে যে, তার মধ্যে মাথা দিতেই মালেকের সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌ল। যুবার ত ঐ অবস্থা হল, রাজা এখন অন্দরে চোলে গেলেন, সেখানে বিধুমুখী লীলা বোসে করুণ-স্বরে রোদন কোচ্ছিলেন, আর বচনাতীত শোক বিষাদে অভিভূতা হোয়ে, করে কর নিপীড়ন কোচ্ছিলেন। রাজা মনে কোল্লেন, নম্র নত হোয়ে কথা বার্ত্তা কইলে, দুটো স্নেহ প্রকাশ কোল্লে, দুদিন আদর আহ্লাদ কোল্লে, লীলাকে বশ কোত্তে পার্‌বেন, শেষে সুন্দরী আপনা হতেই আমার মন্দিরে থাক্‌তে ভাল বাস্‌বেন, এই ভেবে বাগনগরপতি সেই শোকার্ত্তা হৃদয়দগ্ধা কামিনীর নিকট উপস্থিত হোয়ে বোল্লেন “যুবতীরত্ন! তুমি কেঁদো না, শোক উচ্ছলিত ক্ষার ময় অশ্রু দ্বারা তোমার উজ্জ্বল নয়নের বিমল জ্যোতি কেন মলিন

কোচ্ছো ? সুন্দরী ! এই দেখো একটি মহা বলবান রাজা পদানত হোয়ে তোমার অগ্রে যোড়হাত কোরে দাঁড়িয়ে আছে,সে তোমায় এত স্নেহ করে, তোমার জন্যে সে এত উন্মত্ত যে, তার রত্নময় উজ্জ্বল সিংহাসনের অর্দ্ধাংশ প্রদান কোত্তে প্রস্তুত হোয়েছে। পুরোহিত কৃতাঞ্জলি হোয়ে দ্বারে অপেক্ষা কোচ্ছেন, তোমার অনুমতি হোলেই আজন্মের মত চির অভেদ্য বন্ধন দ্বারা আমাদের পরস্পর আবদ্ধ কোর্‌বেন। এক্ষণে তোমার প্রদীপ্তিমান চারু নয়নের অশ্রু মোচন করো,. আমি আর একটিবার সেই প্রফুল্ল বিকশিত বিনোদ আঁখির কোমলছটা চক্ষে দর্শন কোর্‌বো।"

অশ্রুমুখী লীলা ফুল্‌তে ফুল্‌তে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে কেবল এই কথা বোল্লেন "আমাকে আমার বৃদ্ধ অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিন, আর যাঁকে ধোরে কয়েদ কোরেছেন, সেই মহাত্মা বন্দীকে মুক্ত কোরে দিন।"

রাজা বোল্লেন, কে ? তাই বটে ! সেই বজ্জাতের জন্যে অনুরোধ কোচ্ছো ? তবে তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে, আল্লাব দিব্বি।"

কোমলাঙ্গী লীলা ঐ কথা শুনে হাহাকার শব্দে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন, অতি দীন দুঃখিনীর ন্যায় কাতর হোয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেই দুর্জ্জন নিষ্ঠুরের দুখানি পা জোড়িয়ে ধোরে "ওগো তারে প্রাণে মেরো না, ওগো তারে ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার, তুমি তার প্রাণের উপর হস্তারক হইও না।" সুন্দরী এই বোলে, অতি কাতর স্বরে চেঁচাতে লাগ্‌লেন, রাজা বোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি যদি আমার হও, তবে তারে ছেড়ে দেবো, তোমার উপরেই সেই পারসী বালকের শুভাশুভ অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্ছে।"

হৃদয় তাপিতা লীলা বোল্লেন, এক্ষণে শোকে সন্তাপে অন্তঃকরণ দগ্ধ হোচ্ছে, এ তাপিত অবস্থায় আমি কি তত গুরুতর প্রস্তাবের সদুত্তর কোত্তে

পারি? তবে আপনি এমন অনুচিত প্রস্তাব কেন কোচ্চেন। বিশেষত আপনার লোকজনেরা যে ভয় প্রদর্শন কোরেছে, সে আতঙ্ক আমার এখনও দূর হয় নি, তাই প্রার্থনা যে, আপনি অনুগ্রহ কোরে কিছুদিনের অবকাশ দিন, আগে বিবেচনা কোরে দেখি, শেষে সে কথার চূড়ান্ত জবাব দেবো।”

রাজা বোল্লেন, “সেই কথাই ভাল, আজ থেকে তোমাকে এক মাসের অবকাশ দেওয়া গেল, আচ্ছা দেখবো, ঐ মেয়াদ গত হোলে তুমি কেমন কোরে আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করো।” লীলা বোল্লেন, তবে মালেক মারা পোড়বে না? তাঁর প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই? কুতুব বোল্লেন, “আপাতত সে মারা যাচ্চে না বটে, কিন্তু যে মেয়াদের কথা হল, ঐ মেয়াদ গত হোলে, তুমি যদি প্রতিকূল কি অপ্রীতিকর জবাব দাও, তবে তুমিই তার প্রাণঘাতিনী হবে, তবে তোমা হতেই শিলমোহর পোড়ে তার অদৃষ্টের দ্বার চির অবরুদ্ধ হবে।” এই কথা বোলে রাজা হুকুম দিয়ে দিলেন, “লীলার যেন অগৌরব না হয়, সকলেই যেন তাঁর সন্মান সমাদর করে, আর তিনি স্বয়ং যখন ইচ্ছা কোরবেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে আসবেন।”

এক্ষণে যোগিবরের আর কোন আশা নেই, পদে পদে কেবল বিপদেরি আশঙ্কা কোচ্চেন, কি করেন, নিরুপায় দেখে আস্তে আস্তে বাগ্‌নগরের দিকে চোলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে, লীলার আর মালেকের অদৃষ্টে যা ঘটেছে শুন্‌লেন, রাজার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে লালায়িত হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন, কিন্তু তাঁর সে বাসনা সিদ্ধ হল না, গোলকন্দনাথের কাছে তাঁর কথা উপস্থিত করাতে তিনি তা ঘৃণা কোরে কাণেও শুন্‌লেন না। যে যোগীর কথা উত্থাপন কোরেছিল, তাকে সভার সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, অবশেষে বৃদ্ধ যোগীকে বাগ্‌নগর রাজপুরী থেকে বার কোরে

দেওয়া হলো। রাজান্তঃপুর সম্বন্ধে একটা তুচ্ছ কথা হোলেও তদ্দণ্ডে সহর ময় গোল হোয়ে পড়ে। যোগী জনরবে শুন্‌লেন যে, রাজার প্রস্তাবের চরম উত্তর দেবার জন্যে লীলা এক মাসের অবসর চেয়ে লয়েছেন, শুনে বড় আনন্দিত হোলেন। এক মাস কাল গত হবার পূর্ব্বে, গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হোয়ে অনেক কারখানা উল্‌টে যেতে পারে, অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তও হোতে পারে,—আবার অনেক হওয়া বিষয়ও নয়, আর না হওয়া বিষয়ও উপস্থিত হতে পারে। যোগী বিবেচনা কোল্লেন, তবে এই ত সুসময়, এই সুযোগে বিসিয়াপুরের রাজাকে আর একবার অনুরোধ করি, তাঁদের যে চির অভিসন্ধি আছে, এই সময় সিটি পাকা-পাকি কোরে তোলা যাক। দুঃখবিষাদপীড়িত তাপসবর তখনি রওনা হোয়ে বিসিয়াপুরে চোলে গেলেন, তাঁর মনে মনে ভরসা ছিল যে, ফিরে এসে, সর্ব্বদমনকারী মহা বলবান্ সৈন্য সঙ্গে লয়ে বাগ্‌নগরে প্রবেশ কোর্‌বেন, গোলকন্দ রাজ দেখে কেঁপে যাবেন, তাঁর সিংহাসনের আমূল পর্য্যন্ত নোড়ে উঠ্‌বে, রাজ্য রক্ষার নিমিত্তে ত্রাহি ত্রাহি কোর্‌বেন।

রজনীও প্রভাত হয়, আর হতভাগ্য মালেক মনে করেন হয় ত আজ আমার মৃত্যুর পরোয়ানা উপস্থিত হবে। যুবা এইরূপ নিত্যই প্রাণের আশঙ্কা কোত্তে লাগ্‌লেন। এক দিন গত হলো, দু দিন গত হল, তথাচ মালেক বেঁচে আছেন, নিত্যই এইরূপ দেখ্‌ছেন—একদিন যাচ্চে, আর একদিন আসচে, কিন্তু তথাচ মালেক জীবিত আছেন, কেউ তাঁরে জিজ্ঞাসাও করে না। যুবার মনে কতক সাহস হলো, তিনি এক্ষণে পালাবার যোগাযোগ চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। জেমলার সাহায্যে কোন গতিকে তাঁর উপকার হোতে পার্‌বে, এ আশা তাঁর মনেথেকে এখনও যায় নি, মালেক সেই আশা ধোরেই সাহসের উপর আছেন, তবে তিনি যে ঘোর শঙ্কটে পোড়েছেন, এ খবর আমীরকে

কি কোরে পাঠান যায়, তাই ভেবেই উৎকণ্ঠিত হোতে লাগ্‌লেন। যবার সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল, জেলদারোগাকে ঘুস কবুল কোরে লেখ্‌বার সরঞ্জাম আর একটা আলো আনালেন, মালেক এখন কালী কলম লয়ে লিখ্‌তে বোসলেন। পারসস্থান থেকে রওনা হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা হয়েছে, একটি একটি কোরে খুঁটে খুঁটে সে সমুদায় বৃত্তান্তটি লিখ্‌লেন। প্রকারান্তরে ইশারা কোরে এ কথাও জানালেন যে, গোলকন্দ রাজের অধঃপতন হবার বেশ সম্ভাবনা হোয়েছে, এক দল বলবান্ সৈন্য তাঁর অধিকার আক্রমণ করবার উদ্‌যোগ কোচ্চে, কিন্তু কোন্ দিক্ থেকে এ উদযোগ হোচ্ছে, কুতুব তা স্বপ্নেও জানেন না। দারোগাকে ঘুষ দিলেই কাজ পাওয়া যায় জেনে, মালেক আরো কিছু মোহর কবুল কোরে, বিস্তর হাতে পায় ধোরে বোল্লেন যে, তিনি অনুগ্রহ কোরে এই পত্রখানি আমীর যেখানে আছেন, সেইখানে রওনা কোরে দেন, বিলম্ব না হয়, দারোগাও স্বীকৃত হলেন, এ উপকার তিনি অবশ্যই কোর্‌বেন। কিন্তু কি পরিতাপ! ঐ স্পষ্ট বাহ্য স্বীকারের অন্তরালে একটি বিশ্বাসঘাতীতার কালমূর্ত্তি লুকিয়ে ছিল, মালেক তার কোন খবরি রাখ্‌তেন না।

প্রথমত যৎকালীন লেখবার উপকরণ চাওয়া হয়, দারোগা তখনি সে কথা রাজাকে অবগত করান। রাজা শুনে হুকুম দিলেন যে, কাগজ কলম দিয়ে মালেকের প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়, আর বোল্লেন বন্দী যা কিছু লেখে, তিনি যেন তা দেখ্‌তে পান, পত্রখানি তাঁর হাতে যেন সমর্পণ করা হয়। কুতুব চিঠি পোড়ে যখন জান্‌তে পাল্লেন মালেক আমীরের সহোদর, তাঁর অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো। লীলার কাছে যে অবসরকাল স্বীকার করেছেন, তাঁর মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয় নি, তথাচ রাজার অর্দ্ধাঙ্গর্দ্ধির অধিক প্রবৃত্তি হল যে, সে প্রতিশ্রুত অন্যথা কোরে মালেকের প্রাণ বধ কোত্তে

তখনি হুকুম দেন। পত্রের মর্ম্ম অমাত্যগণের কাছে অপ্রকাশ রাখ্‌লেন, রাজার মনে এই ভয় হলো, বন্দী আমীরের সহোদর এ কথা শুন্‌লে মালেকের প্রাণদণ্ড করবার নিমিত্তে তারা তাঁকে সর্ব্বদা পীড়াপীড়ি কোর্‌বে, শেষে হয় ত তাদের অনুরোধ এড়াতে পারবেন না। কুতুব যে বন্দীর প্রাণ নষ্ট কোত্তে আগ্রহ ছিলেন না, তার কারণ এই, মালেকের প্রাণ রক্ষা হোলে লীলা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হোলেও হোতে পারেন। পূর্ব্বে আমীরের উপর কুতুবের রাগ দ্বেষ ঘৃণা ছিল বটে, কিন্তু তত বাড়াবাড়ি নয়, সম্প্রতি জেমলার প্রতি তাঁর আক্রোশ ভারি বেড়ে উঠেছে, অতিশয় প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দিকে অসম দুঃসাহসী আমীর জেমলা গোলকন্দ রাজার নাম কোরে রাজসেনা লয়ে, কর্ণাটের যেখানে যত মন্দির মসজিদ আর বড় বড় সমৃদ্ধিমান সহর নগর ছিল, লুটে ছারখার কোচ্চেন। রাজধানীতে পুনরাগমন কোল্লে তাঁর অদৃষ্টে যা ধরা রয়েছে, সিটি তিনি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলেন, তাই জেনেই দিনে ডাকাতের ন্যায়, দোচোকো লুট্ তরাজ কোরে, হীরে মুক্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশকিম্মতি রত্নের চক্ষুঃ দান দিচ্ছিলেন। আমীরের কি ক্ষতি, গোলকন্দের রাজাই দেশাবচ্ছিন্ন লোকের আপদের স্বরূপ হোলেন, আমীরের অপরাধে তিনি বিস্তর রাজারাজড়ার শত্রু হোয়ে পোড়্‌লেন। কুতুবের মনে এই ভয় হলো, জেমলা যে সকল দেশ লুট কোরে উজাড় উদাস কোচ্ছেন, সেই সকল দেশের রাজারা এ অপকারের প্রতিশোধ না দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না, হয় ত তাঁরা সকলে একবাক্য হোয়ে প্রতিকারের চেষ্টা কোর্‌বেন। পাছে তাঁরা সৈন্যবল লয়ে হঠাৎ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন, এই ভয়ে কুতুব রণ সজ্জায় প্রস্তুত হোতে লাগ্‌লেন, যদি তেমন তেমন দেখেন ত সম্মুখীন হোয়ে যুদ্ধ কোরবেন। "এক দল সৈন্য তাঁকে আক্রমণ কোত্তে আস্‌চে, আর যে দিক দিয়ে আস্‌চে কুতুব স্বপ্নেও জানেন না যে সেদিকে

ভয়ের সন্দেহ আছে।" মালেকের চিঠিতে আকার ভঙ্গীতে এই যে একটু ইশারা আছে, তাতেই কুতুব দুর্ভাবনায় অস্থির হোলেন, বিষম ফাঁপরে পোড়লেন, ভারি উদ্বিগ্নে রইলেন, সন্দিগ্ধ-চিন্তা তাঁরে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্লে। তাঁর মনে স্পষ্ট বিশ্বাস হলো যে, ঐ সহোদর দুই ব্যক্তি এক যড়ী বিশ্বাসঘাতী প্রতারক, তাই তিনি মনে মনে স্থির সঙ্কল্প কোল্লেন যে, নিশ্চই বন্দীর প্রাণ সংহার কোর্‌বেন, কমলনেত্রা লীলা তার প্রস্তাবে সম্মত হোন আর নাই হোন, তার জন্যে মালেকের মৃত্যু রক্ষা হবে না।

বিধাতার কি অপূর্ব্ব খেলা! যৎকালীন মালেক বিপুল আনন্দে পুলকিত হোয়ে মুক্তির প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, কপাল গুণে সেই সময় উদ্ধারের তাবৎ সম্ভাবনা, প্রাণ রক্ষার তাবৎ আশা, একেবারে উচ্ছিন্ন হোয়ে গেল। আর তিন দিবস গত হোলেই মাস পূর্ণ হয়। লীলা দেখ্‌লেন মেয়াদ ত ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু নিকটানুকূল্যের কোন চিহ্নই নেই, তাই দেখে চারুদর্শনা মনে মনে ছট্‌ফট্‌ কোত্তে লাগ্‌লেন, তাঁর যেন মরণ যন্ত্রণা উপস্থিত হলো। সুন্দরীর মনে বিশ্বাস ছিল, যোগী যদি বেঁচে থাকেন, তাঁ হোতে যত্নের ত্রুটি হবে না, চেষ্টা পেতে, কষ্ট লতে, পরিশ্রম কোত্তে যোগী কিছুতেই পরাস্ত হবেন না, তাঁর উদ্ধারের নিমিত্ত তাপসবর কোন উপায় বাকী রাখ্‌বেন না। যোগী যে বিসিয়াপুরের সঙ্গে মিলে একটা চক্রান্ত কোর্‌বেন, সে খবরও লীলা না জান্‌তেন তা নয়। যুবতী এক্ষণে এই আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন যে, কেন তিনি গোলকন্দ রাজের প্রস্তাব মীমাংসার জন্যে আরো অধিক সময়ের প্রার্থনা কোল্লেন না? সেই দুঃখে ক্ষুব্ধ হয়ে আরো ম্রিয়মানা হতে লাগ্‌লেন, ভাব্‌লেন আরো অধিক মেয়াদ চাইলে অবশ্যই পেতেন। মালেকের যে ঘোর দুর্গতি উপস্থিত, এক একবার তাই মনে পোড়ে তাঁর অন্তঃকরণ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, যুবাকে বাঁচাবার নিমিত্ত যুবতী মনে মনে কুতুবের প্রস্তাবে সম্মত হতে আধা আধির অধিক

রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব অন্তরে উদয় হলে আতঙ্কে আর ঘৃণায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌তো।

একদিন ঘটনাক্রমে রাজা লীলার মন্দিরে হটাৎ উপস্থিত হোলেন। ঐ গৃহে স্নানের জল গরমের নিমিত্ত একটি দুর্জ্জয় তামার কটাহ ছিল।* রাজা যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, লীলা শশব্যস্ত হোয়ে তাড়াতাড়ি সেই কটাহের কাছ থেকে সোরে এলেন, কুতুব তাই দেখে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হোলেন, তাঁর প্রবেশের সময় সুন্দরী ঢাকিনী দিয়ে ডেকের মুখটি বন্ধ কোচ্ছিলেন, ঐ ঢাক্‌নীটি অতিবৃহৎ, দুর্জ্জয় স্থূল, ইস্প্রিঙ্গের দ্বারা চাপা থাক্‌ত। লীলা রাজাকে দেখে স্পষ্ট অপ্রস্তুতের ন্যায় তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যস্থলে আপনার স্থানে বোসতে যাচ্ছিলেন। যুবতীর এই বিসদৃশ অনিয়ম ব্যবহার যেন চক্ষে দেখেন নি, কি দেখেও যেন সে দিকে মনোযোগ করেন নি, কুতুব এইরূপ ভাণ কোরে যুবতীর পাশে গিয়ে বোসলেন, আর নানা বিষয়ের কথা বার্ত্তা কোয়ে তাঁরে অন্যমনস্ক কোল্লেন। বিলাস গৃহের পার্শ্বে একটি উদ্যান থাকবার নিয়ম আছে, রাজা বোল্লেন, "সুন্দরী! চলো একবার ঐ বাগানে গিয়ে বেড়াই।" লীলা বোল্লেন, "চলুন মহারাজ!" তাঁরা দুজনেই ঘরের বার হোলেন, কুতুব যা চক্ষে দেখেছেন, তাতে তাঁর মনে অতিশয় সংশয় আর ক্রোধ জন্মে, সে ভাবটি কিন্তু অতি কষ্টে চেপে রেখেছিলেন, নৃপতি মনে কোল্লেন, আর কিছু নয়, ধূর্ত্ত লীলার অবশ্যই গুপ্ত নাগর আছে, তাকেই ঐ ডেকের মধ্যে ঢেকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সেই পাপিষ্ঠ অপরাধীকে, সে যেই

* বিলাস গৃহে নিত্য স্নানের প্রথা ছিল, সেটি অখণ্ডিত নিয়ম। ঐ গৃহের দুর্জ্জয় বৃহদাকারের তাম্র ডেকগুলি এমনি কৌশলে প্রস্তুত হইত যে, নল দ্বারা জল স্রোত চালিত হইয়া তার মধ্যে প্রবেশ করিত, নিম্নতলের একটি ঘরে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া ঐ জল উত্তপ্ত করা হইত, সুতরাং জল গরম করিবার নিমিত্ত চাকরকে বিলাস মন্দিরে প্রবেশ করিবার আবশ্যক হইত না।

হোক, সমুচিত শাস্তি দেবার নিমিত্ত গোলকন্দনাথ মনে মনে মন্ত্রণা কোরে, একটা ঘোর কালান্তক নিষ্ঠুর দণ্ড অবধারিত কোল্লেন। তার পর লহমা কয়েকের নিমিত্ত লীলাকে একাকিনী রেখে বাহিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন রে, মালেক কয়েদখানায় বেশ হেপাজাতে আছে ত?" "আজ্ঞা, খুব হেপাজাতেই আছে," জেলদারোগা এই উত্তর কোল্লে। তার পর কয়েকটি আবশ্যক আবশ্যক হুকুম জারি কোরে, সরদার খোজাকে ডেকে বোল্লেন "এক ঘণ্টার মধ্যে পারসী বন্দীর মাথা কেটে অন্দরে পাঠায়ে দাও, আমি সেইখানেই উপস্থিত থাক্‌বো।"

সরদার খোজা "যে আজ্ঞা বোলে" শির নত কোরে স্বামীর আদেশ পালন কোত্তে চোলে গেল, কুতুবরাজ ফিরে গিয়ে লীলার পাশে বোস্‌লেন, যুবতীকে একলা ফেলে গেছলেন বোলে বিস্তর কাতর হয়ে ক্ষমা চাইলেন, বোল্লেন, "আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই একবার বাহিরে গেছিলেম, তার জন্যে কিছু মনে করো না সুন্দরী।" এক ঘণ্টা, কি কিছু অধিককাল এদিক সেদিক বেড়িয়ে রাজা তাঁর প্রিয়তমা সঙ্গিনীকে বোল্লেন "তবে চলো এখন ঘরে গিয়ে বসা যাক।" ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে কুতুব বোল্লেন, "রমণীরত্ন! তোমার মুখদেখে বোধ হোচ্চে, তুমি আজ ঔদাস্য কোরে স্নান করো নাই, মনে কোল্লেম, তবে বুঝি চাকরাণীদের অমনোযোগেই তোমার স্নান হয় নি, তাই তোমার সঙ্গে বাগানে প্রবেশ কোরেই হুকুম দিইছি, শীঘ্র জল গরম হোয়ে যেন প্রস্তুত থাকে, বেড়িয়ে চেড়িয়ে এসে স্নান কোল্লে শরীর মন বেশ সুস্থ হয়, এখন এসো জল গরম হয়েছে কিনা দেখিগে।"

ঐ কথা শুনে লীলা ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, মূর্চ্ছিতা হোয়ে, ঘরের মেজের উপর পোড়ে গেলেন, রাজা যেন তাঁর দিকে চেয়ে দেখেন্ নি, এইরূপ কাচ কেচে, কে তাঁর ক্রোধের ভাজন হলো, তাই স্থির জান্‌বার জন্যে, মহা হৃষ্টচিত্ত হোয়ে ডেকের ঢাকনী তুলে ফেল্লেন। কার এমন

কলমের তেজ যে, এ সময় কুতুবের হৃৎকম্প বর্ণনা করে! তিনি ডালা তুলে দেখেন যে, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র ওরমাজের নবীন দেহ শব হোয়ে ডেকের মধ্যে অবস্থিতি কোচ্ছে !!!

আবার ঠিক সেই সময়েই দুজন খোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বোল্লে, "মালেক পারসী পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে।" লীলা, শুনে হাততালি দিয়ে উঠ্‌লেন, ভাব্‌লেন জগদীশ্বরের কৃপায় একটি ত দুর্জ্জনের গ্রাস থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা কোল্লে। খোজারা যা বোল্লে, কুতুব কি তা শুন্‌তে পেয়েছিলেন ? সে সময় সম্মুখস্থিত সেই ভয়ঙ্কর ঘোর শোকমূর্ত্তির উপর তাঁর মন আর চক্ষু অবনত হয়েছিল, রাজার তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য, সিটি কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর আদেশের প্রত্যক্ষ ফল। খোজা দুজন, এগিয়ে গিয়ে বিকট ভয়ের স্বরে "ওরমাজ! ওরমাজ!" কোরে চেঁচিয়ে উঠল, তারা সেই ঘোর বিকটাকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন কোরে, আতঙ্কে গোটাগোটা হোয়ে থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। পুত্রের নাম রাজার কর্ণে প্রবেশ করায়, মোহপ্রাপ্ত অবস্থা গিয়ে তাঁর চৈতন্য হল, তখন তিনি শ্রাবণ ধারার ন্যায় অশ্রুপাত কোত্তে কোত্তে, ফুলে ফুলে, ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগ্‌লেন। মাথা থেকে টুপিটা টেনে ফেলে দিয়ে, পুত্রের মৃত শরীরের উপর ঝাঁপ দিয়ে পোড়্‌লেন, আর "ওরমাজ ওরমাজ" কোরে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। এখন কালাগ্নি ক্রোধের পরিবর্ত্তে শোক সিন্ধুর তরঙ্গ উথ্‌লিয়ে উঠ্‌ল। লীলার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, লীলা সেই হৃদয়ত্রাস ঘোররূপ ভয়ঙ্কর অভিনয় দর্শন কোরে অবশাঙ্গ হোয়েছেন। যুবতী মেজের উপর হাটু অবনত কোরে কৃতাঞ্জলি হোয়ে আছেন, ব্যাকুল হোয়ে অবসর প্রতীক্ষা কোচ্ছেন, যে গতিকে রাজপুত্রের এই অকাল মৃত্যু উপস্থিত, অবসর পেলেই সবতা তদ্বৃত্তান্ত রাজাকে অবগত করাবেন, এই তাঁর অভিপ্রায়।

লীলাকে কথা কবার উপক্রম দেখে; কুতুব ভয়ঙ্কর বিকট মুখ কোরে চীৎকার শব্দে বোল্লেন, "চুপ! চুপ! তুই দেবনারী-বেশধারিণী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী!! পুত্রের মৃত শরীরের দিকে অঙ্গুলী হেলিয়ে "ঐ দেখ্, পিশাচিনী! ঐ দেখ্, এ—তোরি কর্ম্ম! তারি শোধ এই নে, এই নে," এই কথা বল্‌তে বল্‌তে যুবতীর সুকুমার হৃদয়ে উপরোপরি দুবার ছোরা বসিয়ে দিলেন, তার পরেই ঘরে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, গিরিসুন্দরীর রুধির প্লাবিত কোমল অঙ্গের দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌লেন না।

খোজারা রক্তের স্রোত অবরোধ কববার নিমিত্ত নিরর্থক পরিশ্রম কোত্তে লাগ্‌ল, হতভাগিনীর মর্ম্মস্থল কালান্তক নিষ্ঠুর প্রহারে ছিন্ন হোয়ে গেছে, সে রুধির তরঙ্গ অপ্রবাহিত হবার নয়। লীলার অন্তিমকাল উপস্থিত, মৃত্যুর চরমকালে প্রাণবায়ু যেরূপ বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ কোরে নড়ে, সেই রূপ লীলার মহাপ্রাণী তখনও পর্য্যন্ত বুকের মধ্যে এক একবার নড়ে নড়ে উঠ্‌ছিল। এদিকে লোকজনেরা এগো রে, আয় রে, দেখ্ রে, ধর্ রে, এই প্রকার চীৎকার কোরে অন্তঃপুরের মধ্যে মহা কোলাহল কোত্তে লাগ্‌ল, তাদের চেচাঁচেচি হাকাঁহাকির গণ্ডগোলে রাজভবনে হুলস্থূল ব্যাপারের মহা তুফান উঠ্‌ল। এই নিষ্ঠুর রক্তাভিনয় দর্শন কোরে কি নির্দয় পাষণ্ড, কি সাংসারিক মায়াশূন্য উদাসীন, সকলেরি চক্ষে অশ্রুপাত হতে লাগ্‌ল, নিরপরাধিনী লীলাকে বাচাবার নিমিত্ত সকলেই অশেষমতে যত্ন পেতে লাগ্‌ল, কিন্তু তার সে কালের ঘা, সে কাল্ রক্ত-স্রোত আর বন্ধ হলো না। হায়! যুবতীর চক্ষুদুটি ক্রমে বুজে এলো, ওষ্ঠ দুটি কেঁপে কেঁপে অস্পষ্ট বিড়্‌বিড়্ শব্দে কি বোল্‌তে লাগ্‌ল, কেউ তা বুঝ্‌তে পাল্লে না, সে অস্ফুট ধ্বনি কারও শ্রুতিগোচর হলো না, তার পর একটি গভীর অন্তিম দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ কোরে, সরলা চারুবালা সংসার মায়া বিসর্জ্জন কোল্লেন। তাঁর সে জীবনের না কোন ফলই হল, না কোন সুখই ছিল।

পূর্ব্বগত নিদারুণ বিষাদ ঘটনাগুলি যে রূপে আর যে জন্যে ঘটেছে, এক্ষণে সেই বৃত্তান্তগুলি বর্ণপাত কোত্তে প্রবৃত্ত হলেম।

যে দিন এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার অভিনয় হয়, লীলা উদাস মনে বোসে কত কি চিন্তা কোচ্ছিলেন, "হায়! উপায় কি? দুর্ভাগা মালেককে কি কোরে বাঁচাবো? কি গতিকে তার প্রাণরক্ষা হবে? উদ্ধারের কোন পথ দেখিনে, সময় ত স্রোতের ন্যায় চোলেছে, রাজার সঙ্গে যে কথা হয়, তিনি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছেন, তার মেযাদ ত শেষ হয়ে এসেছে, আজও উদ্ধারের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তার কোনো সূচনাই নাই—" এমন সময় একজন খোজা চোরের মত চুপে চুপে এসে বোল্লে, "বেগম সাহেব! রাজকুমার অতি কাতর হয়ে বোল্লেন, যদি অনুমতি হয়, তবে একবার এসে সাক্ষাৎ করেন।" খোদ রাজা ভিন্ন তাঁর ঘরে অপর কেউ প্রবেশ কোল্লে যে, বিপদ ঘোট্‌বে, লীলা তা জান্‌তেন; তাই যুবতি খোজাকে ইশারায় বারণ কোরে বোল্লেন, "তুই এখান থেকে চোলে যা," খোজা বোল্লে "রাজপুত্র সেই গিরিবাসি-যোগীর কি সংবাদ বোল্‌বেন্, আপনি কি তা শুন্‌তে বাসনা করেন না?" যোগীর নাম শুনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লীলার নেত্র কোণ থেকে আহ্লাদের ছটা নির্গত হতে লাগ্‌ল, আশার উৎসাহে তাঁর নির্ম্মল নিঃসন্দিগ্ধ অকপট চিত্ত নৃত্য কোত্তে লাগ্‌ল, যুবতি খোজাকে বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে রাজকুমার আস্‌তে পারেন," ঐ অনুমতি পেয়ে সে, যে আজ্ঞা বোলে প্রস্থান কোল্লে। লীলার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি, তাঁর ভুবন বিজয়ী ভঙ্গী ওরনাজ পূর্ব্বে একবার অবলোকন কোরেছেন। রাজপুত্র বেস বুঝেছিলেন যে, যুবতী সহজে তাঁকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ কোত্তে দেবেন না, তাই তাঁরে বঞ্চনা করবার মানসে এই কপট ছলনা কোল্লেন যে, তিনি আর্য্য যোগিবরের সংবাদ-বাহক হোয়ে এসেছেন! যুবরাজ যুবতীকে বঞ্চনা কোত্তে গিয়ে, শেষে

আপনিই প্রাণে বঞ্চিত হলেন। রাজকুমার লীলার পালঙ্কের উপর কেবল মাত্র বসেছেন, কি বস্‌তে পেরেছেন কি না সন্দেহ, এমন সময় রাজা আস্‌ছেন, তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। লীলা ভয়ে চকিত হোয়ে ডেক দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন,“রাজপুত্র! ঐ কেবল এক মাত্র পালাবার স্থান আছে।” তখন কিন্তু ডেকের আধাআধি জলে পূর্ণছিল; কুমার পিতৃ-কোপের ভয়েসে বিবেচনা না কোরে, তাড়াতাড়ি তার মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, লীলা অমনি শশব্যস্ত হোয়ে ঢাকনীটা ফেলে দিয়ে ডেকের মুখটি বন্ধ কোরে দিলেন, ঢাকনীটা ইস্প্রিঙ্গের মুখে পোড়ে, তার জোরে এটে বোসে গেল, রাজপুত্রকে যেন কারাগারে পুরে চাবি দিয়ে রাখা হল, অদৃষ্ট শেষে ফতয়া দিলে, আর পরিত্রাণ নাই, সেইখানেই তাঁর চির কবর হবে। সরল স্বভাবা লীলা চাতুরী কি শঠতা বিদ্যায় দীক্ষিত ছিলেন না, তিনি শীঘ্র শীঘ্র ডেকের মুখ বন্ধ কোরে, চট্‌পটে হোয়ে, আপনার স্থানে গিয়ে যে বোস্‌বেন, তা পাল্লেন না, সে চাতুরী তিনি জান্‌তেন না। চালাকি কোরে ঢেকে নেওয়া ত অনেক দূরের কথা, বরং রাজাকে দেখে, যুবতি ভয়ে হতভম্বা হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন. তাতেই তাঁর মনের ভাব আরও প্রকাশ হোয়ে পোড়ল, রাজার মনে ভাবি সন্দেহ জন্মিল, সে বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বেই বলা হোয়েছে।

কুতুব পুত্রের অকাল-মৃত্যু-শোকে আচ্ছন্ন হোয়ে রোদন কোচ্ছেন, এমন সময় খবর হলো যে, শাজাহান বাদসাহের উকীল, যাঁর অনেক দিন থেকে আস্‌বার কথা ছিল. এসে পৌঁছেছেন, ডেকান হোয়ে ফিরে যাচ্ছেন, সঙ্গে বিস্তর সৈন্য, সহর থেকে এক ক্রোশ দূরে একটি বাগানের কাছে ছাউনি কোরে আছেন, সেইখানে আপনার গমনের প্রতীক্ষা কোচ্ছেন। গোলকন্দ রাজের বাসনা যে, কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থেকে বিলাস গৃহের শোকাবহ দুর্ঘটনাটি বিস্মৃত হন, তাই ঐ সংবাদ পেয়ে,

লোক জনকে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হোতে হুকুম দিলেন। কুতুব খুব ধুমধামের সহিত রাজউকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পারেন, সেইরূপ আড়ম্বর হতে লাগল। লোকজনেরা সারি সারি কাতার দিয়ে, মহাসমারোহ কোরে চলেছে, খোদ কুতুব তাঁর হাতীর উপর সোয়ার হোয়েছেন। কোনো দিকে ডঙ্কা পিট্‌ছে, কোনো দিকে ভেরী বাজ্‌ছে, এক দিকে নিশান উড়্‌ছে, নকীব ফুকার্‌তে ফুকার্‌তে আগে আগে চোলেছে, কেল্লার ভিতর থেকে তোপের উপর তোপধ্বনি হতে লাগ্‌ল। লোকজনের কোলাহলে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, কলরবের ঝঙ্কারে কারও কথা কেউ শুন্‌তে পাচ্চে না। এত ধুমধামের মধ্যেও কুতুবের অন্তঃকরণের ভিতর একটি শব্দ হোচ্ছিল, সে শব্দটি অতি অনুচ্চ অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তার অতিশয় পরাক্রম, বাইরে যে, রৈ রৈ হৈ হৈ শব্দে কোলাহলের মহাতরঙ্গ উঠ্‌ছিল, তাতে কিন্তু সে সামান্য ক্ষুদ্র স্বরটিকে ঢাক্‌তে পারেনি, কুতুব সে স্বরটি স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছিলেন। ঐ শব্দটি নিষ্ঠুর নরহন্তা খুনে বোলে কুতুবকে বিকট তিরস্কার কোচ্ছিল, আর সেই কথা প্রতিপন্ন কর্‌বার নিমিত্ত তাঁর স্নেহের আধার, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের শব, এবং নিরীহ নিরপরাধিনী লীলার মৃতদেহ তাঁর চক্ষের উপর ধোরে দিচ্ছিল। এক্ষণে কুতুবের ত তত ঐশ্বর্য্য-অহঙ্কারের আড়ম্বর, তত অতুল বৈভবের সমারোহ, তথাচ সেই সকল শোভা, গৌরব, গরিমার শত মধ্যস্থলে যোগীর সেই অপূর্ব্ব ভবিষ্যদ্‌বাণীটি হঠাৎ তাঁর মনে উদয় হলো, কে যেন তাঁকে ডেকে সে কথা গুলি স্মরণ কোরে দিলে—কুতুবের অসি নর-রক্তে কলঙ্কিত হোয়েছে,—এই কথা স্মরণ হয়ে গোলকন্দপতি মনে মনে বলে উঠ্‌লেন, "যোগী যে বিপদের ভয় দেখিয়েছিলেন, সে কথা খাট্‌লো কই, তাঁর ভবিষ্যদ্‌ বাক্য ত সফল হলো না, এখন সে বিপদ কোথায়? বরং তিনি যে কথা

বোলেছিলেন, তার উল্ট হোয়ে দাঁড়িয়েছে। শাজাহানের প্রতিনিধিকে সসমাদরে আহ্বান কোত্তে চোলেছি, সেই সম্রাট শাজাহান স্বয়ং কি আমাকে রাজ্যেশ্বর বোলে স্বীকার কোচ্ছেন না? তবে যোগীর প্রদর্শিত ভয়ের কোন অর্থ নাই, সেটি নিরর্থক বৃথা ভয়। রাজারা কখন ভয় করেন্ না, ভয় কোত্তে ভীরু কাপুরুষেরাই করে।"

রাজ-প্রতিনিধির ছাউনির নিকট সেই বাগানে পৌঁছে, কুতুব হাতী থেকে নাম্‌লেন, প্রতিনিধিকে আগ্‌বাড়ার জন্যে অগ্রসর হবার উদ্‌যোগ কোচ্ছেন, এমন সময় এক জন অমাত্য রাজার কাণে ফিস্ ফিস্ কোরে বোল্লে, "তোমার আসন্ন বিপদ, জীবন লয়ে পালাও, ঘোর বিপদ, এব্যক্তি প্রতিনিধি নয়, খোদ আরঙ্গজেব, এই বেলা সোরে পড়ো, নতুবা জন্মের মত যাবে।" কুতুব ঐ কথা শুনে, তদ্দণ্ডে সোয়ার হোয়ে, মরিবত্তি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে, দৌলাতাবাদের কেল্লার দিকে চোলে গেলেন। এ দিকে আরঙ্গ-জেবকে নিষ্কণ্টক কোরে রেখে গেলেন, তিনি তাঁর সহর লুটে, রাজপুরী লুটে ছারখার কোত্তে লাগ্‌লেন। সম্রাট-তনয় লুট্‌তরাজ কোরে সহর উদাস কোল্লেন। উজাড় আর উচ্ছিন্নের তরঙ্গ সহরময় যেন নৃত্য কোরে ফিত্তে লাগ্‌ল, এমুড় থেকে সেমুড় পর্য্যন্ত উচ্ছেদ আর ধ্বংসের একটানা সমান স্রোত চোলে গেলো। সেই দিনাবধি বাগনগরের অনু-দ্ধারণীয় পতনের দিন বোলে তারিখবন্দি হলো। আরঙ্গজেব যে এখানে হঠাৎ উপস্থিত হবেন, কেউ কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেনি, তিনি বিনি আহ্বানে, সকলের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ বাগনগরে কেন আগমন কোল্লেন? সে কথা আমরা পরে বোল্‌ছি। তদ্ভিন্ন মন্ত্রণাচক্রের চাতরে পোড়ে গোলকন্দ রাজ কেন শত্রু হস্তে প্রায় ধরা পোড়েছিলেন? সে বৃত্তান্তও বিশেষ কোরে ব্যক্ত কোর্‌বো।

পলাতক রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগ্‌লেন,

কতক দূর গিয়ে অশ্বটি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌ল, আর সে চোল্‌তে পারে না, তবু তিনি না-ছোড় হয়ে, মরিমরি কোরে চালাতে লাগ্‌লেন। শেষে যখন দেখ্‌লেন আর তার চল্‌বার ক্ষমতা নাই, দমফেটে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, হস্তপদ অবশ প্রায় হয়ে এসেছে, তখন তারে ছেড়ে দিয়ে নীচে নাম্‌লেন। এখন সন্ধ্যা হোয়েছে, রাশি রাশি কৃষ্ণচ্ছায়া মণ্ডলাকার হোয়ে তাঁর চতুর্দ্দিকে স্তূপাকার হোতে লাগ্‌ল, কুতুব আক্রান্ত অশ্বটি পরিত্যাগ কোরে পদব্রজে চোল্লেন, চোল্‌তে চোল্‌তে একটি পর্ব্বত গুহার নিকট উপস্থিত হোলেন, গুহাটি দুটি উচ্চ উচ্চ, নিরেট স্থূল পর্ব্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত, একটি মাত্র লোক চোলতে পারে, এমনি একটি ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত পথ সে খানে আছে, পায়ের চিহ্নে বোধ হল কেউ এই মাত্র সেই পথ দিয়ে চোলে গেছে। কুতুবরাজ ঐ পথ বেয়ে তাড়াতাড়ি চোলেছেন, যেতে যেতে দেখ্‌লেন সেই গিরি-যোগীর ক্ষীণ কৃশমূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। রাজা মনে জান্‌ছেন নিজে ঘোর অপরাধী, তার উপর আবার রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, উদাসীনের মুখের দিকে চাইতে তাঁর সাহস হলো না। যোগী কিন্তু তাঁর প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থেকে, তাঁর পাপান্তঃকরণের ঘোর দুঃশ্চিন্তা সকল অধ্যয়ন কোচ্ছিলেন, রাজার কিন্তু এমন ভরসা হলো না যে, যোগীর সেই অন্তর্ভেদক চক্ষু দুটির দিকে একবার চেয়ে দেখেন। এক জন ধাউড়ে দৌলতাবাদে যাচ্ছিল, বাগনগরে যে যে কাণ্ড ঘটেছে, তার মুখে যোগী সব শুনেছেন। তাপসবর পূর্ব্বে কেবল কর্ণে শুনেছিলেন, তার লীলা নাই, এক্ষণে চক্ষে দেখ্‌লেন তাঁকে যে হত্যা কোরেছে সে সম্মুখে দাঁড়িয়ে। যোগী এখন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, রাজার সহিত কিরূপ ব্যবহার কোর্‌বেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ কোর্‌বেন, না সে দুরাত্মাকে পথের মধ্যে দাঁড় কোরিয়ে রাখ্‌বেন। যদি দাঁড় কোরিয়ে রাখেন, শত্রু দল পোড়ে তাঁরে ধোরে লয়ে

যাবে, তারা তাঁরে ধর্‌বার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করে আস্‌ছিল। শেষে কথাকওয়াই স্থির কোরে, অতি মৃদু মন্দ গভীর স্বরে, তাঁর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা উল্লেখ কোরে যোগী রাজাকে বোল্লেন, "রে পাষণ্ড নরাধম পামর! তোর অসি নর রক্তে কলঙ্কিত হয়েছে! হাঁ! হয়েছে সত্য, আমি তা জান্‌তে পেরেছি। রে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, সে রক্ত পর্ব্বতের স্রোত অপেক্ষাও অতি পবিত্র, অতি নির্ম্মল। আমি কে দাঁড়িয়ে চিনেছিস? তুই আমাকে চিন্‌তে পারিসনে? মরকরকে মনে পড়ে? তারি পিতা তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আর যে অবলাকে তুই নিষ্ঠুর প্রাণে নির্দ্দয় হত্যা কোরেছিস্ সে মরকরের কন্যা। রে রুধিরপিশাচ! এখন ত শুনে সন্তুষ্ট হোলি! এতেও যদি তোর শোণিত তৃষ্ণার তৃপ্তি না হোয়ে থাকে, এই দেখ্, এই প্রাচীন জরা-জীর্ণ শুষ্ক বুক তোরে পেতে দিচ্ছি, তুই ছুরী মেরে মর্ম্মভেদ কর্। কই! তোর ছোরা কোথায়? বার কর্! তাতে এখনও লীলার রক্তের বাষ্প উদ্ভাবিত হোচ্চে, বুকে বসিয়ে দে, ভেদ কোরে বিদার কর্! যে ক্ষণে তুই তারে লম্পট চোক্ষে দেখ্‌লি, তার পূর্ব্বে সে এই অস্তর মধ্যে স্নেহে পালিত হোচ্ছিল। আয়, আমি তোরে ডাক্‌ছি, আমার এই মর্ম্ম-পীড়িত ব্যথিত হৃদয়ে তুই ছুরী মার? কি! তোর কি সাহস হোচ্ছে না? তুই কি এখন কাপুরুষ হোয়ে পোড়েছিস্?" ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বৃদ্ধ উদাসীনের আকুঞ্চিৎ লোল গণ্ডবেয়ে অশ্রুজল স্রোতের ন্যায় গোড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌ল। "লীলা! আঃ লীলা! তুমি নির্দ্দয় হত্যা হয়েছো, পাষণ্ড নাকি তোমায় খুন কোরেছে! এ কথা কি বিশ্বাস হয়? কার্ এমন নির্দ্দয় কঠিন প্রাণ যে, সুকোমল কুসুমদলের ন্যায় তোমার ললিত অঙ্গে অস্ত্র প্রহার কোল্লে!!" রে পাপিষ্ঠ নরাধম! এখনও বল্, সত্যিই কি লীলা প্রাণত্যাগ কোরেছে? সেই দুটি মধুর সহাস্য প্রফুল্লিত নেত্র মুদিত হোয়ে কি নির্জীব হোয়েছে? না আমি যা শুনেছি সকলি মিথ্যা? না আমি স্বপ্নে শুন্‌লেম? কি হয়েছে বল্, এই

কথা বোলে যোগী সক্রোধে সেই দুরাচারের হাত ধোল্লেন, আর বোল্লেন, তুই এই কথাটি বল্ যে, "সে বেঁচে আছে, তোমার অঙ্কের ধন সেই কমল-মন্নী লীলা মরে-নি, তা হলে এ বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদের পাত্র হবি।"

কুতুব নিস্তব্ধ, স্তম্ভিতের ন্যায় নিরব হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ছোরাখানি কাজ শেষ কোরেছে, সেটা তিনি মনে জান্‌তে পেরেছিলেন।

যোগী কুতবের ভাবগতিক দেখে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন্, বোল্লেন, তবে সত্য সত্যই আমার অদৃষ্টে আগুন লেগেছে, যা শুনেছি সকলিই সত্য। রে দুর্জ্জন! তোর পুত্রকেও যমালয় পাঠিয়েছিস, তাকেও মেরে ফেলিছিস! তাকে তুই বাঁচাতে পাল্লিনি? মালেক, সেই পারসী মহা-পুরুষ, সেও কি তোর কাল কোপে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোরেছে? উঃ! কি ভয়ঙ্কর!! কি ভয়ঙ্কর!!"

কুতুব বোল্লেন, "পথ ছেড়ে দাও,আমি যাই,রাত্রি হোয়ে এলো"। যোগী বোল্লেন, "কি! রাত্রি!! কুতুব কি রাতকে ভয় করে? হায়! তবে কতই কালরূপা অনন্ত ঘোর রজনী তোর মুখ অপেক্ষা কোরে আছে। ওরে পাষণ্ড! দেখ্ তোর রাজ্য গেছে, এখন তাই স্মরণ কোরে হায় হায় কর্, তোর মনে সুখও নেই, ইহ কালের মতন সে সুখ ধ্বংস হয়েছে, এখন বোসে বোসে সেই খেদ কর। জগদীশ্বর যাবৎ তোর জ্ঞান হরণ না করেন, এখনও কিন্তু তুই স্বজ্ঞানে আছিস, এখনও তোরে বোলছি, তুই সেই পরাৎপর পরম গুরুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

"রে অভাজন পথিক! তুই চোলে যা, তোর মহত্ত্বে নমস্কার, শত্রু হাত থেকে পালিয়ে বাঁচ্, কিন্তু তুই তোর নিজের হাত থেকে বেঁচে-যেতে পারবি না। রাত্রের ভয় করিস্ না, রাত্র যদি মহাঘোর,মহা অন্ধকারও হয়, তথাচ সে তোর মত নিষ্ঠুর কাল্-মৃত্যুর জন্ম দিতে কখনি পারবে না, তুই তবে প্রাতঃকালের ভয় কোরিস্, তবে এখন এখান থেকে দূর হ।"

পথটি এত অপ্রশস্ত যে, কুতুবরাজ পাশ কাটিয়ে চোলে গেছে, যোগীর গায় গা ঠেকাঠেকি হল, যোগী অমনি মনে মনে কেঁপে উঠ্লেন।

কুতুবের প্রাদুর্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকলে, জেমলার অদৃষ্টে যা ঘট্তো, তা তিনি জান্তে পেরেছিলেন, তাই আমির আরঙ্গজেবকে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র পেয়ে রাজপুত্র বাগনগরে আগমন করেন। সে পত্রে যা লেখা ছিল, পাঠক! তুমি তা শুনিইছো। আরঙ্গজেব কুতুবকে কায়দা কোত্তে পাল্লেন না বটে, কিন্তু তিনি তাঁর নগর আর রাজপুরী লুট কোল্লেন। এখান থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ কোরে দৌলতাবাদ অবরোধ কোরবেন মনন কোরে, সেই অভিমুখে চোল্লেন। কুতুব এখন সেইখানেই আশ্রয় লয়েছেন। আমার বন্ধু যখন ঐ ঘোর শোকাবহ বিষাদপূর্ণ উপখ্যানটি এই পর্য্যন্ত বোলে শেষ কোল্লেন, সেই সময় আমার উপর রাজহুকুম হল যে, আমার লস্করের মধ্যে গিয়ে সমাবেশ হই। শাজাহান বাদশাহ আরঙ্গজেবকে নিষেধ কোরে পাঠিয়েছেন, তিনি যেন কুতুবের উপর আর উৎপাত না করেন, অবশ্য অবশ্য আপনার রাজ্যে ফিরে যান। আমার বন্ধুকে বিস্তর স্তুতি মিনতি কোরে বোল্লেম, তিনি যেন এই মর্ম্মান্তিক করুণাজনক দুর্ঘটনার শেষ কথা গুলি আমাকে অবগত করান, সেই রুধির-পিশাচ কুতুবের পরিণামে কিরূপ ফল হল, মালেকের অদৃষ্টেই বা কি পরিণাম লেখা ছিল, সেই সকল বৃত্তান্ত অবগত হবার জন্যে ভারি ব্যগ্র হোয়েছিলেম, বন্ধু আমার কথায় স্বীকৃত হোয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, তোমার বাসনা নিষ্ফল হবে না।" ঐ কথা তাঁর মুখে শুনে বিদায় হোয়ে প্রস্থান কোল্লেম।

অতি অল্প দিন পরেই বন্ধু নিয়ের কাহিনীটি লিখে পাঠালেন। "আরঙ্গজেব চোলে এলে, কুতুব নিষ্কণ্টক হলেন, তিনি এখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্লেন, দৌলতাবাদের কেল্লা পরিত্যাগ কোরে তাঁর বাগনগর সহরে উপস্থিত হোলেন। পূর্ব্বে কমলার কৃপাদৃষ্টি থাকায় ঐ সহর

ভারি জমকাল, ভারি বোল্‌বোলাও ছিল। বাগনগরপতি সম্প্রতি এসে দেখেন সহর উদাস হোয়ে গেছে, পূর্ব্বের মত ধূমধাম কি জাঁক জমক কিছুই নেই, সে শ্রী নেই, সে আকার নেই, সে গোল্‌জার নেই। তদ্ভিন্ন সকলি গোলমাল, সকলি বিশৃঙ্খল, শ্রীভ্রষ্টের তাবৎ লক্ষণ বিরাজমান দেখ্‌লেন। রাজ-অমাত্যেরা তাঁর সম্মান সমাদর কোল্লেন না, তাঁদের মধ্যে একে একে সকলেরি চেষ্টা যে, স্বয়ং রাজত্ব করেন, তাতেই প্রজারা কেউ কারও পক্ষ হওয়াতে স্বার্থ-বিরোধ হয়ে পরস্পর মহা বিবাদ চোলেছে। যারা অতি সামান্য অন্ত্যজ চাকর ছিল, তারাও পর্য্যন্ত কুতুবকে তুচ্ছতাচ্ছল্য কোরে অপমানের কথা কইতে লাগ্‌লে। এই সকল কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে, মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হোয়ে, রাজ্যের প্রতি কুতুবের ভারি বিতৃষ্ণা— ভারি ঘৃণা জন্মিল, শেষে বিসিয়াপুরের রাজাকে অনেক সাধ্যসাধনা কোর্ত্তে লাগ্‌লেন যে, গোলকন্দ রাজ্য তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত করেন। গোলকন্দা রাজ্য অবশেষে দিল্লীর করাধীন হয়।

বিলাস মন্দিরের সেই ভয়ঙ্কর বিকট অভিনয় মনে হোয়ে, কুতুব দিন দিন শুষ্ক হোতে লাগ্‌লেন, অস্থিচর্ম্ম শীর্ণ হোয়ে মৃতের ন্যায় হোয়ে পোড়্‌লেন। পূর্ব্বে যে যে দুষ্কর্ম্ম কোরেছেন, এক্ষণে সেই গুলি মনে উদয় হোয়ে পরকালের ভয়ে কম্পিত হোতে লাগ্‌লেন, তাঁর সেই পাপাত্মা পামর স্মৃতি শকুনি হোয়ে তাঁর অন্তর খুঁড়ে খুঁড়ে খেতে লাগ্‌ল, দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় বুদ্ধির ব্যতিক্রম হোয়ে পোড়্‌লো, এদানীং বালকের ন্যায় চরিত্র হল, কাজ কথায় অতিশয় বালকতা প্রকাশ পেতে লাগ্‌ল, শেষে সে বালভাব গিয়ে ক্রমে উন্মাদ হয়ে উঠ্‌লেন, ঐ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর প্রাণত্যাগ হলো। সরকারি বাজারের মধ্যে কুতুবের কাল হয়, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে দুঃখিত হোয়ে, কেউ একবার আহা উহু কোরেও খেদ প্রকাশ করে নি। তাঁর মৃত দেহ পোড়ে গাড়াগড়ি যেতে লাগল, কেউ সে দিকে ফিরেও দেখ্‌লে না,

শেষে বাজারের মেথরেরা ঐ শব ঘাড়ে কোরে সহরের বাহিরে একটা ভাগাড়ে এনে ফেলে দিলে। শ্যাল আর কুকুরে তার এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগ্‌ল। এইরূপে কুতুবের নীচ নিকৃষ্ট অধম দেহটি সমুদয় খেয়ে শেষ কোরে দিলে, দেহটি কেবল নীচ অপকৃষ্ট পশুর উদর-তৃপ্তির জন্যেই সযত্নে পালিত হয়েছিল। হায়! কি ভয়ানক ঘৃণিত পরিণাম!!”

কুতুবের দরবারে একটি লোক জেমলার পরম বন্ধু ছিল, তিনি আম-খাসের দাবীর, অর্থাৎ আমেখাসের দরবারে চিঠী পত্র পড়্‌বার ভার তাঁর উপর ছিল। কুতুবের পতনের নিমিত্ত আমির জেমলা যখন আরঙ্গজেবের সঙ্গে পত্র চালাচালি করেন, সেই সময় গোলকন্দার রাজদরবারে সেই এক মাত্র মিত্রের সহায়তা আমীরকে অবলম্বন কোত্তে হয়েছিল। দাবিরের উপর কুতুবের ভারি বিশ্বাস ছিল, তাই বাদশাহ এক দিন কথায় কথায় প্রকাশ করেন যে, মালেক আমির জেমলার সহোদর। দাবীর সেই কথা শুনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, কোন গতিকে মালেকের প্রাণ রক্ষা কোর্‌বেন্‌। এ উপকার কোল্লে তাঁর অদৃষ্টে কি ঘোট্‌বে দাবির সে ভয় কোল্লেন না, ভাব্‌লেন জাল-প্রতিনিধির পৌঁছন সংবাদ যেমন চারিদিকে প্রচার হোয়ে পোড়্‌বে, সেই শুভ অবসরে তিনি বাগনগর পরিত্যাগ কোরে এক দিকে চোলে যাবেন। সেই মর্ম্মান্তিক শেষ দিবসের যে সময় কুতুব বিলাস গৃহে প্রবেশ করেন, তার পূর্ব্বে গোলকন্দনাথ দাবীরকে লয়ে রাজকার্য্য কোচ্ছিলেন, বিস্তর কাগজ পত্রে রাজার সহী মোহরের প্রয়োজন ছিল। দাবীর সেই সুযোগে জেলখানার দারোগার উপর একখানা পরোয়ানা লিখে অন্য অন্য কাগজের সঙ্গে গোলেমালে রাজার দস্তখত কোরিয়ে নেন, তাতে এই লেখা ছিল, “এই পরোয়ানা পাবামাত্র কয়েদি মালেক্‌কে মুক্ত করিবা।” কুতুব তখন ভারি ব্যস্ত, শীঘ্র শীঘ্র হাতের কাজ নিকেশ কোরে, তাঁর প্রাণপ্রতিমা লীলাকে

দেখ্‌তে যাবেন, তাই দাবীর কাগজপত্র সুম্‌কে যেমন ধোরে দিতে লাগ্‌লেন, তিনি অমনি দস্তখৎ কোত্তে লাগ্‌লেন, তাতে কি লেখা ছিল, সাপ কি ব্যাং, কুতুব আর তা চোক্ দিয়ে দেখেন নি। কাগজ পত্র সহী কোরে রাজা যেমন চোলে গেলেন, দাবীর সেই অবকাশে মালেকের রেহায়ের পরোওয়ানা দারোগার উপর জারী কোল্লেন। রাজার সহী মোহর দারোগার বেশ জানা ছিল পরোয়ানা যেমন পৌঁছিল, অমনি জেলখানার দরজা খুলে মালেককে বার কোরে দেওয়া হলো। দাবীর তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মালেকের কাণে কাণে বোল্লেন, "পালাও পালাও, আর এক তিলও এখানে থেকোনা, পালাও।" মালেক তাতেই বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন যে, এই ব্যক্তির কৌশলেই তিনি এ যাত্রা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পাল্লেন।

তার পরক্ষণেই দাবীর নিজে এক ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে, তাড়া-তাড়ি আরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোলে গেলেন, রাজপুত্র তখন বাগনগরের নিকটানিকটি এসেছেন, সে খবর দাবীরকে কেউ চুপে চুপে বোলে যায়।

সেই বিলাস বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কুতুব যখন খোজাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন রে, মালেক ত জেলখানায় বেশ হেপাজাতে আছে?" খোজা সায় দিয়ে বোল্লে, "আজ্ঞা, এই দেখে আশ্‌চি সে বেশ হেপাজাতেই আছে।" সহোদরের সহায়তার এই ফল হল যে, মালেক প্রাণ লয়ে পালাতে পাল্লেন, নচেৎ রুধিরাসক্ত দুর্দ্দম গোলকন্দ রাজের কাল কোপে পোড়ে তিনি যে এ যাত্রা বেঁচে যাবেন, সিটি অভাবনীয়, । মালেককে অবশ্যই রাজার মূর্ত্তিমান ক্রোধাগ্নে আত্মজীবনের বলিদান দিতে হতো।

দুর্ভাগ্য মালেক একটু পরেই শুন্‌লেন তাঁর প্রাণসমা প্রিয়তমা লীলার

ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়েছে! ঐ নিদারুণ হৃদয়ঘাতি কথা শুনে, লোকালয় থেকে ছুটে বেরিয়ে, একটা ঘোর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, সেখানে মনুষ্যের গতায়াত প্রায় ছিল না। সেই মনুষ্যাগম্য দুর্গম কানন মধ্যে প্রবেশ কোরে, করুণা-পূর্ণ কাতর স্বরে রোদন কোত্তে লাগলেন, শেষে অনাহারে অতি ক্লিষ্ট হয়ে সেস্থান পরিত্যাগ কোল্লেন। সেখান থেকে উঠে বরাবর চোলে যাচ্ছেন, কোথায়, কি কোন্ দিকে যাচ্চেন সে জ্ঞান নাই, যে দিকে তাঁর হৃদয়ভেদী শোকানুতপ্ত অন্তঃকরণ লয়ে যাচ্চে, তিনি সেই দিকে চোলেছেন। যেতে যেতে হঠাৎ একটা মনুষ্যের মৃত দেহ তাঁর চক্ষে পোড়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে সেইটি নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগ্লেন; দেখেন, তাঁর হৃদয়ের হার প্রিয়তমা লীলার পিতামহ পূজাবর গিরি-যোগীর মৃত শরীর পোড়ে আছে! শবটির কবর দেবার নিমিত্ত একটি গোর খুড়লেন, সেই সময় তাঁর গণ্ড বেয়ে অশ্রুবারি স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগ্ল, আর উচ্চৈস্বরে বিলাপ কোত্তে কোত্তে বোল্‌তে লাগ্লেন "হা আল্লা! এই যোগিবরের জীবাত্মা যেন তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামের স্থান পায়, এই বার যেন তাঁর যাতায়াতের অবসান হয়, এই জন্ম যেন তাঁর শেষ জন্ম হয়, আর যেন তাঁর কণ্ঠের হার লীলার শোকে তাঁকে দগ্ধ হতে হয় না, যোগিরাজ যেন সংসারের তাবৎ দুঃখ থেকে চিরমুক্তি পান।"

আমার বন্ধু আরো এই সকল কথা লিখে পাঠান, "দুর্ভাগা মালেক যখন লীলার শোকে অনাথার ন্যায় পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়ান, সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু কোথায় হয়, সিটি স্মরণ হোচ্চে না! ঐ মালেকের মুখেই গিরিবাসি-যোগীর মৃত্যুর কথা শ্রবণ করি। উন্মাদ-প্রায় হতবুদ্ধি পারসী যুবার নিকট বিদায় হয়ে আমি আপনার কার্য্যে চোলে গেলেম, তার পর যে তিনি কোথায় গেলেন, কি, কি হলেন, সে

সকল বিষয় আমি কিছুই অবগত নই। বোধ হয়, এক্ষণে মাতৃ ভূমিই তাঁর আশার লক্ষ্য স্থল, আল্লা তাঁর সহায় হোয়ে সচ্ছন্দে যেন গৃহে পৌঁছে দেন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।" আমি বন্ধুকে শত শত ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখ্‌লেম যে, তাঁর উদার কৃপায় মালেকের জীবন রক্ষার আর গিরিবাসী যোগীর মৃত্যুর সংবাদ অবগত হোলেম, তাঁর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হলে মহা আনন্দিত হবো—ইত্যাদি লিখে পত্র সমাপ্ত কোল্লেম।

গোলকন্দার লুট আমরা হিস্যামত ভাগ কোরে লয়ে আমেদাবাদে অবস্থিতি কোত্তে লাগ্‌লেম; সেই স্থানে আমীর জেমলা আরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হবেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।



Printed by S. P. Chatterjee, New Bengal Press, 149, Manicktolah Street, Simlah, Calcutta.

উজীর পুত্র।

OR

THE ADVENTURES OF A MOGUL.

তৃতীয় পর্ব্ব।

'শিবজীর অভিনয়' ও 'নীতিরত্নমালা' প্রণেতা

বসু শ্রীফকিরচাঁদ বর্ম্মণ।

"আপারিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

কালিদাস।

গুপ্তযন্ত্র

কলিকাতা, ২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন।

খৃঃ ১৮৭৩।

উজীর পুত্র।

১২ পরিচ্ছেদ।

" মন্দ চিন্তিলে মন্দ হয়, মন্দের ভাল কখন নয়।"

বিসিয়াপুরের অন্তর্গত অনেকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য দেশ আছে, তার মধ্যে বেদোরও একটী সেই রূপ দৃঢ়াবদ্ধ দুর্ভেদ্য দেশ। আরঙ্গজেব বাগ্‌নগরের আশা অভিসন্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়ে ঐ বেদোর চড়াও কোল্লেন। এখানে অপরিমিত অর্থ হস্তসাৎ কোরে, আমীর জেম্‌লাকে সঙ্গে লয়ে দৌলাতাবাদে ফিরে এলেন। উত্তর কালে যাতে তাঁদের পরাক্রম বিস্তার হয়, দৌলাতাবাদে বসে সেই সকল মতলব বার করেন, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্‌সা ফাঁদেন। দুজনে বেশ প্রীতপ্রণয়েতেও থাকেন। এখনোপর্য্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে কোন দিকে যুদ্ধবিগ্রহ বেধে উঠেনি, তাই আমীরজেমলা মনে মনে যুক্তি কোল্লেন যে, এই অবকাশে শাজাহানের সঙ্গে আনুরক্তি কোরে রাখা আবশ্যক। আমীরের কৌশলে সম্রাট পত্রের উপর পত্র লিখে জেম্‌লাকে তাঁর দরবারে আহ্বান কোত্তে লাগ্‌লেন, আমীর শেষে বিবেচনা কোল্লেন যে দিল্লীর দরবারে একবার তাঁর যাওয়াই শ্রেয়ঃ। সম্রাটকে উপহার দেবার নিমিত্ত অতি উজ্জ্বল দর্শন বহুমূল্যের রত্ন বিস্তর সঙ্গে নিলেন। আমীরের অভিসন্ধি এই যে, শাজাহানকে নজর দ্বারা বশীভূত কোরে, তাঁরে বোলে কোয়ে

প্রভৃতি দিয়ে বিসিয়াপুরের রাজা, গলকন্দের রাজা, আর পর্ত্তুগীস জাতি-এই তিনের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা কোরিয়ে দেন। জেমলার সদৃশ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির শরীর রক্ষার নিমিত্ত বিস্তর লোক যে সঙ্গে যাবে, সেটা বড় বিচিত্র নয়, তবে আশ্চর্য্য এই যে, সেই সকল দলবলের উপর সরদারি পদ দেবার নিমিত্ত আমীর বেচে বেচে আমাকেই মনোনীত কোল্লেন, সুধু তাও নয়, আরও দুটি সরদার বাহাল কর্‌বার ভার আমার উপরেই অর্পণ করা হলো, তদ্ভিন্ন আমার বিবেচনায় যাহা ভাল কি আবশ্যক বোধ হবে, সেইরূপ বন্দোবস্ত কর্‌বার অনুমতি পেলেম। আমীর আমায় ডেকে বোল্লেন "সাদক! বেদোর চড়াও করবার সময়, তোমার সাহস উৎসাহ আর তৎপরতার প্রতি বেশ লক্ষ্য কোরেছি। আগ্‌রায় যাবার সময় যে লস্কর সঙ্গে যাবে, রাজকুমারের অনুমতি লয়ে তোমাকে তাদের সরদার কোরে দেবো, আর সম্রাটকে উপহার দেবার নিমিত্ত যে সকল রত্ন সঙ্গে নেবো, সে সমুদয় তোমারি জিম্মে থাক্‌বে, তবে যাহাদের উপর তোমার বিশ্বাস আছে, সেই সকল ব্যক্তিকে বাহাল কোরে তোমার অধীন সরদারি পদে নিযুক্ত করো। আমি কিন্তু তুমি বই আর কাউকে জানিও না, চিনিও না, তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো, রত্নগুলিন যেন নির্ব্বিঘ্নে আগরার দরবারে পৌঁছে।" এই প্রদত্ত সম্মানে প্রফুল্লিত হোয়ে এত বিস্ময়স্তব্ধ হোলেম যে, আমার আর কৃতজ্ঞতা জানাবার ক্ষমতা রইল না, কি বোলে যে উপকার স্বীকার কোরে স্তবস্তুতি কোত্তে হয়, আমি যেন সে সময় সে সকল কথা বিস্মৃত হোয়ে গেলেম, তাই আর স্তুতিবাদ না কোরে এইমাত্র বোল্লেম "যদি রাজপুত্র আরঙ্গজেব অনুমতি করেন, তবে আপনার দীয় সম্মান এই দণ্ডেই গ্রহণ কোত্তে প্রস্তুত আছি"। জেমলা বোল্লেন, "তার জন্যে ভাবনা কি? আরঙ্গজেব ক্ষুণ্ন হন, আমি

তার জবাব কোরবো, সে ভার আমার উপর, তুমি কিন্তু তয়ের তাকাদা কোরে প্রস্তুৎ হয়ে থাকো। কেননা আর তিন দিন মাত্র মধ্যে আছে, তার পরেই আমাকে যাত্রা কোত্তে হবে”। আরঙ্গজেবের সম্মতি প্রদান করবার পর আমার মিত্রদ্বয় ইয়াসমিন আর ইয়াকুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম, আমার সৌভাগ্যের কথা তাঁদিগ্‌কে অবগত কোরিয়ে পথরক্ষক সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ কোত্তে অনুরোধ কোল্লেম। ঐ সংবাদ শুনে উভয় বন্ধু এত আহ্লাদিত হোলেন যে, তার সীমা করা যায় না, বিশেষতঃ ইয়াসমিন আরও অতিরিক্ত পুলকিত হোলেন, যেহেতু স্নেহময়ীমাতাকে দেখ্‌বার নিমিত্ত তাঁর অন্তঃকরণ লালায়িত হোচ্ছিল। আমরা কথায় বার্ত্তায় আছি, এমন সময় রাজকুমার ডেকে পাঠালেন। বান্ধব সংসর্গ ছেড়ে ত্রস্ত হোয়ে চোলে গেলেন, তাঁদের যে আমি বিস্মৃত হয়নি, তাই দুদণ্ড বোসে যে দুটো স্তবস্তুতির কথা শুনবো, তা পাল্লেম না, জোর তলব, আমাকে তখনি উঠ্‌তে হলো। সসম্ভ্রমে কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হোলেম। আরঙ্গজেব বোল্লেন, “সাদক! আমীরজেমলা আমার পিতার দরবারে চোলেছেন, তাঁর সমভিব্যারে তোমাকেও যেতে অনুমতি কোরেছি সত্য, তা যাইহোক, গুটিকয়েক কথা কিন্তু তোমায় বোল্‌তে চাই সে কথাগুলি যেন খোদিত অক্ষরের ন্যায় তোমার অন্তঃকরণে অঙ্কিত হোয়ে থাকে। তুমি আমারি কারপরদাজ, আর আমার বেশ বিশ্বাসও আছে যে তুমি একজন বিশ্বস্ত পাত্র” আমি উত্তর দান কোরবো মনে কোচ্ছি, রাজপুত্র নিষেধ কোরে বোল্লেন “যা বলি মনোযোগ কোরে শোনো, আমীরের এ দেখাসাক্ষাৎ আমার মনোগত নয়, আমি তা আদৌ ভাল বিবেচনা কোচ্ছি না, হয়ত সে তলে তলে কোনো চক্র কোরে থাক্‌বে, আমি কিন্তু তা ঠিক্ বল্‌তে পারিনে, আমার সহোদর দারা, অতি শঠ আর অতি খল, তার ভরসায় নিশ্চিন্ত

থাক্‌তেও সাহস হয় না, এস্থলে তুমিই আমার চক্ষু, তুমিই আমার ভরসা, আমি তোমার মুখ চেয়েই থাক্‌বো। কেউ যদি কোন কুচক্র কোরে আমার কি আমার স্বার্থের অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা পায়, তুমি যদি তা জান্‌তে পারো, কি তোমার মনে যদি সে সন্দেহও হয়, সকল কাজ কর্ম্ম ফেলে, আগে আমায় সে বিষয় লিখে পাঠাবে। একথা যদি স্বীকার করো, তবে তোমায় আমীরের সঙ্গে পাঠাতে সম্মত আছি”। আমি প্রতিশ্রুত হোয়ে বোল্লেম আমি তাঁর প্রয়োজন বিস্মৃত হবো না, আর আবশ্যক মত সংবাদ পাঠাতেও আলস্য কোর্‌বো না। তখন রাজকুমার সন্তুষ্ট হোয়ে আমায় বিদায় হতে অনুমতি কোল্লেন। আমার মাসিক বেতন ২৫০০ টাকা অবধারিত হলো, আমার দুই বন্ধু ইয়াসমিন আর ইয়াকুবের ১২০০ কোরে ২৪০০ স্থির হলো, তবে অর্থসম্বন্ধে কারও আক্ষেপ কর্‌বার কারণ ছিল না। সন্ধ্যার পর ৮০০ হাতিয়ারবন্ধ সোয়ার আমাদের সঙ্গে থাক্‌বে, তারা অষ্ট প্রহর দুটি মালের হাতী ঘেরে চোল্‌বে, তার একটার উপর সোণা আর রূপো বোঝাই, আর একটি বাদশাহের নজরের নিমিত্ত রত্নাদিতে পরিপূর্ণ। আবশ্যক মত সকল আয়োজনই প্রস্তুত, আমিও রওনা হই হই হয়েছি, এমন সময় হতভাগ্য লুচার পরামানিক্ অত্যন্ত কাতর হয়ে আমায় সাধ্যসাধনা কোত্তে লাগ্‌ল, সলিমানও তার হোয়ে অনেক বোল্লে,—আমার অনুমতি পেলে সে আমার সঙ্গে যাবে এই তার প্রার্থনা—আমি তাতে সম্মত হোলেম। একটু পরেই দেখি পরামানিক টাটুর উপর সোয়ার হোয়ে হাত পা ছুড়ে আহ্লাদের নৃত্য কোচ্চে, দেখ্‌লেম আমারি সেই দেওয়া টাটুটী, দেখে বড় সন্তুষ্ট হোলেম যে, তাকে সে যত্নকোরে রেখেছে। আমীরজেমলার সদৃশ পরিপাটীর ব্যক্তি হিন্দুস্থান জন্মেও কখন দর্শন করেনি, আমি এপর্য্যন্ত যত মোগল পুরুষ দেখিছি, আমীরের তুল্য দীর্ঘাকায় কেউই

নয়, ফলিতার্থ তিনি একটি অদ্বিতীয় অদ্ভুত ব্যক্তি। যদিও দুঃখীর ঘরে তাঁর জন্ম সত্য, কিন্তু চাল্ চলন টা নবাবজাদার মত ছিল, তাঁর দীর্ঘায়ত কৃষ্ণোজ্বল চক্ষু দুটিতে চতুরতা নৃত্য কোত্তো, আমীর যখন অনুগ্রহ কোরে কারও সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতেন, সেই সময় মুহূর্ত্তমাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত কোরে তার চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য কোত্তেন। সেই দৃষ্টিপাতের সঙ্গে তাঁর অহঙ্কার মূর্ত্তি ব্যক্ত হত, তখন চেহারা দেখে জ্ঞান হত, সে যেন তাঁর গ্রাহ্য যোগ্য নয়, আমীরের সেই স্পর্দ্ধা মূর্ত্তি দর্শন কোরে, তার অন্তঃকরণে কালভয় প্রহার কোত্তো। আমীরজেমলা দাতার একশেষ ছিলেন, অনুগত আশ্রিত লোক জনকে এত প্রশ্রয় দিতেন যে, যাবতীয় লস্করেরা আর ছাউনির অনাহুত অনুচরেরা তাঁরে প্রাণের সমান ভাল বাস্তো। অন্যেরত কথাই নেই, আমীর যৎকালীন গলকন্দায় একচ্ছত্রা আধিপত্য করেন, সেখানকার ওমরাওরা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ্টা ছিলেনও সত্য, আর তাঁর বিপক্ষে এককাট্টা হয়েছিলেনও সত্য, কিন্তু তথাচ কি রাজকীয় বিষয় বুদ্ধিতে, কি ভব্যতার আদর অভ্যর্থনায়, কি অপ্রতিহত বীর সাহসে আমীরজেমলা যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে বিষয় তাঁদের স্বমুখে স্বীকার কোত্তে হয়েছিল।

এদিকে বাণিজ্য বিষয়ে মহাজনেরা এক বাক্যে তাঁর দক্ষতার, কারকারবারে তাদের সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট পরিষ্কার সরল ব্যবহারের, এবং তৎতৎক্ষণাৎ প্রস্তুত স্বভাবের বিস্তর অনুরাগ কোত্তো। আমার বাহাল হবার তিন দিবস পরে আমীর বাহাদুর অতি প্রত্যূষে তাঁর অঙ্গার সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ রণাশ্বের উপর সোয়ার হলেন, অশ্বটি অনেক যুদ্ধেতে জেমলার অকৃত্রিম বিশ্বস্ত মিত্র, কান্দাহান রাজ্যের অতি সুপ্রসিদ্ধ অশ্ববংশে তার জন্ম, তদপেক্ষা রূপবান্ মহান্ অশ্ব পৃথিবীতে কখন পাদস্পর্শ করেনি। অশ্বটি যেন আপনার গুণ গৌরব মনে মনে

অবগত ছিল, তাই সে অগ্নিবৎ সরাগ দৃষ্টিতে তার আস্পাশের ঘোড়াগুলির প্রতি একবার চেয়ে দেখ্লে, তার পরেই হুঁ হুঁ শব্দচ্ছলে অর্দ্ধস্ফুটিত আনন্দনাদ কোরে উঠ্‌ল, বোধ হলো যেন তার মহানুভব প্রভুকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বাগত আহ্বান কোল্লে। জেমনা পেয়ার কোরে অশ্বটিকে কখন "বাবা" কখন "বন্ধু সিকন্দর" বোলে ডাক্‌তেন, তাই আমীর তার চিক্কণ গরদানার উপর সাদরে দুই চার থাবড়া মেরে "বাবা বাবা' বোলে রেকাবে পা দিয়ে যখন চড়বার উদ্‌যোগ কোল্লেন, সেই সময় অশ্বটির এত আহ্লাদ হলো যে, সে তার অর্দ্ধসংযতস্বর পঞ্চমে তুলে চিৎকার শব্দে নিনাদ কোত্তে লাগ্‌ল। আমীরের মস্তকে সবুজবর্ণ মস্‌লিনের পাগ্‌ড়ী, পাগ্‌ড়ীর সম্মুখে অনেক গুলি বিশ কিম্মতি পাথর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শোভা পাচ্ছিল, কটিবন্ধনটিও সবুজ বর্ণের, ঐ কোমরাপটির উপর পেশ কবজের মুট্ বেরিয়ে আছে দেখাযাচ্ছিল, হীরা চুণী পান্না প্রভৃতি বিস্তর ভাল ভাল দামি পাথর তাতেও বসান ছিল, সেই গুলি সূর্য্যের আভায় ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ কোচ্ছিল। তাঁর তেজোপরিচিত, গুণ পরীক্ষিত তলোয়ার খানি পাশে ঝুল্‌ছিল। খাসা মক্‌মলের খাপ, খাপের উপর হাতীর দাঁতের কারীগুরী, তা ছাড়া মিশ্‌কালজলের অক্ষরে কোরাণের কতকগুলি কবিতা আর পদ লেখা রয়েছে। কিংখাপের পাজামা ঝক্‌কক্ কোচ্ছিল, হীরা চুণী পান্নার চুমকিদার লপেটা জুতো, তার অগ্র ভাগ বক্র হয়ে প্রায় গোড়মুড়তে এসে ঠেকেছে। আমাদের কুচ করবার পূর্ব্বে আমীর একবার দৃষ্টিপাত কোরে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, দেখে শুনে সব বিষয়ে মহা সন্তুষ্ট হোলেন। চোনা চোনা ৮০১ বলবান সোয়ার আমীরকে ঘেরে রইল, আমি তাদের সরদার হোয়ে চোলেছি, আমাদের ঘোড়া গুলি নাচ্‌তে নাচতে, তড়াক তড়াক কোরে লাফাতে

লাফাতে চল্লো। সূর্যের আভায় অস্ত্রগুলি চক্‌মক্ চক্‌মক্ কোত্তে লাগ্‌ল। হুকুম দেবামাত্রেই সমুদয় দলবল সারবেঁধে কাতার দিয়ে রাস্তা যুড়ে চোল্লো। ক্রমাগত চোলে প্রথম উত্তীর্ণস্থানে নির্বিঘ্নে পৌছিলেন। ইয়াসমিন, আর ইয়াকুব পালামত মালখানা পাহারা দিতে লাগ্‌ল, আমি নিয়ত জেমলার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেম. সেই সুযোগে আমীরের সঙ্গে কথা বার্ত্তাও চোলতে লাগল। একদিন অঙ্গুরীটি একটু দেখতে পেয়ে বোল্লেন, "বাঃ বেশ আংটি' কেমন আংটি দেও দেখি দেখি" আমি হাত থেকে আংটিটি খুল্লেম, রীতিপদ্ধতি অনুসারে আমীর পাছে মনে করেন আমি তাঁরে নজর দেবার যত্ন পাচ্ছি, তাই যে গতিকে সিটি হস্তগত হয় সে বৃতান্ত বোলে তাঁকে এই কথা বোল্লেন, "দেখুন ধর্ম্মাবতার! আমি কে, এই আংটিটি ভিন্ন সে বিষয় অবগত হবার অন্য কোন উপায় নাই। এই আংটি উপলক্ষে যদি কখন সেই মর্ম্মকথাটি প্রকাশ হয়, ঐ প্রত্যাশা কোরে একে যত্ন কোরে রেখিছি, নচেৎ সেকথা জানবার আর কোন পথ নেই।"

জেমলা বোল্লেন, "এর পূর্ব্বে হয় এই আংটিটি, নয় ঠিক এর জুড়ি একটি আংটি আমি কোথাও দেখিছি"

আমি বোল্লেম, "হুজুর! কোথায় দেখেছেন স্মরণ হয় কি?"

জেমলা বোল্লেন, "হাঁ; হয় বৈকি, আমি যদি ভ্রান্ত না হোয়ে থাকি, তবে বোধ হয় নজফালীর হাতে হুবহু এই রকম একটা আংটি দেখিছি, তার চেহারা আর এর চেহারা ঠিক একই রকম!!"

আমি অমনি সিউরে উঠে বোল্লেম "নজফালী খাঁ"

জেমলা বোল্লেন, "হাঁ, নজফালী খাঁ, তুমি চম্‌কে উঠলে কেন? তার নাম শুনে তোমার বিস্ময় হবার কারণ কি?"

আমি বোল্লেম "বাস্তবিক সে কথা আমি বোল্‌তে পাচ্ছিনে হুজুর।

কেন যে আমি শিউরে উঠ্লেম তা বুঝ্তে পাচ্ছিনে, তবে আংটিটি তিনি কোথায় কি প্রকারে হস্তগত কোল্লেন তাই মনে কোরে যদি শিউরে উঠে থাকি ত উঠেছি। এই আংটিটির পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত অবগত হোতে পাল্লে আমার বংশ আর জন্মের নির্ণয় হয়, সেই জন্যে এটি কার আংটি? প্রথম কার হাতে থাকে? সেই সকল সন্ধান জানবার বড় অভিলাষ হয়, আংটিটি আমার জন্মবৃত্তান্তের স্মরণদাতা বোলেই আমার মনে ঐ অভিলাষ সজাগ-কোরে দিয়েছে, তা দিতেই পারে, বিচিত্র নয়"।

জেমলা বোল্লেন, "তারি বা ভাবনা কি? আগরাতে নজফালীর সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ হবেই হবে, তখন তাঁর মুখে আবশ্যকমত সকল কথাই শুন্তে পাবে"।

আমি বল্লেম, "আমার সে অদৃষ্ট নয়, তিনি আমার প্রতি সদয় নন" এই আক্ষেপ কোরে আমাদের ছাউনিতে যে যে কার্খানা হয়েগেছে, সে সমুদয় আনুপূর্ব্বিক আমীরকে অবগত করালেম। পরামাণিকের দুঃসাহসের কথা শুনে জেমলা হেসেই খুন, বোল্লেন, "সে কি সাহসে নজফালীর মুখের উপর নূরমহলের নষ্টামি চক্রের কথা অম্লান বদনে বোল্লে? শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, নূরমহল ছাউনি থেকে চোলে গেলে পর তাঁর কোনো সংবাদ পেয়েছি কি না? নজফালীর কি অভিপ্রায়, তা আমি জানি কি না?

আমি "না" বোলে উভয় প্রশ্নের উত্তর কোল্লেম।

এক্ষণে আর কোনো কথা বার্ত্তা নেই, আমরা একটি পার্ব্বতীয় কন্দরের ভিতর দিয়ে চোলেছি, পথটি অতি সঙ্কীর্ণ, আমাদের ডাইনে বাঁয়ে উভয় পার্শ্বে পার্ব্বতীয় প্রাচীর, কন্দরের পথটি এত অপ্রশস্ত যে তা উত্তীর্ণ হতে হস্তীগুলির অতিশয় কষ্ট হয়, তবুত পিঠে কোন বোঝা

বা কোনো প্রকার ভার ছিল না, সেগুলি পূর্ব্বেই নাবিয়ে নেওয়া হয়। বোঝা নামিয়ে দিয়ে, হেপাজাতের নিমিত্ত লোক জন যত ছিল তাদেরও নাবিয়ে দিয়ে, তবে হাতীগুলিকে সেই ক্ষুদ্র জুলি পথে লয়ে যাওয়া হয়। আর দুই দিবসমাত্র কুচ্‌ কোল্লে আগ্‌রায় পৌঁছিতে পারি। চোল্‌তে চোল্‌তে তামাম দিন অবসান কোরে, দিবসের শেষ ভাগে আমরা সেই পার্ব্বতীয় গলীপথে প্রবেশ কোল্লেম, তখন সূর্য্যদেব অস্তাচল অবলম্বন কোরেছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে রজনীর ঘোর মূর্ত্তি ঘনবেগে প্রগাঢ় হোচ্ছিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই ব্যগ্র যে কতক্ষণে আপনাদের আড্ডায় পৌঁছিব; এমন সময় একটা উচ্চ ভগ্ন-পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর থেকে বন্দুকের দেওড় বাড়্‌ ঝাড়্‌তে সুরু কোল্লে, সেই শব্দ শুনে আমাদের অন্য ভাবনা উপস্থিত হলো। বিস্তর অশ্ব বিস্তর সৈন্য পথ অবরুদ্ধ কোরে মৃত্যু শয্যায় শয়ন কোল্লে। একদল পদাতিক হাতে বন্দুক, রঞ্জুতঘরার উপর পোল্‌তে ধোরে, যেন বাড়্‌ ঝাড়ে আর বিলম্ব নাই, এইরূপ ভঙ্গীতে আমাদের উপর চড়াও হবে বোলে, সেই জুলিপথ বেয়ে আস্‌ছিল, আর উচ্চস্বরে ডেকে বোল্‌ছিল যে, আমরা ধরা দিয়ে তাদের হাতে আত্ম সমর্পণ করি, তাই দেখে আমীর জেমলা অশ্বের পিঠে পায়ের ধাক্কা মেরে "তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো" এই কথা মাত্র বল্‌বার অবকাশ পেয়েছিলেন, তার পরেই অশ্বটী যেন উড়ে চল্লো, সে তার মুনিবের সাঙ্কেতিক কথাটি ভালরূপ অবগত ছিল। আমীর অমনি তলোয়ার বার্‌ কোরে বীর-বিক্রমে বিপক্ষের উপর ঘোর আক্রমণ কোল্লেন, সুমুখে যে পোড়্‌তে লাগ্‌ল, কেটে দুটুক্‌রো কোত্তে লাগ্‌লেন, যে কেহ বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাৎ, বা বিপক্ষতা কোত্তে এলো, তাদের মেরে কেটে একাকার কোল্লেন। শত্রুপক্ষেরা নাকি সম্মুখে থেকে বাড়-ঝাড়্‌তে

ছিলো, তাই আমাদের বিস্তর হত আর বিস্তর সাংঘাতিক আহত হলো। কিন্তু দোশমনেরা পুনশ্চ যে বারুদ গেদে বাড় ঝাড়বেন, সে অবকাশ পেলেনা, তার পূর্ব্বেই আমীর চড়াও হোয়ে একটি একটি কোরে তাবত্তের মাথা কেটে ফেল্লেন, জনপ্রাণিও বেঁচে যেতে পারেনি। কিন্তু তখনোপর্য্যন্ত মাথার উপর থেকে, প্রাণ-সাংঘাতিক ঘোর অগ্নি তরঙ্গের তুফান হোচ্ছিল। আমাদের অশ্বগুলি পথশূন্য সেই দুর্গম ভগ্ন পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর কোন প্রকারেই আরোহণ কোত্তে পাল্লেনা। আমীর জেমলা অন্য কোন উপায় না দেখে, আমাদের সকলকেই ঘোড়া থেকে নাবতে হুকুম দিয়ে বোল্লেন "এক এক ব্যক্তিকে দুই দুই ঘোড়া ধোরে নীচে থাকতে হবে, তা হলে বাকী অর্দ্ধেক লোক তলোয়ার হাতে পাহাড়ের উপর উঠে বিপক্ষের প্রতি চড়াও কোত্তে পারবে। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে পাহাড়ের উপর উঠলেম, জেমলাও স্বয়ং সরদার হোয়ে আমাদের আগে আগে চোল্লেন। কিন্তু দোশমোনেরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা কোল্লে না, তারা ইতস্ততভাবে গুটী কয়েক লক্ষ্যশূন্য গুলি ছুড়ে, পার্ব্বতীয় ছাগপালের ন্যায় পালিয়ে প্রস্থান কোল্লে, যে যেদিকে সুবিধা দেখলে, সে সেইদিকে ছুটল, সব ছড়িভঙ্গ হোয়ে পোড়ল। জেমলা সেই বন্ধুরময় পর্ব্বতশৃঙ্গের ধারে দাড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সেই দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র পথটি দেখতে লাগলেন, শেষে ডেকে বোল্লেন, "কেমন, রাজকোষ ত নির্ব্বিঘ্নে আছে, তার ত কোনো অনিষ্ট হয়নি ?" হুজুর। "তা রক্ষা হোয়েছে, কিন্তু ইয়াকুব মারা পোড়েছেন" আমাদের দলের একটি লোক এই উত্তর কোল্লে।

"কি! মারাপোড়েছে ?" আমি এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

সেই লোকটি বোল্লে "তার নিয়তিই ঐ, অদৃষ্টে মৃত্যু আছে, কে কি কোত্তে পারে?"

জেম্‌লা বোল্লেন "সে বীর যুবা, তার মৃত শরীর এই দণ্ডেই এই খোলা ময়দানের মধ্যে নিয়ে এসো।" আমাদের পক্ষের কত লোক মারা পড়ে, অন্ধকার বোলে তার নিরূপণ হলোনা, বিশেষত সে সময় নিরূপণ কর্‌বার প্রতি আমাদের মনোযোগও ছিলনা। কে আমাদের পথাবরোধক হয়ে এই অনর্থপাৎ উপস্থিৎ কোল্লে, আমরা কেবল সেই বিষয়েরি চিন্তা কোচ্ছিলেম, তাতেই আমাদের মন আচ্ছন্ন ছিল। কেননা তারা সকলেই রজপুত্‌ আর পাঠান, তারা যে সামান্য ডাকাতের মতন নয়, কি তারা যে সামান্য ডাকাতের অপেক্ষা উচ্চ পদের লোক, সেটা স্পষ্ট দেখা গেছিল। এদিক্কার গোলমাল মিটে গেলে, আমরা রাজ-তহবিলের দিকে দৃষ্টিপাত্‌ কোল্লেম, দেখ্‌লেম হস্তীগুলি গুলি দ্বারা আহত হয়েছে বটে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক নয়, তথাচ গাত্রজ্বালায় অস্থির হোয়ে ক্ষিপ্তের প্রায় ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল, আর কি ঘোড়া কি মানুষ, সুমুখে যে পোড়্‌ছিল, তাকেই দন্তাঘাৎ কোচ্ছিল, যারা গুলি খেয়ে নীচে পোড়ে গেছিল, তাদের ত পায়ের নীচে ফেলে দোলে চোট্‌কিয়ে নাড়ীবার কোরে দিলে, তবে কেউ কেউ যে কেমন কোরে সে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তা বোল্‌তে পারিনে, সিটি অতি অদ্ভুত দৈবাশ্চর্য্য! আমাদের লোকজন ক্লান্তি বশত অতিশয় অবসন্ন হোয়ে পড়েছে। মালের সিন্দুক গুলি মাথায় কি ঘাড়ে করা দূরে থাকুক, তাদের এমন শক্তি ছিলনা যে ধরাধরি কোরে হাতীর উপর উঠিয়ে দেয়। জেম্‌লা কিন্তু হুকুম দিয়েছিলেন যে, লোকজনেরা সেগুলি ঘাড়ে কোরে বোয়ে নিয়ে যায়, কেননা তৎকালিন হস্তী-

গুলীন এত অবাধ্য হোয়ে পড়ে যে, কোন মতেই বশীভূত হোচ্ছিল না, তারা ক্ষেপের মত হোয়ে সেই গলীপথের মধ্যে ঘুরে ঘুরে, ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিল, কার সাধ্য নিকটে যায়? সিন্দুক গুলি যদি কষ্টে শ্রেষ্টে উঠাতেও পাত্তো, তাতেও কোনো ফল দেখ্‌তো না, যে হেতু পাগ্‌লা হাতীগুলি পথবন্ধ কোরে আগ্‌লে ছিল, তাদের নিকট দিয়ে চোলে যেতে কারও সাহস হতোনা। হতভাগ্য ইয়াকুব বিবেচনার মত কাজ কোত্তে পারেন্ নি, তহবিলের সিন্দুকগুলি সকলের পেছনে না রেখে, তাঁর উচিত ছিল, খুব যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা পেয়ে সেগুলি আগে আগে লয়ে যান। জেম্‌লা এই বিভ্রাটে পোড়ে হুকুম দিলেন বাকী রাতটুকু সকলকে এইস্থানেই অবস্থিতি কোত্তে হবে, প্রভাত উদয় না হলে কোন কার্য্যই হবে না। হতভাগ্য ইয়াকুবের মৃতদেহ মালের সিন্দুকের উপর রেখে, সেগুলি একটি চতুষ্কোণ গর্ত্তের মধ্যস্থলে রক্ষা করা হলো, হেপাজাতের নিমিত্ত ঘন পাহারা নিযুক্ত হলো। মাহুতেরা মত্তহস্তীগুলিকে তুষে তেষে বশীভূত কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌ল, আর যদি বোলে কোয়ে প্রবোধ দিয়ে সেই কুকাণ্ড স্থান থেকে সোরিয়ে তফাতে লোয়ে যেতে পারে, তারও ফিকির দেখতে লাগ্‌ল, তাদের সেই তাক্‌বাক্ কোর্ত্তেই বাকীরাতটুক কেটে গেলো। মাহুদেরা উনন তয়ের কোরে আগুণ জ্বেলে আপনাদের কাজে বোসে গেল, হাতীদের জন্যে যা পাক কোল্লে, তাতে ঘি, ময়দা, আর মেঠাই মিশিয়ে আচ্ছাকোরে ঠেসে মাখ্‌লে, তার পর সহিসদের ডেকে হস্তীগুলির নিকটে যেতে বোল্লে, সহিসেরা "কেয়সা বাবা! আবিত ঠাণ্ডা হোয়া বাবা! জো হোগেয়া সো হোগেয়া, কুচ্ খেয়াল মত করো, তোমারা ওয়াস্তে খানা পাকায়া

গেয়া, খুব মিঠা খানা বাবা, আবি চলো মেরা বেটা, কুচ আন্দেসা মত করো, চলো, বাবা চলো” এইরূপ স্তব স্তুতি কোত্তে কোত্তে, অতি সতর্ক হোয়ে দুই এক পা কোরে আস্তে আস্তে নিকটে গেল। সুবুদ্ধি চতুর জানোয়ারগুলিও সহিসদের মিষ্ট সম্ভাষণে বাধ্য হোয়ে পোড়্‌ল। গরম গরম রুটির আর গরম গরম ভাতের আঘ্রাণ লয়ে, আপনার আপনার শুঁড়গুলি লম্বা কোরে বাড়িয়ে দিয়ে, বাড়িয়ে দিয়ে এইরূপ ভাবে দাঁড়ালে যে, সকলের আগে যে হাতীটি দাঁড়িয়ে, মাহুতেরা যেন একটি ময়দার লুটি তার মুখের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। সে সেই লুটিটি পেয়ে আড়ে আড়ে গিলে ফেল্লে। তার পরেই দেখা গেল পেছুন থেকে আর একটি হাতী শুঁড়টি সর্পফণার ন্যায় বিস্তার কোরে প্রথম হাতীর পিঠের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্চে। এইরূপে উভয় হস্তীই এক পা দু পা কোরে সহিসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্‌তে লাগ্‌ল, শেষে ক্রমে ক্রমে গলীটি পার হোয়ে ফাকা যায়গায় এসে পোড়্‌ল, এক্ষণে সাবেক দস্তুরমত পায়ে জিঞ্জির দিয়ে, বেশ পরিতোষপূর্ব্বক তাদের জঠরানল শান্ত কোরে, ক্ষতের সুশ্রুষা হতে লাগ্‌ল। এদিকে আমীর জেমলা তামাম রাত্রের মধ্যে একবার চক্ষু মুদিত করেননি, যেমন প্রভাত ছটা প্রকাশ হলো, অমনি তিনি গাত্রোত্থান কোরে দুর্ভাগ্য ইয়াকুবের শব যে স্থানে ছিলো, সেইখানে চোলে গেলেন। গুলি দ্বারা শরীরটি স্থানে স্থানে ভেদ হোয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়েগেছিল। কবরের নিমিত্ত একটি গোর খোঁড়্‌বার হুকুম হলো, সরদার বাহাদুর ইয়াকুবের মৃত শরীরের উপর ঝুঁকে পোড়ে যখন এই কথাগুলি বোল্লেন, “বীর যুবা! তোমার অল্প আয়ুরূপ সূর্য্য অস্তাচলাবলম্বিত হইয়াছে, আর কখনই পুনঃপ্রকাশ হইবে না” সেই সময় আমীরের

চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রুপাত দৃষ্ট হলো। ইযাকুবের দেহটি যখন মৃত্তিকাগর্ভে সমর্পণ করা হয়, তৎকালীন কারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি ছিল না, সকলেই স্থির, গভীর প্রশান্ত, এবং নিঃশব্দ। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধেতে অপর অপর যে সকল বীর ভ্রাতারা ধরাশায়ী হয়ে ছিলেন, তাঁদের জন্যেও ঐ প্রকার বিষাদপূর্ণ দুঃখময় অন্ত্যেষ্ঠি সংস্কার সম্পাদন কোত্তে হয়েছিল। আমাদের পক্ষের প্রায় ১৪০ ব্যক্তি হত এবং ২০০ ব্যক্তি আহত হয়, আহত ব্যক্তিদিগের আর অশ্বারোহণে ক্ষমতা ছিল না। দেখ্‌লেম শক্রপক্ষের ২০০ ব্যক্তি আমাদের অগ্রে মৃত্যুশয্যা কোরে আছে। হায়! রণমত্ততার উত্তাপ শীতল হইবার পর এই মৃত্যুদর্শন মনে চিন্তা করিলে কতই অসুখ জ্ঞান হয়! এ রুধিরপাতের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ত—লুঠ্ আর ডাকাতি!!! কে কোল্লে, বাণিকার কে? সে বিষয় এখনও সন্দেহের স্থল, সে কথা এখনও অপ্রকাশ আছে. জেমলা কিন্তু শপথ কোরে দিব্য কোল্লেন যে, তিনি অচিরাৎ সে সন্দেহ ভঞ্জন কোর্‌বেন, আর প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যে ব্যক্তির অসৎপরামর্শে এই নীচ জঘন্য কাপুরুষবৎ আক্রমণের উৎসাহ পেয়েছে, তারে সমুচিত শাস্তি দিয়ে হিংসার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান কোরবেন।

বহু লোকের বাসস্থান একটি সুপ্রশস্ত গণ্ড গ্রামে পৌঁছে, জেমলা গ্রাম-বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, ঐ গ্রাম দিয়ে একদল হাতিয়ার বাঁধা লোক চোলে গেছিল কিনা? আর ঐ গ্রামের নিকটে কোন সরদার বাহাদুর অবস্থিতি কোরেছিলেন কিনা? গ্রামবাসীরা বোল্লে, যে দিন আমাদের সঙ্গে সংগ্রামসাক্ষাৎ হয়, তার পূর্ব্ব দিন একদল অস্ত্রধারীকে গ্রামের নিকট দিয়ে চোলে যেতে দেখেছে, কিন্তু তারা কার্ লোক আর কোথাথেকেইবা

এসেছে, গ্রামবাসীরা তার কোনো খবরি রাখে না, বোল্লে, "আমরা সে বিষয়ের কিছুই অবগত নই।" গত দিবসের যুদ্ধের প্রসঙ্গে নানা কথাবার্ত্তায় আছি, বিশেষতঃ এমন কর্ম্ম কে কোল্লে, এর বাণিকার কে, আন্দাজে আন্দাজে কত লোকেরি উপর সন্দেহ কচ্ছি, সে সন্দেহ কিন্তু শুদ্ধ আনুমানিক, এমন সময় পরামাণিক লুচার আমার সঙ্গে কোন কথা কইবার প্রার্থনা কোল্লে, আমি তখন আমীরের সঙ্গে একত্রে বোসে আহতদিগের সেবাসুশ্রুষার বন্দবস্ত কোচ্ছিলেম, পুনরায় কুচ কোত্তে হবে, তার কি চাই, না চাই তারও তদারক কোচ্ছিলেম, সেইগুলি শেষ কোরেই উঠে চোলে এলেম, ভাবলেম, যাই জিজ্ঞাসা করিগে পরামাণিক কি গুরুতর বিষয়ের কথা আমায় বোল্‌তে চায়। পরামাণিক বোল্লে "হুজুর! নাদান গরিব্‌বেচারাকে মাপ কোরবেন! কাল্‌কের লড়ায়ের বিষয়ে আমি যা আন্দাজে আন্দাজে সন্দেহ কোরেছি, সে সন্দেহ শেষে নিঃসন্দেহ হোয়ে দাঁড়াতে পারে।"

আমি বোল্লেম "তুই তার কি জানিস্।"

পরামাণিক বোল্লে, "হুজুর! সে কথা নয়, মানুষ মাত্রেই মূর্খ, কেউ কোন বিষয় নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পারে না, তবে এক আছে—আন্দাজ। সকল লোকই আন্দাজে আন্দাজে বলে, আমার আন্দাজ এই, নজফালী খাঁই এ উপদ্রবের মূলীভূত, সেই ব্যক্তিই এই অনর্থপাতের জড়, গত রাত্রে তিনিই বিপক্ষদলের সরদার হয়ে এসেছিলেন।"

আমি বোল্লেম, "আহা! একথা যদি সত্য হয়, তবে খবরটুকুর অনেক মূল্য হোয়ে দাঁড়াবে, তুই সে কথা কি কোরে জান্তে পাল্লি? কি সুরাখ পেয়েছিস্ যে এরূপ অনুমান কোচ্ছিস?"

পরামাণিক। "হুজুর! সে কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি তার অন্তরঙ্গ সকলকেই জানি, আমার কাছে কারও মুখ কি দাড়ি ছাপা নাই, যারা মারা পোড়েছে, আজ প্রাতে তাদের মধ্যে একটি ব্যক্তিকে দেখেই চিন্তে পেরেছি, আমি যদি তার দাড়ি কখন স্পর্শও না কোত্তেম, তবু বোল্‌তে পাত্তেম যে এ সেই ব্যক্তি, তার বিশেষ কারণ আছে।"

আমি বোল্লেম "তুই কার্ কথা বোল্‌ছিস্।"

লুচার বোল্লে, "তার নাম গজব্‌উদ্দীন, সে ব্যক্তি নজফালীর চাকর ছিল, আর সদাসর্ব্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিত্তো, এক-লহমাও ছাড়াছাড়ি হতো না, ঐ ব্যক্তিই আমার বুড় আঙ্গুল মোড়া দিয়ে মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে দিছিল।"

আমি বোল্লেম, "তাই হবে, হোতেও পারে, কিন্তু সে যদি সম্প্রতি আর কাহারও চাকর হোয়ে থাকে, নজফালীর চাকুরী সে যদি পরিত্যাগ কোরেই গিয়ে থাকে।"

পরামাণিক বোল্লে, "আমিও সে কথা বোলেতে পাত্তেম, কিন্তু আর একটি কথা আছে, তাতেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস হোয়েছে যে, ওব্যক্তি যখন মৃত্যু শয্যা করে, তৎকালীন নজফালী তার নিকটে অবশ্যই ছিলেন, অথবা বোধ হয় তিনি তারে টেনে হিছ্‌ড়িয়ে তফাতে লয়ে যেতে চেষ্টা কোরেছিলেন, তার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তির অতি পার্শ্বেই এই চুন্নীর আংটিটি অযত্নে পোড়ে ছিল, এক্ষণে আমি তা কুড়িয়ে এনেছি। আমি যখন তখন নজফালীর হাতে এই আংটিটি দেখ্‌তে পেয়েছি, আংটিটি পেয়ে আমার আরও এই বিস্ময় হলো যে, হুজুরও ঠিক এইরূপ একটি আংটি পোরে থাকেন," এ কথা বোলে পরামাণিক আংটিটি বার কোরে দিলে।

আমি যত্নপূর্ব্বক আংটিটি বারবার উল্টে পাল্টে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, দেখ্‌লেম আমীর আমাকে যে আংটির কথা বোলেছিলেন, এ সেই আংটি, আমারি আংটির যুড়ী, ঠিক্ তারি প্রতিরূপ। আমি তৎক্ষণাৎ আমীরের কাছে চোলে গেলেম, আংটিটি তাঁর সুমুখে রেখে বোল্লেম, ইটি পরামাণিক সন্ধান কোরে বারকোরেছে, আর সে ব্যক্তি এই এই কথা বলে। জেমলা বোল্লেন, পরামাণিক ঠিক কথাই বোলেছে, আমার মনেও সে কথা বেশ ধোরেছে। আমার বেশ স্মরণ হোচ্ছে, পনের বৎসর পূর্ব্বে নজফালীর হাতে যে আংটি দেখেছিলেম, এ সেই আংটি। একবার গলকন্দার রাজদরবারে মগলরাজ উকিল পাঠান, নজফালী তাঁরি শরীর রক্ষার নিমিত্ত সমভিব্যাহারী সৈন্যের সেনাপতি হোয়ে যান।

নজফালী কার্ কারপরদাজ? এক্ষণে সেই বিষয়ই নির্ণয় করা, আর এ অতিপাত তিনি কেন কোল্লেন, তার কৈফিয়ত তলব করা— এই দুটি কর্ম্ম আমাদের মুলতুবী রইল। আমীর বোল্লেন "সাদক! আংটিটি এখন তোমার কাছে রেখে দাও, কিন্তু দেখো, আমি চাহিবামাত্র যেন পেতে পারি; পরামাণিক্‌কে কিছু বক্সিস দিয়ে দাও, আর তাকে বোলে দাও, আপাতত সে যেন একথা মুখে না আনে, বিষয় বিশেষে ন্যাকার মত হাবা বোবা হওয়া ভাল, তাতে কাজ উদ্ধার হয়, সকল কথা জানি সেরূপ ভাব সকল সময়ে দেখান উচিত নয়।" আমি এক্ষণে বিদায় হোয়ে, লুচারকে ঐ কথা বোলে সতর্ক কোরে দিলেম। পরামাণিক বোল্লে "সে কি হুজুর! যদি সেটি গুহ্য কথা হয়, তবে আমি ভিন্ন আর কে সে কথা গোপন রাখ্‌বে? গোপন রাখ্‌তে আমার মত আর কে পারে? হুজুর! সে ভয় কোরবেন না।" আগরায় পৌঁছে জেমলা মুক্তকণ্ঠে কটুস্বরে অভিযোগ

বক্তে লাগ্লেন যে, পথে তাঁর উপর অতি অতিপাত হোয়েছে, তাতে-কোরে মিথ্যা মিথ্যা কেবল কতকগুলি বীর-পুরুষেরই প্রাণ নাশ হলো। আমীর বোল্লেন যে এ কাজ কোরেছে, আর যার পরামর্শে হয়েছে, তার নাম যে পর্য্যন্ত না শুন্তে পাবেন, বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাবেন না। শাজাহান বোল্লেন তিনি সে ঘটনার কিছুই অবগত নহেন, পুর্ব্বে কখন সে কথা কাণেও শুনেন্ নি। দারাও ঐরূপ বোল্লেন. কিন্তু রাজকুমার স্বমুখে ব্যক্ত কোল্লেন যে. নজফালী তাঁর চাকর, আর অনেকগুলি লস্করও তাঁর তাঁবে আছে, দারা আরও এই কথা বোল্লেন, ঐ সকল লোকবল লয়ে এরূপ দুষ্কর্ম্ম কোত্তে তার যদি সাহস হোয়ে থাকে, সে রাজধানীতে ফিরে এলেই তার মাথা কেটে আমীরের কাছে পাঠাবেন। এ সকল কথা প্রশংসার যোগ্য বটে, এবং কাজেও তা সত্য হোলে হোতে পারে, কিন্তু আমীর শুনে সন্তুষ্ট হোলেন না। আমীর কোন শ্রদ্ধেয় সূত্রে শুন্তে পেয়েছিলেন যে. সমুদয় কাণ্ড দারার অনুমতি লয়েই করা হয়েছে। নজফালী পরামর্শ দেন, রাজকুমার তাতে স্বাক্ষর করেন, বরং এ কথাও বোলে দেওয়া হয় যে, নজফালী যদি অপদস্থ হয়, তবে আর যেন সে কদাচ আগরায় ফিরে না আইসে, এ কথা সে যেন বিস্মৃত না হয়। বীর-প্রভাব নজফালীর মনে বেশ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অবশ্যই জয়ী হবেন, পরাস্ত কখনই হবেন না, তাই সটিব সাহস কোরে আমাদের উপর আক্রমণ কোরেছিলেন, শেষকালে অপদস্থ হোয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেন, কোথায় গেলেন কেউ জান্তে পাল্লেনা।

যদিও রাজপুত্র দারা ধর্ম্মত বোল্লেন যে, তিনি সে বিষয়ের কিছুই জান্তেন না, কিন্তু আমীর তাঁর সে কথায় পরিতৃপ্ত না হোয়ে

এই জেদ্‌ কোত্তে লাগ্‌লেন যে একদল সৈন্য পলাতকার অনুসন্ধানে পাঠান হয়. দারা তাতে সম্মত হোলেন। তিনি যে নজফালী সংক্রান্ত অত্যাচারে লিপ্ত আছেন, সে কথা তাঁর গোপন রাখবার ইচ্ছা ছিল, তাই আমীরের অধীনে ১২০০ লস্কর নিযুক্ত কোরে দেওয়া হলো। তাঁর মনে যেন কোন ছলনা চাতুরী নাই, সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ কর্‌বার জন্যে জেম্‌লার সঙ্গে এই কথা স্থির হলো যে ঐ সকল সৈন্য আমীরের নিজ সরদারগণের অধীনে থেকে আদেশ পালন কোরবে। দারা যৎকালীন আমীরের এ বন্দবস্তেও স্বীকৃত হোলেন. তিনি তখন ইটি মনে ভাবেন নি যে, যে সাদ্দ-কৃকে তিনি একবার অতি নিষ্ঠুর প্রাণে খুনকোত্তে চেষ্টা কোরে-ছিলেন. সেই সাদকের উপরেই ঐ সরদারি পদ প্রদান করা হবে।

জেম্‌লা বোল্লেন " সাদক! তোমার নির্ভয় অন্তঃকরণ,—উদ্‌যোগ, চেষ্টা, উৎসাহ,—এ সকল গুণও তোমাতে ভালরূপ আছে, তাতেকোরে আমার মনে বেশ সাহস হোচ্চে যে, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। সে পামর নরাধম এখনও অধিক দূর যেতে পারিনি যে, ফাঁকি দিয়ে আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাবে, আমি আগ্‌রায় থেকে শাজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎকোরে, রাজসংক্রান্ত বিষয়কার্য্যের কথা কোয়ে আপনার কাজ নির্ব্বাহ করি, তুমি রাজকুমার দারার প্রদত্ত ১২০০ ফৌজ লয়ে নজফালীর অনুসন্ধানে চোলে যাও। যে পর্য্যন্ত সে নরাধমের সন্ধান না পাও, তোমাকে দেশময় তন্নতন্ন কোরে খুজে বেড়াতে হবে। আমি বাদশাহের কাছথেকে কেল্লাদার এবং ঠাকুরদের নামে ফার্‌মান বারকোরে দেবো. স্বয়ং দারার কাছথেকেও প্রবেশানুমতি-পত্র এনে দেবো, তদ্ভিন্ন তাঁর চিটিও দেবো, দারার তাঁবে যেখানে যত লোক আছে, তারা তোমার সহায় হোয়ে সেই

পলাতককে গেরেপ্তার কর্‌বার চেষ্টা কোরবে, তবে যাও, সব আয়োজন করোগে, যদি ইষ্ট সিদ্ধ হয়, বিস্তর পুরস্কার পাবে।”

যে নির্দ্দিষ্ট ভার লয়ে আমার এখানে আসা হয়, তৎসম্বন্ধে এপক্ষে আমার একটি ওজর ছিল, অর্থাৎ আগ্‌রায় অনুপস্থিত থাক্‌লে দারা আর আমীর জেম্‌লা,—ঐ দুই ব্যক্তির মন্ত্রণাচক্র অবগত হোয়ে আরঙ্গজেবকে সংবাদ কোত্তে পারব না। কিন্তু জেম্‌লার প্রতি দারার যেরূপ মনের ভাব দেখ্‌লেম, তাতেকোরে যে তাঁদের পরস্পর প্রণয় হবে, সে আকার, সে সম্ভাবনা নেই, তবে সে ভয় কর্‌বার কারণ দেখি না, তাই প্রয়োজন মত ফার্‌মান আর প্রবেশানুমতি পত্র হস্তগত কোরেই শত্রু অনুসরণে বহির্গত হোলেম। ইস্তক প্রাত লাগাত সন্ধ্যা তামামদিন কুচ্‌কোরে, শেষে জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় জান্‌লেম নজফালী পালিয়ে অম্বীর সহরে প্রস্থান কোরেছে। অম্বীর জয়পুরের রাজধানী। আমি ত ভারি বিপদ দেখ্‌লেম, নজফালী যদি জয়পুরাধিপতির আশ্রয় লোয়ে থাকে, তবে তারে গেরেপ্তার করা দুঃসাধ্য। জয়পুরের রাজন্য-গণের সঙ্গে দিল্লীসম্রাটগণের কখন অপ্রণয় নাই, চিরকালই সদ্ভাব আছে সত্য, কিন্তু তাঁরা নাম মাত্র অধীন, বাস্তবিক তাঁরা প্রকৃত স্বাধীন পদে থেকে আপনাদের একাধিপত্য রক্ষা কোরে আস্‌ছেন। এক্ষণে যদি শাজাহান বাদ্‌শাহের প্রতি রাজার ভালরূপ অনুরাগই থাকে, কিন্তু ঠাকুদের মন সেরূপ নয়, রাজা আবার চিরকালই সেই ঠাকুরদের বশতাপন্ন। ঐ সকল ঠাকুরদের মধ্যে সকলেরি গড়বন্দি কেল্লা আছে, কেল্লাগুলি অতি দুর্গম, ঘন নিবিড় বেষ্টনে অবরুদ্ধ, তার মধ্যে প্রবেশকরাই দুরূহ, প্রায় সর্ব্বদাই আপনাদের মধ্যে পরস্পর লড়াই ঝক্‌ড়া চোলেছে, দস্যু, ডাকাত, লুটেরা,—এই সকল

বদমাসের দল লয়ে নিকটবর্ত্তী রাজ্যের উপর অনর্থপাত করা হয়। ঐ সকল ঘরাও উৎপাতের উপর যখন ভিন্ন দেশস্থ বিদেশীয় শত্রুপক্ষেরা এসে আক্রমণ কোত্তে লাগ্‌ল, তখন সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য একেবারে অরাজক হয়ে পোড়্‌ল, তখন কে কারে মারে কাটে, কে কার্ তা কেড়ে লয়, কে কারে তাড়িয়ে দেয়, তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সকলি গোলমাল আর অব্যবস্থা হোয়ে সমুদয় দেশ লণ্ডভণ্ড হোয়ে পোড়্‌ল। জয়পুরবাসী রজপুত-দিগের নির্ভয় অন্তঃকরণ। বল, বীর্য্য, সাহসে, তাদের সঙ্গে কার্‌ও তুলনা হয় না, যতক্ষণ জয়ী না হবে, কদাচ রণে ভঙ্গ দিয়ে বিমুখ হোয়ে ফিরে আস্‌বে না, তাই আমাকে আট্ ঘাট্ বেঁধে সাবধান হোয়ে চোল্‌তে হয়েছিলো। যে সকল রাজা রাজোয়াড়ের প্রসাদ দত্ত জায়গীর বা নাখেরাজচাকুরাণের মধ্যে তারা বসতি করে, তাঁদের সঙ্গে স্পষ্ট অকৌশল করা উচিত বিবেচনা কোল্লেম না, বিশেষতঃ যে সকল মগল সৈন্য আমার অধীন হোয়ে এসেছে, তাদের মনোগত ভাব কিছুই অবগত নই, দুরবস্থা হোলে তারা যে আমাকে পরিত্যাগ কোরে চোলে যাবে না, সে সন্দেহ থেকে এককালিন নিমুক্ত হতে পাল্লেম না, ভাবলেম হয় ত দারা গোপনে গোপনে তাদের শিখিয়ে কি হুকুম দিয়ে দিয়েছে যে, তোরা অবসর বুঝে দিল্লীতে চোলে আস্‌বি। সেই পার্ব্বতীয় সঙ্কীর্ণপথে যারা আমাদের গতিরোধ কোরে বিপক্ষতা করে, তাদের মধ্যে অনেকেই রজপুত, সেটি বাস্তবিক সত্য কথা—আবার জনরবে শোনাগেল নজফালী পালিয়ে অম্বীর সহরে বাস কোচ্চে—এই সকল ঘটনা দেখেশুনে আমার মনে সন্দেহ হলো যে, হয়ত সে ব্যক্তি প্রধান প্রধান ঠাকুরদের সঙ্গে আত্মরক্তি কোরেছে, আমাদের সঙ্গে বিস্তর অর্থ ছিল, হয়ত সেই প্রলোভ দেখিয়ে,

তাদের শুদ্ধ সঙ্গে লয়ে আমাদের উপর আক্রমণ কোরবে। শেষে বিবেচনা কোল্লেম অম্মীর সহরের দুর্গে উপস্থিত হোয়ে, রাজার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা অতি আবশ্যক। সেখানে কিন্তু রিক্তহস্তে দেখা কোল্লে কোন ফল হয় না। দিল্লীর রাজধানী থেকে উপযুক্ত নজর না লয়ে রাজার কাছে মুখ দেখানই উচিত নয়। এখানে এসে এর তার মুখে শুনে যে সন্ধান পেয়েছি, সেই মর্ম্মে এক চিটি লিখে, সোয়ারের ডাকে তখনি আমীর জেমলার কাছে রওনা কোরে দিলেম, আমীর শুনে সে বিষয়ের কি হুকুম দেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালেম। নজফালীকে গেরেপ্তার কর্‌বার জন্যে আমীর তার সঙ্গে কতকগুলি বিশকিম্মতি হিরে চুন্নী পান্না পাঠিয়েছেন, তদ্ভিন্ন রাজকুমার দারাও তাঁর পিতা শাজাহানের নাম কোরে খান কয়েক অতি সুন্দর সুন্দর জমকাল শাল আর একপ্রস্ত শিরোপা পাঠিয়ে দিয়েছেন। জেমলা আমার নামে এক পত্র পাঠিয়েছেন, তাতে লিখেছেন "আর কাল বিলম্ব করো না, একেবারে সরাসর জয়পুরে চোলে যাও, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে নজরগুলি তাঁর সুমুখে ধোরে দেবে।" নজরের সম্পত্তিগুলি রাজার যে কদাচ অগ্রাহ্য হবে না, সে কথা আমীর অবধারিত কোরে লিখে দিয়েছেন। পত্রপেয়েই তখনি রওনা হোলেম। ঠাকুরদের অনেক গুলি দৃঢ়বেষ্টন দুর্গম গড় পার হোয়ে যেতে হয়েছিল। প্রতি ফটকেই আমাদের যেতে নিষেধ কোরে আটক কোত্তে লাগ্‌ল, আর প্রতিবারই, আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চোলেছি, আমাদের অভিপ্রায় কি, এই সকল আত্ম পরিচয় দিতে হয়েছিল, নচেৎ ছেড়ে দেবার হুকুম ছিল না, কিন্তু সে সকল নিকেশ দিতে আমাদের কোনো কষ্ট হলো না—আমরা তা অনাসেই দিতে পাল্লেম। আমরা একটি কৃষিকার কিৎ অনাদৃত—দীন বসতি—উদাস রাজ্যের মধ্য দিয়ে চোলেছি,

চারিদিকে বালুকাময় প্রান্তর ধু ধু কোচ্চে, কেবল মধ্যে মধ্যে কাঁটাবন আর ঝোড় ঝোপের জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল, সেইগুলি ভিন্ন সেস্থানে আর কিছুই ছিল না যে, সেই একার্ণব উদাস মুর্ত্তির বাধা জন্মায়। মধ্যে মধ্যে অগ্নি শিখার ন্যায় উত্তপ্ত হাওয়া উঠে, ঘূর্ণ বাতাস হোয়ে রাশি রাশি বালী উড়ে অন্ধকার কোত্তে লাগ্‌ল. আমরা সেই সময় আরও অন্ধ হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেম, আমাদের সুম্‌খে শস্যশালিনী মনোহর দেশ আছে কি নাই, একবার চক্ষু মেলে যে চেয়ে দেখ্‌বো, সে উপায় ছিল না।

জয়পুরের নিকটে পৌঁছে, একজন সোয়ার দ্বারা প্রার্থনা কোরে পাঠালেম যে, রাজার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়। সোয়ার এসে বোল্লে, আজ মঙ্গলবার, অতি ভদ্রাদিন; আগত কল্য রাজা প্রাচীন দুর্গের অন্তর্বর্ত্তী অতি নির্জ্জন স্থানে গমন কোরে, সেখানে জপ্‌ তপ্‌ হোমাদি পাপনাশক যাগকর্ম্ম কোরা হবে, অভাবপক্ষে দশ-দিন তাঁকে সেখানে বাস কোত্তে হবে, সুতরাং এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে পার্‌বে না। রাজার সঙ্গে নজফালী যে আত্মীয়তা কোরেছেন, ঐ কথা শুনে সেটা বেশ মনে ধারণা হলো, তার প্রমাণের নিমিত্ত অপর কোনো সন্ধান জান্‌বার আবশ্যক হলো না। দশ দিবস যাগকর্ম্ম! সে কদিন আমাকে গড়ের ফটকে বোসে, আপনার পায় আপনি তেলদিয়ে শ্রান্তি দুর কোত্তে হবে! নজফালী যদি অম্বীর সহরে থাকে, আর তার যদি পালাবার মনন হোয়ে থাকে, তা হলে ঐ দশদিবসের অবসরে সে আমার উদ্দেশ্য বিফল কোত্তে সমর্থ হবে, তবে সে পালিয়ে রক্ষা পাবে, আমরা পশ্চাৎ তাড়া কোরে গিয়েও তারে ধর্ত্তে পারবো না। এই নিরুপায় দেখে, অনেক তর্ক বিতর্ক, বিস্তর অর্থাপত্তি, এবং তার

সঙ্গে অল্প অল্প মিষ্ট অনুযোগ কোরে রাজাকে একখানি পত্র লিখে পাঠালেম। যে অভিপ্রায়ে আমার এখানে আসা হয়েছে, তার কোন প্রসঙ্গ কোল্লেম না, কিন্তু এই কথা লিখে দিলেম যে, "যে কার্য্যের ভার লয়ে আমার এখানে আসা হোয়েছে, তাতে বিলম্ব করা চলে না, বিশেষতঃ শাজাহান বাদশাহের দরবার থেকে যাঁরা দৌত্যকর্ম্মের ভার লয়ে আসেন, তাঁরা কখন হাজির থেকে, উমেদারি কোরে সাক্ষাৎ করেন না, সে রীতি কোনো কালেই নাই, তবে তাঁদের আহবানের নিমিত্ত উদযোগ আদি কোত্তে যে কয়দিবস বিলম্ব হওয়া আবশ্যক, তা হয়ে থাকে"। এইসকল ন্যায় সঙ্গত তেজগর্ভ হেওবাদ দর্শানেতে কার্য্যসিদ্ধ হলো। হোমনাগের দশদিবস শেষ হতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু তত্রাপি রাজা হুকুম-দিয়ে দিলেন যে, আগত কল্য তাঁর দরবারে আমার আহবান হবে। অম্বীর সহরের রাজপুরী যথার্থই মহা গৌরবের স্থান, ঐশ্বর্য্য ভূষিত মনোহর শোভায় প্রফুল্লিত, তুলনা কোত্তেগেলে দিল্লীর শোভা সৌন্দর্য্য তার কাছে অতি যৎসামান্য। রাজপুরীর প্রথমদ্বার একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখনও পর্য্যন্ত ততদূর পৌঁছুছিতে পারিনি, এর মধ্যেই এত খাল, বিল, গোরস্থান, ভগ্নবাটী, গিরি-পর্ব্বত, বালুকা রাস্তা আর উদ্যান দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোল্লেম যে, তার সংখ্যা হয় না। মনে কোল্লেম রাজবাটীতে পৌঁছিতে আজকার দিন অবসান হবে। ঝোপ, ঝোড়, জঙ্গল, নিবিড় কন্টক বন, বিপিন, কানন, অরণ্য, কুঞ্জ, প্রান্তর এবং মধ্যে মধ্যে গণ্ড শৈলের মধ্যেদিয়ে চোল্লেম, চোল্‌তে চোল্‌তে একটি পথে এসে পোড়লেম, তার ডাইনে বাঁয়ে দুই পাশে পাহাড়, সেই পথ ধোরে সহরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। সহরটি মন্দিরে মন্দিরে খচিত দেখে বোধ হল,

এ স্থানে কেবল যোগী আর গোসাঞীরাই বাস করে, তাদের অতি বিভীষিকা মূর্ত্তি, দিবা রাত্র কেবল ছাই ভস্ম মেখে আর নেংটি হোয়ে থাকে, কাপড় পরেনা, মাথায় লম্বা লম্বা জটা, জোড়িয়ে খোপার মতন কোরে গেরো দিয়ে বেঁধে রেখেছে, মুখে ভস্মের লেপ দিয়ে তার উপর চিত্র কোরেছে, দেখলেম দেবালয়ের সুমুখে, অথবা যে সকল ভগ্ন-অবশেষ বাটী উদাস প্রায় পোড়ে রয়েছে, সন্ন্যাসীরা তার চতুপার্শ্বে চক্রকোরে বোসে আছে। আমরা এখনও পর্য্যন্ত পাহাড়ের সুমুখ দিয়ে ঘুরে ঘুরে, এঁকে বেঁকে চোলেছি, ভাস্কর কার্য্যের খোদকারি করা তিনটি বৃহৎ নগরদ্বার ক্রমে পার হোয়ে চোল্লেম, শেষ দ্বারটি অতিক্রম কোরেই আমার যেন বোধ হলো রাজপ্রাসাদের সম্মুখে যে একটি বৃহৎ চক থাকে, সেই চকে এসে পোড়্লেম, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, জিজ্ঞাসা কোরে জান্লেম, ইমারত গুলি কেবল আস্তানা, আর বারবাটীর ঘরদ্বার। এই চতুঃশলার মধ্য দিয়ে আমাদের লয়ে চল্লো, যেতে যেতে সুমুখে একটি বেশ রক্‌রকে জমকাল ফটক দেখ্‌তে পেলেম, এই ফটক রাজবাটীর মধ্যবর্ত্তী উঠানে এনে আমাদের উপস্থিত কোল্লে, তারপরেই দেখি, একটি প্রকাণ্ড দরবার-দালানে এসে উপস্থিত হয়েছি, দালানের সম্মুখে একটি উদ্যান, উদ্যানের মধ্যস্থলে অতি রমণীয় একটি ফোওয়ারা বিরাজ কোচ্চে। আগ্‌রাতে শাজাহান বাদশাহের রাজপুরীর মধ্যে বাস কোরে কিছুকাল সুখ ভোগ কোরেছিলেম, এই ফোওয়ারা দেখে সেই সুখময় আনন্দের দিন আমার মনে জাগ্রত হোয়ে উঠ্‌লো। একটা মিথ্যা বাহানা কোরে রাজা আজ সাধারণ দরবার ঘরে বোস্‌লেন না। একটা ক্ষুদ্র গলিপথ দিয়ে, ছোট ছোট ঘর দালান, আর

বাড়ীর ভিতর দিয়ে আমাদের লয়ে চল্লো, তার স্থানে স্থানে বারাণ্ডা বার্ করা, ঐ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে, ছাত, চাতাল, বাড়ী, বাগান, ফোওয়ারা দেখা যেতে লাগ্‌ল, তামাম পথ সুগন্ধি পুষ্প-সৌরভে প্রফুল্লিত হতে হতে চোল্লেম। এর পূর্ব্বে এমন কোনোস্থান আমার দেখা-ছিল না যে, অম্বীর সহরের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে। সহরটি দীর্ঘে প্রস্থে যেমন বিস্তার, তেমনি আবার উপযুক্ত স্থানে অবস্থাপিত। তার ভাস্কর কার্য্যের কোমলতা প্রকাশতা আদি গুণ, তার শিল্পনৈপুণ্যের চাতুর্য্য, শ্বেত প্রস্তরের প্রস্রবণ, আর মনোহর উদ্যান—এই সকল দর্শন কোরে জ্ঞান হলো যেন স্বর্গে এসেছি। মহম্মদ তাঁর একান্ত ভক্ত শিষ্যদিগ্‌কে যে বৈকুণ্ঠ বাসের আশ্বাস কোরেছেন, আমার অনুমান হলো আমি যেন সেই বৈকুণ্ঠধামেই উপস্থিত হোয়েছি।

রাজা বিস্তর শিষ্টাচার পূর্ব্বক আমার সমাদর কোল্লেন বটে, কিন্তু অন্তঃকরণের সহিত নয়, তাঁর সে শিষ্টাচারে অমায়িক আত্মীয়তার আভাস ছিল না।

রাজা মকমল্লের গদীর উপর বোসে ছিলেন, আমি তাঁর ডাইনে বোস্‌লেম, নজরের সম্পত্তিগুলি তখনি উপস্থিত করে দিলেম। সেগুলি খুলে দেখাবার পূর্ব্বে, রাজা ব্যস্ত হোয়ে বারবার জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, আমি কিনিমিত্তে এসেছি? আমার অভিপ্রায় কি? নজফালী আমাদের উপর যেরূপ আক্রমণ কোরেছিলেন, সেই কথা বোলে মনোদুঃখের বিষয় অবগত করালেম, আরও এই কথা বোল্লেম, আমীর জেম্‌লা প্রতিজ্ঞা কোরেছেন নজফালীকে ধৃত না কোরে ক্ষান্ত হবেন না। রাজা বোল্লেন, প্রথমত তাঁর জিজ্ঞাসা এই, নজফালী খাঁই যে চড়াও কোরেছে তার প্রমাণ কি? গজবউদ্দীনের

মৃত শরীরের পাশে যে আংটি পাওয়া যায়, সেই আংটি বারকোরে বোল্লেম, ঐ গজবউদ্দীন নজফালীর পরম মিত্র, তারা সদা সর্ব্বদা একস্থানেই বাস কত্তো। রাজা বোল্লেন, তা হলোইবা, নজফালী দারার কারপরদাজ, সে যদি একাজ কোরে থাকে, দারার অনুমতি লয়েই কোরেছে। আমি বোল্লেম, দারা সে কথা অস্বীকার কোরেছেন, রাজকুমার বোলেছেন তিনি তার কিছুই জানেন্ না, নজফালীকে সাজা দিতে প্রস্তুৎ আছেন্, তারে ধৃত কর্‌বার জন্য সঙ্গে লস্করও দিয়েছেন। রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বোল্লেন, দারার স্বভাবি ঐ, যখন দেখ্‌লেন যে একতিয়ারের বার হোয়ে পোড়েছে, আর হাত বাড়িয়ে পাবার যো নাই, তখন তারে ধৃত কোর্ত্তে সৈন্য প্রদান করেন। আমি বোল্লেম, এখনও সে ক্ষমতার বার হয় নি, আমরা সন্ধান পেয়েছি সে এই চতুঃসীমান্ত প্রাচীরের মধ্যেই আছে।

রাজমন্ত্রী, রাজ-অমাত্য, রাজপরিবার এবং রাজার অপর অপর কারপরদাজে ঘরটি পরিপূর্ণ ছিল, রাজা তাঁদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন হে, এমন লোক কেউ এখানে আছে, তোমরা বোল্‌তে পার?" ঐ কথা শুনে তাঁরা প্রত্যেকে বুকের উপর কোণাকোণি হাত বেঁধে বোল্লেন "আজ্ঞা, আমরা সে বিষয়ের কোনো খবরি জানিনে"। আমি বোল্লেম, আমীর জেম্‌লা একজন প্রধান ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, তিনি পরম মিত্রও হোতে পারেন, আবার নিষ্ঠুর শত্রুও হোতে পারেন, তাঁর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, মহারাজের্ সঙ্গে আত্মীয়তা কোল্লে, মহারাজ হতে তাঁর উপকার হবে, তাঁর প্রার্থনা যে এইগুলি আপনি গ্রহণ করেন, ঐ কথা বোলে নজরগুলি সুমুখে ধোরে দিলেম।

গলকন্দার খনিজাত একখানি দুষ্প্রাপ্য হীরে হাতে কোরে লয়ে, যেমন তার প্রতি দৃষ্টিপাত কোরেছেন, রাজা অমনি হঠাৎ "ও মহাদেও!" এই শব্দ কোরে বোল্লেন, কি চমৎকার রত্ন! কি চমৎকারই আভা বেরিয়েছে! আমি বোল্লেম, এসকল ত অতি সামান্য, আমীরের কাছে এর অপেক্ষা আরও চমৎকার চমৎকার রত্ন আছে, আপনাকে তা দিতেও পারেন, তাঁর সঙ্গে যদি আপনার প্রণয় হয়, তবে দেবেনেই তার সন্দেহ নেই। রাজা তাঁর মন্ত্রী আমীর খাঁকে সঙ্গে কোরে পরামর্শ কোত্তে উঠে গেলেন, একটু পরেই ভিতরের একটি কামরায় আমায় ডেকে পাঠালেন। রাজা বোল্লেন, "বাস্তবিক কথা এই যে, নজফালীকে আশ্রয় দিছিলেম সত্য, আমাদের নিয়মই এই, কেউ শরণাপন্ন হতে চাইলে আমরা তারে বিমুখ করিনে, কিন্তু শরণাপন্ন ব্যক্তিকে এমন আশ্বাসও করিনে যে, যদি কখন কোনো গুরুতর মান্যমান ব্যক্তি তারে হাজির কোরে দিতে বলেন, আমরা তখন অস্বীকৃত হোয়ে বোল্‌বো যে, সে ব্যক্তি আমাদের আশ্রয়ের মধ্যে নাই। সে ব্যক্তি এসে শরণাপন্ন হল, আমরা তারে আশ্রয় দিলেম। আবার আপনি এসেছেন শুনে সে স্থানান্তরে যেতে চাইলে, আমরা বোল্লেম "আচ্ছা যাও"। সে এক্ষণে এস্থানে নাই, এখান থেকে চোলে গিয়েছে, আপনাতে আর তাতে কেবল একরাত্রের অগ্রপশ্চাৎ, আপনি তাড়াতাড়ি কোরে গেলে তাকে ধোত্তে পার্‌বেন। আমীরের কাছে একজন লোক পাঠ্য়ে তাঁকে এই কথা লিখে জানাব যে, তাঁর প্রদত্ত অমূল্য রত্ন পেয়ে চরিতার্থ হয়েছি। আর আমাকে যেন তিনি বন্ধু জ্ঞান করেন,—এ কথাও বোলে পাঠাব—এক্ষণে আপনি বিদায় হোতে পারেন।"

রাজা যেরূপ অকপটভাবে, উদার মনে এই কথাগুলি বোল্লেন,

তাতে স্থির বোধ হলো তিনি যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন, কাল্পনিকতা করেন্ নি। আমি বোল্লেম, "মহারাজা আমার চরিতার্থ কোল্লেন, আমি ভারি বাধিত হোলেম"। শেষে আমীর খাঁরের হস্তে এক যোড়া সাল গ্রহণ কোরে, রাজার কাছে এবং রাজার মনোহর রমণীয় অট্টালিকার কাছে বিদায় হোয়ে প্রস্থান কোল্লেম।

ফিরে যখন আস্তাবলের উঠান পর্য্যন্ত এসেছি, দেখ্লেম একটি পুরুষকে হাতে পায়ে বেঁধে, মুখে চকে কাপড় ঝেঁপে দিয়ে লয়ে যাচ্চে, যে লয়ে যাচ্ছিল সে আমাকে বোল্লে, নিকটে কালীর মন্দির আছে, সেই করালবদনীর তৃপ্তির নিমিত্ত এই ব্যক্তিকে বলিদান দিতে হবে, দেবীর রুধির পানে বিতৃষ্ণা নাই, না তাঁর রুধির তৃষ্ণা কখন তৃপ্ত হয়, তাও হয় না। এই কথা বোলে বোল্লে, আপনার যদি বলি দেখ্বার ইচ্ছা হয়ে থাকে ত সঙ্গে আসুন, এখনি শিরচ্ছেদন হবে দেখ্তে পাবেন, ব্রাহ্মণেরা সব আয়োজন কোরে বোসে আছেন, আপনাকে অধিক বিলম্ব কোত্তে হবে না। এরূপ ঘোর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অভিনয় মনুষ্যের কখন প্রিয় দর্শন হোতে পারে না, আমি তার মুখে ঐ নির্দ্দয় বাক্য শুনে থর থর কোরে কাঁপ্তে লাগ্লেম, আল্লা নাকরুন আমায় তা দেখ্তে হয়। তারে বোল্লেম "তুমি শীঘ্র শীঘ্র চোলে যাও, আমার সময় নাই যে গিয়ে দেখি"।

---

১৩ পরিচ্ছেদ।

যত হাসি তত কান্না।

আমি তখনি আজ্মিরে রওনা হোলেম, মনে কোল্লেম সেই পথেই নজফালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সেইখানেই তাকে ধোর্বো।

আবার ভাবলেম হয়ত সে অম্বীর সহরেই লুকিয়ে আছে, তা যদি হয়, তবে এত পথ দৌড়াদৌড়ি করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, কোনো ফলই হবে না। কিন্তু রাজার ভাবভঙ্গি অকপট দেখেছি, খোলাসা কথাই বোলেছেন বোধ হয়। পূর্ব্বে আমার শোনা ছিল, যে এসে শরণ লয়, রাজপুত্রেরা তারে আশ্রয় দেন। কিন্তু যদি জান্‌তে পারে যে শরণাগতকে হাজির কোরে দেবার জন্যে অনেক পেড়াপেড়ি কোর্‌বে, তবে তারে গোপনে গোপনে সোরিয়ে তফাত কোরে দেয়, এই নিমিত্ত রাজা যা বোল্লেন সে কথা বিশ্বাসযোগ্য হলেও হোতে পারে। আমরা ধাওয়াধায়ি চোলে গিয়ে, একেবারে মৌজাবাদে উপস্থিত হোলেম। সহরটি বড়, অনেক লোকের বাস, সেই খানে পৌঁছে সেদিন ছাউনি কোরে রইলেন। এই স্থানে জৈনদের অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। হিন্দুস্থানের এই প্রদেশে জিনোপাসকের সংখ্যা বিস্তর*। লোক-জনকে ডাকিয়ে বোল্লেম, যে ব্যক্তির উদ্দেশে আসা হোয়েছে, তারা যেন তার অনুসন্ধান করে, আমিও স্বয়ং জৈন মহাজন-দের কাছে সন্ধান জানিতে গেলেম। মহাজনেরা বড় সাবধানী, তাদের কাছে কোনো সন্ধানি পেলেম না। একব্যক্তি ছাগ মেষাদি পশু বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সে কিন্তু বোল্লে, "একটি লোক্‌কে, আকারে বোধ হল বড়লোকই হবেন, পঞ্চাশ জন সোয়ার

---

* বুদ্ধদেবের উপাসককে জৈন কহে, তাহাদের প্রতি হিন্দুরা জাত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু গঙ্গাদেবীর পূজা, এবং বারাণসী ধাম পুণ্যধাম বলিয়া স্বীকার, হিন্দুরাও করিয়া থাকেন, জৈনরাও করেন। এই দুই বিষয়েতে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য আছে। জিনমতাবলম্বীর দল তাদৃশ পুষ্ট নহে, তদ্ভিন্ন তাহা-দের আপনাদের মধ্যে আবার দুই সম্প্রদায় হইয়া পরস্পর বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে।

সঙ্গে কোরে গতরাত্রে এই সহর হোয়ে আজমীরের রাস্তা ধোরে চলে যেতে দেখিছি”। এই খবর যথেষ্ট প্রমাণ হল যে, সে ব্যক্তি আজমীর অভিমুখে চোলেছে। এক্ষণে আমার লোকজন, ঘোড়া, উঠ্, হাতি প্রভৃতি খেয়ে দেয়ে আরাম কোরে তাজা হোয়ে বোসেছে, আমি তাদের কুচ্ কর্‌বার হুকুম দিয়ে, সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় হারস্থলীতে পৌঁছিলেম। যে সকল দেশ পরিক্রম কোরে, এস্থানে আস্‌তে হয়েছিল, সে সকল দেশ জয়পুর অপেক্ষা বড় ইতর বিশেষ নয়। হারস্থলীতে পৌঁছিয়েও ঐ কথা শুন্‌লেম,—ভদ্র আড়ার এক জন লোক, সঙ্গে পঞ্চাশজন অনুচর এখান থেকে চোলে গেছে। আমরা কিন্তু পথ চোলে চোলে নির্জীববৎ হোয়ে পোড়েছি। আজকার রাত্রে অবসাদ দূর কোরে কাল প্রাতে ভিন্ন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ে যেতে পার্‌বনা। যে ব্যক্তি আমাদের আগে আগে চোলেচে, সে যদি নজফালীই হবে, তবে পথে কখন আলস্য করে মৃদু মন্দ গতিতে চোল্‌তো না, কেননা বন্দরসুন্দরী নামে একটি স্থানে পৌঁছে তাঁর কথা শুন্‌তে পেলেম, তিনি এতাবৎকাল আমাদের আগে আগেই চোলেছেন, কিন্তু অধিক দূর নয়, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অগ্রে আছেন, তাই ভাবলেম সে যদি নজফালীই হবে, তবে তাড়াতাড়ি হন্‌হন্ কোরে না চলে, যাচ্চি যাব, হোচ্চে হবে, এরূপ গয়ংগচ্ছ কোরে পথে বিলম্ব কোরবে কেন? পথে তাড়াতাড়ি কোরে চোল্‌বার জন্যে না সে আপনিই যত্নবান হয়েছিল, না তার লোকজনকেই যত্নবান হতে দিছিল। হারস্থলিতে এসে দেখ্‌লেম দেশের মূর্ত্তি নূতন আকার ধারণ কোরেছে, এ স্থানে বড় বড় বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হল, সে গুলি কিন্তু তাদৃশ সতেজ সবল নয়, আর সে সকল প্রায়ই কন্টক বৃক্ষের জাতি। আমরা ক্রমিক একসারি ছোট ছোট বালুকাপাহাড়ের উপর দিয়ে

চোলে, কৃষ্ণগড়ে এসে উপস্থিত হলেম। কৃষ্ণসিংহ নামে এক রাজা সে দেশের অধিপতি, তাঁর অতি শান্তপ্রকৃতি। তিনি নিঝ্ঞ্ঝাটে থাকতে ভাল বাসেন, এবং জয় পুরস্থ ঠাকুরদের কোনো বিবাদের মধ্যে লিপ্ত থাকেন না। একটি পাহাড়ের উপর তাঁর দুর্গ অবস্থিতি করে। রাজপুরীর অট্টালিকাগুলি দেখ্‌তে অতি অসভ্য, একটি মনোহর পুষ্করণীর মধ্যথেকে গেঁথে তোলা হয়েছে, পুরীর পশ্চাতে কতকগুলি অসমতল ছোট ছোট পাহাড় আছে। আমরা যে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধোতে চোলেছি, বোধ হয় নজাফালী সে বিষয় জান্‌তে পেরেছিল, কারণ কৃষ্ণ সিংহের রাজপুরীর মধ্যে সে আশ্রয় লইবার চেষ্টা পেয়েছিল। সে রাজাটি অতি বিজ্ঞ, তাই তারে আশ্রয় দিতে স্বীকার করেন্ নি, ভাবলেন কি জানি আশ্রয় দিলে পাছে প্রতিবেশী ঠাকুরদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পোড়তে হয়। নজফালী ফটক থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্‌যোগ কোচ্চে, এমন সময় আমরা সেখানে পৌঁছিলেম, পৌঁছেই তখনি তারে ঘেরে ফেল্লেম। সে ব্যক্তি যদি ধরা না দিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা কত্তো, সেটি তার উন্মাদ ক্ষেত্রের কার্য্য হইত। কিন্তু তা না কোরে নজফালী সহজেই আমার বন্দী হল, কেবল ধরা দেবার সময় অসভ্য গোঁয়ারের মত মগরামি কোরে এক রকম চটা চটা বিরক্তি ভাব প্রকাশ কল্লে, আমি নাকি তার স্বভাব ভাল রূপ অবগত ছিলেম, তাই তার বিরক্তি মূর্ত্তি দেখে আশ্চার্য্য বোধ হলোনা। নজফালী মনে কোরেছিল আমি আরঙ্গজেবের সঙ্গে দেকানেই আছি, তাই আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে তার বিস্ময় জ্ঞান হলো, সে কিন্তু কোন কথা বার্ত্তা না কোরে মনে মনে রাগরাগভাব আর বাহ্যিক বিরক্তি আভাসের মুখ চোক কোরে চুপ-কোরে রইল। তার সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন সে কি

ছিল, আর এক্ষণে বা কি হয়েছে। এক্ষণকার ক্ষমতাহীন অসমর্থ অবস্থা চিন্তা কোত্তে কোত্তে এক এক বার দুই চক্ষু রক্তিমাবর্ণ কোরে, কখন বা ভ্রূ ভ্রূকুটি কোরে, কত প্রকারই মুখভঙ্গী কোত্তে লাগ্‌লো, মাঝে মাঝে দুই চক্ষু পাকিয়ে, কপাল আকুঞ্চিত কোরে, ঠোঁট মুখ নাড়্‌তে লাগ্‌লো। এক্ষণে আমার অবস্থার সঙ্গে তার অবস্থার অনেক প্রভেদ, তথাচ এ অবস্থায় নজফালী আমার নিকট যে রূপ খাতির যত্নের আশা কোত্তে পারেন, আমি তার ত্রুটি কোল্লেম না। তার ঘোড়া আর তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়ে বোল্লেম "ঘোড়ার উপর সোয়ার হও, আর তলোয়ার কোমরে বাঁধো"!! তবে কি, আমার লস্করেরা লেঙ্গা তলোয়ার ঝুলিয়ে তাঁকে ঘেরে লয়ে চোল্লো। নজফালীর লোকজনদেরও কড়াক্কড় পাহারা দিয়ে লয়ে চোল্লেম। অম্বীর সহরে পৌঁছিলে পর, আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হবার কথা শুনে রাজা বিস্তর আহ্লাদ প্রকাশ কোল্লেন। জয়পুর নাথের তখন অবকাশ হোয়েছে, তাঁর সে যাগ কর্ম্ম শেষ হোয়েগেছে, তাই আজ নাচ্‌তামাসা দেখ্‌বার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কোরে পাঠালেন। রাজা বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক আমার খাতির যত্ন কোল্লেন। তিনি আমার সঙ্গে "তুমি আমার বেটা" বোলে কথা কইতে লাগ্‌লেন, আর আমার হাত ধোরে তাঁর ডাইনে বোসিয়ে বোল্লেন, "আজ আমার বড় সৌভাগ্য, তোমাকে লয়ে আমোদ আহ্লাদ কোত্তে পার্‌বো, এখানে আজ নাচ্ তামাসা হবে, এক তয়ফা নাচ্‌নেওয়ালী অগ্‌রা থেকে এসেছে, তাদের মধ্যে একজন না কি অতি মিষ্ট গাইতে পারে, আর তার নাচ্‌বার ভঙ্গীও না কি অতি মনোহর, অনেকে বোল্‌চে তেমন আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তুমি স্বচক্ষে দেখে বিচার কোত্তে পার্‌বে।" নাচ্‌নেওয়ালীদের ডাকিয়ে আনা হলো, তারা এগিয়ে গাল্‌চে পর্য্যন্ত এসে শির ঝুঁকিয়ে রাজাকে সেলাম কোল্লে। সেই

সময় যে ব্যক্তি সকলের অগ্রে দাঁড়িয়ে, সে যখন রাজাকে দণ্ডবৎ কোরে মস্তক উত্থান কোল্লে, মুখ দেখে আমি তারে চিন্‌তে পাল্লেম। ইনি নুরমহল!—আমার বন্দী নজফালীর কন্যা!! যারা সংসারাশ্রমের সেই একমাত্র ঘৃণিত এবং পরিবর্জ্জিত মলের স্বরূপ, সেই ইতরের ইতর তস্য ইতর দলে নুরমহল নিমগ্ন হোয়েছে দেখে, আমার বিস্ময় জ্ঞান হলো, মনে মনে তার ভাগ্য নিন্দা কোরে আক্ষেপও কোত্তে লাগলেম, নুরমহল কিন্তু মুখের ভঙ্গী দেখে আমার সেই বিস্ময়মিশ্রিত মনস্তাপ লক্ষ্য কোত্তে পাল্লে। যুবতী আমায় দেখে লজ্জিতা হলো। পূর্ব্বে যখন সে এরূপ লজ্জার বাধা নাই হোক, এক্ষণে কিন্তু সেই লজ্জা ঘোরা বরণ হোয়ে তার চারু মূর্ত্তি আচ্ছন্ন কোল্লে। তার আর মনোমোহিত মধুর স্বরে গান কোরে, কি অনুপম মনোহর ভঙ্গীতে নৃত্য কোরে সভাসদের মনোরঞ্জন করা হলো না। মিষ্ট গাওয়া দূরে থাক, যুবতীর গলায় আওয়াজ মোটা ঘোঙা হয়ে পড়্‌লো, আর এত অস্পষ্ট যে, কি গাচ্ছিল কেউ তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছিল না। পায়ে যেন শক্তি ছিল না, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়্‌তে লাগ্‌ল। যখন প্রণালী শুদ্ধ সামান্য ভঙ্গীর নৃত্য কোত্তে পাল্লে না, তখন নূতন নূতন রসের হাবভাব দেখিয়ে রকমং মোহন ভঙ্গীর নাচ কি কোরে হোতে পারে। সে রূপ বিলাস রসের ভাব সে সময় মনে উদয় হবে কেন? পেছনে একটা বুড়ো তব্‌লা বাজাচ্ছিল, খাটমুগুরের মত তার চেহারা, নুরমহল গাইতে গাইতে গান ভুলে, সুর ভুলে যেতে লাগ্‌ল, সে ভেড়ুয়া অমনি পিঠে চপেটাঘাত কোত্তে লাগল। নাচ্ তামাসা শেষ হোয়ে বিদায় হয়ে গেলে, নুরমহলের অদৃষ্টে যাহা আছে, এই দুরাত্মার খাটাগুণ্ড চেহারা দেখেই সেটি বুঝ্‌তে আর বাকী রইল না। রাজা স্পষ্ট নৈরাশ হোলেন, তাই হস্তান্দোলন কোরে বাদ্য রহিত করবার সঙ্কেত কোল্লেন। রাজপ্রাসাদের এক

কোণে একটি কামরা চিহ্নিত ছিল, নাচুনেওয়ালীরা উঠে সেই ঘরে চোলে গেল, তারা চোলে গেলে পর বালক সঙ্গে একদল পুরুষ উপস্থিত হলো। তারা ভাঁড়ের মত রকম রকম ঢঙ্গে, তরো বতরো পোষাক পোরেছে। কেউ সিংহ কেউ ভল্লুক সেজেছে। ছোট ছোট বালকেরা বানর সেজে সেই সিংহ ভল্লুকের পিঠের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌ল, আর মুখ খিচিয়ে কিচির মিচির কোরে শব্দ কোত্তে লাগলো—যেন হুবহু বানর, ঠিক সেইরূপ নকল কোত্তে লাগ্‌ল। রাজা দেখে খিলখিল কোরে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। রাজাকে হাস্‌তে দেখে আমরা যে সকলেই তাঁর দেখাদেখি হাস্‌ব, সেটা সম্ভাবনা বটে, পাঠক তা মনে কোল্লেও কোত্তে পারেন। কিন্তু নূরমহল আর নূরমহলের দুর্গতাবস্থা আমার মনকে একেবারে গ্রাস কোরে রেখেছিল, সেই চিন্তায় এত মগ্ন ছিলেম যে রাজাকে হাস্‌তে দেখে সকলে যখন আমোদে প্রফুল্লিত হোয়ে হো হো শব্দে হাস্যরব কোত্তে লাগ্‌ল, সেই সঙ্গে আমিও হাস্‌লেম বটে, কিন্তু আমার সে হাসি পঙ্গুর মতন নেংচান হাসি হল, ভাল তেজ কোরে হাস্‌তে পাল্লেম না, কেবল মুখ সিঁট্‌কে দাঁতগুলি বার কোল্লেম মাত্র। ভাঁড়েরা বিদায় হয়ে গেল, দুটি মল্লযোদ্ধা অগ্রসর হোয়ে তলোয়ারে তলোয়ারে লড়াই কোত্তে লাগ্‌ল। তারা ক্রমে অগ্নি অবতার হোয়ে ঘোর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ কোল্লে, উভয়েই রাজপুত্, উভয়েরি বজ্র দেহ, তলোয়ার বিদ্যায় উভয়েই সমান নিপুণ। তারা যে রূপ চক্ষের নিমিষে তলোয়ারের প্রহার নিবারণ কোরে আপনার আপনার দক্ষতা আর তৎপরতার পরিচয় দিতে লাগ্‌ল, আমরা দেখে অবাক হলেম, বাস্তবিক অস্ত্রক্রীড়ার ঐ অঙ্গটি অতি অদ্ভুত, যে সকল চোট্‌ যে বেগে আর যে তেজে এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল, তলোয়ারে তলোয়ারে নিবারণ না হোয়ে যদি গায়ে এসে লাগ্‌ত, যে অঙ্গে লাগ্‌ত, সে

অঙ্গ তখনি ওয়ার হোয়ে যেতো। যদি দুজনের একজন দৈব বিপাকে এক আধ্ বার সামলাতে না পারে, তবে তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে, কার্ সাধ্য রক্ষা করে? তাই মনে কোরে আমার মনে মনে ভয় হতে লাগ্‌ল, এক একবার শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। সিটি কিন্তু কখন ঘোটে থাকে না। মালেরা কৌতুকারম্ভে আপন আপন তলোয়ার শূন্যের উপর এমনি খেলায় আর এমনি পেঁচপাঁচদিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নে বেড়ায়, দেখে বোধ হয় তারা যেন আপনারা সক কোরে আমোদ কোচ্চে, কি যেন আপনাদের আমোদেই উন্মত্ত। খেল্‌তে খেল্‌তে একটু একটু কোবে শরীর গরম হতে লাগ্‌ল, তখনও কিন্তু তাহাদের মূর্ত্তি প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, এবং নম্র। ক্রমে সে সাম্যভাব অদৃশ্য হোয়ে উগ্রভাব উপস্থিত, আবার ক্রমে ক্রমে সে উগ্রভাব গিয়ে উগ্রাবতার হতে লাগ্‌ল, অবশেষে জ্ঞানচৈতন্য রহিত হয়ে ঘোর উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌ল, তখন পরিণামে কি হবে, সে বিবেচনা রইল না, তারা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হোয়ে বিরাট অবতারের ন্যায় যুঝ্‌তে লাগ্‌ল। এই সময় একটি ভীম মূর্ত্তি, তালজঙ্ঘা বোল্লেই হয়, তার মস্তক প্রায় কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে, প্রকাণ্ড জাম্বীর উপর আরূঢ় হোয়ে ঐ দুই বীর-যোদ্ধার মধ্যস্থলে এসে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে "বস বহুত হুয়া, আবি মহকুফ করো" এই কথা বোলে তাদের ক্ষান্ত কোল্লে। এই ব্যক্তি ঐ দুইটি মল্লযোদ্ধার গুরু, তারা সেই বিরাট অসুরাবতার পুরুষকে দেখে মাটিতে উবুড় হয়ে পোড়ে অষ্টাঙ্গে প্রণাম কোল্লে, আর আপনার আপনার তলোয়ার তার অগ্রে ধরে দিলে। সে ব্যক্তি তলোয়ার দুখানি হাতে কোরে লয়ে, "সামীল সামীল" বোলে সামীল বামনকে ডাক্‌লে, সামীল বামনের কাট্ খোট্টার মত গেঁটে শরীরটি, পিঠে একটি কুঁজ, মাথাটা বেআড়া বড়, যেন একটি ছোট খাটো গুম্বেজ, দেহটি অষ্টবক্র,

তামাম গা ঘোমে ভরে গেছে, সেই খর্ব্বাবতার এগিয়ে এসে তলোয়ার খানি হাত্তে কোরে নিলে, ঐ তলোয়ার লয়ে সে না না প্রকার নাক্‌রা ন্যাকামি কোত্তে কোত্তে চোলে গেল, তারে দেখে রাজার ভারি আমোদ হলো, ভাঁড়ের তামাসা এই পর্য্যন্ত হোয়ে শেষ হলো। নর্ত্তকী-দের দ্বিতীয়বার আহ্বান হলো, এবার কিন্তু নুরমহল তাদের সঙ্গে উপ-স্থিত ছিল না, রাজা তার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে পীড়িত আছে, আস্‌তে পারবে না, হুজুর মাপ্‌ কোর্‌বেন," এই ওজর কোরে কাটিয়ে দিলে। মান্যবর আমীর খাঁ বোল্লেন, "যেরূপ চক্ষের ভাবভঙ্গী দেখিছি, পরস্পরের আঁখির ভাষা যদি পোড়্‌তে পেরে থাকি, তবে বোধ হয় আমাদের আমীব জেম্‌লার পূজনীয় প্রতিনিধি ঐ প্রধানা নাচ্‌নেওয়ালীর বিষয় কতক কতক পূর্ব্বে অবগত আছেন. তবে যদি আমার ভ্রম হোয়ে থাকে ত বোল্‌তে পারি নে।

আমি বল্লেম "সে কথা মিথ্যা নয়. আপনি সত্য কথাই বোলে-ছেন।"

সভ্যতা আর ভদ্রতার অনুরোধে আমীর খাঁ আর বেশী কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেন না, তাই তিনি ঐ পর্য্যন্ত বোলেই চুপ কোরে রইলেন।

মজলিস্‌ যখন বরখাস্ত হলো, তখন রাত্রি অনেক হোয়েছে, রাজা হুকুম দিয়ে, রাজপ্রাসাদের মধ্যেই আমার জন্যে একটা শোবার ঘর প্রস্তুত কোরে রেখেছিলেন, আমি উঠে সেই ঘরে চোলে গেলেম। কিন্তু শয়ন করবার পূর্ব্বে বন্দীকে একবার দেখে এলেম। চকের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে, ফটকের ডাইনে একটা ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কামরা, মজফালী সেই কামরার মধ্যে বন্দী ছিল। যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা বল্লে, যেখানকার যা, সব ঠিক আছে, তার জন্যে চিন্তা কোর্‌বেন না।

ঐ কথা শুনে আমি আমার কামরায় গিয়ে শয়ন কল্লেম, নিদ্রার আবেশ হোয়ে চোক কেবল বুজে আসছে, এই সময় অকস্মাৎ মুখের উপর একটা আলো দেখতে পেলেম, অমনি চমকে ধড়মোড়িয়ে উঠে বোসলেম, দেখিনা একটী স্ত্রীলোক, তার হাতে একটা প্রদীপ, খাটের পায়ার কাছে বোসে আছে, আলম্বিত ঘোমটায় পাপর্যান্ত ঢাকা, সে যখন ঘোমটা সোরিয়ে মুখ বার কোল্লে, ঐ প্রদীপের আলোতে দেখলেম, নূরমহল বোসে আছে। আমি তারে দেখে "সোবান্নাল্লা" বোলে চেঁচিয়ে উঠে বোল্লেম, "কে? নূরমহল না কি?"

নূরমহল বোল্লে, "হুঁ, আমিই বটে, আমি কিন্তু তোমার কাছে বৃথা কথা কাটাকাটি কোত্তে, কি শুধু শুধু সময় কাটাতে আসি নি, আমার আসা সে জন্যে নয়। সাদক! আমি শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আমি তোমাকে প্রতিফল দেবো, তুমি কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা অন্যথা করাতে পারো, তোমার হাতে সে ক্ষমতা আছে।"

আমি বোল্লেম "কেমন কোরে?"

সে বোল্লে, "পিতাকে যদি অব্যাহতি দাও।"

আমি বোল্লেম "কি পাপ! তবে তুমি সে কথা শুনেছো?" নূরমহল বোল্লে, "আমি সকলি জানি, কিন্তু প্রথমবার যখন আসরে নাবলেম, তখন কিছুই জানতেম না, তার পর ফিরে গিয়ে সব কথা শুনলেম। এক্ষণে পিতাকে নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্তে তোমার কাছে আসা হয়েছে। নজফালী আগরায় ফিরে গিয়ে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তা হোলে কি হয়, তথাচ তিনি আমার পিতা, আমি তাঁর সন্তান, তাঁর জন্যে তোমার কাছে আমি অনুরোধ কোরবো, দশকথা কোয়ে লড়াই ঝকড়া কোরবো, সেটি সন্তানের ধর্ম্ম, করা উচিত। সাদক! তাঁকে তুমি ছেড়ে দাও, তা হলে, আর কখন উপযাচিকা

হোয়ে তোমাকে বিরক্ত কোত্তে আসব না। তুমি যদি আমার এই উপকারটি করো, তা হোলে দেলযান তোমারি হবে।" আমি বোল্লেম, "তোমাকে আর প্রলোভ দেখিয়ে প্রবৃত্তি দিতে হবে না, আমার উপর যে ধর্ম্মত ভার আছে, তার অন্যথা কখনই কোত্তে পার্‌ব না. তোমার জন্যে মনে দুঃখ হোচ্চে সত্য, কিন্তু তাই বোলে যে তাঁরে খালাস দেবো, তা কদাচ হবে না।"

নূরমহল বোল্লে. "চুপ কর নিরস্ত হও, ও সকল কথা মুখে এনো না। শুনে আমি পাগল হয়ে যাব। সাদক! সুধু কথায় কিছু হয় না, কার্য্যে দেখাও।"

আমি বোল্লেম, "তুমি বল্‌ছো, তোমার পিতাকে যদি খালাস দি, তবে দেলযান আমার হবে, আঃ হতভাগ্য কামিনী! তারে দেওয়া আর না দেওয়া তোমার কি ক্ষমতা আছে? তুমি কেমন কোরে সে বিষয়ের কর্ত্রী হোলে? তোমার কথা আমি মানিও না, তোমাকে আমি ভয়ও করি না। যে পর্য্যন্ত আগ্‌রায় না পেঁাছি, তোমার পিতাকে কড়াক্কড় কোরে নজরবন্দী কয়েদ রাখ্‌বো"

"আমার কথা তোমার বিশ্বাস হোচ্চে না? আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে এসো, তখন তুমি নিঃসন্দেহ হবে।"

"আচ্ছা চলো যাই" মুখে এই কথা বোলে মনে মনে বোলে উঠ্‌লেম, "হা করুণাময় আল্লা! সকলি তোমারি ইচ্ছা! দেলযান যে এ ব্যক্তির হস্তগত হবে, তাও কি কখন বিশ্বাস হয়? যদি যথার্থই সেইটি ঘোটে থাকে, তবে তারে উদ্ধার না কোরে নিশ্চিন্ত হবো না"।

নূরমহল অনেকগুলি ছোট ছোট সিঁড়ি পার হোয়ে নীচে লয়ে এলো। এ গলি দিয়ে সে গলি দিয়ে, অনেক পথ ঘুরে একটা লোহার ফটকের কাছে উপস্থিত হোলেম। নূরমহল দরজার গায় তিনবার

ঠুকুঠুক্ কোরে ঘা মাল্লে, একটি লোক এসে দরজাটি খুলে দিলে, তার মত চেহারার লোক পূর্ব্বে কখন দেখি নি। নূরমহল তার হাতে এক খান মোহর দিলে, তাতেই অনুমান কোল্লেম, সে ব্যক্তি রাজবাটী সংক্রান্ত কোনো লোক হবে। আমরা এক্ষণে ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম, এই গুপ্ত দ্বারটি কালীদেবীর মন্দিরের সুমুখে সেই চতুষ্কোণ উঠানে এনে উপস্থিত কোল্লে। উঠানটি আস্তাবোলের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। স্থানটি দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লেম, মনে কোল্লেম, রুধির-পিশাচী সেই করালদেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত সম্প্রতি এই স্থানে নর-বলি হোয়ে গেছে। আস্তাবলের উঠান পার হোয়ে দ্বিতীয় সদর ফটকে উপনীত হোলেম। তার পর সেই ক্ষুদ্র পাহাড়টি প্রদক্ষিণ কোরে, জয়পুরের প্রাচীন সহরে দর্শন দিলেম। নূরমহল কতকগুলি গলি, গলির গলি, তস্য গলি পার হোয়ে একটা জীর্ণ ভগ্ন পোড়ো বাড়ীর সুমুখে এসে দাঁড়াল, ঐ বাড়ীর দরজাটি অতিশয় বৃহৎ, প্রকাণ্ডাস্থূল, এবং তার সর্ব্বাঙ্গে লোহার কীল বসান, দেখে বোধ হলো, ঐ দরজাই বাড়ীটির বলশক্তি সামর্থ্য। নূরমহল একখান পাথর লয়ে সেই দরজায় আঘাত কোত্তেই তখনি ক্যাঁচ কাঁচ শব্দ হোয়ে জুবাল কবাট ফাঁক হোয়ে পোড়্‌ল, একজন বৃদ্ধ দরোয়ান বেরিয়ে এলো, যুবতী সঙ্কেত কথায় তাকে কি বোল্লে, তার পর সাক্ষাৎ যমালয়ের ন্যায় একটি ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন চকের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে বোধ হলো, সেটি অতি ভয়ানক কুকাপস্থান। এই সময় সেই বিরাট দরজাটী পুনরায় গোঁ গাঁ শব্দ কোত্তে লাগলো শুন্তে পেলেম, দরজাটি অবরুদ্ধ হলো, ভিতরদিক থেকে চাবি পড়্‌লো, তারও ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ শুন্‌লেম, আমি এক্ষণে বন্দী হোয়ে নূরমহলের কৃপার তলে পোড়্‌লেম।

দেলখানের জন্যে চিত্ত এত ব্যাকুল যে, নিজের বিপদ একবার স্বপ্নেও চিন্তা কল্লেম না। নূরমহল কতকগুলি ছোট ছোট ধাপ দিয়ে আমায় লয়ে চল্লো, একটা লম্বা গলি রাস্তার বাঁয়ে একটা কামরা, সেইখানে এসে, একটু দাঁড়িয়ে, দরজার কাছে কাণপেতে একমনে কি শুনতে লাগল। একটু পরেই আর একটা কামরা, ধাক্কা মেরে তার দরজা খুলে দিয়ে, আমাকে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে বোল্লে। এক্ষণে ঘোর অন্ধকার, চারিদিক কাল মিশমিশ কোচ্চে, সেখানে আর কেহই নাই, আমি একা, দরজাটি কিন্তু খোলা আছে, নূরমহল সেখান থেকে চোলে গেছে। ঘরটি মাটির দেওয়ালে ঘেরা, আমি ঐ অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে সোরে গিয়ে সেই দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একটি আলো এসে চোকের উপর পোড়্‌ল, আলোটি ঐ দেওয়ালের ফাটা মুখ দিয়ে নির্গত হোচ্ছিল। কি অদ্ভুত কাণ্ডই চক্ষে দর্শন কোল্লেম! সেই ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, পাশের কামরায়, কি স্ত্রী কি পুরুষ, তয়ফাওয়ালীদের সংক্রান্ত তাবৎ লোক হাত পা ছোড়িয়ে সটান পোড়ে আছে, তব্‌লা প্যাকোয়াজ প্রভৃতি বাজাবার সমুদয় আসবাব ঘরের এক কোণে ছড়াছড়ি কোরে ফেলে রেখেছে, তা ছাড়া, একটা পুরাণ পাজামা, ঘুঙ্গুর, রন্ধনের আসবাব, গোটাকয়েক মদের বোতল, সেই কোণে ধরা রয়েছে। বোতলগুলি খালি বোধ হলো, যারা সেই-গুলি খালি কোরেছে, মাতোয়ালা হোয়ে সেইখানে পোড়ে আছে। এই সকল কারখানা দেখে শুনে মনে মনে দারুণ ভয় হতে লাগ্‌ল। কিন্তু যে জন্যে এসকল অপেক্ষাও মহাকালভয়ে অন্তঃকরণ কেঁপে উঠ্‌ল, সে শুদ্ধ একটি মূর্ত্তি দর্শন কোরে,—দেওয়ালের উলট পিঠে, ছিদ্রের মুখেই, একখানি সামান্য কোচ্ পোড়ে আছে, নূরমহল ঐ কোচের উপর উবুড় হোয়ে পোড়ে সেই মূর্ত্তিটির উপর ঝুঁকে রয়েছে,

অনেক টানাটানি করাতে মূর্ত্তিটি মাথা উঁচু কোরে বিছানার উপর উঠে বোস্‌ল। পাঠক! সে আকৃতিটি আর কেউ নয়, আমার প্রাণময়ী দেলযান!! তার অবয়ব চিন্তে পেরে আমার শোণিত পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়ে গেল, দেলযান তখন ফুলে ফুলে ফোঁস ফোঁস শব্দে রোদন কোচ্ছিলেন। নূরমহল জান্তে পেরেছিল যে, আমি সেই ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌ছি, তাই সে দেলযানের দিকে অঙ্গুলি হেলিয়ে বাঁ পা দিয়ে গুতো মাচ্ছিল, আমি মনে কোল্লেম, কতকগুলি কাপড়ের উপরেই লাথি মাচ্ছে, শেষে দেখি, সে কাপড় নয়, একটা বুড়ী, সে যখন আধাঘুমে ঢুলতে ঢুলতে, চোক্ মুছ্‌তে চোক্ মুছ্‌তে উঠে বোস্‌লো, দেখি না, সে পরামাণিকের মা!! তার পর নূরমহল সে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যে কামরায় ছিলেম, সেইখানে এসে বোল্লে "এখন তোমার বিশ্বাস হয়েছে ত?" আমি বিকট স্বরে বোল্লেম "হাঁ হয়েছে! কিন্তু তোমার ক্রোধের ভাজনকে এই দণ্ডেই মুক্ত কোরে দিতে হবে"। নূরমহল বোল্লে "এখন পথে এসো, আমিও তোমায় ঐ প্রস্তাব কোরেছিলেম, আমার পিতাকে কারামুক্ত করো, তা হোলে তোমার দেলযানও মুক্তি পাবে।"

আমি বল্লেম, "আমার যদি নিজের বিষয় হতো, তাহলে তোমার কথা রক্ষা কোত্তে পাত্তেম, বাস্তবিক তা ত নয়, তোমার পিতা আমার বন্দীও নন। আমার আসামীও নন, তিনি আমীর জেমদার কয়েদী আসামী, সেই জন্যেই আমি তাঁরে ছেড়ে দিতে পারি না, তত নরাধম নই যে"—নূরমহল কথায় বাধা দিয়ে বোল্লে "আচ্ছা ঐ কথাই ভাল, তবে দেলযান যে ভাবে আছে, ঐ ভাবেই থাক্, তুমি তাতে রাজি আছ তো? যার নামে তোমার মুখে লাল পড়ে, যে নাম অহোরাত্র তোমার জপমালা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যারে তুমি স্বপ্নে দেখো,

সে এখন আমাদের নাচনেওয়ালী, তা ছাড়া"—আমি অমনি বোলে উঠলেম "চুপ করো, মুখ সামলিয়ে কথা কইও, আল্লার দিব্যি, তা কখনই হোতে দেবো না, তুমি এই দণ্ডেই তারে আমার কাছে এনে দাও, নচেৎ যে কজন মাতাল তোমার সঙ্গে আছে, তারা সকলেই আমার তলোয়ারের কোপে পোড়্‌বে।" নূরমহল ঐ কথা শুনে, উপহাস ভাবে, হা হা কোরে হেসে বোল্লে, "আচ্ছা, তবে যাও, তাই করোগে, ঘুমন্ত ব্যক্তিদের কচু কাটা কোরে ওয়ার করো। কিন্তু সাদক! তাতে তোমার লাভ কি হবে? এ প্রাচীর ঘেরা বাড়ীথেকে বেঁচে যাবে কি করে? সাদক! একটু প্রবীণ হও, বিজ্ঞের মত কথা কও, আমি যে প্রস্তাব কোরেছি, তাতে তুমি রাজি হও।"

"তা কখনই হবো না—" এই কথা বোলে, নূরমহলকে ঠেলে ফেলে দৌড়িলেম, ভাবলেম, যে ঘরে দেওয়ান আছে, ভেঙ্গে, জোর কোরে প্রবেশ কর্‌বো. এই সময় নূরমহল মিহি, টানা সুরে একবার শিশ দিলে. তার পর দেখি না, যে ঘরটিতে সকলে ঘুমিয়েছিল, সবলে রুদ্ধ হলো আমি সেই অন্ধকার গলিতে একলা দাঁড়িয়ে নূরমহল খল-খল কোরে হাসছে, তারি শব্দ শুনতে পাচ্চি!! তখন আমার চৈতন্য হলো, এখনও বিবেচনা কর্‌বার সময় আছে, আপাততঃ কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত, তাই ঠাওরাতে লাগলেম।

আমি বোল্লেম, "নূরমহল: তোমার মনে যা আছে করো, আমায় কিন্তু রাজপুরীতে ফিরে যেতে অনুমতি দাও।" অনুমান হলো নূরমহলের ইচ্ছা ছিল না যে, আমার ও কথায় সম্মত হয়. পুনরায় বোল্লেম "আমায় ছেড়ে দাও, আমি চোলে যাই, আমার খাতিরেও যদি না দাও, তোমার পিতার অনুরোধেও ত আমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমি আগ্রায় উপস্থিত থাকলে তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে

পারবো, কিন্তু সেখানে উপস্থিত না থাক্‌লে তিনি নিশ্চয়ই মারা পোড়্‌বেন, তাঁকে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা নাই যে, ছেড়ে দেবো, সুতরাং আমি তা পার্‌বোও না, তবে বোলে কয়ে তার প্রাণরক্ষা কোরে দিতে পার্‌বো।” এই কথা বলাতে নূরমহলের মন নরম হলো, সে আমাকে সঙ্গে কোরে সেই প্রকাণ্ড ফটকের কাছে লয়ে গেল, তখনও একবার নূরমহল বোল্লে, তার কথায় যদি সম্মত হই, তবে দেলযানকে খালাস কোরে দিতে প্রস্তুত আছে। আমি বোল্লেম, “না, না, তা কখনই হবে না। পাপিয়সী! তোমারি জিৎ! সে যখন তোমার হাতে পোড়েছে, তখন আর দয়ার প্রার্থনা নাই, তুমি যে তাবে দয়া কোর্‌বে, সে আশা সে যেন না করে”। নূরমহল পুনরুক্তি কোল্লে না, দরোয়ানকে তুলে ফটক খুলে দিতে বোল্লে, তার পর অঙ্গুলী দ্বারা দরজা দেখিয়ে দিয়ে বোল্লে “মৃত্যু ত বরং ভাল, তাব অপেক্ষাও দেলযানের অদৃষ্টে অধিক কষ্ট আছে, সিটি তুমি স্মরণ রেখো। নির্দ্দয় পুরুষ! তুমি বিদায় হও, তুমি দেলযান লাভের উপযুক্ত পাত্র নও, তুমি কেবল আত্ম-কুশল চিন্তাতেই সুপটু, তোমার হৃদয়ে প্রণয়রাগ সতেজ হয় না।” নূরমহল যখন ঐ প্রকার নিন্দা মন্দ কোরে ভৎসনা করে, তখন যে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে কি কষ্ট হোচ্ছিল, সে তার কিছুই অবগত ছিল না; তদ্ভিন্ন আমি যে দেলযানের উদ্ধারের নিমিত্ত মনে মনে কত প্রকার মতলব কোচ্ছিলেম, তার ত কথাই নাই, সে কিন্তু তা স্বপ্নেও কখন মনে করে নি। নূরমহলের নিকট বিদায় হোয়ে সরাসর রাজ-বাটী না গিয়ে, গড়িমসি কোরে ঐ খানেই ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। যে পর্য্যন্ত প্রভাতরাগের কনকছটায় পূর্ব্বদিক প্রফুল্লিত না হোয়েছিল, সে পর্য্যন্ত সেই ভগ্ন-বাড়ীর দিকেই চক্ষু দুটি নিয়োজিত ছিল। পাছে নূরমহল কি তার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ আমায় দেখ্‌তে পায়, সেই

ভয়ে পাশের একটা বাড়ীতে প্রবেশ কোরে, তার উপরে গিয়ে লুকিয়ে থাকলেম। বাড়ীটি নির্ব্বাসপুরী, কেউ তাতে বাস কোত্তো না। আমার প্রাণপ্রতিমা দেলযান যে কারাগারে বন্দী আছেন, সেখান থেকে বড় দূর নয়,—হাত কয়েক মাত্র তফাত। ভাবলেম, মুজ্‌রা-ওয়ালীদের আর তাদের লোক জনের গতি প্রবৃত্তি এইখানে বোসেই দেখতে পাবো, পর দিন প্রাতে তারা জয়পুর থেকে চোলে যায় কি না, জান্‌তে পার্‌বো। যদি যায়, কোন্ পথ ধোর্‌বে, তাও স্থির কোত্তে পার্‌বো। আমার মানস এই যে, তারা যেমন বাড়ীর বাহির হবে, আমিও অমনি পেছনে পেছনে ছুট্‌বো। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই সেই পুরাতন ভগ্নবাড়ীর সদর ফটক যেন খুলে গেল, এইরূপ অনুভব হলো। তার পরেই একখানি বইলীগাড়ী বেরিয়ে গেল দেখ্‌তে পেলেম, তাতে বেশ খাসা একযুড়ী বয়েল যোতা ছিল। গাড়ীর পরদাগুলি খুব কোসে টেনে বেঁধে দিয়েছে, গাড়ীখানি নিঃশব্দে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চোলে গেল। তার পরেই সেই এক রকমেরি আর একখানি গাড়ী বেরিয়ে গেল দেখ্‌লেম, তার পরেই মুজরাওয়ালীদের লোকজনেরা বেতো টাট্টু ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে চোলে গেলো, সকলের শেষে পরামাণিকের মা একটি টাট্টুর উপর সোয়ার হোয়ে টংয়স টংয়স কোরে চোলেছে। তারা বানক্রোটীর রাস্তা ধোরে চল্লো, তাতেই বোধ হলো, আজমীর তাদের লক্ষ্যস্থল। দেখ্‌লেম, যখন দৃষ্টির বার হলো, তখন তাড়াতাড়ি কোরে রাজবাটীর আস্তাবল বাড়ীতে গেলেম। আমার লোক জনেরা সেইখানেই ছিল, তখন বারো জন মাত্র সোয়ার ঘুমেথেকে উঠেছে, ঐ ১২ জন সোয়ার লয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম,—বানক্রোটীর অভি-মুখে দৌড়িলেম, একক্রোশ পথ চোলে গিয়ে তয়ফাওয়ালীদের দেখ্‌তে

পেলেম, তারা আস্তে আস্তে ঢিকুতে ঢিকুতে সটান এক সমান চোলেছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে তারা আগে থাক্‌তেই জান্‌তে পেরেছে যে, আমরা পশ্চাতে পশ্চাতে আস্‌ছি। নূরমহল গাড়ীর পরদা উঠিয়ে দেখ্‌ছিল, আমি তার চেহারা দেখ্‌তে পেলেম। সোয়ারদের গাড়ী ঘেরে ফেল্‌তে হুকুম দিলেম। সেই সময় গাড়ীর ভিতর থেকে একটি মর্ম্মভেদী বিকট চীৎকারধ্বনি আমার কাণে প্রবেশ কোল্লে। নূরমহল তখন গাড়ীথেকে লাফিয়ে পোড়ে তার একটি সঙ্গীর ঘোড়ার উপর আঁচ্‌ড়ে পাচ্‌ড়ে উঠে বস্‌ল। সেই সঙ্গীটি আমাদের অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরে পূর্ব্বেই ঘোড়া থেকে নেবে পোড়েছিল। নূরমহল জিনের উপর আচ্ছা কোরে এঁটে বোসে, সে যে তার রাগ-দ্বেষ চরিতার্থ কোরে আমায় জব্দ কোরেছে, সেইরূপ তুষ্ট অহঙ্কারের ভঙ্গীতে আমার দিকে একটি চরম দৃষ্টিপাত কোরে, মারিবর্ত্তি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে, সন্ সন্ কোরে তীরের ন্যায় ছুট্‌লো। আমি গাড়ীর নিকট এসে পরদাটি তুল্লেম।—আহা! পরদাটি তুলে কি দর্শনই কোল্লেম!! এ কি অদ্ভুত কাণ্ড!! রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে, দেলযান সেই রক্তস্রোতে গড়াগড়ি যাচ্চেন, মৃত্যু-অস্ত্রখানি বুকের ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ কোরে কাজলার ন্যায় এঁটে বোসেছে! আমি যখন সেই শোণিতাক্ত নিষ্ঠুর অস্ত্রখানি টেনে তুল্লেম, তার তামাম গায় দেল-যানের প্রাণাধার রুধির বাষ্পের ভাপ্ উঠ্‌ছিল। তাই দেখে শোকে উন্মত্ত হোয়ে, "হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো! হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো!" এই বোলে হাহাকার কোত্তে লাগ্‌লেম। কখন বা মর্ম্মান্তিক অন্তর্যাতনায় শ্বাসাবরুদ্ধ হোয়ে গোঁ গোঁ শব্দে গোঙ্‌রাতে লগে্‌লেম। হায়! হায়! এ কি ঘোর নিষ্ঠুর কারখানা! দেখে প্রাণ ফেটে যেতে লাগ্‌ল, নূর-মহল যথার্থই প্রতিশোধ দিয়েছে! "হা—দেলযান! এ হতভাগার প্রতি

একবার চেয়ে দেখো!—কোথায় তোমায় উদ্ধার কর্‌বো,—না আমি তোমার কালের স্বরূপ হোলেম!! দেলযান! তোমার সাদকের প্রতি একবার চক্ষুমেলে চেয়ে দেখো!" এক্ষণে তাঁর আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত, পূর্ণ ঘোর আবীল চক্ষু দুটি ফিরিয়ে অতি আস্তে আস্তে, বোধ হয় না হয়, এইরূপ মৃদুভাবে দেলযান আমার একখানি হাত চেপে কথা কবার চেষ্টা কোল্লেন। এই সময় তাঁর জীবনের আরক্তময় স্রোত সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতমুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে সবেগে নির্গত হোতে লাগল, আমরা সাধ্যমত বন্দ কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগলেম, কিন্তু কোনমতেই বাগ্‌ মান্‌লে না, সে রক্তস্রোত রহিত হলো না, আমাদের তাবৎ চেষ্টা বিফল হলো! হায়! যে চক্ষু দুটি এক সময় মনোহর উজ্জ্বল রাগে প্রফুল্লিত ছিল, তাতে এক্ষণে মৃত্যুলক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হোতে লাগ্‌ল, মুখকান্তি শ্রীহীন হোয়ে বিবর্ণ হলো! বাঁচবার আর কোনো আশা নাই! মাথা ঠিক রাখ্‌তে পাচ্ছিলেন না, ঝুঁকে ঝুঁকে নীচের দিকে পোড়্‌ছিল, আমি শিয়রে বোসে হাত দিয়ে ধোরে রাখ্‌লেম, শোকে অধীর হোয়ে চক্ষের জলে দেলযানের মুখমণ্ডল অভিষিক্ত কোত্তে লাগ্‌লেম!! দেলযান আর নড়েন চড়েন না, ডাক্‌লেও উত্তর দেন না! জ্ঞান হলো, তাঁহাতে অবশিষ্ট যা কিছু বলশক্তি ছিল, চরমে একবার ঝেঁকে উঠ্‌বেন বোলে, তাঁর প্রস্থানোন্মুখ মহাপ্রাণী সেইগুলি যেন একত্রে জমা কোচ্ছিল,—দেলযান অন্তিম সময়ে কেঁপে উঁচু হোয়ে উঠে আমার কোলের উপর এসে পোড়্‌লেন!—চেয়ে দেখি,—জীবাত্মা প্রস্থান কোরেছে!!! মৃতদেহের বোঝা কোলে কোরে কতক্ষণ পর্য্যন্ত যে অজ্ঞান অচেতন হোয়ে থাকৃতে হতো, সে কথা এক্ষণে কে বোল্‌তে পারে? আমার সোয়ারেরা কিন্তু এসে বোল্লে, বেলা অনেক হয়েছে, বন্দী সেই রাজপুরীতেই আছে। এই কথা শুনে আমার চৈতন্য হলো।

আমি অঙ্গুলি দ্বারা দেলযানকে দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেম, "বন্দীর মেয়ের এই কাজ। তোমরা দেখো!!"

তারা সকলে একস্বরে বোলে উঠ্‌ল, "তার সে মেয়ে খুনে!!" আমি বল্লেম, "তাই-ই বটে. আ! হতভাগিনী দেলযান! আ! আমি অভাগা সাদক!—আমিই তোমায় খুন কোরেছি! আমিই তোমার কালের স্বরূপ হোয়েছি!—নূরমহল! ধিক তোরে! ধিক্ ধিক্ শতবার ধিক্ তোরে!! পাপিয়সী! তোর সঙ্গে যদি কখন আমার আলাপ পরিচয় না হতো, তবে কি এ কাজ হয়? এক্ষণে এ অনুতাপ করায় কি ফল! হায়! সে কাজ অনেকক্ষণ নিকেশ হোয়ে গেছে!!"

তয়ফাওয়ালীদের দুই জন লোক, তারা বাজিয়ে, এপর্য্যন্ত ঐ খানেই ছিল। তাদের আর কোনো অভিপ্রায় ছিল কি না, বোল্‌তে পারি নে, তবে গাড়ীখানার আর বয়েল দুটির অনুরোধে তারা সেখানে থাকে। শোকাশ্রুপাত কি দুঃখাশ্রুপাত কারে বলে, তারা তা জানে না, এই স্বভাবের লোক তারা।—কিন্তু দেলযানের মৃত্যু দেখে তারা পর্য্যন্তও দুঃখ কোত্তে লাগ্‌ল; আর বোল্লে, আপনি যা বোল্‌বেন, আমরা তা কোত্তে প্রস্তুত আছি। আমি গাড়ীখানি চাইলেম, ঐ গাড়ীতে কোরে দেলযানের মৃতদেহ জয়পুরে পোঁছে দেবে। বিবেচনা কোল্লেম, সেই স্থানেই তাঁর বিষাদাবহ চরম সংস্কার নিষ্পন্ন করা হবে।—তাতে তারা স্বীকৃত হলো। দেলযান জীবদ্দশায় যে সকল পর্দার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী হয়ে থাক্‌তেন,—এক্ষণে সেই সকল পর্দা তাঁর শবদেহের আবরণ হলো।—যে বাহন মধ্যে হাস্য কৌতুকের উল্লাস কোলাহল দিবারাত্র শ্রুতিগোচর হতো, সেই বাহন আজ তাঁর মৃতদেহ বহন করবার দোলা হলো! হা আল্লা! এ সকল ঘটনা কি বাস্তবিক সত্য? না কেবল ভয়াবহ স্বপ্ন মাত্র? পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে স্বপ্নটি আমি প্রতি

নিয়তই দর্শন কোত্তেম, সেইটি এক্ষণে স্মরণ হোয়ে রোল্লেম, আহা নূরমহল সেই কালসর্প, সব প্রথম আমার প্রাণময়ীর পায়ের কাছে কুণ্ডলাকার হোয়ে শুয়ে ছিল, তার পর সে, মনুষ্যের রূপ ধোরে তার নিরপরাধিনী ক্রোধপাত্রীর বুকে ছুরী প্রহার কোল্লে, আমার সেই স্বপ্নটি প্রত্যক্ষ সফল হলো। এক্ষণে আমি জ্ঞান-শূন্য হোয়ে মুহুর্মুহু মোহ যেতে লাগ্‌লেম, উন্মাদ প্রলাপ দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, বাক্যের জড়তা হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, বাতুলের ন্যায় অসঙ্গত, অসম্বন্ধ কথা বোল্‌তে লাগ্‌লেম, বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু কপাল বেয়ে গোড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, মনে কোল্লেম, অশ্রুপাত কোরে শোকপ্রবাহের মোহানা মুক্ত কোরে দেই, চক্ষে কিন্তু জল এলো না, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হলো না। শোক্ দুঃখ লজ্জা সন্তাপের একটি ভয়ানক অগ্নিশিখা হয়ে, আমার অন্তঃকরণ ধূ ধূ কোরে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। গায়ের বস্ত্রগুলি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোল্লেম, শ্বাস প্রায় অবরুদ্ধ হোয়ে এলো, নিশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছিলেম না, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম, প্রাণ আইঢাই কোত্তে লাগ্‌ল, এত সামর্থ্যহীন হোলেম যে, ঘোড়ার উপর স্থির থাকা ভার হল, পুনঃ পুন পোড়ে যাবার উপক্রম হতে লাগ্‌ল। লোকজনেরা আমার ঐ শোকতপ্ত উন্মত্ত অবস্থা দেখে, ধরাধরি কোরে, আস্তে আস্তে ঘোড়া-থেকে নামিয়ে, রাস্তার উপর বসালে, জন কয়েক জল আন্‌তে দৌড়িল, জল আবার নিকটে ছিল না, অনেক কষ্ট কোরে আন্‌তে হয়েছিল, এক নিশ্বাসেই এক লোটা পবিত্র পাবনী উদরস্থ কোল্লেম। শরীরের ভিতর জ্বলে যাচ্ছিল, মনে কোল্লেম, তৃষ্ণা আতৃপ্ত হলে, অন্তর্দাহের কতক প্রতীকার হবে, তা কিন্তু হলো না, অনন্ত বিস্মৃতিরূপ বারি ভিন্ন, সে মর্ম্মান্তিক জ্বালা আর কোন

জলে নিবারণ হবার নয়। জ্বালার চোটে ছুটে গাড়ীর কাছে গিয়ে, পরদাগুলি ফাঁত ফাঁত কোরে ছিঁড়ে ফেলে, একেবারে দেলযানের মৃত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পোড়্লেম। এই সময় অশ্রু-বারি আমার সহায় হোয়ে দর্শন দিলে, মুহূর্ত্তকাল জ্ঞান হলো যেন, দেলযান মরেন নাই, বেঁচে আছেন, কিন্তু অস্ত্রাঘাতের ভয়ানক বিকট মূর্ত্তি দর্শন কোরে, আমার সে ভ্রম তখনি দূর হলো। দেখ্লেম ঘায়ের মুখ ফাঁক হোয়ে পোড়েছে, যেন হাঁ কোরে চেয়ে আছে, তার উপর থানা থানা রক্তও জোমে জমাট হয়ে রয়েছে, তাই দেখে ঘোর ভয়াবহ প্রকৃতাবস্থা স্মৃতিপথে উপস্থিত হলো। এক্ষণে সেই অসহ্য শোক সন্তাপের পরিবর্ত্তে ঘোর ক্রোধের বশবর্ত্তী হোলেম, প্রতিফল দানের প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, এবং খুনে নূরমহলকে অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোত্তে লাগ্লেম। বাস্তবিক প্রকৃত উন্মাদ হোয়ে উঠ্লেম, মাটিতে ঘন ঘন পদাঘাত কোরে, মুখে সহস্র সহস্র কিরে দিব্যি কোত্তে লাগ্লেম, মাথার পাগ্ড়িটা ছিঁড়ে টুক্রো টুক্রো কোল্লেম, রাশি রাশি বালি আর ধূলো মাখিয়ে মস্তকটি ভূষিত কোল্লেম, তৎকালীন দুঃসাহস কোরে যে সুমুখে আস্তে লাগ্ল, তাকেই প্রহার কোত্তে লাগ্লেম, আর কেবল কাতরতাপূর্ণ বিলাপ স্বরে, "দেলযান! দেলযান!" বোলে চীৎকার কোত্তে লাগ্লেম। দুটি কোরে বলদ যোতা, ছোট ছোট গাড়ীতে কতকগুলি রাহাগির ঐ পথ দিয়ে চোলে যাচ্ছিল, আমার লোকজনেরা বিস্তর অনুনয় বিনয় কোরে, ঐ পথিকদের নিকটে একখানি গাড়ী ধার চাইলে, সেই গাড়ী কোরে তারা আমায় জয়পুরে লয়ে যাবে। তারা তাতে সম্মত হলো। আমার কাছে যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল, সেগুলি খুলে লয়ে, হাতে পায়ে বেঁধে, তারা

আমায় সেই গাড়ীতে তুল্লে, এক্ষণে জয়পুরে লয়ে চল্লো। সেখানে পৌঁছিলে, দেখ্‌বার নিমিত্ত বিস্তর লোক আমাদের ঘেরে দাঁড়াল, অসম্ভব ভিড় হল। তার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে সেই ভয়ঙ্কর বিপৎপাতের সংবাদ দেশময় ছোড়িয়ে পড়ে, তাই আমাদের দেখ্‌বার নিমিত্ত লোকের কৌতূহল জন্মেছিল। রাজার আদেশানুসারে আমায় রাজপুরীর মধ্যে লয়ে গেল, সেখানে আমার সেবা যত্ন যতদূর কোত্তে হয়, তার ত্রুটি হয় নি। দুচার ঘণ্টা জিরিয়ে, একটু সুস্থ হোয়ে, আমার ছিন্নভিন্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সুস্থির কোত্তে সক্ষম হোলেম। আমার প্রিয়তমার মৃতদেহের সৎকার কোত্তে অনুমতি কোল্লেম। নূরমহলকে ধৃত করবার জন্য রাজা সৈন্য পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁরে নিষেধ কোল্লেম, নিষেধ করবার তাৎপর্য্য এই, যদি সহস্র নূরমহলকে আমার ক্রোধের অগ্রে বলিপ্রদান করা হয়, তথাচ দেলযান পুনঃ প্রাণ দান পাবেন না। নূরমহল জীবিত থেকে, আপনার সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করুক, তার সেই অপ্রসাদ চিত্তের মর্ম্মভেদী ঘোর যন্ত্রণা নিষ্ঠুরার সাংঘাতিক কাল দণ্ডের স্বরূপ হবে, তাই তার তার অতিরিক্ত দণ্ডের প্রয়োজন নাই। বরকান্দাজ খাঁর সঙ্গে রাজার বিলক্ষন আত্মীয়তা ছিল, তাই তিনি হুকুম দিয়ে দিলেন যে, দেলযানের কবর দেবার নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় হবে রাজতহবিলে খরচ পোড়্‌বে। যারে একদিন স্ত্রী বোলে সমাদর কোরে বামে বসাব মানস কোরেছিলেম, সেই দেলযানের আজ কবর হলো!! আমি উপস্থিত ছিলেম, দাঁড়িয়ে থেকে স্বচক্ষে তা দর্শন কোল্লেম! দেলযানের সদৃশ সুচারু নব যুবতীর অদৃষ্টে এই বিড়ম্বনা হলো, তাই দেখে, স্ত্রী পুরুষ বালক হিন্দু মুসলমান

প্রভৃতি, যাঁরা যাঁরা যুবতীর দেহসৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলেরি অবয়ব দয়া দুঃখ আর করুণার চিহ্নে অঙ্কিত হতে দেখ্‌লেম। আমার বেশ স্মরণ হোচ্চে, আমি সেই সময় কবরের কাছে হাঁটু গেড়ে বোসে, রাশি রাশি ধূলো মাথায় মাখাতে লাগ্‌লেম, মাথাটি তখন খালি, তাতে টুপি ছিল না, আর সে সময় সকলে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিল, সকলেরি চক্ষু আমার দিকেই ঝুঁকে ছিল। আমি তখন হাহাকার শব্দে, "হা দেলষান! হা দেলষান!" বোলে, আর্ত্তনাদ কোত্তে লাগ্‌লেম, শোক দুঃখ মনস্তাপে সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে, ঝেঁকে ঝেঁকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যখন কবর ক্রিয়া সমাধা হোয়ে, আহুতি স্বরূপ শেষ এক চাপ মৃত্তিকা দিয়ে আমার প্রিয়তমার অবয়ব ঢেকে ফেল্লে, তাই দেখে আমি মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়্‌লেম। তার পর চৈতন্য পেয়ে দেখি, আমি রাজপুরীর মধ্যে এসেছি, রাজার পার্শ্বচরেরা আমায় ঘেরে আছে। তখন জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার সে কয়েদী আসামী কোথায়"? তারা বোল্লে, আমার বাকী লোকজনেরা মনে কোরেছে, হয়ত আমি আগে চোলে গেছি, তাই তারা আসামীকে লয়ে আগরার রওনা হোয়েছে। ঐ কথা শুনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হলেম, আমার সঙ্গে যে কব্যক্তি ছিল, তাদের বোল্লেম, "আর বিলম্ব করা নয়, এখনই তয়ের হও, এখনই রওনা হোয়ে, আগে যারা চোলে গেছে, পথে তাদের ধোত্তে হবে"। রওনা হোয়ে দেখি, কেবল মাত্র ৫০০ লোকের হেপাজাতে কয়েদী আসামীকে জিম্মে কোরে দিয়ে, বাকী তাবৎ লোক পশ্চাতে থেকে পিট্‌পিট্‌ কোরে চোলেছে। তার তাৎপর্য্য এই বোধ হলো, রাজপুরের একটা উৎসবে যেতে গিয়ে, সকলে মাতওয়ালা হোয়ে, জয়পুর সহরময় ছড়িয়ে

পোড়েছিল। কতক লোকজনের ঐরূপ ঔদাস্য ভাব দেখে, বাকী যে সকল লোক তত উন্মত্ত হয় নি, যে কার্য্যের নিমিত্ত তারা এসেছে, সে জ্ঞান না কি তাদের কতক কতক ছিল, তাই তারা আমায় জিজ্ঞাসা না কোরে, খোদ হাকিমি কোরে, কয়েদী আসামীকে লয়ে, চলে এসেছে। তারা এই মনে কোরেছিল, আমি হয়ত অগ্রেই চোলে গেছি, সেটি কিন্তু তাদের মস্ত ভ্রম। বিবেচনা কোল্লেম, একটি ব্যক্তির পাহারার জন্যে ৫০০টি জোয়ান যথেষ্ট, কিন্তু তথাচ মনের উদ্বেগ গেল না; কয়েদী আসামীর হেপাজাতের বিষয়ে ভারি সন্দেহ হোতে লাগল, অতিশয় অসুখী হোলেম। রাজার কাছে বিস্তর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তাঁকে অনেক স্তব স্তুতি কোরে, তাড়াতাড়ি বিদায় হোলেম, অবশিষ্ট সৈন্যদল সঙ্গে লোয়ে, জয়পুর পরিত্যাগ কোরে, শীঘ্র শীঘ্রই বেরিয়ে পোড়লেম।

---

১৩ পরিচ্ছেদ।

"যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল।"

আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে বরাবর একটানা চোলে যাচ্চি, যে ৫০০ লস্কর কয়েদী আসামীকে লয়ে পূর্ব্বে রওনা হোয়েছে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোচ্চে না, তাই মনে বড় ত্রাস হোতে লাগ্‌ল। আমার লোকজনেরা কিন্তু বারম্বার জেদ কোরে বোল্‌তে লাগ্‌ল যে, "কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তারা অপ্রমাদে চোলে যাচ্চে।" আমি কিন্তু নিরুদ্বেগ হোতে পাল্লেম না, আমার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হোতে লাগ্‌ল, বন্দীকে একটিবার আপন চক্ষে দেখবার নিমিত্ত লালায়িত হোলেম। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় দূরথেকে নিরীক্ষন কোরে দেখলেম, কতকগুলি সোয়ার যেন পথ হারিয়ে

চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি কোচ্ছে, জনকয়েক আমাদের দিকে আস্‌ছিল, আস্‌তে আস্‌তে কি ভেবে, হঠাৎ একটা চক্র দিয়ে আবার ফিরে চল্লো, আমরা যেন শত্রুপক্ষের লোক, এইরূপ ভাবটি তারা প্রকাশ কোল্লে। একবার একটি সোয়ার এত নিকটে এলো যে, ডাক্‌লে ডাক্‌ শোনা যায়, আমার একটি পার্শ্বচর তারে দেখে চিন্‌লে, সে তার আপনার সহোদর ভাই, এ ব্যক্তি বন্দীর সঙ্গে আগে চোলে এসেছে। আমি বোল্লেম, "এরা আমাদেরি লোক দেখ্‌ছি, ওকে বড় কোরে ডাকো দেখি"। সে তাই কোল্লে, চেঁচিয়ে ডাক্তে লাগ্‌ল। ঐরূপ ডাকাতে, সেই পথভ্রান্ত, সভয়চিত্ত, ব্যাকুলাত্মা সোয়ারটি হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কয়েদী কোথা ?"

"হুজুর! সে পালিয়েছে, আমাদের কতক লোক মারা পোড়েছে, কতক আহত হোয়েছে।"

"বেশ হয়েছে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!! যেমন অহঙ্কার কোরে, আমায় ফেলে চোলে এসেছিলি, তার মতন ফল পেয়েছিস্‌। বন্দী কি কোরে পালাল?"

"আর হুজুর! সে দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন! এক দল মাহীর আচম্‌কা আমাদের উপর এসে পোড়্‌ল, তারা পঙ্গপালের ন্যায় বিস্তর লোক যুটে এসেছিল। কয়েদী মনে জান্তো যে, তারা অবশ্যই তারে রক্ষা কোত্তে আস্‌বে, তাই তাদের দেখ্‌তে পেয়ে, আসামী ঘোড়া শুদ্ধ তাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে, উচ্চৈঃস্বরে ডেকে আপনার নাম বোল্লে। মাহীরেরা সেই আওয়াজ পেয়ে, হো হো শব্দে আনন্দের করতালি দিতে দিতে, নজফালীকে তাদের মধ্যে টেনে নিলে। আমরা চড়াও হোলেম, কিন্তু তাদের তীরের মুখে

বিষ মাখান, সন্ধানও অব্যর্থ, আমাদের অনেককে জমিতে শুইয়ে দিলে, বাকী লোকজন ভঙ্গ দিয়ে, যে, যে দিকে সুবিধা পেলে, ছুটে পালাল, সব ছড়িভঙ্গ হোয়ে ছত্রাকার হোয়ে পোড়ল। হুজুর! চলুন দেখতে পাবেন, অনেকগুলি সোয়ার নিরুপায় হোয়ে, কতক সদর রাস্তার উপর, কতক এদিকে সেদিকে ছড়াছড়ি হোয়ে পোড়ে রোয়েছে, তাদের আর লড়্‌বার চড়্‌বার ক্ষমতা নাই, তাদের ঘোড়াগুলি চিঁহিঁহি কোত্তে কোত্তে, দাপাদাপি কোরে ছুটে বেড়াচ্চে, আর আপনাপনি কামড়াকামড়ি কোরে ক্ষতবিক্ষত হোচ্চে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম "মাহীরেরা কোন্ জাতি, কি প্রকার লোক তারা?"

সোয়ার বোল্লে, "তারা পুরুষানুক্রমে দস্যের ব্যবসা করে, তাদের এক প্রকার দস্যের বংশ বোল্লেই হয়। রাজপুতনা রাজ্য বেড়ে যে এক শ্রেণী ছোট ছোট পাহাড় বরাবর একটানা চোলে গেছে, সেই পাহাড়ের মধ্যে তাদের বাস, নামমাত্র মুসলমান, বাস্তবিক তাদের কাছে কোনো ধর্ম্মেরি সমাদর নেই। ভীল নামে যে বংশ ভারতবর্ষের অন্যতম পার্ব্বতীয় দেশে বাস করে, তাদের সঙ্গে মাহীরদের বিস্তর সৌসাদৃশ্য, উভয়েই প্রায় একই বংশ, একই গোত্র। মাহীরেরা এত বলবান, আর তারা দলে এত পুষ্ট যে, জয়পুরের ঠাকুরেরা তাদের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পবান।"

ঐ সকল কথা শুন্তে শুন্তে মাহীরদের সঙ্গে যেখানে প্রথম দেখাসাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানে এসে উপস্থিত হোলেম। দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে একটি কন্দর, সেখানে বিস্তর কাঁটাবন, আর বিস্তর জঙ্গল। তত প্রাণীর মৃতদেহ চক্ষে দর্শন কোরে আমার হৃৎকম্প হলো, নিকেশ দিতে হবে ভেবে আরও ত্রাস হতে লাগ্‌ল। যে লোকের

অনুসন্ধানে আমার আসা, তারে প্রকৃত প্রস্তাবে গেরেপ্তারি কোরেছিলেম, গেরেপ্তার কোরেও শেষে যে আমার হাত থেকে গোলে বেরিয়ে গেল, সে দুঃখ রাখ্‌বার স্থান নাই সত্য, আর তা মনে হোলেও বুক ফেটে যায় সত্য, সে সবই সত্য বটে, তবে কথা এই যে, এই দুর্ঘটনা কিছুদিন পূর্ব্বে হোলে, বোধ হয় অতিরিক্ত মর্ম্মান্তিকই হোয়ে দাঁড়াত, এক্ষণে কিন্তু ততখানি জ্ঞান কোল্লেম না। তার কারণ আর কিছুই নয়, তখন না কি আর একটী বিষয়ের চিন্তা লয়েই মহা ব্যতিব্যস্ত ছিলেম, তাই আর এ চিন্তা মনে স্থান পেলেনা। ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে আছি, চিন্তায় নিমগ্ন, নিশ্চয় জেনেছি যে, আগ্‌রায় পৌঁছিলেই কর্ত্তৃপক্ষেরা মহা কুপিত হবেন, তথাচ ভীত হোলেম না। লস্করদের একস্থানে একত্রে জমা কোরে দেখ্‌লেম যে, আগ্‌রা থেকে যে ১২০০ জোয়ান আমার সঙ্গে আসে, তার মধ্যে কেবল মাত্র ৭৫০ লোক আপাতত পাওয়া যাচ্চে। পীড়িত আর আহত ব্যক্তিদের নিমিত্ত ডুলি আনিয়ে দেওয়া হলো। প্রথম যে গ্রামে পৌঁছিলেম, সেইখানে তাদের ছেড়ে দিয়ে, বন্দীর বিষয় একটি একটি কোরে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম। তাদের বোল্লেম "তোরা কেউ বোল্‌তে পারিস্, যখন জয়পুরে কয়েদী বন্দী ছিল, তার সে ঘরে কেউ সাক্ষাৎ কোত্তে গিয়েছিল কি না?" এক ব্যক্তি কিরে দিব্যি কোরে বোল্লে "না, কাকেও তার কাছে যেতে দেওয়া হয় নি, তবে এক ছুঁড়ী নাচনেওয়ালী বিস্তর হাতে পায় ধোরে বলাতে, পাহারাওয়ালা একখানি চিটি লয়ে বন্দীর হাতে দেয়।" আমি বোল্লেম, "তবে তাই সে মাহীরদের আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছিল। নাচ্‌নেওয়ালী আর কেউ নয়, বন্দীর কন্যা নূরমহল, সে তাদের সঙ্গে পূর্ব্বে গোড়ে পিটে ঠিক কোরে